সূত্রপিটকে

মধ্যম-নিকায়

(প্রথম খণ্ড)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক

শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ, ডি-লিট

অনূদিত

উৎসর্গ

যিনি আমার বাল্যে ও কৈশোরে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া এবং
তাঁহার সর্বস্ব দিয়া আমার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন
সেই পিতৃতুল্য পরমারাধ্য খুল্লতাত ধনঞ্জয় তালুকদার
এবং
আশৈশব যিনি প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে পুত্রাধিক স্নেহে আমার জীবন
পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন সেই জননীস্বরূপা পরমারাধ্যা স্বর্গতা
খুল্লমাতা শশীকুমারী দেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে এই অনুবাদ
গ্রন্থখানি সশ্রদ্ধে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

বেণীমাধব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের মজ্ঝিম-নিকায়ের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ূয়া এম-এ, ডি-লিট মহোদয় এই গ্রন্থের অনুবাদক। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মজ্ঝিম-নিকায়ের ভাব ও ভাষা যেরূপ দুরূহ তাহাতে ডক্টর বড়ূয়ার মত এরূপ অভিজ্ঞ পালি ভাষাবিদ পণ্ডিত না হইলে বঙ্গানুবাদ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতামূলক কার্য্যের জন্য ত্রিপিটক বোর্ড তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইতি—

১০৬এ, চরকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা
২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ

শ্রী অধরলাল বড়ূয়া
সম্পাদক
যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

বঙ্গভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের, বিশেষত পালি ত্রিপিটকের অনুবাদ প্রকাশের প্রচেষ্টা নূতন নহে। যাঁহারা এরূপ দুরূহ অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় খণ্ড জাতকের অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পালি ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং উদানের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের অনুবাদ আশানুরূপ মূলানুগত হয় নাই। 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড' হইতে বর্ত্তমান সিরিজে পালি বিনয় মহাবগ্গের অনুবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুবাদের কৃতিত্ব এখনও পাঠকবর্গের বিচারাধীন।

মজ্ঝিম-নিকায়ের ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ ও দুরূহ পালি সূত্র-পিটকের গ্রন্থ অনুবাদ করিতে গিয়া স্বতঃই মনে চিন্তা হইয়াছে, আমার দ্বারা মূলের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখিয়া অনুবাদ করা আদৌ সম্ভবপর হইবে কিনা। পালি মূল গ্রন্থগুলিকে বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়, তদ্বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষ যত্নসহকারে বিবেচনা করিয়াছি। অর্থকথা বা ভাষ্যের বিশদ এবং বহুস্থলে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার বোঝায় ভারাক্রান্ত না করিয়া যাহাতে অনুবাদ মূল্যের রচনা-বিন্যাস, ছন্দ, অর্থসঙ্গতি এবং শক্তি রক্ষা করিয়া, অথচ যাহাতে যে ভাষায় অনুবাদ করিতেছি উহারই রচনাপদ্ধতি অনুরণ করিতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে, মূলের সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া; মোটের উপর, যাহাতে পাঠকের মনে এই ধারণা হয় যেন ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ পালির পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষাতেই তাঁহাদের বাণী প্রচার করিতেছেন। এই প্রকার দুঃসাহস লইয়াই আমি এই কার্য্যে ব্রতী হই। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিচার করিবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অথবা বানানগত দুই চারিটি ভুল-ভ্রান্তি সহজে মার্জনীয়, কারণ আমি তদ্গতচিত্ত হইয়া আমার মূল লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্যই আমার সমস্ড় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ত্তমান খণ্ডের অনুবাদ পাঠকদিগের সন্তোষ বিধানে সক্ষম হইলে এবং তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে, আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদে হস্ড়ক্ষেপ করিব, বাসনা রহিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্য্যগণের বিচারে পরমতখণ্ডনের পক্ষেই পালি ত্রিপিটকের মধ্যে মজ্ঝিম-নিকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উহার প্রথম বর্গের শেষে উহার ভাবের গভীরতাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কতগুলি পরবর্তীকালে রচিত গাথা সন্নিবিষ্ট আছে। আমার বিবেচনায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মজ্ঝিম-নিকায়ই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর কোনও গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সূত্রগুলি সর্ব্বত্রই চিত্তবিমুক্তির এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দ্বিবিধ বিমুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত সাধনপন্থা এবং অন্তরায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে।

প্রত্যেক সূত্রের অনুবাদে দীর্ঘ ভূমিকা সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ড় হইয়াছি। বিশেষত মৎসঙ্কলিত ‘বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষে’ প্রত্যেক সূত্রের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব এস্থলে উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

পালি সংযুক্ত নিকায় এবং বিনয় মহাবগ্গের অন্তর্ভুক্ত ‘ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্তকেই ভগবান বুদ্ধের প্রথম উপদেশ বলিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই সূত্রটি দীর্ঘ এবং মজ্ঝিম-নিকায়ে স্থান পায় নাই। ‘ধম্মচক্ক প্রবত্তন সুত্তে’ দ্বিবিধ অন্ত, মধ্যপথ, চারি আর্য্যসত্য এবং অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গ যে আকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুরূপ কোনও উক্তি মজ্ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত ‘অরিয় পরিয়েসন সুত্তে’ বর্ণিত ঋষিপত্তন মৃগদাবে বুদ্ধপ্রদত্ত উপদেশে দৃষ্ট হয় না। বরং মজ্ঝিম-নিকায়ের প্রথম সূত্রের নাম মূলপরিয়ায় (পূল পর্য্যায়) এবং জাতকসমূহের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট জাতকের নাম মূলপরিয়ায়। মূলপর্য্যায়সূত্র পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতের সহিত অনৈক্য প্রদর্শন করিয়াই বুদ্ধমত স্থাপন করা হইয়াছে। মহাভারতের সর্ব্বত্রই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কাল বিশ্বনিয়ন্তা এবং কাল দুরতিক্রম্য। মূলপর্য্যায় জাতকে এই লোকমত নিরস্ড় করিয়াই বৌদ্ধ কালাতিক্রম্য-বাদ প্রচার করা হইয়াছে। মজ্ঝিম-নিকায়ের দ্বিতীয় সূত্রে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমি কে, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, পরে কোথায় যাইব এবং এখনও বা কি ভাবে আছি, ইত্যাদি লোকসম্মত দার্শনিক প্রশ্নগুলিকে প্রকৃত মননযোগ্য দার্শনিক সমস্যা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর্য্যপর্য্যেষণ সূত্রের দ্বিবিধ পর্য্যেষণ সম্পর্কিত ভগবান বুদ্ধের সমগ্র উক্তি বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত (৪-৪-২২-২৫) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এষণ বিষয়ক বিশিষ্ট উপদেশেরই বিশদ বিবৃতি মাত্র। মহাসত্যক সূত্রে বর্ণিত প্রাণায়াম-প্রধান হঠযোগ প্রক্রিয়া যোগশিখা এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগকুণ্ডলী প্রভৃতি কতিপয় অর্ব্বাচীন উপনিষদের মধ্যে অবিকল দৃষ্ট হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে, চারি বেদ, ব্রাহ্মণ, প্রাচীন উপনিষদ্ এবং মহাভারত দ্বারা মধ্যম

এবং অপর চারি নিকায়ে লক্ষিত যাবতীয় দার্শনিক মত এবং ধর্ম্মসাধন পন্থায় নির্দ্দেশ লাভ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধের সমসময়ে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং সেগুলির সহিত পরিচয় না থাকিলে এই বৌদ্ধ মত স্থাপনার রহস্য এবং প্রকৃত মর্ম্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে না।

'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ডের' কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার উপর মজ্ঝিম-নিকায়ের বঙ্গানুবাদের ভারার্পণ করিয়া সত্যই আমাকে বাধিত করিয়াছেন। যে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমার এই শ্রমসাধ্য অনুবাদ দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ মাত্র পূর্ণ হইলেও নিজেকে ধন্য মনে করিব। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২১ জুন, ১৯৪০

শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূ চি প ত্র

মূল পঞ্চাশ সূত্র

১. মূল-পর্যায় বর্গ..৯
১. মূল-পর্যায় সূত্র ৯
সর্বাসব সূত্র (২) ১৮
ধর্মদায়াদ সূত্র-(৩) ২৪
ভয়-ভৈরব সূত্র (৪) ২৭
অনঙ্গন সূত্র (৫) ৩৭
আকাঙ্ক্ষণীয় সূত্র (৬) ৪৪
বস্ত্রোপম সূত্র (৭) ৪৭
সল্লেখ সূত্র (৮) ৫১
সম্যকদৃষ্টি সূত্র (৯) ৫৭
স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র (১০) ৬৯
২. সিংহনাদ-বর্গ.. ৭৯
ক্ষুদ্র সিংহনাদ সূত্র ৭৯
মহাসিংহনাদ সূত্র (১২) ৮৩
মহাদুঃখস্কন্ধ সূত্র (১৩) ৯৮
ক্ষুদ্রদুঃখস্কন্ধ সূত্র (১৪) ১০৬
অনুমান সূত্র (১৫).. ১১৩
চেতস্খিল সূত্র (১৬) ১২২
বনপ্রস্থ সূত্র (১৭).. ১২৮
মধুপিণ্ডিক সূত্র (১৮) ১৩৩
দ্বিধাবিতর্ক সূত্র (১৯)..১৩৯
বিতর্কসংস্থান সূত্র (২০) ১৪৫
৩. ঔপম্য-বর্গ.. ১৫০
ককচোপম সূত্র (২১)* ১৫০
অলগর্দোপম সূত্র (২২) ১৫৭
বল্মীক সূত্র (২৩) ১৭১
রথবিনীত সূত্র (২৪) ১৭৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবাপ সূত্র (২৫) ১৮০
আর্যপর্যেষণ সূত্র (২৬) ১৯১
ক্ষুদ্র-হস্তীপদোপম সূত্র (২৭) ২০৬
মহা-হস্তিপদোপম সূত্র (২৮) ২১৬
মহাসারোপম সূত্র (২৯) ২২২
ক্ষুদ্র-সারোপম সূত্র (৩০) ২৩১
৪. মহাযমক বর্গ ২৪২
ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ সূত্র (৩১) ২৪২
মহাগোশৃঙ্গ সূত্র (৩২) ২৪৮
মহা-গোপালক সূত্র (৩৩) ২৫৭
ক্ষুদ্র গোপালক সূত্র (৩৪) ২৬৩
ক্ষুদ্রসত্যক সূত্র (৩৫) ২৬৬
মহাসত্যক সূত্র (৩৬) ২৭৫
ক্ষুদ্র তৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র (৩৭) ২৯৩
মহাতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র (৩৮) ২৯৭
মহাঅশ্বপুর সূত্র (৩৯) ৩১১
ক্ষুদ্র-অশ্বপুর সূত্র (৪০) ৩২৩
৫. কুদ্রযমক-বর্গ ৩২৭
শালেয়ক সূত্র (৪১) ৩২৭
বৈরঞ্জক সূত্র (৪২) ৩৩২
মহাবেদল্য সূত্র (৪৩) ৩৩৭
ক্ষুদ্রবেদল্য সূত্র (৪৪) ৩৪৪
ক্ষুদ্র ধর্মসমাদান সূত্র (৪৫) ৩৫০
মহা-ধর্মসমাদান সূত্র (৪৬) ৩৫৪
মীমাংসক সূত্র (৪৭) ৩৬০
কৌশাম্বী সূত্র (৪৮) ৩৬৪
ব্রহ্মনিমন্ত্রণ সূত্র (৪৯) ৩৬৯
মার-তর্জন সূত্র (৫০) ৩৭৫
পরিশিষ্ট ৩৮৪
ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি ৩৮৪
প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নির্বাণ ৩৮৭
আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ ৩৯২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা’

মধ্যম-নিকায়

(প্রথম খণ্ড)

মূল পঞ্চাশ সূত্র

১. মূল-পর্যায় বর্গ

১. মূল-পর্যায় সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি[১]—

১। একসময়[২] ভগবান[৩] উক্কট্‌ঠা[৪]-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন[৫], সুভগবনে[৬] শালরাজমূলে[১]। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহবান করিলেন[২],

---

১. সমগ্র বচনের উদ্দেশ্য—(১) সূত্রনিহিত উপদেশকে ভগবদুক্তিরূপে উপস্থিত করা; (২) সূত্রের প্রামাণ্যবিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করা (প. সূ.)।

২. অনির্দিষ্টভাবে কালনির্দেশ কল্পে ‘একসময়’ বাক্যের প্রয়োগ। প্রাচীনদের মতে ইহা একটি ‘ভুস্মবচন’, যদ্বারা সূত্রের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে ইহা একটি ‘উপযোগবচন’, যদ্বারা সময়ের উপযোগিতা সূচিত হইয়াছে। যখন ভগবান করুণাবিহারী, করুণায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ তখনই সূত্রোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই অর্থদ্যোতনাতেই বচনটির উপযোগিতা (প. সূ.)।

৩. ‘ভগবান’ অর্থে গুরু, সর্বগুণবৈশিষ্ট্যে যিনি সর্বসত্ত্বের গুরু। প্রাচীনদের মতে ‘ভগবান’ অর্থে যিনি শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, গৌরবযুক্ত গুরু। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা বিসুদ্ধিমগ্‌গে বুদ্ধানুস্‌সতি দ্র. (প. সূ.)।

৪. উল্কার (দণ্ডদীপিকার, মশালের) আলোকে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নগরীর নামকরণ হয় উক্কট্‌ঠা বা উল্কাস্থা (প. সূ.)। আমাদের মতে উক্কট্‌ঠা—উৎকৃষ্টা। ইহা শ্রাবস্তী ও শ্বেতব্যার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল (B.C Law's Geography of Early Buddhism, পৃ. ৩৩ দ্র.)।

৫. বিহার করিতেছিলেন বলিলে বাঙ্গালায় মূলশব্দের কদর্থ হইতে পারে, যেহেতু বাঙ্গালায় বিহার অর্থে কোনো এক প্রকার বিলাসবিহার।

৬. অন্ধবন, মহাবন ও অঞ্জনবনাদির ন্যায় সুভগবনও একটি স্বয়ংজাত বন। দ্বিবিধ অর্থে সুভগ—(১) সৌভাগ্যযুক্ত, (২) বহুজনকান্ত। ইহা দেখিতে অতিশয় মনোহর ছিল বলিয়া বহুলোক তথায় গিয়া মেলা, সমাজ ও উৎসবাদি করিত। ইহাতে দৈবপ্রভাব ছিল বিশ্বাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন[৩]। ভগবান কহিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সর্বধর্ম-মূল-পর্যায়[৪] (মূলসূত্র, মূলতত্ত্ব) তোমাদের নিকট উপদেশ প্রদান করিব[৫], তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথকজন[৬] (ইতর সাধারণ) যাহারা আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই[৭], আর্যধর্মে অকোবিদ[৮] (অবিদ্বান), আর্যধর্মে অবিনীত, যাহারা সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, যাহারা সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ,

---

করিয়া লোকে 'পুত্রলাভ করিব', 'কন্যা লাভ করিব' ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা করিত। বনের বনত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বুদ্ধঘোষ বলেন, নানাবিধ-কুসুমগন্ধ-সম্মোদ-মত্তকোকিলাদি বিহঙ্গ-বিরুতেহি মন্দমন্দমারুত-চলিত-রুক্‌খসাখা-বিটপ-পল্লব-পলাসেহি চ 'এথ, মং পরিভুঞ্জথা' তি সব্বপাণিনো যাচতি বিষ (প. সূ.)।

১. 'শালরাজ' অর্থে জ্যেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ শালবৃক্ষ। 'মূলে' অর্থে সমীপে (প. সূ.)।

২. আমন্তেসি—আলপি, অভাসি, সম্বোধেসি (প. সূ.)।

৩. শাব্দিক অর্থ—প্রতিশ্রবণ করাইলেন, প্রত্যুত্তর করিলেন।

৪. 'পর্যায়' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ : কারণ ও দেশনা। অতএব মূলপর্যায় অর্থে মূল কারণ, মূল উপদেশ। 'সর্বধর্ম' অর্থে সর্ব সৎকায়-দৃষ্টি বা আত্মবাদ, যাহা ত্রৈভূমিক—কাম, রূপ ও অরূপ (প. সূ.)। আমাদের মতে পূর্বে সূত্রের পরিবর্তে 'পরিয়ায়' শব্দটি ব্যবহৃত হইত। অশোকের ভাব্রুলপিতেও বুদ্ধবচন 'পলিযায়' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'পর্যায়' অর্থে যাহা শ্রেণীবদ্ধ, সুসজ্জিত, যাহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কল্যাণ। 'সর্বধর্ম' অর্থে সকল তত্ত্বের, সকল উপদেশের। যেমন জাতকের মধ্যে মূল-পরিয়ায়-জাতক তেমন সকল সূত্রের মধ্যে মূল-পরিয়ায়-সুত্ত মূখ্য উপদেশ।

৫. দেসিস্‌সামি—দেশনা করিব, উপদেশ দিব।

৬. দ্বিবিধ পৃথকজন—অন্ধ ও কল্যাণ। যাহারা সাধনামার্গে অগ্রসর হইয়াছে অথচ অষ্ট আর্যস্তরের কোনোটি লাভ করিতে পারে নাই তাহারা কল্যাণ পৃথকজন। যাহারা বুদ্ধশাসনের বহির্ভূত তাহারা অন্ধ পৃথকজন। পৃথক অর্থে নানা, বহু। নানাপ্রকার ক্লেশ জনন করে, বিবিধ সৎকায়দৃষ্টি তাহাদের মধ্যে অবস্থিত আছে, তাহারা বহু শাস্তার মুখাপেক্ষী ইত্যাদি বহু কারণে পৃথকজন নামে অভিহিত (প. সূ.)।

৭. এস্থলে আর্য ও সৎপুরুষ একার্থবাচক। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং বুদ্ধশ্রাবক সকলেই আর্য ও সৎপুরুষ। দর্শন করা অর্থে, জ্ঞান (সূক্ষ্ম) চক্ষুতে দর্শন করা (প. সূ.)।

৮. অকোবিদো—অকুসলো (অদক্ষ) (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সৎপুরুষ-ধর্মে অবিনীত, পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে)[১] পৃথিবীর ভাবে জানে[২], পৃথিবীকে পৃথিবীর ভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করে[৩], 'পৃথিবীতে বলিয়া মনে করে, 'পৃথিবী হইতে' মনে করে, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করে, 'পৃথিবী লইয়া' আনন্দ করে।[৪]

ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা আপকে[৫] আপের ভাবে জানে, আপকে আপের ভাবে জানিয়া 'আপ' বলিয়া মনে করে, 'অপে' বলিয়া মনে করে, 'আপ হইতে' মনে করে 'আপ আমার' বলিয়া মনে করে, আপ লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তেজ[৬] এবং বায়ু (মরুৎ)[৭] সম্বন্ধেও এইরূপ।

তাহারা যোনিসম্ভূতকে[৮] যোনিসম্ভূতের ভাবে জানে, যোনিসম্ভূতকে

---

১. এস্থলে পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ু ঋতু-নিয়মের অন্তর্গত। 'লক্খণ-পঠবী, সসম্ভার-পঠবী, আরম্মণপঠবী, সম্মুতি-পঠবী তি চতুব্বিধা পঠবী' (প. সূ.)। পৃথিবী চতুর্বিধ, যথা—লক্ষণ-পৃথিবী, দ্রব্য-পৃথিবী, আলম্বন-পৃথিবী ও সম্মতি বা সংবৃতি-পৃথিবী। লক্ষণ-পৃথিবী, যেস্থলে পৃথিবীর লক্ষণ কক্খলত্ব বা কাঠিন্য। যাহা কক্খল বা কঠিন পদার্থ তাহাই পৃথিবী। দ্রব্য-পৃথিবী, যেস্থলে পৃথিবী একটি বর্ণাদি সম্ভারযুক্ত বস্তু, যেমন মৃত্তিকা। আলম্বন-পৃথিবীর অপর নাম নিমিত্ত-পৃথিবী। পৃথিবীকে আলম্বনরূপে অথবা নিমিত্তরূপে গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিলে, ধ্যেয় বিষয় আলম্বন-পৃথিবী। সম্মতি-পৃথিবী, যেস্থলে পৃথিবী দেবতা বিশেষের নাম। যাহা বাহ্য, কক্খল, খরিগত, কক্খলত্ব, কক্খলভাব, এবং এস্থলে অধ্যাত্মগ্রাহ্য আলম্বন বা নিমিত্ত-পৃথিবীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২. পৃথিবী পৃথিবীভাব ত্যাগ করে না, অতএব তাহা একটি পৃথক সত্ত্বা, এইরূপে পৃথিবীকে জানে।

৩. 'মনে করে' অর্থে কল্পনা করে, তদ্বিষয়ে বিকল্পবুদ্ধি আনে, নানাপ্রকারে তাহা অন্যথা গ্রহণ করে। তৃষ্ণা, অভিমান ও মিথ্যাদর্শন বশে মনে করে। 'পৃথিবী' 'পৃথিবীতে', 'পৃথিবী হইতে', 'পৃথিবী আমার', এই চারিটি চিন্তার চারি প্রকার ভেদ।

৪. অভিনন্দতি-অস্সাদেতি, পরামসতি (প. সূ.)। বুদ্ধঘোষের মতে, এস্থলে 'আনন্দ করা' অর্থে দুঃখে পড়া : "যো পঠবীধাতুং অভিনন্দতি, দুক্খং সো অভিনন্দতি।"

৫. পৃথিবীর ন্যায় আপও চতুর্বিধ। আপের লক্ষণ স্নেহ বা রূপের বন্ধনত্ব। এস্থলে অধ্যাত্মগ্রাহ্য আলম্বন বা নিমিত্ত আপই লক্ষিত হইয়াছে।

৬. তেজ এবং পৃথিবীও আপের ন্যায় চতুর্ব্বিধ। তেজের লক্ষণ উস্মা বা উষ্ণত্ব। এস্থলে অধ্যাত্মগ্রাহ্য তেজই লক্ষিত।

৭. বায়ু পূর্ব্ববৎ চতুর্ব্বিধ। বায়ুর লক্ষণ বায়বতা, যাহা রূপের স্তব্ধতা। এস্থলে পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুর রূপের বা জড়ের অন্তর্গত।

৮. এস্থলে ভূত অর্থে সত্ত্ব বা যোনিসম্ভূত জীব। ভূত সংজ্ঞা বীজ-নিয়মের অর্ন্তগত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোনিসম্ভূতের ভাবে জানিয়া 'যোনিসম্ভূত' বলিয়া মনে করে, 'যোনিসম্ভূতে' বলিয়া মনে করে, 'যোনিসম্ভূত হইতে' মনে করে, 'যোনিসম্ভূত আমার' বলিয়া মনে করে, যোনিসম্ভূত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা দেবকে[১] দেবের ভাবে জানে, দেবকে দেবের ভাবে জানিয়া 'দেব' বলিয়া মনে করে, 'দেবে' বলিয়া মনে করে, 'দেব হইতে' মনে করে, 'দেব আমার' বলিয়া মনে করে, দেব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা প্রজাপতিকে[২] প্রজাপতির ভাবে জানে, প্রজাপতিকে প্রজাপতির ভাবে জানিয়া 'প্রজাপতি' বলিয়া মনে করে, 'প্রজাপতিতে' বলিয়া মনে করে, প্রজাপতি হইতে' মনে করে, 'প্রজাপতি আমার' বলিয়া মনে করে, প্রজাপতি লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা ব্রহ্মকে[৩] ব্রহ্মের ভাবে জানে, ব্রহ্মকে ব্রহ্মের ভাবে জানিয়া 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করে, 'ব্রহ্মে' বলিয়া মনে করে, 'ব্রহ্ম হইতে' মনে করে, 'ব্রহ্ম আমার' বলিয়া মনে করে, ব্রহ্ম লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা আভাস্বরকে[৪] আভাস্বর বলিয়া জানে, আভাস্বরকে আভাস্বরের ভাবে জানিয়া 'আভাস্বর' বলিয়া মনে করে, 'আভাস্বরে' বলিয়া মনে করে, 'আভাস্বর হইতে' মনে করে, 'আভাস্বর আমার' বলিয়া মনে করে, আভাস্বর লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা শুভকৃৎস্নকে শুভকৃৎস্নের ভাবে জানে, শুভকৃৎস্নকে শুভকৃৎস্নের ভাবে জানিয়া 'শুভকৃৎস্ন' বলিয়া মনে করে, 'শুভকৃৎস্নে' বলিয়া মনে

---

১. দিব্যসুখে যাহারা সুখী তাহারাই দেব নামধেয়। এস্থলে দেব অর্থে ছয় কামদেবলোকে উৎপন্ন দেবতা (প. সূ.)।

২. মহা-অট্ঠকথা মতে, এস্থলে 'প্রজাপতি' অর্থে পরনির্মিতবশবর্তী মার। কাহারও কাহারও মতে 'প্রজাপতি' অর্থে লোকপাল বা মহারাজ শ্রেণীর দেবতা। এই অর্থ মহা-অট্ঠকথায় গৃহীত হয় নাই (প. সূ.)। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মতে, প্রজাপতি সৃষ্টির আদি কারণ, ঈশ্বর, নির্মাণকর্তা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হয়। তিনি 'নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত'।

৩. এস্থলে 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মা' অর্থে বিশ্বের আদিপুরুষ, যাঁহার আয়ুস্কাল এককল্প (প. সূ.)। আমাদের মতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বিশ্বের শেষ পরিণতি, যাঁহাতে বিশ্ব শেষ পূর্ণতা লাভ করে।

৪. আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল এবং অভিভু বা বিভু সংজ্ঞায় বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রহ্ম হইতে উন্নততর চারি শ্রেণীর রূপব্রহ্মকে বুঝায় (প. সূ.)। আমাদের মতে, আভাস্বর ও বৃহৎফল প্রজাপতির বিশেষণ, এবং শুভকৃৎস্ন ও বিভু ব্রহ্মের বিশেষণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, 'শুভকৃৎস্ন হইতে' মনে করে, 'শুভকৃৎস্ন আমার' বলিয়া মনে করে, শুভকৃৎস্ন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বৃহৎফলকে বৃহৎফলের ভাবে জানে, বৃহৎফলকে বৃহৎফলের ভাবে জানিয়া 'বৃহৎফল' বলিয়া মনে করে, 'বৃহৎফলে' বলিয়া মনে করে, 'বৃহৎফল হইতে' মনে করে, 'বৃহৎফল আমার' বলিয়া মনে করে, বৃহৎফল লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বিভূকে বিভূর ভাবে জানে, বিভূকে বিভূর ভাবে জানিয়া 'বিভূ' বলিয়া মনে করে, 'বিভূতে' বলিয়া মনে করে, 'বিভূ হইতে' মনে করে, 'বিভু আমার' বলিয়া মনে করে, বিভূ লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে[১] আকাশ-অনন্ত-আয়তনের ভাবে জানে, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তনের ভাবে জানিয়া 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' বলিয়া মনে করে, 'আকাশ-অনন্ত-আয়তনে' বলিয়া মনে করে, 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন হইতে' মনে করে, 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন আমার' বলিয়া মনে করে, আকাশ-অনন্ত-আয়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনের ভাবে জানে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনের ভাবে জানিয়া 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন হইতে' মনে করে, 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন আমার' বলিয়া মনে করে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তনের ভাবে জানে, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তনের ভাবে জানিয়া 'অকিঞ্চন-আয়তন' বলিয়া মনে করে, 'অকিঞ্চন-আয়তনে' বলিয়া মনে করে, 'অকিঞ্চন-আয়তন হইতে' মনে করে, 'অকিঞ্চন-আয়তন আমার' বলিয়া মনে করে, অকিঞ্চন-আয়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ভাবে জানে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ভাবে জানিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' বলিয়া মনে করে,

---

১. 'পৃথিবী' হইতে 'দেব' পর্যন্ত কামাবচরভূমি বা কামলোক। 'প্রজাপতি' হইতে 'বিভূ' পর্যন্ত রূপাবচরভূমি বা রূপলোক। 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' হইতে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন' পর্যন্ত অরূপবচর ভূমি বা অরূপলোক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে' মনে করে, 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন হইতে' মনে করে, 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন আমার' বলিয়া মনে করে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা দৃষ্টকে (প্রত্যক্ষকে)[১] দৃষ্টের ভাবে জানে, দৃষ্টকে দৃষ্টের ভাবে জানিয়া 'দৃষ্ট' বলিয়া মনে করে, 'দৃষ্টে' বলিয়া মনে করে, 'দৃষ্ট হইতে' মনে করে, 'দৃষ্ট আমার' বলিয়া মনে করে, দৃষ্ট লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা শ্রুতকে[২] শ্রুতের ভাবে জানে, শ্রুতকে শ্রুতের ভাবে জানিয়া 'শ্রুত' বলিয়া মনে করে, 'শ্রুতে' বলিয়া মনে করে, 'শ্রুত হইতে' মনে করে, 'শ্রুত আমার' বলিয়া মনে করে, শ্রুত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা মতকে (অনুমিতকে)[৩] মতের ভাবে জানে, মতকে মতের ভাবে জানিয়া 'মত' বলিয়া মনে করে, 'মতে' বলিয়া মনে করে, 'মত হইতে' মনে করে, 'মত আমার' বলিয়া মনে করে, মত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বিজ্ঞাতকে[৪] বিজ্ঞাতের ভাবে জানে, বিজ্ঞাতকে বিজ্ঞাতের ভাবে জানিয়া 'বিজ্ঞাত' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞাতে' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞাত হইতে' মনে করে, 'বিজ্ঞাত আমার' বলিয়া মনে করে, বিজ্ঞাত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা একত্বকে[৫] একত্বের ভাবে জানে,

---

১. মাংসচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট অথবা দিব্যচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট, উভয়ই দৃষ্ট। এস্থলে দৃষ্ট চক্ষুগ্রাহ্য রূপায়তনেরই নামান্তর (প. সূ.)। আমাদের মতে, দৃষ্ট অর্থে প্রত্যক্ষ। দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ লৌকিক ও যৌগিক।

২. মাংসশ্রোত্রের দ্বারা শ্রুত অথবা দিব্যশ্রোত্রেয় দ্বারা শ্রুত, উভয়ই শ্রুত। এস্থলে শ্রুত শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দায়তনেরই নামান্তর (প. সূ.)। আমাদের মতে, শ্রুত অর্থে যাহা শ্রুতি-প্রমাণে গৃহীত।

৩. পালি মূত—সংস্কৃত মত (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৫-১৫৬)। এস্থলে 'মত' অর্থে ঘ্রাণ-জিহ্বাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস ও স্পর্শ আয়তন বা বিষয় (প. সূ.)। আমাদের মতে, 'মত' অর্থে যাহা অনুমিত।

৪. 'বিজ্ঞাত' অর্থে যাহা মনের দ্বারা জ্ঞাত (মনসা বিঞঞাতং)।

৫. ২. একত্ব—একভাব; নানাত্ব—নানাভাব। বুদ্ধঘোষের মতে, সৎকায়দৃষ্টিভেদসমাপন্ন ও অসমাপন্নাকার প্রদর্শনের জন্য 'একত্ব' ও 'নানাত্ব' শব্দের প্রয়োগ। আমরা তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম। কাহারও কাহারও মতে 'একত্ব' আত্মার একত্ব-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একত্বকে একত্বের ভাবে জানিয়া 'একত্ব' বলিয়া মনে করে, 'একত্বে' মনে করে, 'একত্ব হইতে' মনে করে, 'একত্ব আমার' বলিয়া মনে করে, একত্ব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা নানাত্বকে (বহুত্বকে) নানাত্বের ভাবে জানে, নানাত্বকে[১] নানাত্বের ভাবে জানিয়া 'নানাত্ব' বলিয়া মনে করে, 'নানাত্বে' মনে করে 'নানাত্ব হইতে' মনে করে, 'নানাত্ব আমার' বলিয়া মনে করে, নানাত্ব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা সর্বকে (সর্বত্বকে)[২] সর্বের ভাবে জানে, সর্বকে সর্বের ভাবে জানিয়া 'সর্ব' বলিয়া মনে করে, 'সর্বে' মনে করে, 'সর্ব হইতে' মনে করে, 'সর্ব আমার' বলিয়া মনে করে, সর্ব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা নির্বাণকে[৩] নির্বাণের ভাবে জানে, নির্বাণকে নির্বাণের ভাবে জানিয়া 'নির্বাণ' বলিয়া মনে করে, 'নির্বাণে' মনে করে, 'নির্বাণ হইতে' মনে করে, 'নির্বাণ আমার' বলিয়া মনে করে, নির্বাণ লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

৩। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এখনও শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু)[৪], যে এখনও অপূর্ণ, যাহার মানসিক শক্তি এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, এবং যে অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সাধনা-নিরত, সে পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) সাধারণ হইতে অধিকতরভাবে জানে, পৃথিবীকে অসাধারণভাবে জানিয়া পৃথিবীকে 'পৃথিবী' বলিয়া জানা সঙ্গত মনে করে না[৫] 'পৃথিবীতে' জানা সঙ্গত মনে করে না, 'পৃথিবী

সংজ্ঞা, একত্ব-বোধ এবং 'নানাত্ব' আত্মার নানাত্ব-সংজ্ঞা, বহুত্ব বোধ (প্র-সূ)। একত্ব-বাদে আত্মা এক, এবং নানাত্ব-বাদে আত্মা বহু।

২. 'সর্ব' অর্থে অবিশেষে সমগ্র সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ (প. সূ.)। আমাদের মতে 'সর্ব' অর্থে আত্মার সর্বত্ব বা সর্বগতত্ব।

৩. এস্থলে 'নির্বাণ' অর্থে দীর্ঘ-নিকায়ের ব্রহ্মজাল-সুত্তে বর্ণিত পরমদৃষ্টধর্ম-নির্বাণ যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়-সুখভোগে নিরত ব্যক্তিও এই প্রত্যক্ষ জীবনে লাভ করিতে পারে (প. সূ.)। আমাদের মতে, 'নির্বাণ' অর্থে গীতাদি গ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মনির্বাণ।

৪. 'শৈক্ষা' বা শিশিক্ষু" অর্থে সপ্ত আর্যপুরুষ যাঁহারা স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী প্রভৃতি সপ্তস্তরে উন্নীত হইয়াছেন কিন্তু অর্হত্ত্ব ফল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

৫. অট্‌ঠকথায় গৃহীত পাঠ—'মা মঞ্‌ঞী'তি। বুদ্ধঘোষ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন : শৈক্ষ্যের পক্ষে পৃথিবীকে পৃথকজনের ন্যায় 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন যেমন বলা যায় না, অর্হতের ন্যায় 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, তেমন বলা যায় না (প. সূ.)। বচনটির শব্দগত অর্থ—"মনে করিও না"। অর্থাৎ, শৈক্ষ্য স্বমনে চিন্তা করেন, পৃথিবীকে 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করা সঙ্গত না হইতে পারে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে’ জানা সঙ্গত মনে করে না, ‘পৃথিবী আমার’ বলিয়া জানা সঙ্গত মনে করে না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করা সঙ্গত মনে করে না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু ইহার স্বরূপ তাহার পক্ষে এখনও পরিজ্ঞেয়[১]। আপ, বায়ু (মরুৎ), তেজ, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, একত্ব, নানাত্ব, সর্ব ও নির্বাণ সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব[২], যাঁহার ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, যিনি অপনোদিত-ভার[৩], যিনি পরিক্ষীণ-ভব-সংযোজন[৪] এবং সম্যকজ্ঞানদ্বারা বিমুক্ত তিনি পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) সাধারণ হইতে অধিকতরভাবে জানেন, অসাধারণভাবে পৃথিবীকে জানিয়া পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) ‘পৃথিবী’ বলিয়া মনে করেন না, ‘পৃথিবীতে’ মনে করেন না, ‘পৃথিবী হইতে’ মনে করেন না, ‘পৃথিবী আমার’ বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু ইহার স্বরূপ তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত।

৫-৭। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, যাঁহার ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, যাঁহার করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, যিনি অপনোদিত-ভার, সিদ্ধার্থ, পরিক্ষীণ-ভবসংযোজন এবং সম্যকজ্ঞানদ্বারা বিমুক্ত, তিনি পৃথিবীকে যথাযথভাবে জানেন, পৃথিবীকে যথাযথভাবে জানিয়া ‘পৃথিবী’ বলিয়া মনে করেন না, ‘পৃথিবীতে’ বলিয়া মনে করেন না, ‘পৃথিবী হইতে’ মনে করেন না, ‘পৃথিবী আমার’ বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তিনি রাগক্ষয়ে বীতরাগ হইয়াছেন, দ্বেষক্ষয়ে বীতদ্বেষ হইয়াছেন, মোহক্ষয়ে বীতমোহ হইয়াছেন।

৮। হে ভিক্ষুগণ, যিনি স্বয়ং তথাগত[৫] অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তিনি পৃথিবীকে

---

১. ‘পরিজ্ঞেয়’ অর্থে যাহা এখনও পরিজ্ঞাত হয় নাই, যাহা এখনও জানিতে হইবে।

২. পালি আসব—সং আশয় কিংবা আস্রব। ‘আশয়’ অর্থে ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ‘আস্রব’ অর্থে আগন্তুকরূপে স্রবিত হয়। আসব আসক্তিই বটে। চতুর্বিধ আসব—কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব, ও অবিদ্যাসব।

৩. ত্রিবিধ ভার : স্কন্ধভার, ক্লেশভার ও অভিসংস্কারভার। ওহিত—ওরোপিত, মিকখিত্ত, পাপিত অপনোদিতের পরিবর্তে ‘নিক্ষিপ্ত’ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে।

৪. দশবিধ সংযোজন : কামরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সংশয়), শীলব্রতপরামর্শ, ভবরাগ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও অবিদ্যা।

৫. তথাগত, সুগত ইত্যাদি সম্যক সম্বুদ্ধেরই বিভিন্ন আখ্যা। অর্থকথামতে, অষ্টকারণে ভগবান বুদ্ধ তথাগত নামে অভিহিত হন : *তথা আগতো তি তথাগতো। তথা গতো তি*

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ক্ষিতিকে) সাধারণ হইতে অধিকতরভাবে জানেন, পৃথিবীকে অধিকতরভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবীতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী হইতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি যেহেতু তিনি ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

৯। হে ভিক্ষুগণ, যিনি স্বয়ং তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তিনি পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) অধিকতরভাবে জানেন, পৃথিবীকে অধিকতরভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবীতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী হইতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তিনি 'নন্দি' (ভবতৃষ্ণা)[১] সে সর্বদুঃখের মূলীভূত কারণ তাহা বিদিত হইয়া অবধারণ করেন-ভবহেতু জন্ম হয় এবং যোনিসম্ভূত হইলেই জরা-মরণাধীন হইতে হয়, তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, তথাগত সর্বাংশে তৃষ্ণার ক্ষয়, তৎপ্রতি বিরাগ, তাহার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন সাধন করিয়া অনুত্তর সম্যক সম্বোধি আয়ত্ত করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন।

আপ, বায়ু (মরুৎ), তেজ, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, একত্ব, নানাত্ব, সর্ব ও নির্বাণ সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মূল-পর্যায় সূত্র সমাপ্ত ॥

তথাগতো। তথধম্মে যথাবতো অভিসম্বুদ্ধো তি তথাগতো। তথদসসিতায় তথাগতো। তথাবাদিতায তথাগতো। তথাকারিতায তথাগতো। অভিভবনট্‌ঠেন তথাগতো। বিশদ ব্যাখ্যা প. সূ.-তে দ্র.।

১. নন্দী তি পুরিমা তণ্হা। 'নন্দি' অর্থে প্রাক্তন তৃষ্ণা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সর্বাসব সূত্র (২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে[২], অনাথপিণ্ডিকের আরামে[৩]। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহবান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন : হে ভিক্ষুগণ, আমি সর্বাসব-সংবর-পর্যায় (সর্বাসবসংবর সূত্র)[৪] তোমাদের নিকট উপদেশ প্রদান করিব, তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। "যথা আজ্ঞা, প্রভো" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, আমি সত্যই আসবক্ষয় জানিয়া এবং দেখিয়া তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি, না জানিয়া, না দেখিয়া নহে। কিরূপে এই বিষয়টি জানিলে, কিরূপে

---

১. শ্রবস্ত ঋষির নিবাস ছিল বলিয়া শ্রাবস্তীর নাম শ্রাবস্তী। অর্থকথাচার্যগণ বলেন : সব্বমেত্থ অত্থীতি সাবত্থি। মানুষের উপভোগ ও পরিভোগের সকল বস্তু তথায় ছিল বলিয়া সাবত্থি বা শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। কোশলের প্রথম রাজধানী অযোধ্যা, দ্বিতীয় সাকেত, এবং তৃতীয় শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীর আধুনিক নাম মাহেট। সুত্ত-নিপাতের পারায়ণ-বগগের বত্থুগাথায় শ্রাবস্তী 'কোসল-মন্দির' বা 'কোসল-পুর' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

২. জেতবন পূর্বে কোশলরাজকুমার জেতের উদ্যান ছিল। জেতের নিকট হইতে আঠার কোটি সুবর্ণমুদ্রাব্যয়ে এই উদ্যান ক্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠী সুদত্ত অনাথপিণ্ডদ তথায় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য এক সুরম্য আরাম বা বিহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কুমার জেতও অর্থদানে এই আরাম-নির্মাণরূপ পুণ্যকার্যে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত আরাম জেতবন নামেও অভিহিত হইয়াছিল। জেতবন একটি রোপিত বন, স্বয়ংজাত নহে। জেতবন শ্রাবস্তীর দক্ষিণদ্বার হইতে এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম সাহেট।

৩. অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত আরামে। অনাথের অন্নদাতা বা প্রতিপালক অর্থে অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ। তাঁহার পিতৃমাতৃদত্ত নাম সুদত্ত। তিনি শ্রাবস্তীর জনৈক প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ও বদান্য শ্রেষ্ঠী। কথিত আছে, জমিক্রয় হইতে বিহারমহ (উৎসব) পর্যন্ত সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতে তাঁহার চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

৪. আসবন্তী বা আসবা। সবন্তি পবত্তন্তি (প. সূ.)। আস্রবিত হয় অর্থে আসব বা আস্রব। চিরপরিবাসিত বা বহুদিনরক্ষিত মদিরাদিকেই লোকে সাধারণত আসব (আসন, আসক্) বলিয়া জানে। অতএব আসব এমন এক বস্তু যাহাতে অত্যন্ত মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। এস্থলে আসব এমন এক ধর্ম যাহা হইতে দুঃখ ও ক্লেশ স্রবিত ও প্রসূত হয় (প. সূ.)। চতুর্বিধ আসব পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বাসবসূত্রে দ্রষ্ট্যাসবের উল্লেখ দেখি না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখিলে আসবক্ষয় সাধিত হয়? মনস্কার দুই প্রকার, যোনিশ (অবধানত), অযোনিশ (অনবধানত)[১]। অযোনিশ অনবধানত মনস্কার করিলে অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন আসব প্রবর্ধিত হয়। [পক্ষান্তরে] যোনিশ অবধানত মনস্কার করিলে শুধু অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয় না নহে, উৎপন্ন আসবও পরিত্যাক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এমন কতকগুলি আসব আছে যাহা দর্শনদ্বারা[২] পরিত্যক্ত হয়, কতকগুলি সংবর[৩] দ্বারা, কতকগুলি প্রতিসেবন[৪] দ্বারা, কতকগুলি অধিবাসন[৫] দ্বারা, কতকগুলি পরিবর্জন[৬] দ্বারা, কতকগুলি অপনোদন[৭] দ্বারা আর কতকগুলি ভাবনা[৮] দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথকজন (অনভিজ্ঞ সাধারণজন), যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষ-ধর্মে অবিনীত, যে মনস্করণীয় (মননযোগ্য) ধর্ম কী ভালোরূপে জানে না, অমনস্করণীয় (অমননযোগ্য) ধর্ম কী তাহাও ভালোরূপে জানে না, সে মনস্করণীয় ধর্ম কী ভালো না জানিয়া,

---

১. 'যোনিশ মনস্কার' অর্থে উপায় মনস্কার, এবং 'অযোনিশ মনস্কার' অর্থে অনুপায় মনস্কার। অনিত্যকে 'অনিত্য', দুঃখকে 'দুঃখ', অনাত্মকে 'অনাত্ম' জানিয়া সত্যের অনুকূলে চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ ও সমন্নাহার তাহাই যোনিশ মনস্কার; এবং অনিত্যকে 'নিত্য', দুঃখকে 'সুখ', অনাত্মকে 'আত্ম' এবং অশুভকে 'শুভ' জানিয়া সত্যের প্রতিকূলে 'চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ ও সমন্নাহার তাহাই অযোনিশ মনস্কার। অযোনিশ মনস্কার সংসারগতি, এবং যোনিশ মনস্কার বিবর্ত-গতি বা নির্বাণ গতি।

২. 'দর্শন' অর্থে জ্ঞানদর্শন, সম্যকদর্শন, যাহার উদয়ে সৎকায়-দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকৎসা বা সংশয় এবং শীলব্রত-পরামর্শ বা ব্রতশুদ্ধিবাদ নিরস্ত হয়। রতন-সুত্তে :

সহাব'স্স দস্সন-সম্পাদায তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি;
সক্কায-দিট্‌ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ শীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি।

৩. 'সংবর' অর্থে সংযম। সংবরের পূর্বে কোপ বা উত্তেজিত অবস্থা সূচিত হয়। যথা—"হর হর! কোপ সংবর সংবর।" অতএব বিষ্কম্ভন বা নিরস্ত করাই সংবরের উদ্দেশ্য।

৪. 'প্রতিসেবন' অর্থে জ্ঞানসংবর বা প্রত্যবেক্ষণসহ প্রতিসেবন, অর্থাৎ ব্যবহার্য দ্রব্যের যথারীতি ব্যবহার।

৫. 'অধিবাসন' বস্তুত ক্ষান্তি-সংবর, সহন-ক্ষমতা।

৬. 'পরিবর্জন' অর্থে পরিহার, নিকটে অনবস্থান।

৭. এস্থলে 'বিনোদন' অর্থে অপনোদন, অন্তসাধন।

৮. এস্থলে 'ভাবনা' অর্থে সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবনা, প্রত্যবেক্ষণ অনুশীলন দ্বারা স্মৃতি, বীর্য, প্রভৃতি সপ্তবোধ্যঙ্গ বর্ধিত করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমনস্করণীয় ধর্ম কী তাহাও ভালো না জানিয়া যে সকল ধর্ম (বিষয়) মনস্করণীয় (মননযোগ্য) নহে সে সকল ধর্মে (বিষয়ে) মনস্কার করে। কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় নহে, অথচ সে সকল বিষয়ে মনস্কার করে? হে ভিক্ষুগণ, যে সকল ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামাসব প্রবর্ধিত হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব উৎপন্ন এবং উৎপন্ন ভবাসব প্রবর্ধিত হয়, অনুৎপন্ন অবিদ্যাসব উৎপন্ন এবং উৎপন্ন অবিদ্যাসব প্রবর্ধিত হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় নহে, যে সকল ধর্ম সে মনন করে। কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় (মননযোগ্য) যে সকল সে মনন করে না? হে ভিক্ষুগণ, যে সকল ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন কামাসব প্রহীন হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভবাসব প্রহীন হয়, অনুৎপন্ন অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন অবিদ্যাসব প্রহীন হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় যে সকল সে মনন করে না। অমনস্করণীয় (অমননযোগ্য) ধর্ম মনন এবং মনস্করণীয় (মননযোগ্য) ধর্ম মনন না করিবার ফলে তাহার অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আসব প্রবর্ধিত হয়। সে এইরূপে অযোনিশ অনবধানত মনন করিতে থাকে—'আমি পূর্বে, সুদীর্ঘ অতীতে কী ছিলাম কিংবা ছিলাম না? কীভাবে ছিলাম, কী হইতে পরে কী হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে, সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব কিংবা থাকিব না? কীভাবে থাকিব, কী হইতে বা কী হইব?' সে প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সম্বন্ধেও নিজে নিজে 'কথঙ্কথী' (সংশয়াপন্ন) হয়—'আমি এখন আছি কি নাই? কিভাবে আছি? আমার এই সত্ত্বা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায়ই বা যাইবে?' এইরূপে অযোনিশ অনবধানত মনন করিবার ফলে নিম্নোক্ত ছয় দৃষ্টির (ছয় প্রকার ধারণার) কোনো না কোনো একটি উপজাত হয়; তাহাতে সত্যত, যথার্থত এইরূপ ধারণা বা দৃষ্টি উপজাত হয়—(১) 'আমার আত্মা আছে', (২) 'আমার আত্মা বলিয়া কিছু নাই', (৩) 'আমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারি', (৪) 'আমি আত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি', (৫) 'আমি অনাত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি', অথবা এইরূপ দৃষ্টি (ধারণা) জন্মে—(৬) 'এই যে আমার আত্মা যাহা স্বয়ং বেত্তা (জ্ঞাতা) এবং বেদ্য (জ্ঞেয়), যাহা তত্র তত্র, জন্মজন্মান্তরে পাপ-কল্যাণ, শুভাশুভ কর্মের বিপাক (পরিণাম) ভোগ করে, সেই আমার নিত্য ধ্রুব অবিপরিণামী আত্মা শাশ্বতকাল, চিরদিন, একইভাবে থাকিবে।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে দৃষ্টিগতি, দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিকৌতুক, দৃষ্টি-বিস্পন্দন, দৃষ্টি-সংযোজন, দৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অভ্যুদয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, দৃষ্টি-সংযোজন-সংযুক্ত (একদেশদর্শী, মতবাদনিবদ্ধ,) অশ্রুতবান পৃথকজন (অনভিজ্ঞ সাধারণ জন) জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য হইতে, সংক্ষেপে দুঃখ (অন্তর্দ্বন্দ্ব) হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[পক্ষান্তরে] হে ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, উন্নত বুদ্ধশিষ্য, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যিনি সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, মনস্করণীয় ধর্ম ভালোরূপে জানেন, অমনস্করণীয় ধর্মও জানেন, যিনি মনস্করণীয় ধর্ম ভালোরূপে জানিয়া, অমনস্করণীয় ধর্মও ভালোরূপে জানিয়া যে ধর্ম মনস্করণীয় নহে তাহা মনন করেন না, যে ধর্ম মনস্করণীয় তাহা মনন করেন। কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় নহে যাহা তিনি মনন করেন না? যে ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামাসব প্রবর্ধিত হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব প্রবর্ধিত হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় নহে যে সকল ধর্ম তিনি মনন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন ধর্মমনস্করণীয় যে সকল তিনি মনন করেন? যে ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামাসব প্রহীন হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব প্রহীন হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় যে সকল তিনি মনন করেন। অমনস্করণীয় ধর্ম মনন না করিলে, মনস্করণীয় ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন আসব প্রহীন হয়। তিনি এইরূপে যোনিশ (অবধানত) মনন করিয়া থাকেন—'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহাই দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ'। এইরূপে যোনিশ মনন অভ্যাস করিলে ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়—প্রথম সংযোজন সৎকায়-দৃষ্টি (আত্মবাদ), দ্বিতীয়, বিচিকিৎসা (সংশয়বাদ), তৃতীয়, শীলব্রত-পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ)। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৪। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব সংবর দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ[১] (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবর-সংবৃত হইয়া, চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা সংযত হইয়া অবস্থান করেন। চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবর বিষয়ে অসংবৃত হইয়া অবস্থান করিলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবর দ্বারা সংবৃত হইয়া অবস্থান করিলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, রসনা-ইন্দ্রিয়, ত্বক-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়-সংবর সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই সংবর দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়।

৫। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব প্রতিসেবন দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) পাত্র-চীবর প্রতিসেবন

১. পটিসংখা যোনিসো—উপাযেন পথেন পচ্চবেক্খিত্বা। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ব্যবহার) করেন, শীতোষ্ণ-দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ প্রতিহত করিবার পক্ষে যতটা প্রয়োজন, লজ্জা নিবারণের জন্য, দেহাচ্ছাদনের জন্য যতটা প্রয়োজন। তিনি এই ভাবে পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন) প্রতিসেবন করেন, তাহা মদোল্লাসের জন্য নহে, দেহ-সৌষ্ঠবের জন্য নহে, তাহা শুধু দেহস্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্য-অনুগ্রহার্থ, 'যাহাতে অতীত বেদন প্রতিহনন করিতে পারি', 'নূতন বেদন উৎপাদন না করি', 'যাহাতে আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দবিহার হয়'। তিনি এইভাবে শয্যাসন প্রতিসেবন করেন, শীতোষ্ণ-দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ-প্রতিহত করিবার পক্ষে যতটা প্রয়োজন, প্রচ্ছন্ন-ঋতুভীতি অপনোদনের জন্য যতটা প্রয়োজন। তিনি এইভাবেই রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ প্রতিসেবন করেন, উৎপন্ন ব্যাথাবেদনা প্রতিহত করিবার জন্য, অবৈকল্য-পরমতা সাধনের জন্য যতটা প্রয়োজন। উক্ত প্রকারে ব্যবহার্য বস্তুসমূহ প্রতিসেবন না করিলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত প্রতি-সেবন করিলে তাহাতে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসব প্রতিসেবন দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়।

৬। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব অধিবাসন দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, দংশ-মশক-সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনক্ষম হন, দুর্বাস (দুর্বাক্য), উৎপন্ন শারীরিক বেদনা, স্বভাবত তীব্র তীক্ষ্ণ কটুত্ব, অসাত (বিরক্তিকর), অমনোজ্ঞ এবং প্রাণহর দুঃখ অধিবাসন-সমর্থ হন। হে ভিক্ষুগণ, অধিবাসন (সহ্য) না করিলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, অধিবাসন করিবার ফলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই অধিবাসন দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) চণ্ডহস্তী, চণ্ডঅশ্ব, গোবৃষ, অহি-কুক্কুর পরিবর্জন করেন, স্থাণুকণ্টক, শ্বভ্র-প্রপাত[১], চন্দনিকা[২] অবটগল্লা[৩] পরিহার করেন, যেরূপ অনাসনে, অযোগ্য আসনে, উপবেশন করিলে, যেরূপ অগোচরে, অবিচরণযোগ্য স্থানে, বিচরণ করিলে, যাদৃশ্য পাপমিত্রের সাহচর্য করিলে বিজ্ঞ সহবিহারিগণ ব্যক্তি বিশেষকে পাপস্থানগত বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, সেরূপ

১. শ্বভ্র—ছিন্নতট, (প. সূ.)। গর্ত। প্রপাত—সর্বতোভাবে ছিন্নতট (প. সূ.)। ঢালুস্থান, যাহা হইতে গড়াইয়া নিম্নে পতিত হইতে হয়।
২. 'চন্দনিকা'—জঞ্জাল ও গৃহের ময়লা জল ফেলিবার স্থান (প. সু.)।
৩. 'অবটগল্লা'—গৃহের সকর্দম জল নিঃসরণের জন্য প্রস্তুত প্রণালী (প. সু.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাসন, অগোচর ও তাদৃশ পাপমিত্র পরিহার করিয়া চলেন। যে সমস্ত পরিবর্জন না করিলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না তৎসমস্ত পরিহার করিবার ফলে সে সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৮। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব অপনোদন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) উৎপন্ন কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক পোষণ না করিয়া পদত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অস্তিত্ব লুপ্ত করেন, অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহও পোষণ করেন না। যে সমস্ত অপনোদন না করিলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় তৎসমস্ত পরিহার করিবার ফলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৯। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব ভাবনা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) স্মৃতি, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি), সমাধি ও উপেক্ষা, এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবেন, বর্ধিত করেন। যে সমস্ত ভাবনা না করিলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় তৎসমস্ত পরিহার করিবার ফলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

১০। যেহেতু সেই ভিক্ষুতে যে সকল আসব দর্শন দ্বারা পরিত্যাজ্য তাহা দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, যে সকল আসব সংবর দ্বারা, প্রতিসেবন, অধিবাসন, পরিবর্জন, অপনোদন ও ভাবনা দ্বারা পরিত্যাজ্য তাহা সংবর, প্রতিসেবন, অধিবাসন, পরিবর্জন, অপনোদন ও ভাবনা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তদ্ধেতু কথিত হয়, তিনি সর্বাসব-সংবরে সংবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তৃষ্ণা ছেদন করিয়াছেন, সংযোজন ব্যবর্তন করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মূল অভিজ্ঞাত হইয়া সর্বদুঃখের অন্তসাধন করেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ সর্বাসব সূত্র সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মদায়াদ সূত্র-(৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহবান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ” “হ্যাঁ, ভদন্ত” বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। তোমরা ধর্মদায়াদ[১] হও, ধর্মত আমার উত্তরাধিকারী হও, আমিষদায়াদ[২] নহে, আমিষদায়াদ হইও না। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুকম্পা, যেন আমার শ্রাবকগণ (উন্নত শিষ্যগণ) ধর্ম-দায়াদ হয়, আমিষ-দায়াদ নহে। হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমার আমিষ-দায়াদ হও, ধর্ম-দায়াদ না হও, তাহা হইলে তোমরা ‘অপদেশ্য’ (নিন্দনীয়)[৩] হইবে—‘শাস্তার শ্রাবকগণ আমিষদায়াদরূপে বিচরণ করেন ধর্মদায়াদরূপে নহে’। তাহাতে আমিও ‘অপদেশ্য’ হইব। [পক্ষান্তরে] হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ না হও, তাহা হইলে তোমরা ‘অপদেশ্য’ হইবে না। (যেহেতু তখন লোকে বলিবে)—‘শাস্তার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদ-রূপে বিচরণ করে, আমিষদায়াদরূপে নহে।’ তাহাতে আমিও ‘অপদেশ্য’ হইব না। (যেহেতু তখন লোকে বলিবে)—‘শাস্তার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদ-রূপে বিচরণ করে আমিষদায়াদ-রূপে নহে।’ অতএব হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ নহে। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুকম্পা—‘আমার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদ হউক, আমিষ-দায়াদ নহে।’

৩। হে ভিক্ষুগণ, যদি আমি ভুক্ত হই, পরিপূর্ণভাবে, আর প্রয়োজন নাই বলা পর্যন্ত ভুক্ত হই, যতটা প্রয়োজন সেই পরিমাণ প্রদত্ত হওয়ায় আমার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হয়, যদি তাহার পরেও তদতিরিক্ত “ফেলে দেবার” মতো ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই সময়ে সেখানে দুইজন ভিক্ষু অভ্যাগত হয়, এবং আমি তাহাদিগকে বলি, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি ভুক্ত হইয়াছি, প্রয়োজন-অনুরূপ প্রদত্ত হওয়ায় আমার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হইয়াছে, তথাপি তদতিরিক্ত ‘ফেলে দেবার’ মতো এই ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট আছে, যদি তোমরা ইচ্ছা কর, এই ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে পার। যদি তোমরা ভোজন না কর, তাহা হইলে আমি

---

১. তথাগত ধর্মস্বামী, ভিক্ষু ধর্মসম্পত্তির দায়াদ বা উত্তরাধিকারী। “যো চ মযৃহং সন্তকো দুবিধো পি ধম্মো তস্‌স ভবথ” (প. সূ.)।

২. আমিসদাযাদা—পচ্চয-গরুকা পচ্চয-গিদ্ধা পচ্চয-বাহুলিকা (প. সূ.)। ‘আমিষ’ অর্থে পাত্রচীবর, শয্যাসন প্রভৃতির লাভের আকাঙ্ক্ষা।

৩. আদিসসো—গারযহো (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃণবিরলস্থানে ইহা নিক্ষেপ করিব, অথবা অল্পপ্রাণবিহীন গভীর উদকে নিমজ্জন করিয়া দিব।” তন্মধ্যে জনৈক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা হইতে পারে, “ভগবান ভুক্ত হইয়াছেন, প্রয়োজন-অনুরূপ প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হইয়াছে, তথাপি তদতিরিক্ত ‘ফেলে দেবার’ মতো ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট আছে, যদি আমরা এই ভিক্ষান্ন ভোজন না করি, তাহা হইলে ভগবান তাহা নষ্ট হইবার পূর্বেই দূরে নিক্ষেপ করিবেন, অথবা অল্পপ্রাণরহিত উদকে নিমজ্জন করিবেন। এদিকে ভগবান বলিয়াছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ নহে।’ কিন্তু এই পিণ্ডপাত বা ভিক্ষান্নও তো আমিষের মধ্যে অন্যতম; অতএব আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন-হেতু এই ভুক্তাবশিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন না করিয়াই অদ্য রাত্রিদিন অতিবাহিত করিব।” দ্বিতীয় ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা হইতে পারে, “ভগবান ভুক্ত হইয়াছেন, পরিপূর্ণভাবে, আর প্রয়োজন নাই বলা পর্যন্ত ভুক্ত হইয়াছেন, প্রয়োজন-অনুরূপ তাঁহার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হইয়াছে, তথাপি তদতিরিক্ত ‘ফেলে দেবার’ মতো এই ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট আছে, যদি আমরা সেই ভিক্ষান্ন ভোজন না করি, তাহা হইলে ভগবান তাহা নষ্ট হইবার পূর্বেই দূরে নিক্ষেপ করিবেন, অথবা অল্প প্রাণরহিত উদকে নিমজ্জন করিবেন। অতএব আমি এই ভুক্তাবশিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন প্রতিহত করিয়া অদ্য রাত্রিদিন অতিবাহিত করিব।” অতঃপর তিনি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন প্রতিহত করিয়া, সেই রাত্রিদিন অতিবাহিত করিলেন। হে ভিক্ষুগণ, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ভিক্ষান্ন ভোজন দ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন প্রতিহত না করিয়া সেই রাত্রিদিন অতিবাহিত করিলেন, আমার বিবেচনায় এই প্রথম ভিক্ষুই পূজ্যতর, অধিকতর প্রশংসাভাজন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি তাঁহার কার্যে দীর্ঘকাল স্বল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, ‘সৎলেখ’[১], সুভরতা এবং বীর্যারম্ভের প্রতি সংবর্তন করিবেন, অগ্রসর হইবেন। তদ্ধেতু, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ নহে। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুকম্পা—‘আমার শ্রাবককগণ ধর্মদায়াদ হউক, আমিষ-দায়াদ নহে।’ ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

৪। ভগবান প্রস্থান করিলে পর অচিরে আয়ুস্মান সারিপুত্র[২] ভিক্ষুদিগকে

---

১. সল্লেখো তি কিলেসানং সম্মদেব লিখনা ছেদনা তনুকরণা (চিল্ডার্স কৃত Dictionary of the Pali Language, সল্লেখ শব্দ দ্র.)

২. সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। তাঁহার পূর্বনাম উপতিষ্য (রথবিনীত-সুত্ত দ্র.)।

৬৫. পালি পবিবেকো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আহবান করিলেন, "বন্ধুগণ," প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বন্ধুভাবে আয়ুস্মান সারিপুত্রকে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। সারিপুত্র কহিলেন, "কিসে বিবেকবৈরাগ্যরত' শাস্তার শিষ্যগণ বিবেক-বৈরাগ্য-সাধন অনুশিক্ষা করেন না, এবং কী করিলেই বা তাঁহারা তাহা অনুশিক্ষা করেন?" তদুত্তরে ভিক্ষুগণ বলিলেন, "ওহে, আমরা দূরদেশ হইতে আয়ুস্মান সারিপুত্রের নিকটে ভগবদ্ভাষিত এই বাক্যের অর্থ জানিবার জন্য আসিয়াছি। আয়ুস্মান সারিপুত্রই বরং ইহার অর্থ প্রতিভাত করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।" "বন্ধুগণ, তাহা হইলে তোমরা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি বিবৃত করিতেছি।" "তথাস্তু" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আয়ুস্মান সারিপুত্র কহিতে লাগিলেন :[১]

৫। বন্ধুগণ, বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার সে সকল শিষ্যই বিবেকবৈরাগ্যসাধন শিক্ষা করেন না যাঁহারা স্বয়ং শাস্তা যে সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে সকল ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহারা দ্রব্যবহুল[২] শিথিল-কর্মী হন, অবক্রমণে (অধোগমনে) পুরোগামী হন, বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পথভ্রষ্ট হন। ত্রিবিধ কারণে স্থবির ভিক্ষুগণ নিন্দাভাজন হন—প্রথম, তাঁহারা বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্য হইয়াও বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন না; দ্বিতীয়, শাস্তা যে সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল ধর্ম পরিত্যাগ করেন না; তৃতীয়, তাঁহারা দ্রব্যবহুল ও শিথিলকর্মী, অধোগমনে পুরোগামী এবং বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পথভ্রষ্ট হন। এই ত্রিবিধ কারণেই স্থবির ভিক্ষুগণ নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। মধ্যবয়স্ক এবং নবীন ভিক্ষুগণ সম্বন্ধেও এইরূপ। বন্ধুগণ, ইহাতেই বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেক-বৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন না।

৬। বন্ধুগণ, কিসে বিবেক-বৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেক-বৈরাগ্য-সাধন অনুশিক্ষা করেন? বিবেক-বৈরাগ্যরত শাস্তার সে সকল শিষ্যই বিবেক-বৈরাগ্য-সাধন অনুশিক্ষা করেন, যাঁহারা স্বয়ং শাস্তা যে সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে সকল ধর্ম পরিত্যাগ করেন, দ্রব্যবহুল, শিথিলকর্মী, অবক্রমণে (অধোগমনে) পুরোগামী ও পথভ্রষ্ট না হইয়া বিবেক-বৈরাগ্য-সাধনে পুরোগামী হন। ত্রিবিধ কারণে স্থবির ভিক্ষুগণ প্রশংসাভাজন হন—প্রথম, বিবেক-বৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেক-বৈরাগ্য-সাধন অনুশিক্ষা করেন; দ্বিতীয়, স্বয়ং শাস্তা যে সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে

৬৬. বাহুলিকা তি চীবরাদিবাহল্লত্থ-পটিপন্ন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করেন; তৃতীয়, দ্রব্যবহুল, শিথিলকর্মী, অবক্রমণে (অধোগমনে) পুরোগামী এবং পথভ্রষ্ট না হইয়া বিবেক-বৈরাগ্য-সাধনে পুরোগামী হন। মধ্যবয়স্ক এবং নবীন[১] ভিক্ষু সম্বন্ধেও এইরূপ। বন্ধুগণ, ইহাতেই বিবেক-বৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেক-বৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন।

৭। বন্ধুগণ, পাপকর লোভ এবং পাপকর দ্বেষ, এই লোভ ও দ্বেষের পরিহারের জন্য আছে মধ্যম প্রতিপদ, মধ্যপন্থা, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী, এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তন করে। সেই মধ্যম প্রতিপদ-মধ্যপন্থা কী যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী, এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তন করে? তাহা এই আর্য আষ্টাঙ্গিকমার্গ, যথা, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, এই মধ্যম প্রতিপদ-মধ্যপন্থাই চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী, এবং তাহাই উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তন করে (ধাবিত হয়)।

ক্রোধ এবং 'উপনাহ' (ক্রোধান্ধতা), 'মক্ষ'[২] এবং 'পর্যাস'[৩], ঈর্ষা এবং মাৎসর্য, মায়া এবং শাঠ্য, 'স্তম্ভ'[৪] এবং 'সংরম্ভ'[৫], মান এবং অতিমান, মদ এবং প্রমাদ সম্বন্ধেও এইরূপ।

আয়ুস্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা প্রফুল্লমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ধর্মদায়াদ সূত্র সমাপ্ত ॥

ভয়-ভৈরব সূত্র (৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। অনন্তর জানুশ্রোণি (জানশ্রুতি?)[৬] নামক ব্রাহ্মণ[১]

---

১. স্বাভাবিক নিয়মে ভিক্ষুর বয়স গণনা করা হয় না। যিনি যত অধিক বর্ষাবাস গ্রহণ করিয়া তাহা যথারীতি সমাপ্ত করিয়াছেন তিনি অপর অপেক্ষা তত অধিক বয়স্ক।

২. পরগুণ-নাশের, পরগুণ-অবচ্ছাদনের-প্রবৃত্তি 'ম্রক্ষ' বা 'মক্ষ' (প. সূ.)।

৩. পরগুণের সহিত নিজগুণের সমীকরণের প্রবৃত্তি 'পর্যাস' (প. সূ.)।

৪. 'স্তম্ভ' চিত্তেরস্তব্ধতা (প. সূ.)।

৫. 'সংরম্ভ' প্রতিকূলতা, আঘাতপ্রদানের প্রবৃত্তি (প. সূ.)।

৬. 'জানুশ্রোণি' পিতৃমাতৃদত্ত নাম নহে; ইহা কোশলরাজ-প্রদত্ত উপাধি বিশেষ। জানুশ্রোণি মহাশালশ্রেণীর শ্রোত্রিয়। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত ছিলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেখানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল সংবাদ জানিলেন, প্রীতিকর কুশলবাদ বিনিময়ের পর সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানকে কহিলেন, "হে গৌতম, যে সকল কুলপুত্র মহানুভব গৌতমকে উদ্দেশ করিয়া শ্রদ্ধায় (শ্রদ্ধাবশত) গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন, মহানুভব গৌতম তাঁহাদের পুরোগামী (অগ্রনায়ক), মহানুভব গৌতম তাঁহাদের বহুপকারী, সমাদপেতা (সমুৎসাহদাতা), সেই জনগণ মহানুভব গৌতমেরই মতানুবর্তী।"

ব্রাহ্মণ, "এইরূপই বটে, যথার্থই এইরূপ, যে সকল কুলপুত্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রদ্ধায় গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন আমি তাঁহাদের পুরোগামী, বহুপকারী, সমাদপেতা, সেই জনগণ আমারই মতানুবর্তী।"

২। "হে গৌতম, অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন[২], বিজন প্রান্তে শয়নাসন (অবস্থান) দূরভিসম্ভব (দুঃসাধ্য), বিবেক-বৈরাগ্যসাধন দুষ্কর, দুরভিরাম, মনে হয় একাকী অবস্থানে যে ভিক্ষু সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, নিবিড় বন তাঁহার মন অপহরণ করে।"

ব্রাহ্মণ, এইরূপই বটে, যথার্থই এইরূপ, অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন দুরভিসম্ভব, বিবেক-বৈরাগ্যসাধন দুষ্কর, দুরভিরাম, একাকী অবস্থানে মনে হয়—যে ভিক্ষু সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, নিবিড় বন তাঁহার মন অপহরণ করে।

৩। ব্রাহ্মণ, সম্যক সম্বোধি লাভ করিবার পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায়, আমারও এই ধারণা হইয়াছিল : সত্যই অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন দুরভিসম্ভব, বিবেকবৈরাগ্যসাধন দুষ্কর, দুরভিরাম, একাকী অবস্থানে মনে হয়—যে ভিক্ষু সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, নিবিড় বন তাঁহার মন অপহরণ করে।

৪। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণ হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ

(প. সূ.)। শ্রাবস্তীর মধ্যেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। সম্ভবত জানুশ্রোণি জানশ্রুতি আখ্যারই অপভ্রংশ।

১. ব্রহ্মং অনতীতি ব্রাহ্মণো, মন্তে সজ্ঝায়তীতি অত্থো (প. সূ.)।

২. পালি অরঞ্ঞে বনপত্থানি পন্তানি সেনাসনানি—অরণ্য, বনপ্রস্থ ও প্রান্তই শয্যাসন। বুদ্ধঘোষের মতে নগরসীমার বহির্ভূত স্থানই 'অরণ্য'; লোকালয়-বহির্ভূত স্থান, যেখানে কৃষিকর্ম হয় না, তাহাই 'বানপ্রস্থ'; এবং 'প্রান্ত' অতিদূর স্থান (প. সূ.)। আমাদের মতে, এস্থলে অরণ্য ও বানপ্রস্থের সহিত বানপ্রস্থ বা তৃতীয় আশ্রমের, এবং প্রান্তের সহিত যতি, ভিক্ষু, সন্ন্যাস বা চতুর্থ আশ্রমের সম্বন্ধ আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিংবা ব্রাহ্মণ, সর্ব দৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অনুশীলন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সর্ব দৈহিক কর্ম অপরিশুদ্ধ থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল-ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল-ভয়-ভীতি)[১] আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি সর্ব দৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার সর্ব দৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ হইয়াছে। যে সকল আর্য সর্ব দৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজেকে সর্বদৈহিক কর্মে পরিশুদ্ধ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৫। ব্রাহ্মণ। সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, বাক-কর্ম ... মনঃকর্ম ... আজীব (জীবিকার নিয়ম) পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাক-কর্ম ... মনঃকর্ম ... আজীব অপরিশুদ্ধ থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল-ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি সর্ব বাক-কর্ম ... মনঃকর্ম ... আজীব পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার সর্ব বাক-কর্ম ... মনঃকর্ম ... আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে। যে সকল আর্য সর্ববাক-কর্ম ... মনঃকর্ম ... আজীব পরিশুদ্ধ করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজেকে সর্ব বাক-কর্মে ... মনঃকর্মে ... আজীব-বিষয়ে পরিশুদ্ধ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৬। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, অভিধ্যালু (লোভ-প্রবণ), কাম্য বস্তুতে তীব্ররাগাসক্ত হইয়াও অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিধ্যালু, কাম্য বস্তুতে তীব্ররাগাসক্ত হইয়া থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল-ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি অভিধ্যালু, কাম্যবস্তুতে তীব্ররাগাসক্ত হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি কিছুতেই অভিধ্যালু নহি। যে সকল আর্য অভিধ্যালু না হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজেকে

১. ভয়-ভৈরব—ভয় ও ভৈরব। ভয় চিত্তের উত্রাস; ভৈরব বিভীষিকাময় দৃশ্য। ‘ভয়য়ানকারস্মণং’ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনভিধ্যালু দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৭। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, ব্যাপন্নচিত্ত হইয়া, প্রদুষ্ট-সঙ্কল্প-যুক্ত মন লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের চিত্ত হিংসা-প্রবণ, প্রদুষ্ট-সঙ্কল্প-যুক্ত হইবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি ব্যাপন্নচিত্ত হইয়া, প্রদুষ্ট-সঙ্কল্প-যুক্ত মন লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার চিত্ত মৈত্রী-পূর্ণ হইয়াছে। যে সকল আর্য মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৮। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, পর্যুত্থিত স্ত্যানমিদ্ধ লইয়া, তন্দ্রালস্য-বিহ্বল হইয়া, অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্ত্যানমিদ্ধ-পর্যুত্থিত হইবার, তন্দ্রালস্য-বিহ্বল হইবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল-ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি পর্যুত্থিত স্ত্যানমিদ্ধ লইয়া, তন্দ্রালস্য-বিহ্বল হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, তন্দ্রালস্যশূন্য। যে সকল আর্য স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, তন্দ্রালস্যশূন্য হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে স্ত্যানমিদ্ধবিহীনতা, তন্দ্রালস্যশূন্যতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৯। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, উদ্ধত প্রকৃতি, অশান্ত চিত্ত লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রকৃতি উদ্ধত, চিত্ত অশান্ত থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি উদ্ধত প্রকৃতি, অশান্ত চিত্ত লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শায়নাসন অভ্যাস করিব না। আমর চিত্ত উপশান্ত হইয়াছে। যে সকল আর্য শান্ত চিত্তে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে চিত্তের শান্তভাব দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১০। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিংবা ব্রাহ্মণ, শঙ্কা, বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বিধাভাব লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে শঙ্কা, বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বিধাভাব থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি শঙ্কা, বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বিধাভাব থাকিতে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়াছি, সংশয় অতিক্রম করিয়াছি। যে সকল আর্য বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়া, সংশয় অতিক্রম করিয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে, বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সংশয় অতিক্রম করিয়াছেন, এহেন ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১১। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, আত্ম-শ্লাঘা ও পর-গ্লানি লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্বভাবে আত্ম-শ্লাঘা পর-গ্লানি থাকিবার দোষে, সত্য-সত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি আত্ম-শ্লাঘা পর-গ্লানি থাকিতে, অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানি-কারী নহি। যে সকল আর্য আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানি-কারী না হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানি-বিহীনতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১২। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, ভীত-ভাব, ভীরু স্বভাব লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের ভীরু স্বভাব থাকিবার দোষে সত্য-সত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি ভীত-ভাব, ভীরু-স্বভাব লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি বিগত-রোমহর্য, বীত-রোমাঞ্চ হইয়াছি। যে সকল আর্য বিগত-রোমহর্য, বীত-রোমাঞ্চ হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে বিগত-রোমহর্যতা, বীতরোমাঞ্চতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৩। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, লাভ-সৎকার, কীর্তি-শ্লোক, লাভ, সম্মান ও স্তুতিবাদ কামনা করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে লাভ-সৎকার ও কীর্তি-শ্লোক কামনা থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি লাভ-সৎকার-শ্লোক-কামনা থাকিতে অরণ্যে বানপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি অল্পেচ্ছু। যে সকল আর্য অল্পেচ্ছু হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে অল্পেচ্ছুতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৪। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, অলস ও হীনবীর্য হইয়া বানপ্রস্থ জীবন, বিজন-প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের অলস ও হীনবীর্য হইবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি অলস ও হীন-বীর্য হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি আরব্ধ-বীর্য, কর্মতৎপর। যে সকল আর্য আরব্ধ-বীর্য হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজন-প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে আরব্ধ-বীর্যতা, কর্মতৎপরতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৫। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ, কিংবা ব্রাহ্মণ, মূঢ় স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞান (যথাযথ-জ্ঞানের অভাব) লইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজন-প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের মূঢ়স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞান বা যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি মূঢ়স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞান বা যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকিতে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজন-প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, আমি স্মৃতিমান। যে সকল আর্য উপস্থাপিত স্মৃতি লইয়া, স্মৃতিশীল হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজন-প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে উপস্থিত-স্মৃতিতা, স্মৃতিশীলতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৬। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজন-প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের চিত্ত অসমাহিত ও বিভ্রান্ত থাকিবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়-ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমার চিত্ত অসমাহিত ও বিভ্রান্ত থাকিতে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি সমাধি-সম্পন্ন। যে সকল আর্য সমাধি-সম্পন্ন হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে সমাধি-সম্পদ্ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৭। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—যে কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দুস্প্রাজ্ঞ, এণমৃগবৎ, মুগ্ধস্বভাব হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের দুস্প্রাজ্ঞ, এণমৃগবৎ মুগ্ধস্বভাব হইবার দোষে সত্যসত্যই ঐ সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়-ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি দুস্প্রাজ্ঞ, এণমৃগবৎ মুগ্ধ-স্বভাব হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান। যে সকল আর্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে প্রজ্ঞাসম্পদ্ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৮। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী (অমাবস্যা), কৃষ্ণাষ্টমী, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী (পূর্ণিমা) এবং শুক্লাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল রাত্রি অভিজ্ঞাত অভিলক্ষিত, উপযুক্ত তিথি বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ, যে সকল রাত্রিতে যে সকল আরাম-চৈত্য, বন-চৈত্য অথবা বৃক্ষ-চৈত্য ভীষণ ভয়জনক ও রোমাঞ্চকর, যদি আমি সে সকল স্থানেও বিচরণ (বা অবস্থান) করি, তাহা হইলে অতি অল্প, অতি সামান্য মাত্র ভয়-ভৈরব দেখিতে পাইব। ব্রাহ্মণ, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি অপর এক সময়ে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, কৃষ্ণাষ্টমী, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী এবং শুক্লাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল রাত্রি অভিজ্ঞাত অভিলক্ষিত, উপযুক্ত তিথি বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ, সে সকল রাত্রিতে যে সকল স্থান ভয়জনক ও রোমাঞ্চকর সে সকল স্থানে বিচরণ (বা অবস্থান) করি। ব্রাহ্মণ, সে সকল স্থানে বিচরণ (বা অবস্থান) করিতে গিয়া দেখি হয়ত বা কোনো মৃগ (রাত্রিচর পশু, শ্বাপদ) আসিতেছে, হয়ত বা ময়ূরাদি কোনো পাখী কাঠ ফেলিতেছে, হয়ত বা মরুৎ পত্ররাশি কম্পিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার মনে হইয়াছিল—এই বুঝি ভয়-ভৈরব আসিতেছে, ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—আমি কি শুধু ভয়-প্রতীক্ষায় থাকিব কিংবা যেকোনো অবস্থায় ভয়-ভৈরব আমার নিকট আসিতে থাকে ঠিক সেই অবস্থায় থাকিয়াই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি তাহা নিরস্ত করিব, ব্রাহ্মণ, যখন চঙ্ক্রমণ অবস্থায় আমার নিকট ভয়-ভৈরব আসিলে তখন আমি সঙ্কল্প করিলাম, যে পর্যন্ত চঙ্ক্রমণ অবস্থাতেই সেই ভয়-ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে পর্যন্ত আমি দাঁড়াইব না, উপবেশন করিব না, শয়নও করিব না। ব্রাহ্মণ, যখন দণ্ডায়মান অবস্থায় আমার নিকট ভয়-ভৈরব আসিল তখন আমি সঙ্কল্প করিলাম, যে পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই ভয়-ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে পর্যন্ত আমি পাদচারণ করিব না, উপবেশন করিব না, শয়নও করিব না। ব্রাহ্মণ। যখন উপবেশন কালে আমার নিকট ভয়-ভৈরব আসিল তখন আমি সঙ্কল্প করিলাম, যে পর্যন্ত উপবিষ্ট অবস্থাতেই সেই ভয়-ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে পর্যন্ত আমি শয়ন করিব না, দাঁড়াইব না পাদচারণও করিব না। ব্রাহ্মণ, যখন শয়ন কালে ভয়-ভৈরব আমার নিকট আসিল তখন আমি সঙ্কল্প করিলাম, যে পর্যন্ত শায়িত অবস্থাতেই সেই ভয়-ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে পর্যন্ত আমি উপবেশন করিব না, দাঁড়াইব না, পাদচারণও করিব না।

১৯। ব্রাহ্মণ, এমন এক শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা রাত্রিকে দিবা এবং দিবাকে রাত্রি বলিয়াই জানেন। আমি বলি, তাহা তাঁহাদের সম্মোহ-বিহারের বা স্মৃতি-বিভ্রমের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ, আমি কিন্তু রাত্রিকে রাত্রি, দিবাকে দিবা বলিয়াই জানি। ব্রাহ্মণ, যদি কেহ এ কথা বলেন, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেব-নর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত পুরুষ উৎপন্ন (আবির্ভূত) হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি যাহা বলিবার তাহা যথার্থই বলিবেন। যদি কেহ আমাকে লক্ষ্য করিয়াই সে কথা বলেন, তাহাতে তিনি যাহা বলিবার তাহাই যথার্থ বলিবেন—বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেব-নর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত পুরুষ উৎপন্ন (আবির্ভূত) হইয়াছেন।

২০। ব্রাহ্মণ, আমার বীর্য (কর্ম-তৎপরতা) আরব্ধ হইয়াছে, তাহা শিথিল হইবার নহে; স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংমূঢ় হইবার নহে; দেহ-মন প্রশান্ত হইয়াছে, তাহা নিপীড়িত হইবার নহে; সমাহিত চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, (তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার নহে)। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমি কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে ধ্যান-স্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান-স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করি। সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অন্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি।

২১। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিস্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত (স্থির) ও আনেঞ্জ-প্রাপ্ত (অনেজ, নিস্কম্প) অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম; বহু সংবর্ত-কল্পে[১], বহু বিবর্ত-কল্পে[২], এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ঐ যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই; তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনা-তৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমনভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর-জ্ঞান) অধিগত (আয়ত্ত) হয়, অবিদ্যা বিহত (বিনষ্ট), বিদ্যা উৎপন্ন, তম (অন্ধকার) বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

২২। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের (অপরাপর জীবের) চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি-পরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাই-জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে—এ সকল মহানুভব জীব কায়-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক-দুশ্চরিত্র-

১. প্রলয়-দশা না আসা পর্যন্ত বিশ্বের স্থিতিকাল সংবর্ত-কল্প।

২. প্রলয়-দশা হইতে পুনরাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের অন্তর্ধান-কাল বিবর্ত-কল্প।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমন্বিত, মনদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, অপায়-দুর্গতিতে, বিনিপাত-নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইতেছে; অথবা এ সকল মহানুভব জীব কায়-সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক-সুচরিত্র-সমন্বিত, মনসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, 'সম্যক-দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সর্মকদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে। এইভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—সত্ত্বগণ (অপরাপর জীবগণ) এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অন্য যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি-হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধম-বর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতি-পরম্পরা-জ্ঞান, কর্মফল-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

২৩। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি—ইহা 'দুঃখ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-সমুদয়' (দুঃখের উৎপত্তি) আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-নিরোধ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদ' আর্যসত্য; এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধ-গামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইরূপে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয়, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারি—চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যা'কিছু করিবার ছিল করা হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ, ... রাত্রির অন্তিম যামে আমার এই তৃতীয় বিদ্যা (আসবক্ষয়-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

২৪। ব্রাহ্মণ, এইরূপও আপনার মনে হইতে পারে, যেহেতু আজ পর্যন্ত শ্রমণ-গৌতম বীতরাগ, বীতদ্বেষ এবং বীতমোহ হইতে পারেন নাই সেই কারণে তিনি অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন। ব্রাহ্মণ, বিষয়টি এইরূপ দেখিতে নাই। ব্রাহ্মণ, দুই কারণে, দ্বিবিধ উপকারিতা দেখিয়া, আমি অরণ্যে বান-প্রস্থ জীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করি—প্রথম, প্রত্যক্ষভাবে নিজের সুখ-বিহার (স্বচ্ছন্দে অবস্থান); দ্বিতীয়, পরোক্ষভাবে পরবর্তী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন।

২৫। মহানুভব গৌতম কর্তৃক সত্যসত্যই পরবর্তী জনগণ অনুগৃহীত হইতেছে, যেন তাহা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা হইতেছে। অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখিতে পায়, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ ভয়-ভৈরব সূত্র-সমাপ্ত ॥

অনঞ্জন সূত্র (৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “বন্ধুগণ” প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বন্ধুভাবে সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন :

২। জগতে চারি প্রকার লোক[১] বর্তমান আছে। চারি প্রকার কী কী? প্রথম, এক শ্রেণীর লোক নিজের মধ্যে অঞ্জন (মালিন্য)[২] থাকা সত্বেও যথার্থভাবে জানেন না যে, নিজের মধ্যে অঞ্জন আছে। দ্বিতীয়, সাঞ্জন অপর এক শ্রেণীর লোক যথার্থভাবে জানেন যে, নিজের মধ্যে অঞ্জন আছে। তৃতীয়, অঞ্জনবিহীন (নিরঞ্জন) এক শ্রেণীর লোক যথার্থভাবে জানেন না যে, নিজের মধ্যে অঞ্জন নাই। চতুর্থ, নিরঞ্জন অপর এক শ্রেণীর লোক যথার্থভাবে জানেন যে, নিজের মধ্যে অঞ্জন নাই। যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া নিজের অঞ্জন যথার্থভাবে জানেন না এবং যিনি তাহা জানেন, এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হীন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়া নিজের নিরঞ্জনতা জানেন না এবং যিনি তাহা জানেন, এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হীন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ

---

১. পুগ্গলা তি সত্তা নরা পোসা (প. সূ.)। এস্থলে লোকসম্মতি বা ব্যবহারিক অর্থেই পুদ্গল বা বা ব্যক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২. এস্থলে অঞ্জন অর্থে ‘নানপ্পকারা তিববকিলে্সা’, নানা প্রকার তীব্র ক্লেশ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিয়া আখ্যাত হন।

৩। ইহা বিবৃত হইলে আয়ুস্মান মৌদগল্যায়ন আয়ুস্মান সারিপুত্রকে কহিলেন : "সারিপুত্র, কী হেতু, কী কারণে সাঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যাক্তি হীন ও অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন? কী হেতু, কী কারণে নিরঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন ও অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন? (তদুত্তরে আয়ুস্মান সারিপুত্র কহিলেন,) "মৌদগল্যায়ন, যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া যথার্থভাবে জানেন না যে, তাঁহার মধ্যে অঞ্জন আছে তিনি সত্যসত্যই উহার প্রতিরোধের জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) জনন করিবেন না, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন না, আরব্ধবীর্য (কর্মতৎপর) হইবেন না—সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। যদি কোনো পাত্রস্বামী কোনো দোকান বা কাঁসারীর ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিস্কার না করেন এবং [অধিকন্তু] তাহা রজাকীর্ণ স্থানে রাখেন, তাহাতে ঐ কাংস্যপাত্র পরে অধিকতর সংক্লিষ্ট বা মলগ্রাহী হইবে না কি?" "হ্যাঁ, হইবে।" "সেইরূপ, মৌদগল্যায়ন, যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া নিজের অঞ্জন যথার্থভাবে জানেন না, তিনি তাহা প্রতিরোধের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছন্দ জনন করিবেন না, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন না, আরব্ধ-বীর্য হইবেন না—সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সাঞ্জন, সংক্লিষ্টচিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। মৌদগল্যায়ন, যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া নিজের মধ্যে যে অঞ্জন আছে তাহা যথার্থভাবে জানেন, তিনি তাহার প্রতিরোধের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছন্দ জনন করিবেন, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন, আরব্ধবীর্য হইবেন -সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ বীতমোহ, নিরঞ্জন, অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইয়া কাল-কবলে গমন করিবেন। যদি কোনো পাত্রস্বামী দোকান বা কাঁসারীর ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিস্কার করেন এবং তাহা রজাকীর্ণ স্থানে না রাখেন, তাহাতে উহা পরে অধিকতর পরিশুদ্ধ বা পরিস্কৃত হইবে না কি," "হ্যাঁ, হইবে"। "সেইরূপ, মৌদগল্যায়ন, যিনি সাঞ্জন হইয়া নিজের অঞ্জন যথার্থভাবে জানেন, তিনি তাহা প্রতিরোধের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছন্দ জনন করিবেন, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন, আরব্ধবীর্য হইবেন—সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। মৌদগল্যায়ন, যেই ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়াও নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন না, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু)[১] মনে করিবেন, এবং শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবার ফলে রাগাসক্তি তাঁহার চিত্ত পশ্চাৎ ধ্বংস করিবে। তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সাঞ্জন ও সংক্লিষ্ট-চিত্ত

১. সুভনিমিত্তন্তি রাগট্ঠানিযং ইট্ঠারম্মণং (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। যদি কোনো পাত্রস্বামী কোনো দোকান বা কাঁসারীর ঘর হইতে আনীত রজাবৃত সলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিস্কার করেন না, এবং তাহা রজাকীর্ণ স্থানে রাখেন, তাহাতে ঐ কাংস্যপাত্র পরে অধিকতর সংক্লিষ্ট বা মলগ্রাহী হইবে না কি?" "হ্যাঁ, হইবে।" "সেইরূপ, মৌদগল্যায়ন, যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়াও নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন না, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবেন, এবং শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবার ফলে রাগাসক্তি পশ্চাৎ তাঁহার চিত্ত ধ্বংস করিবে। তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সাঞ্জন ও সংক্লিষ্টচিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। মৌদগল্যায়ন, যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়া নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবেন না, এবং শুভনিমিত্ত মনে না করিবার ফলে রাগাসক্তি তাঁহার চিত্ত পশ্চাৎ ধ্বংস করিবে না। তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, নিরঞ্জন ও অসংক্লিষ্টচিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। যদি কোনো পাত্রস্বামী দোকান বা কাঁসারীর ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিস্কার করেন এবং তাহা রজাকীর্ণ স্থানে না রাখেন, তাহাতে উহা পরে অীধকতর পরিশুদ্ধ বা পরিস্কৃত হইবে না কি?" "হ্যাঁ, হইবে।" সেইরূপ, মৌদগল্যায়ন, যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়া নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবেন না, এবং শুভনিমিত্ত মনে না করিবার ফলে রাগাসক্তি তাঁহার চিত্ত পশ্চাৎ ধ্বংস করিবে না। তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, নিরঞ্জন ও অসংক্লিষ্টচিত্ত হইয়া কাল-কবলে গমন করিবেন। মৌদগল্যায়ন, এইজন্য সাঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন এবং অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন। এইজন্য নিরঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন এবং অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন।"

৪। [আয়ুস্মান মৌদগল্যায়ন কহিলেন :] "সারিপুত্র, তুমি 'অঞ্জন' 'অঞ্জন' বলিতেছ, এই অঞ্জন কিসের প্রতিবচন?" "মৌদগল্যায়ন, অঞ্জন পাপজনক, অকুশলজনক স্বেচ্ছাচারেরই প্রতিবচন।

৫। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো ভিক্ষুর মধ্যে এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে, 'আমি দোষাপন্ন হইয়াছি। অথচ অপর ভিক্ষুগণ জানিবেন না যে, আমি দোষাপন্ন হইয়াছি।' পুন ইহা সম্ভব যে, অপর ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন যে, সে ভিক্ষু আপত্তির লক্ষ্য হইয়াছেন। তিনি যে আপত্তির লক্ষ্য হইয়াছেন তাহা অপর ভিক্ষুগণ জানিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদগল্যায়ন, এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি তদুভয়ই অঞ্জন।

৬। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আমি দোষাপন্ন হইয়াছি। তজ্জন্য অপর ভিক্ষুগণ আমাকে গোপনেই অভিযুক্ত করিবেন, প্রকাশ্যে সংঘমধ্যে নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সংঘমধ্যে অভিযুক্ত করিবেন, গোপনে নহে। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সংঘমধ্যে অভিযুক্ত করিলেন, গোপনে নহে। তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন।

৭। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে, 'আমি দোষাপন্ন হইয়াছি। তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি আমাকে অভিযুক্ত করিবেন, অনুপযুক্ত লোক নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, অনুপযুক্ত লোকই তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবেন, উপযুক্ত লোক নহে। অনুপযুক্ত লোকই তাঁহাকে অভিযুক্ত করিলেন, উপযুক্ত লোক নহে, তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদগল্যায়ন, এই যে কোপ এবং অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন।

৮। মৌদগল্যায়ন, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, 'আহা যেন আমাকেই শুধু শাস্তা (ভগবান) জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, অপর কোনো ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, শাস্তা অন্য ভিক্ষুকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নহে। শাস্তা অন্য ভিক্ষুকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন, তাঁহাকে নহে, তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদগল্যায়ন, এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন।

৯। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, 'আহা যেন আমাকেই পুরোবর্তী করিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবেন, অন্য কোনো ভিক্ষুকে পুরোবর্তী করিয়া নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, অন্য ভিক্ষুকে পুরোবর্তী করিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে নহে। অন্য ভিক্ষুকে পুরোবর্তী করিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে নহে, তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন।

১০। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, 'আহা যেন আমিই শুধু ভোজনকালে অগ্রাসন, অগ্রোদক, অগ্রপিণ্ড লাভ করি, অন্য কোনো ভিক্ষু নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, অপর ভিক্ষু ভোজনকালে অগ্রাসন, অগ্রোদক, অগ্রপিণ্ড লাভ করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। ভোজনকালে অন্যভিক্ষুই অগ্রাসন, অগ্রোদক, অগ্রপিণ্ড লাভ করিলেন, তিনি তাহা লাভ করিলেন। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদগল্যায়ন, এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন।

১১। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আহা যেন আমিই ভোজনান্তে, ভোজন সমাপন করিয়া, দান অনুমোদন করিতে পারি, অন্য ভিক্ষু নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, ভোজনান্তে, ভোজন সমাপন করিয়া, অন্য ভিক্ষু দান অনুমোদন করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। অন্য ভিক্ষুই ভোজনান্তে দান অনুমোদন করিলেন, তিনি করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন।

১২-১৩। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয়, 'আহা যেন আমিই শুধু আরামগত, বিহারগত ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করি, অন্য কোনো ভিক্ষু নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, অন্য ভিক্ষুই আরামগত ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। অন্য ভিক্ষুই আরামগত ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন, তিনি করিলেন না। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন। আরামগত ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৪-১৫। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয়, 'আমাকেই শুধু ভিক্ষুগণ সমীহসৎকার করিবেন, গুরুস্থানীয় মনে করিবেন, মানিবেন, পূজিবেন, অন্য কোনো ভিক্ষুকে নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, ভিক্ষুগণ অন্য এক ভিক্ষুকেই সমীহ-সৎকার করিবেন, গুরুস্থানীয় মনে করিবেন, মানিবেন, পূজিবেন, তাঁহাকে নহে। ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকেই সমীহ-সৎকার করিলেন, গুরুস্থানীয় মনে করিলেন, মানিলেন, পূজিলেন, তাঁহাকে নহে। তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন। ভিক্ষুণী, উপসক এবং উপাসিকা সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৬-১৭। মৌদগল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয়, 'আহা যেন আমিই শুধু উৎকৃষ্ট চীবর (পরিধেয় বস্ত্র) লাভ করিতে পারি, অন্য ভিক্ষু নহে।' পুন ইহা সম্ভব যে, অন্য ভিক্ষুই উৎকৃষ্ট চীবর লাভ করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। অন্য ভিক্ষুই উৎকৃষ্ট চীবর লাভ করিলেন, তিনি নহে। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুইই অঞ্জন। পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন), শয্যাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যোপকরণ সম্বন্ধেও এইরূপ। মৌদগল্যায়ন, অঞ্জন এই সকল পাপজনক, অকুশলজনক স্বেচ্ছাচারেরই প্রতিবচন (নামান্তর)।

১৮। মৌদগল্যায়ন, যে ভিক্ষুর এই সকল পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হন নাই বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই অরণ্যবাসী, আরণ্যক, বিজন-প্রান্তবাসী, পিণ্ডপাতী (ভিক্ষান্নজীবী), (লোলুপচারী না হইয়া)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'সপদানচারী'[১], পাংশুচেলী ও রুক্ষচীবরধারী হউন না কেন, সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ তাঁহাকে সমীহ-সৎকার করেন না, গুরুস্থানীয় মনে করেন না, মানেন না, পূজেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হয় নাই বলিয়াই সকলের নিকট দৃষ্ট ও শ্রুত (প্রকটিত) হয়। মৌদগল্যায়ন, যদি পাত্রস্বামী কোনো দোকান বা কাঁসারীর ঘর হইতে আনীত পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত পাত্রে মৃতসর্প, মৃতকুক্কুর বা মৃতমনুষ্যদেহ রাখিয়া এবং তাহা অপর কাংস্যপাত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া জনসমাকীর্ণ রাজপথে আগমন করে, তাহা দেখিয়া লোকে বলিতে থাকে, 'ওহে, এ কী, যাহা 'জন্য জন্য' 'মোক্ষম মোক্ষম' মনে হইতেছে,'[২] এবং পাত্র অনাবৃত করিয়া দেখা মাত্র তাহাদের মধ্যে অমনোজ্ঞতা (অপ্রীতিকর ভাব), প্রতিকূলতা (বিরক্তি), এবং জুগুপ্সতা (ঘৃণা) আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষুধার্তের বুভুক্ষা হয় না, ভোজনে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির তো দূরের কথা। সেইরূপ মৌদগল্যায়ন, যে ভিক্ষুর এই সকল পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হয় নাই বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই অরণ্যবাসী, আরণ্যক, বিজনপ্রান্তবাসী, পিণ্ডপাতী, 'সপদানচারী', পাংশুচেলী, রুক্ষচীবরধারী হউন না কেন, সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ তাঁহাকে সমীহ-সৎকার করেন না, গুরুস্থানীয় মনে করেন না, মানেন না, পূজেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হয় নাই বলিয়াই সকলের নিকট দৃষ্ট ও শ্রুত হয়।

মোদগল্যায়ন, যে ভিক্ষুর পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই গ্রামান্তবিহারী, নিমন্ত্রণভোজী, গৃহীবেশধারী হউন না কেন, তাঁহাকে সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ সমীহ-সৎকার করেন, গুরুস্থানীয় মনে করেন, মানেন, পূজেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে বলিয়া সকলের নিকট দৃষ্ট ও শ্রুত (প্রকটিত) হয়। যদি পাত্রস্বামী কোনো দোকান কিংবা কাঁসারীর ঘর হইতে আনীত পরিশুদ্ধ বা পরিস্কৃত কাংস্যপাত্র নির্মল ওদন ও বিবিধ সূপব্যঞ্জন দ্বারা পূর্ণ করিয়া এবং তাহা অপর পাত্র দ্বারা আবৃত করিয়া জনসমাকীর্ণ রাজপথে আগমন করেন, তাহা দেখিয়া লোকে বলিতে থাকে, 'এ কী, যাহা 'মোক্ষম্ মোক্ষম্' মনে হইতেছে?' এবং তাহা পাত্র অনাবৃত করিয়া উঠাইয়া দেখে এবং দেখামাত্র তাহাদের মধ্যে মনোজ্ঞতা, অপ্রতিকূলতা ও অজুগুপ্সতা আসিয়া দেখা দেয়, ভোজনপরিতৃপ্ত ব্যক্তিরও বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধার্তের তো হইবেই। সেইরূপ

১. ক্রমাগত পর পর গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী।
২. জঞ্ঞঞ্জজঞ্ঞঞং বিষা তি মোক্খ মোক্খং বিষ, মনাপ-সমাপং বিষ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৌদগল্যায়ন, যে ভিক্ষুর পাপমূলক, অকুশলমূল ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই গ্রামান্তবিহারী, নিমন্ত্রণভোজী, গৃহস্থবেশধারী হউন না কেন, তাঁহাকে সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ সমীহ-সৎকার করেন, গুরুস্থানীয় মনে করেন, মানেন, পূজেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে।”

১৯। ইহা বিবৃত হইলে আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়ন আয়ুস্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, “সারিপুত্র, আমার মধ্যে একটি উপমা প্রতিভাত হইতেছে।” “মৌদগল্যায়ন, তুমি তাহা প্রতিভাত কর।” “সারিপুত্র, আমি একদা রাজগৃহে, গিরিব্রজে অবস্থান করিতেছিলাম। পূর্বাহ্নে যথারীতি বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করি। তখন সমীতি নামক জনৈক যানকারপুত্র রথনেমির যে স্থান বক্র, আঁকাবাঁকা ও দোষযুক্ত, সেস্থান তক্ষণ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া পূর্বজীবনে (গৃহীভাবে থাকিতে) যানকারপুত্র পাণ্ডুপুত্র নামক জনৈক আজীবক (নগ্নপ্রব্রজিত) ভুষ্টমনা হইয়া তুষ্টিবচন উচ্চারণ করিলেন, ‘মনে হইতেছে হৃদয় যেন হৃদয়কে জানিয়া ঘা দিতেছে।’ সেইরূপ সারিপুত্র, যে সকল শ্রদ্ধাহীনব্যক্তি শুধু জীবিকার জন্য অশ্রদ্ধায় গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত হইয়া শঠ, মায়াবী, কৈতবী (যাদুকর), উদ্ধত, গর্বিত, চপল, মুখর, প্রগল্ভ, অসংযতেন্দ্রিয়, অপরিমিতভোজী, অজাগ্রত, শ্রামণ্যে অগ্রাহ্যকারী, শিক্ষনীয় বিষয়ে তীব্রগৌরব অননুভবকারী, দ্রব্যবহুল, শিথিলকর্মী, অধোগমনে পুরোগামী, বিবেকবৈরাগ্য-সাধনে বিপথগামী, অলস, হীনবীর্য, পথবিমূঢ়, অসম্প্রজ্ঞাত, অসমাহিত, বিভ্রান্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ ও লালামুখ (বোকা) হইয়া বিচরণ করে, মনে হয়, যেমন হৃদয়কে জানিয়া হৃদয় স্পর্শ করে, তেমনভাবে আয়ুস্মান সারিপুত্রের এই ধর্মোপদেশ তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিবে না[১]। [পক্ষান্তরে] যে সকল কুলপুত্র শ্রদ্ধায় গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত হইয়া অশঠ, অমায়াবী, অকৈতবী, অনুদ্ধত, অগর্বিত, অচপল, অমুখর, অপ্রগল্ভ, সংযতেন্দ্রিয়, পরিমিতভোজী, জাগরণযুক্ত, শ্রামণ্যে গ্রাহ্যকারী, শিক্ষনীয় বিষয়ে তীব্রগৌরবসম্পন্ন, অদ্রব্যবহুল, অশিথিলকর্মী, অধোগমন-পরিহারী, বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পুরোগামী, আরব্ধবীর্য, ‘প্রহিতাত্ম’ (ধ্যাননিবিষ্ট), স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান ও অমুগ্ধস্বভাব হইয়া বিচরণ করেন, মনে হয়, আয়ুস্মান সারিপুত্রের এই ধর্মোপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা সুধাপান করিবেন, অমৃত-ভোজন করিবেন, বাক্যে ও মনে সব্রহ্মচারী (সতীর্থ) শোভনভাবে অকুশলসমূহ উত্তোলন করিয়া কুশলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

---

১. হৃদয়া হৃদয়ং মঞ্ঞে অঞ্ঞায়াতি চিত্তের চিত্তং জানিত্বা বিয় (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সারিপুত্র, যেমন স্ত্রী বা পুরুষ, অথবা মণ্ডনস্বভাব যুবা শিরস্নাত হইয়া উৎপলামাল্য, বার্ষিকমাল্য, অথবা অতিমৌক্তিক[১] মাল্য লাভ করিয়া, দুই হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া, উত্তমাঙ্গে স্বশীর্ষে স্থাপন করেন, তেমন, সারিপুত্র, যে সকল কুলপুত্র শ্রদ্ধায় গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত হইয়া অশঠ, অমায়ারী, অকৈতবী, অনুদ্ধত, অগর্বিত, অচপল, অমুখর, অপ্রগল্ভ সংযতেন্দ্রিয়, পরিমিতভোজী, জাগরণযুক্ত, শ্রামণ্যে গ্রাহ্যকারী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্রগৌরবসম্পন্ন, অদ্রব্যবহুল, অশিথিলকর্মী, অধোগমনপরিহারী, বিবেক-বৈরাগ্যসাধনে পুরোগামী, আরব্ধবীর্য, 'প্রহিতাত্ম' (ধ্যাননিবিষ্ট), স্মৃতিমাস, সম্প্রজ্ঞাত, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান ও অমুগ্ধস্বভাব হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহার আয়ুস্মান সারিপুত্রের এই ধর্মোপদেশ স্মরণ করিয়া সুধাপান করিবেন, অমৃত ভোজন করিবেন, বাক্যে ও মনে সব্রহ্মচারী শোভনভাবে অকুশলসমূহ উত্তোলন করিয়া কুশলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এইভাবে উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া দুই মহারথী পরস্পরের সুভাষিত বাণী অনুমোদন করিলেন।

॥ অনঙ্গন সূত্র সমাপ্ত ॥

আকাঙ্ক্ষণীয় সূত্র (৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পদে সম্পন্ন হইয়া প্রাতিমোক্ষ-সংবর দ্বারা সংবৃত হইয়া, আচার-গোচর-সম্পন্ন হইয়া, অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণে ভয়দর্শী হইয়া বিচরণ কর, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র শিক্ষা কর।

৩-১৮। হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি সব্রহ্মচারী সতীর্থগণের নিকট প্রিয় হইবেন, মনোজ্ঞ ও গুরুস্থানীয় হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শীলসমূহ পরিপূর্ণ করিতে হইবে, অধ্যাত্মভাবে স্বচিত্তের শমথ (শান্তি) সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, নিত্য ধ্যানরত থাকিতে হইবে, বিদর্শন-

---

১. উৎপল, বার্ষিক ও অতিমৌক্তিক ত্রিবিধ ফলেন নাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমন্বিত হইতে হইবে, শূন্যাগার বা একাকী-বিহার (বাস) বর্ধিত করিতে হইবে।

যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ লাভে লাভবান হইবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি যাহাদের প্রদত্ত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করেন তাহাদের সেই সমীহ-সৎকার মহাফলপ্রসূ মহার্থবহ হইবে;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তাঁহার যে সকল জ্ঞাতি ও আত্মীয় মৃত ও লোকান্তরিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অনুস্মরণ করে, তাহা তাহাদের পক্ষে মহাফলপ্রসূ, মহার্থবহ হইবে;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি অরতিসহ[১] ও রতিসহ[২] হইবেন, অরতি তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হইবে না এবং তিনি যেমন যেমন অরতি উৎপন্ন ইহতে থাকে, তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি ভয়ভৈরবসহ হইবেন, ভয়-ভৈরব তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হইবে না, এবং তিনি যেমন যেমন ভয়-ভৈরব উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি শুদ্ধচিত্তায়ত্ত দৃষ্টধর্ম-সুখবিহারস্বরূপ চারিধ্যান অনায়াসে ও স্বেচ্ছাক্রমে লাভ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, যে সকল রূপাতীত অরূপ, নিরাকার, শান্ত বিমোক্ষের অবস্থা আছে সে সমস্ত অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া বিচরণ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষীণ করিয়া তিনি স্রোতাপন্নরূপে অনধোগামী, প্রাপ্তিতে নিশ্চিত এবং সম্বোধিপরায়ণ হইবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষীণ করিয়া রাগদ্বেষ-মোহের স্বল্পতা সাধন করিয়া সকৃদাগামীরূপে একবার মাত্র মর্ত্যে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি পঞ্চবিধ অবরভাগী (নিম্নস্বভাবগত) সংযোজন প্রহীন করিয়া অযোনিসম্ভূত 'উপপাদুক'রূপে, মর্ত্যে পুনরাগমনশীল না হইয়া, ঊর্ধ্ব দেবলোক হইতে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিকশক্তি অনুভব করিবেন, এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হইবেন,

---

১. 'অরতি' সাধনার পথে উৎকণ্ঠা (প. সূ.)।
২. 'রতি' অর্থে বিলাস-রতি পঞ্চকামগুণের প্রতি অনুরাগ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারিবেন, প্রাচীর প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারিবেন—আকাশে গমনের মতো; স্থলে (পৃথিবীতে) উঠা-নামা করিতে পারিবেন—উদকে (সলিলে) ডুবা-উঠার মতো; উদকে পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন—স্থলে গমনের মতো; আকশেও পর্যঙ্কবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া) বিহঙ্গগণের মতো গমন করিতে পারিবেন; মহাকায় মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্রসূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবেন, চন্দ্রসূর্যের গায়ে হাত বুলাইতে পারিবেন, আব্রহ্মভূবন স্ববশে আনিতে পারিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দিব্য, পরিশুদ্ধ ও লোকাতীত শ্রোত্রধাতু-দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারিবেন, যাহা দিব্য ও যাহা মানুষ, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিবেন, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত[১] হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদগত হইলে মহদগত[২] অমহদগত হইলে অমহদগত, স-উত্তর[৩] হইলে স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়াই জানিতে পারিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিবেন, যথা : একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, এমনকি শতসহস্রজন্ম, বহু সংবর্তকল্প, বহু বিবর্তকল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্প, অমুক জন্মে আমার এই ছিল নাম, এই ছিল গোত্র, এই চিল বর্ণ এই ছিল আহার, এই ছিল সুখদুঃখভোগ, এই ছিল আয়ু-পরিমাণ; তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা অপর জীবগণকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত,

---

১. এস্থলে 'সংক্ষিপ্ত' অর্থে যাহা বিক্ষিপ্তের বিপরীত।

২. 'মহদগত' অর্থে মহৎ অবস্থা প্রাপ্ত। মহৎ বা বুদ্ধি প্রাচীন সাংখ্যযোগের পারিভাষিক শব্দ (কঠোপনিষৎ দ্র)।

৩. স-উত্তর, যাহা অনুত্তর নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবসমূহকে জানিতে পারিবেন, এই সকল জীব কায়দুশ্চরিত্র, বাকদুশ্চরিত্র, মনদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইয়াছে; [পক্ষান্তরে] এই সকল জীব কায়সুচরিত্র বাকসুচরিত্র, মনসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক নহে, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি উদ্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা জীবগণকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা চ্যুত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিবেন।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব হইয়া দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে, বর্তমান জন্মে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন;

তাহা হইলে তাঁহাকে শীলসমূহ পূর্ণ করিতে হইবে, অধ্যাত্মভাবে চিত্তের শমথ বা শান্তিসাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে, নিত্য ধ্যানরত থাকিতে হইবে, বিদর্শনসমন্বিত হইতে ইহবে, শূন্যাগার বা একাকীবিহার বর্ধিত করিতে হইবে।

অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন হইয়া, প্রাতিমোক্ষ-সংবর দ্বারা সংবৃত হইয়া, আচার-গোচর-সম্পন্ন হইয়া, নিন্দনীয় আচরণে ভয়দশা হইয়া বিচরণ কর, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র শিক্ষা কর।

এইরূপে যাহা বিবৃত হইল তাহা এই কারণেই বিবৃত হইয়াছে। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ আকাঙ্ক্ষণীয় সূত্র সমাপ্ত ॥

বস্ত্রোপম সূত্র (৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো রজক (রঞ্জক) মলসংক্লিষ্ট মলগৃহীত বস্ত্রে নীল, পীত, লোহিত অথবা মঞ্জিষ্ঠা যেকোনো রং লাগায়, তাহাতে তাহার বর্ণ সুরঞ্জিত না হইয়া বরং কুরঞ্জিত হয়, অপরিশুদ্ধ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু মূলবস্ত্র অপরিশুদ্ধ। সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, সংক্লিষ্টচিত্তে দুর্গতিই অবশ্যম্ভাবী। পুনঃ, যদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনো রজক (রঞ্জক) পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত বস্ত্রে নীল, পীত, লোহিত অথবা মঞ্জিষ্ঠা যেকোনো রং লাগায়, তাহাতে তাহার বর্ণ সুরঞ্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইহার কারণ কী, যেহেতু মূলবস্ত্রই পরিশুদ্ধ। সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, অসংক্লিষ্টচিত্তে সুগতিই অবশ্যম্ভাবী।

৩। হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপক্লেশ (মালিন্যের কারণ) কী কী? অভিধ্যা বিষমলোভ চিত্তের উপক্লেশ, ব্যাপাদ (হিংসাপ্রবৃত্তি) চিত্তের উপক্লেশ, ক্রোধ উপক্লেশ, 'উপনাহ', মক্ষ, 'পর্যাস', ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, 'স্তম্ভ', 'সংরম্ভ', মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ।

৪। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অভিধ্যা বিষমলোভ চিত্তের উপক্লেশ জানিয়া তাহা পরিহার করেন। ব্যাপাদ (হিংসা-প্রবৃত্তি) ক্রোধ, উপনাহ, মক্ষ, পর্যাস, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তব্ধতা, সংরম্ভ, মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ জানিয়া তৎসমস্ত পরিত্যাগ করেন।

৫। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু অভিধ্যা বিষমলোভ, ব্যাপাদ, ক্রোধ, উপনাহ, মক্ষ, পর্যাস, ঈর্যা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তব্ধতা, সংরম্ভ, মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ বিদিত হইবার ফলে ভিক্ষুর তৎসমস্ত দোষাবহ ধর্ম পরিক্ষীণ হয়, তিনি বুদ্ধে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হন—"তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপরুষসারথি, দেবমনুষ্য সকলের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।" তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হন—"ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাহা ইহজন্মে ফলপ্রদ, কালাকালবিহীন, 'এস দেখ' বলিয়া আহ্বান করে, লক্ষ্যাভিমুখী এবং বিজ্ঞগণের পক্ষে স্বসংবেদ্য।" তিনি সংঘে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হন—"ভগবানের শিষ্যসংঘ, শ্রাবকসংঘ, সুপ্রতিপন্ন, সমীচীন-প্রতিপন্ন, চারিটি পুরুষযুগলে বিভক্ত, অষ্ট আর্যপুরুষ[১] লইয়া গঠিত ভগবানের এই উন্নত শিষ্যসংঘ আহ্বানের যোগ্য, সমাদরের যোগ্য, দানদক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের পক্ষে অনুত্তর অদ্বিতীয় পুণ্যক্ষেত্র-স্বরূপ।" যখন হইতে ক্রমশ তাঁহার ক্লেশ-অবধি (পতনকারণ) পরিত্যক্ত, অপগত, নির্গত, পরিক্ষীণ ও নিঃসারিত হয়, তিনি বুদ্ধে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া 'বুদ্ধে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়াছি' জানিয়া অর্থবেদ (কৃতার্থতাজনিত আনন্দবেগ) লাভ করেন, ধর্মবেদ লাভ করেন, ধর্ম-উপজাত প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। ধর্ম এবং সংঘ বিষয়েও

---

১. শ্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থা এবং অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ, এই অষ্ট আর্যাপুরুষ ও চারি পুরুষ যুগল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ।

৬। হে ভিক্ষুগণ, যদি এহেন শীলসম্পন্ন, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু উপদেয় সূপব্যঞ্জনসহ পরিস্কৃত ভিক্ষালব্ধ শালি-ওদন ভোজন করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অন্তরায় হয় না। যেমন মলসংক্লিষ্ট, মলগৃহীত বস্ত্র স্বচ্ছোদকে আসিয়া পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত হয়, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, এহেন শীলবান, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু বিবিধ উপাদেয় সূপব্যঞ্জনসহ পরিস্কৃত ভিক্ষালব্ধ শালি-ওদন ভোজন করিলেও, তাহা তাঁহার পক্ষে অন্তরায় হয় না।[*]

৭। তিনি মৈত্রীসহগত চিত্তের দ্বারা প্রথম দিক বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, সেই নিয়মে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যকক্রমে সর্বথা সর্বস্থান ব্যাপিয়া সর্বলোক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয়, অবৈর, অহিংস-চিত্তের দ্বারা বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত, উপেক্ষা-সহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ।

৮। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা আছে", "আছে হীন", "আছে উৎকৃষ্ট", "আছে এই (ব্রহ্মবিহার) সংজ্ঞার উপরে নিঃসরণ বা বিমুক্তি।" এইরূপে জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্তচিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া' জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, অতঃপর আর অত্র আসিতে হইবে না।' হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুই স্নাত বলিয়া কথিত হন, যিনি অন্তর-স্নানের দ্বারা স্নাত হইয়াছেন।

৯। সেই সময়ে সুন্দরিক-ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কহিলেন, "মহানুভব গৌতম কি বাহুকা (বাহুদা) নদীতে স্নান করিতে যান?" "ব্রাহ্মণ, বাহুকা নদীতে কী প্রয়োজন, বাহুকা নদী কী করিবে?" "হে গৌতম, বাহুকা যে বহুজনের নিকট মোক্ষসম্মতা, পুণ্যসম্মতা, মোক্ষদায়িনী, মুক্তিপ্রদা, পাপনাশিনী পুণ্যনদী বলিয়া স্বীকৃতা ও পরিচিতা। বহুলোক যে বাহুকা নদীতে কৃত পাপকর্ম প্রবাহিত করে।" তৎপ্রসঙ্গে ভগবান গাথাযোগে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

বাহুকা[১] নামেতে নদী অধিকক্কা[২] আর,

---

*. *চিত্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ* বজ্রযানের প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ। তন্মধ্যে উক্ত হইয়াছে : 'যেমন মলিন উপকরণের সাহায্যে মলিন বস্ত্র পরিস্কৃত হয় তেমন পঞ্চমকারাদি কদাচার দ্বারাও চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হইতে পারে।

১. মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রাপর্বে বাহুদা নামে এক পুণ্যনদীর উল্লেখ আছে। সম্ভবত বাহুকা ও বাহুদা একই নদীর নাম। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান জানি না।

২. অীধকক্কাও কোনো এক পুণ্যনদীর নাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গয়া[১] সুন্দরিকা[২] তীর্থ মহিমা অপার;
প্রয়াগ[৩] পবিত্র তীর্থ, নদী সরস্বতী[৪],
আর এক আছে নদী পুণ্য বাহুমতী[৫]।
নিত্য স্নান করে বটে বুদ্ধিহীন জন,
কৃষ্ণকর্মা জলে মগ্ন না হয় শোধন।
কী করিবে বল পুণ্যনদী সুন্দরিকা,
অথবা প্রয়াগ তীর্থ অথবা বাহুকা?
বৈরযুক্ত, সকলুষ, পাপিষ্ঠ যে জন,
তীর্থ জলে পাপকর্ম না হয় শোধন।
শুদ্ধ যিনি, শুচি তিনি, নিত্য 'ফল্গু'[৬] তাঁর,
নিত্য 'উপোসথ' তাঁর শুদ্ধ আত্মা যাঁর।
যিনি শুদ্ধ, শুচিকর্মা, পবিত্র-হৃদয়,
নিত্য ব্রত, নিত্য কর্ম নিত্য তাঁর হয়।
হেথা স্নান কর, বিপ্র, শুনহ বচন,
সর্বভূতে ক্ষেমঙ্কর হওরে ব্রাহ্মণ।
যদি নাহি তব কাছে অসত্য কখন,
প্রাণীহিংসা, প্রাণীহত্যা, জীবন-হনন,
চৌর্যবৃত্তি, চুরি-দোষ, অদত্তগ্রহণ,
যদি শ্রদ্ধাবান হও, দাও অকৃপণ,

---

১. গয়া প্রসিদ্ধ তীর্থ-বিশেষ। উদান-বন্ননা বা উদান-অট্ঠকথা মতে গয়াতীর্থ বলিতে গয়াগ্রামের অদূরস্থিত এক পুস্করিণী ও এক নদী। বুদ্ধঘোষের মতেও 'গয়া তি একা পোক্খরিণী পি, অত্থি নদী পি' (সার-প)। গয়ানদীর পরিচিত নাম ফল্গু। বিশ বা একুশ মাইল ব্যাপী নৈরঞ্জনা ও মহানদীর সম্মিলিত প্রবাহের নামই ফল্গু। বুদ্ধঘোষের মতে গয়া পুস্করিণীর পরিচিত নাম মণ্ডলবাপী (প. সূ.)।

২. প্রয়াগ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল। বুদ্ধঘোষের মতে প্রয়াগ গঙ্গার এক প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম। কথিত আছে, রাজা মহাপ্রণাদ প্রয়াগে বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গাগর্ভ হইতে এক ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন (প. সূ.)। প্রয়াগের আধুনিক নাম এলাহাবাদ।

৩. সুন্দরিকা কোশলের এক প্রসিদ্ধ নদী।

৪. সরস্বতী বেদ প্রসিদ্ধ সরস্বতী নদী। মনু-সংহিতা মতে ইহা মধ্য প্রদেশের পূর্বসীমায় অবস্থিত ছিল।

৫. বাহুমতীও পুণ্যনদী বিশেষ।

৬. ফগ্গূ তি ফগ্গুন-নক্খত্তমেব (প. সূ.)। ফল্গু ফাল্গুনী নক্ষত্রের সংক্ষিপ্ত নাম। ফল্গু অর্থে গয়াফল্গু। উত্তরফাল্গুণী তিথিই গয়াতীর্থে প্রশস্ত স্থানযোগ ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গয়া গয়া কী করিবে[১], কিবা প্রয়োজন?
কূপ[২] হবে গয়া তব, শুন হে ব্রাহ্মণ,

১০। ইহা বিবৃত হইলে সুন্দরিক-ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন, "অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন, কেহ উল্টানকে সোজা করেন, আবৃতকে অনাবৃত করেন, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন করেন, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, তেমন মহানুভব গৌতম কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সেই ভগবান গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আমি সেই ভগবান গৌতমের সন্নিধানেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।" ব্রাহ্মণ ভগবৎ সন্নিধানেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। উপসম্পন্ন হইয়া, ভিক্ষুপদে বৃত হইয়া, অচিরেই একাকী, উপক্লপ্ত, অপ্রমত্ত বীর্যবান ও সাধনাতৎপর হইয়া বিচরণ করিবার ফলে যাহার জন্য কুলপুত্রগণ সত্যসত্যই আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর অদ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তিরূপ (শ্রামণ্যফল) দৃষ্টধর্মে (এ জীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারেন—"আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর আর অত্র আসিতে হইবে না।" আয়ুস্মান ভারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হইয়াছিলেন।

॥ বস্ত্রোপম সূত্র সমাপ্ত॥

সল্লেখ সূত্র (৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। আয়ুস্মান মহাচুন্দ সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুস্মান মহাচুন্দ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আত্মতত্ত্ব কিংবা লোকতত্ত্ব সম্পর্কে জগতে যে

---

১. সপ্ততীর্থ মধ্যে গয়াই শ্রেষ্ঠসম্মত ছিল বলিয়া এস্থলে গয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে (প. সূ.)।
২. 'উদপান' শব্দে কূপ, পুষ্কিরিণী, তড়াগ, সরোবর সমস্তকেই বুঝাইতে পারে (সার-প)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নানাপ্রকার মিথ্যাদৃষ্টি (একাঙ্গদর্শন, একান্ত মত) উৎপন্ন হয়, আদিতে তৎসমস্ত মনন করিলে কি তৎসমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করা হয়, তৎসমস্ত বর্জন করা হয়?”

২। চুন্দ, আত্মতত্ত্ব বা লোকতত্ত্ব সম্পর্কে জগতে যে সকল মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত দৃষ্টি যাহা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, যাহার উপর বিন্যস্ত থাকে এবং যে ভিত্তির উপর চলে, তাহা আমার নহে, আমিও তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা (নিজস্ব) নহে, এইরূপে তাহা যথাভূত, যথার্থভাবে, সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করিলে তৎসমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করা হয়, বর্জন করা হয়।

৩। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, ‘আমি সৎলেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি।’ কিন্তু চুন্দ, আর্যবিনয়ে তাহাকে সল্লেখ[১] বলে না, বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার, প্রত্যক্ষজীবনে সুখেবিচরণ। চুন্দ, ইহাও সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু বিতর্কবিচার-উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, “আমি সল্লেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি।” চুন্দ, আর্যবিনয়ে তাহাকে সল্লেখ বলে না, বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার, প্রত্যক্ষজীবনে সুখেবিচরণ।

চুন্দ, ইহাও সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া, উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতিনিরেপক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে ‘ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করেন’ বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, ‘আমি সৎলেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি’। চুন্দ, আর্যবিনয়ে তাহাকে সল্লেখ বলে না, বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার। না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চতুর্থ রূপধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪। চুন্দ, ইহাও সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া ‘আকাশ অনন্ত’ এই ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক (প্রথম অরূপধ্যান) লাভ

---

১. পূর্বে ‘সল্লেখ’ বা ‘সৎলেখ’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে ‘সল্লেখ’ অর্থে আত্মশুদ্ধি-কল্পে চিত্তোৎপাদ বা চিত্তের সঙ্কল্প ও গতি নিরাকরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, 'আমি সৎলেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি।' চুন্দ, আর্যবিনয়ে ইহাকে সল্লেখ বলে না; বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপধ্যান, আকিঞ্চনায়তন নামক তৃতীয় অরূপ-ধ্যান এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৫। চুন্দ, এই স্থলেই সৎলেখ (শুদ্ধি-সঙ্কল্প) করিতে হয়। যেস্থলে অপরে বিহিংস্রক, আমরা সেস্থলে অবিহিংস্রক হইব বলিয়া সৎলেখ করিতে হয়। যেস্থলে অপরে প্রাণাতিপাতী (প্রাণঘাতী) সেস্থলে আমরা প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হইব; যেস্থলে অপরে অদত্তগ্রহণকারী, পরস্বাপহারী, আমরা সেস্থলে অদত্তগ্রহণ (পরস্বাপহরণ) হইতে প্রতিবিরত হইব; যেস্থলে অপরে অব্রহ্মচারী সেস্থলে আমরা ব্রহ্মচারী, যেস্থলে অপরে মৃষাবাদী (মিথ্যাবাদী) সেস্থলে আমরা মৃষবাদ হইতে প্রতিবিরত, সেই নিয়মে পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত, পুরুষ (কর্কশ) বাক্য হইতে প্রতিবিরত, সম্পলাপ হইতে প্রতিবিরত হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যেখানে অপরে অভিধ্যালু (লোভ-পরায়ণ) সেস্থলে আমরা অনভিধ্যালু (অলোভী), যেস্থলে অপরে ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধ-পরায়ণ) সেস্থলে আমরা অব্যাপন্নচিত্ত (অক্রোধী) হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যেস্থলে অপরে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন সেস্থলে আমরা সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, যেস্থলে অপরে মিথ্যাসংকল্পচিত্ত সেস্থলে আমরা সম্যকসংকল্পচিত্ত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাবাকসম্পন্ন সেস্থলে আমরা সম্যকবাকসম্পন্ন, যেস্থলে অপরে মিথ্যাকর্মরত সেস্থলে আমরা সম্যককর্মরত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাজীবী সেস্থলে আমরা সম্যকজীবী, যেস্থলে অপরে মিথ্যাব্যয়ামরত সেস্থলে আমরা সম্যকব্যায়ামরত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাস্মৃতিযুক্ত সেস্থলে আমরা সম্যক স্মৃতিযুক্ত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাসমাধিরত সেস্থলে আমরা সম্যকসমাধিরত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাজ্ঞানী সেস্থলে আমরা সম্যকজ্ঞানী, যেস্থলে অপরে মিথ্যাবিমুক্ত সেস্থলে আমরা সম্যকবিমুক্ত হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যেস্থলে অপরে স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য-অভিভূত) সেস্থলে আমরা স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, যেস্থলে অপরে উদ্ধত সেস্থলে আমরা অনুদ্ধত, যেস্থলে অপরে সন্দিগ্ধ সেস্থলে আমরা অসন্দিগ্ধ (তীর্ণবিচিকিৎসা), যেস্থলে অপরে ক্রোধস্বভাব সেস্থলে আমরা অক্রোধী, যেস্থলে অপরে উপনাহী (বৈরীদ্বেষী) সেস্থলে আমরা অনুপনাহী, যেস্থলে অপরে মক্ষী সেস্থলে আমরা অমক্ষী, যেস্থলে অপরে পর্যাসী সেস্থলে আমরা অপর্যাসী, যেস্থলে অপরে ঈর্ষাপরায়ণ সেস্থলে আমরা ঈর্ষাহীন, যেস্থলে অপরে মাৎসর্যপরায়ণ সেস্থলে আমরা মাৎসর্যহীন, যেস্থলে অপরে শঠ সেস্থলে আমরা অশঠ, যেস্থলে অপরে মায়াবী সেস্থলে আমরা অমায়াবী, যেস্থলে অপরে স্তব্ধ সেস্থলে আমরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অস্তব্ধ, যেস্থলে অপরে অভিমানী সেস্থলে আমরা নিরভিমান, যেস্থলে অপরে দুর্ভাষ সেস্থলে আমরা সুভাষ, যেস্থলে অপরে পাপমিত্র সেস্থলে আমরা কল্যাণমিত্র হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যেস্থলে অপরে শ্রদ্ধাবিহীন সেস্থলে আমরা শ্রদ্ধাশীল, যেস্থলে অপরে হ্রীবিহীন (নির্লজ্জ) সেস্থলে আমরা হ্রীসম্পন্ন, যেস্থলে অপরে অননুতাপী সেস্থলে আমরা অনুতাপী, যেস্থলে অপরে অল্পশ্রুত সেস্থলে আমরা বহুশ্রুত, যেস্থলে অপরে কুসীত (হীনবীর্য) সেস্থলে আমরা আরব্ধবীর্য, যেস্থলে অপরে মূঢ়স্মৃতি সেস্থলে আমরা প্রতিষ্ঠিতস্মৃতি, যেস্থলে অপরে দুস্প্রাজ্ঞ সেস্থলে আমরা প্রাজ্ঞ, যেস্থলে অপরে লৌকিকমতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী, দুর্পরিহারী (নাছোরবন্দা) আমরা সে স্থলে অ-লৌকিকমতাবলম্বী, অদৃঢ়গ্রাহী ও সুপরিহারী হইব বলিয়াই সল্লেখ করিতে হয়।

৬। চুন্দ, কুশলধর্মে চিত্তোৎপাদ (চিত্তবৃত্তি) আমি বহুপকারী বলিয়া প্রকাশ করি, কায়বাক্যে তাহা অনুশীলনীয় বটে। অতএব চুন্দ, যেস্থলে অপরে বিহিংস্রক, সেস্থলে অবিহিংস্রক, যেস্থলে অপরে প্রাণঘাতী সেস্থলে প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত, যেস্থলে অপরে অদত্তগ্রাহী (পরস্বাপহারী) সেস্থলে অদত্তগ্রহণ (পরস্বাপহরণ) হইতে প্রতিবিরত, যেস্থলে অপরে অব্রহ্মচারী সেস্থলে ব্রহ্মচারী, যেস্থলে অপরে মৃষাবাদী সেস্থলে মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত, সেই নিয়মে পিশুনবাক্য হইতে প্রতিবিরত, পুরুষবাক্য হইতে প্রতিবিরত, সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত, যেস্থলে অপরে অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) সেস্থলে অনভিধ্যালু (অলোভী), যেস্থলে অপরে ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপরায়ণ) সেস্থলে অব্যাপন্নচিত্ত (অক্রোধী), যেস্থলে অপরে মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন সেস্থলে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, যেস্থলে অপরে মিথ্যাসংকল্পচিত্ত সেস্থলে সম্যকসংকল্প চিত্ত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাবাকসম্পন্ন সেস্থলে সম্যকবাকসম্পন্ন, যেস্থলে অপরে মিথ্যাকর্মরত সেস্থলে সম্যককর্মরত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাজীবী সেস্থলে সম্যকজীবী, যেস্থলে অপরে মিথ্যাব্যায়ামরত সেস্থলে সম্যকব্যায়ামরত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাস্মৃতিযুক্ত সেস্থলে সম্যকস্মৃতিযুক্ত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাসমাধিরত সেস্থলে সম্যকসমাধিরত, যেস্থলে অপরে মিথ্যাজ্ঞানী সেস্থলে সম্যকজ্ঞানী, যেস্থলে অপরে মিথ্যাবিমুক্ত সেস্থলে সম্যকবিমুক্ত, যেস্থলে অপরে স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য-অভিভূত) সেস্থলে স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, যেস্থলে অপরে উদ্ধত সেস্থলে অনুদ্ধত, যে স্থলে অপরে সন্দিগ্ধ সেস্থলে অসন্দিগ্ধ (তীর্ণবিচিকিৎস), যেস্থলে অপরে ক্রোধস্বভাব সেস্থলে অক্রোধী, যেস্থলে অপরে উপনাহী সেস্থলে অনুপনাহী, যেস্থলে অপরে মক্ষী সেস্থলে অমক্ষী, যেস্থলে অপরে পর্যাসী সেস্থলে অপর্যাসী, যেস্থলে অপরে ঈর্ষাপরায়ণ সেস্থলে ঈর্ষাহীন, যেস্থলে অপরে মাৎসর্যপরায়ণ সেস্থলে মাৎসর্যহীন, যেস্থলে অপরে শঠ সেস্থলে অশঠ, যেস্থলে অপরে মায়াবী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেস্থলে অমায়াবী, যেস্থলে অপরে স্তব্ধ সেস্থলে অস্তব্ধ, যেস্থলে অপরে অভিমানী সেস্থলে নিরভিমান, যেস্থলে অপরে দুর্ভাষ সেস্থলে সুভাষ, যেস্থলে অপরে পাপমিত্র সেস্থলে কল্যাণমিত্র, যেস্থলে অপরে শ্রদ্ধাবিহীন সেস্থলে শ্রদ্ধাশীল, যেস্থলে অপরে হ্রীবিহীন সেস্থলে হ্রীসম্পন্ন, যেস্থলে অপরে অননুতাপী সেস্থলে অনুতাপী, যেস্থলে অপরে অল্পশ্রুত সেস্থলে বহুশ্রুত, যেস্থলে অপরে কুসীত সেস্থলে আরব্ধবীর্য, যেস্থলে অপরে মূঢ়স্মৃতি সেস্থলে আমরা প্রতিষ্ঠিতস্মৃতি, যেস্থলে অপরে দুস্প্রাজ্ঞ সেস্থলে প্রাজ্ঞ, যেস্থলে অপরে লৌকিকমতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী[1] সেস্থলে লৌকিকমতাবলম্বী ও দৃঢ়গ্রাহী হইব না এবং সুপরিহারী হইব বলিয়া চিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়।

৭। যেমন চুন্দ, কাহারও পক্ষে মার্গবিষম হইলে তাহার পক্ষে অপর এক সমমার্গই পরিক্রমের (পর্যটনের) উপায়, অথবা যেমন কাহারও পক্ষে কোনো তীর্থবিষম হইলে অপর এক সমতীর্থই পরিক্রমের বা পার হইবার উপায়, তেমন চুন্দ, বিহিংস্রক ব্যক্তির পক্ষে অবিহিংসা, প্রাণঘাতীর পক্ষে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তগ্রাহীর পক্ষে অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি, অব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য, মৃষাবাদীর পক্ষে মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুনভাষীর পক্ষে পিশুনবাক্য হইতে বিরতি, কর্কশভাষীর পক্ষে কর্কশবাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপীর পক্ষে সম্প্রলাপ হইতে বিরতি, অভিধ্যালুর পক্ষে অনভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের পক্ষে অব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের পক্ষে সম্যকদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্পবানের পক্ষে সম্যকসংকল্প, মিথ্যাবাক্যরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যকবাক্য, মিথ্যাকর্মরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যককর্ম, মিথ্যাজীবীর পক্ষে সম্যক আজীব, মিথ্যাব্যায়ামসম্পন্নের পক্ষে সম্যকব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যকস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যকসমাধি, মিথ্যাজ্ঞানীর পক্ষে সম্যকজ্ঞান, মিথ্যাবিমুক্তের পক্ষে সম্যকবিমুক্তি, স্ত্যানমিদ্ধপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্তানমিদ্ধবিহীনতা, উদ্ধতের পক্ষে অনৌদ্ধত্য, সন্দিগ্ধের পক্ষে অসন্দিগ্ধতা, ক্রোধীর পক্ষে অক্রোধ, উপনাহীর পক্ষে অনুপনাহ, মক্ষীর পক্ষে অমক্ষ, পর্যাসীর পক্ষে অপর্যাস, ঈর্ষাপরায়ণের পক্ষে ঈর্ষাহীনতা, মাৎসর্যপরায়ণের পক্ষে মাৎসর্যবিহীনতা, শঠের পক্ষে অশঠতা, মায়াবীর পক্ষে অমায়া, স্তব্ধের পক্ষে অস্থব্ধতা, অভিমানীর পক্ষে নিরভিমান, দুর্ভাষের পক্ষে সুভাষিতা, পাপমিত্রের পক্ষে কল্যাণমিত্রতা, প্রমত্তের পক্ষে অপ্রমাদ, শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে শ্রদ্ধা, হ্রীবিহীনের পক্ষে হ্রী, অননুতাপীর পক্ষে অনুতাপ, অল্পশ্রুতের পক্ষে বহুশ্রুতি, কুসীতের (হীনবীর্যের) পক্ষে বীর্যারম্ভ,

---

১. দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী প্রায় একার্থবাচক। বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও যাহারা গৃহীত মত বা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না তাহারাই দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূঢ়স্মৃতির পক্ষে স্মৃতিশীলতা, দুষ্প্রাজ্ঞের পক্ষে প্রজ্ঞাসম্পদ, এবং লৌকিকমতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী ব্যক্তির পক্ষে লৌকিকমত অনবলম্বন, অদৃঢ়গ্রহণ এবং সুপরিহারিতাই পরিক্রম বা পরিত্রাণের উপায়।

৮। যেমন যত অকুশলধর্ম সমস্ত অধোগমনের কারণ এবং যত কুশলধর্ম সমস্তই ঊর্ধ্বগমনের উপায়, তেমন, চুন্দ, বিহিংস্রকের পক্ষে অবিহিংসা, প্রাণঘাতীর পক্ষে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, ... লৌকিকমতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী ব্যক্তির পক্ষে লৌকিকমত অনবলম্বন, অদৃঢ়গ্রহণ এবং সুপরিহারিতাই ঊর্ধ্বগমনের উপায়।

৯। চুন্দ, স্বয়ং গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অপরকে ঐ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবে, ইহা সম্ভব নহে। স্বয়ং পঙ্কনিমগ্ন না হইয়া পঙ্কনিমগ্ন অপর ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে, ইহা সম্ভব। চুন্দ, স্বয়ং অদান্ত, অবিনীত, অপরিনির্বৃত হইয়া অপরকে দমিত, বিনীত, পরনির্বৃত করিবে, ইহা সম্ভব নহে। স্বয়ং দান্ত, বিনীত, পরিনির্বৃত হইয়া অপরকে দমিত, বিনীত ও পরিনির্বৃত করিবে, ইহা সম্ভব। সেইরূপ, চুন্দ, বিহিংস্রকের পক্ষে অবিহিংসা, প্রাণঘাতীর পক্ষে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, দুষ্প্রাজ্ঞের পক্ষে প্রজ্ঞাসম্পদ, ... লৌকিকমতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিগ্রাহী ব্যক্তির পক্ষে লৌকিক মত অনবলম্বন, অদৃঢ়গ্রাহিতা ও সুপরিহারিতা পরিনির্বাণ লাভের উপায়।

১০। চুন্দ, মৎকর্তৃক এই সংলেখ-পর্যায় (সংলেখ সূত্র) উপদিষ্ট হইল। চিত্তোৎপাদ-পর্যায়, পরিক্রম-পর্যায় (ঊর্ধ্বগমন-পর্যায়), উপরিভাব-পর্যায়, পরিনির্বাণ-পর্যায়[১], উপদিষ্ট হইল। চুন্দ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী, অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা আমি তোমাদের প্রতি করিয়াছি। চুন্দ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয্যাসন গ্রহণ করিয়া ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইও না, তোমাদের প্রতি ইহাই আমার অনুশাসন (অনুজ্ঞা)।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ সল্লেখ সূত্র সমাপ্ত ॥

১. সূত্রের মধ্যেই সূত্রের বিভিন্ন নাম সূচিত হইয়াছে। যথা : সংলেখ-পর্যায়, চিত্তোৎপাদ-পর্যায় ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যকদৃষ্টি সূত্র (৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'বন্ধুগণ,' প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বন্ধুভাবে সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন, লোকে 'সম্যকদৃষ্টি', 'সম্যকদৃষ্টি'[১] বলে। কিসে আর্যশ্রাবক (ভগবানের উন্নত শিষ্য) সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, কীসে তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, কীসে বা তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া এই সদ্ধর্মে আগত (প্রবিষ্ট) হন? "আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট ইহার অর্থ জানিবার জন্য দূর হইতে আসিয়াছি। অতএব আয়ুষ্মান সারিপুত্রই ইহার অর্থ প্রতিভাত করুন। তাঁহারই মুখে ইহার অর্থ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।" "তাহা হইলে তোমরা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।" "তথাস্তু" বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিতে লাগিলেন :

২। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক অকুশল কী, অকুশল-মূল[২] কী উভয়ই প্রকৃষ্টরূপে জানেন, কুশল কী, কুশল-মূল কী, তাহাও জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু[৩] হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন, প্রথম, অকুশল কী? প্রাণিহত্যা অকুশল, অদত্তগ্রহণ অকুশল, কামে ব্যভিচার অকুশল, মৃষাবাদ অকুশল, পিশুন বাক্য অকুশল, পুরুষ বাক্য অকুশল, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) অকুশল, অভিধ্যা (লোভপ্রবৃত্তি) অকুশল,

---

১. 'সম্যক দৃষ্টি' অর্থে যাহা শোভন ও প্রশস্ত দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি দ্বিবিধ ঃ লৌকিক ও লেকোত্তর। লৌকিক সম্যক দৃষ্টি একপ্রকার জ্ঞান যাহা সত্যানুযায়ী এবং যদ্বারা কেহ জানিতে পারে, 'কর্মই স্বকীয় বা আপন'। আর্যমার্গফল-সংযুক্ত প্রজ্ঞাই লোকোত্তর সম্যকদৃষ্টি। পৃথকজনের পক্ষে কর্মফলে বিশ্বাসই সম্যকদৃষ্টি। বুদ্ধশাসনের বাহিরে যাঁহারা সম্যকদর্শী তাঁহারা কর্মবাদী হইলেও আত্মবাদী (প. সূ.)। আমাদের মতে, সম্যকদৃষ্টি সমগ্রদৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি একাঙ্গদৃষ্টি (উদান, জচ্চন্ধবগ্গ দ্র.)। শুধু দুঃখ কী জানিলাম, অপর ত্রিসত্য জানিলাম না, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি। দুঃখ কী জানিলাম, দুঃখ-সমুদয় কী জানিলাম, কিন্তু অপর দুই সত্য জানিলাম না, ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি। সত্যের চতুরঙ্গ সমগ্র ও যথার্থভাবে না জানিলে সম্যকদৃষ্টি হয় না। সূত্রের সর্বত্র তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

২. 'মূল' অর্থে মূলপচ্চযভূতং! যাহা মুখ্যকারণ (প. সূ.)

৩. 'দৃষ্টি ঋজু হয়'। 'সম্যকদৃষ্টি' অর্থে যে দৃষ্টি ঋজু। ঋজু কি? যাহা-দ্বিঅন্ত বর্জন করে, যাহা মধ্য। বুদ্ধঘোষ বলেন, অন্তদ্বযং অনুপগম্ম উজুভাবেন গতত্তা উজুগতো হোতি (প. সূ.)। ঋজুর সাধারণ অর্থ 'সরল', যাহা বক্রতা পরিহার করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যাপাদ (হিংসাপ্রবৃত্তি) অকুশল, মিথ্যাদৃষ্টি (একাঙ্গদর্শন)[১] অকুশল। দ্বিতীয়, অকুশল-মূল কী? লোভ অকুশল-মূল, দ্বেষ অকুশল-মূল, মোহ অকুশল-মূল।

কুশল কী? প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি কুশল, অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি কুশল, ব্যভিচার হইতে বিরতি কুশল, মৃষাবাদ হইতে বিরতি কুশল, পিশুন বাক্য, পুরুষবাক্য ও সম্প্রলাপ হইতে বিরতি কুশল, অনভিধ্যা কুশল, অব্যাপাদ কুশল, সম্যকদৃষ্টি কুশল।

কুশল-মূল কী? অলোভ কুশল-মূল, অদ্বেষ কুশল-মূল, অমোহ কুশল-মূল। যেহেতু আর্যশ্রাবক এইরূপে অকুশল কী, অকুশল-মূল কী জানেন, কুশল কী, কুশল-মূল কী তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় (অন্তর্নিহিত রাগপ্রবৃত্তি)[২] পরিত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় (আঘাতপ্রবৃত্তি) সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ ও বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৩। 'সাধু সাধু, সারিপুত্র,' এইরূপে তাঁহার বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারিপুত্র? অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

৪। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক আহার কী তাহা জানেন, আহার-সমুদয় কী তাহা জানেন, আহার-নিরোধ কী তাহা জানেন, আহার-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। আহার কী, আহার-সমুদয় কী, আহার-নিরোধ কী, আহার-নিরোধের পথই বা কী? বন্ধুগণ, জীবভূত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, ভাবী জীবগণের অনুকূলতার জন্য চারিপ্রকার আহার আছে। কী কী? প্রথম, কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার, স্থূল বা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয়, স্পর্শ আহার; তৃতীয়, মন-সঞ্চেতনা আহার; চতুর্থ, বিজ্ঞান আহার।[৩] তৃষ্ণা-সমুদয়

---

১. এস্থলে 'মিথ্যাদৃষ্টি' অর্থে বিপরীত দর্শন। কর্মফলে অবিশ্বাসরূপ নাস্তিক্যই মিথ্যাদৃষ্টি (প. সূ.)।

২. 'অনুশয়' অর্থে যাহা স্বপ্রকৃতিতে লীন, প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত। অকুশল কর্মে অনুশয়ের পর্যুত্থান বা প্রকাশ। অনুশয় পাপের মূল। অতএব অনুশয় সমুচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

৩. আহারের উপর জীবের স্থিতি নির্ভর করে। সব্বে সত্তা আহারট্‌ঠিতিকা। নামরূপেই জীবের পরিচয়। রূপ অংশে জীবের আহার্য বস্তু কবলীকৃত হয়। নাম অংশের জীবের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(তৃষ্ণার উৎপত্তি) হইতে আহার-সমুদয়, তৃষ্ণা-নিরোধে আহার-নিরোধ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আহার-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি[১]। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক আহার কী প্রকষ্টরূপে জানেন, আহার-সমুদয়, আহার-নিরোধ, আহার-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৫। 'সাধু সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারিপুত্র, অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন? সারিপুত্র কহিলেন "হ্যাঁ, আছে।"

৬। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা জানেন, দুঃখ-সমুদয় কী, দুঃখ-নিরোধ কী জানেন, দুঃখ-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। প্রথম, দুঃখ কী? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক ও পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য ও হতাশা দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুলাভ না করিলে তাহাও দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই দুঃখ। ইহাই দুঃখ বলিয়া কথিত। দ্বিতীয়, দুঃখ-সমুদয় কী? যে তৃষ্ণা পৌনর্ভবিকা (পুনর্জন্মসাধিকা), নন্দিরাগসহগতা, তত্রতত্র অভিনন্দিনী (জন্ম-জন্মান্তর অভিলাষিনী), তাহাই দুঃখ-সমুদয়, দুঃখাৎপত্তির কারণ। ত্রিবিধ তৃষ্ণা, যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা (উচ্ছেদতৃষ্ণা)। ইহাই দুঃখ-সমুদয়। তৃতীয়, দুঃখ-নিরোধ কী? সেই তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, তাহা হইতে মুক্তি ও তৎপ্রতি অনাসক্তি,

---

ত্রিবিধ আহার। যথা : স্পর্শ, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়-পরিভোগ্য; চেতনা, যাহা মনের উপভোগ্য; এবং বিজ্ঞান, যাহা চিত্তের উপভোগ্য। বৌদ্ধ চতুর্বিধ আহারের কল্পনার পশ্চাতে তৈত্তিরীয় উপনিষদের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মার পরিকল্পনা।

১. দীঘ-নিকায়ের সঙ্গীতি-সুত্তন্তে সম্যক সমাধির পর কম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তির উল্লেখ আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাই দুঃখ-নিরোধ। চতুর্থ, দুঃখ-নিরোধের পথ কী? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু, এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখ-সমুদয় কী, দুঃখ-নিরোধ কী, দুঃখ-নিরোগামী প্রতিপদ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ ও বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৭। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।" [১]

৮। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক জরামরণ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন[২], জরামরণ-সমুদয় কী তাহা জানেন, জরামরণ-নিরোধ কী জানেন, জরামরণ-নিরোধের পথ কী জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। জরামরণ কী? জরামরণ-সমুদয় কী? জরামরণ-নিরোধ কী? জরামরণ-নিরোধের পথই বা কী? যাহা সেই সেই সত্ত্বের বা জীবের সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে (জীবযোনিতে) জীর্ণতা, খণ্ডিতা, পলিতকেশতা, ত্বক্‌কুঞ্চিততা, আয়ুহানি, ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিপক্কতা, তাহাই জরা নামে কথিত হয়। দ্বিতীয়, মরণ কী? যাহা সেই সেই সত্ত্বের বা জীবের, সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে (জীবযোনিতে) চ্যুতি, চবনতা (পতনশীলতা), ভেদ, অর্ন্তধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া (কালকবলে পতন), স্কন্ধসমূহের ভেদ, কলেবর-নিক্ষেপ (দেহত্যাগ), জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ (জীবনক্রিয়ালোপ), তাহাই মরণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা জরা, ইহা মরণ, তদুভয় একত্রে জরামরণ। তৃতীয়, জরামরণ-সমুদয়, জরামরণ-নিরোধ, এবং

---

১. পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ। এস্থলে উপাদান অর্থে যাহা আসক্তির বিষয়, যাহার প্রতি চিত্ত আসক্ত হয়।

২. সূত্রের এই অংশ হইতে দ্বাদশ নিদানের প্রত্যেকটি লইয়া সত্যের চতুরঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জরামরণ-নিরোধের পথ কী? জন্ম হইতে জরামরণ-সমুদয়, জন্মনিরোধেই জরামরণ-নিরোধ হয়, এবং আর্য আষ্টাঙ্গিকমার্গই জরামরণ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা : সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্য-শ্রাবক জরামরণ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, জরামরণ-সমুদয়, জরামরণ-নিরোধ ও জরামরণ-নিরোধের পথ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা-উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক-দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৯। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

১০। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক ভব[১] কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ভব-সমুদয় কী, ভব-নিরোধ কী তাহা জানেন, ভব-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ভব কী? ভব-সমুদয় কী? ভব-নিরোধ কী? ভব-নিরোধের পথই বা কী? বন্ধুগণ, ভব ত্রিবিধ, যথা : কামভব, রূপভব ও অরূপভব। উপাদান হইতে ভব-সমুদয়, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই ভব-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যয়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। যেহেতু আর্যশ্রাবক ভব কী, ভব-সমুদয় কী জানেন, ভব-নিরোধ কী ও ভব-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই

---

১. 'ভব' অর্থে কামভব। ভব দ্বিবিধ—কর্মভব ও উৎপত্তিভব। কামভবকে যে কর্ম লক্ষ্য করে তাহাই কর্মভব। সেই কর্মহেতু যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহাই উৎপত্তি-ভব (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১১। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

১২। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক উপাদান[১] কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, উপাদান-সমুদয় কী তাহা জানেন, উপাদান-নিরোধ কী এবং উপাদান-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। উপাদান কী? উপাদান-সমুদয় কী? উপাদান-নিরোধ কী? উপাদান-নিরোধের পথই বা কী? উপাদান চারি প্রকার—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। তৃষ্ণা সমুদয় হইতে উপাদান-সমুদয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই উপাদান-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা : সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক উপাদান কী, উপাদান-সমুদয় কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, উপাদান-নিরোধ ও উপাদান-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৩। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

১৪। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক তৃষ্ণা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তৃষ্ণা-সমুদয়

---

১. 'উপাদান' অর্থে দৃঢ়গ্রহণ। যাহা কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে তাহাই উপদান (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কী, তৃষ্ণা-নিরোধ কী, তৃষ্ণা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। তৃষ্ণা কী, তৃষ্ণা-সমুদয় কী, তৃষ্ণা-নিরোধ কী, তৃষ্ণা-নিরোধের পথই বা কী? তৃষ্ণা ছয়প্রকার—রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা-সমুদয়, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ হয়, এবং আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই তৃষ্ণা-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক, সম্যক-কর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক তৃষ্ণা কী প্রকৃষ্টরূপ জানেন, তৃষ্ণা-সমুদয় কী, তৃষ্ণা-নিরোধ কী এবং তৃষ্ণা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্য-শ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৫। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

১৬। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক বেদনা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-সমুদয় কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-নিরোধ কী, বেদনা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। বেদনা কী, বেদনা-সমুদয় কী, বেদনা-নিরোধ কী, বেদনা-নিরোধের পথই বা কী? বেদনা ছয়প্রকার—চক্ষুস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাস্পর্শজ বেদনা, কায়স্পর্শজ বেদনা, মনস্পর্শজ বেদনা। স্পর্শ হইতে বেদনা-সমুদয়, স্পর্শনিরোধে বেদনা-নিরোধ হয়, এবং আর্য আষ্টাঙ্গিকমার্গই তৃষ্ণানিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সর্মক্ দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে তিনি বেদনা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-সমুদয় কী, বেদনা-নিরোধ কী, বেদনা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৭। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

১৮। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক স্পর্শ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, স্পর্শ-সমুদয় কী, স্পর্শ-নিরোধ কী, স্পর্শ-নিরোদের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। স্পর্শ কী, স্পর্শ-সমুদয় কী, স্পর্শ-নিরোধ কী, স্পর্শ-নিরোধের পথই বা কী? স্পর্শ ছয় প্রকার—চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্রস্পর্শ, ঘ্রাণ-স্পর্শ, জিহ্বা-স্পর্শ, কায়-স্পর্শ, মন-স্পর্শ। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ-সমুদয়, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ হয়, এবং আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই স্পর্শ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখ-সমুদয় কী, দুঃখ-নিরোধ কী, দুঃখ-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৯। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

২০। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক ষড়ায়তন কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ষড়ায়তন-সমুদয় কী, ষড়ায়তন-নিরোধ কী, ষড়ায়তন-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্ত-প্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ষড়ায়তন কী, ষড়ায়তন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমুদয় কি; ষড়ায়তন-নিরোধ কী, ষড়ায়তন-নিরোধের পথই বা কী? আয়তন ছয় প্রকার—চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। নামরূপ সমুদয় হইতে ষড়ায়তন-সমুদয়, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ হয়, এবং আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই ষড়ায়তন-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখ-সমুদয় কী, দুঃখ-নিরোধ কী, দুঃখ-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২১। সাধু, সাধু, সারিপুত্র, এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

২২। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক নামরূপ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, নামরূপ-সমুদয় কী, নামরূপ-নিরোধ কী, নামরূপ-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। নামরূপ কী, নামরূপ-সমুদয় কী, নামরূপ-নিরোধ কী, নামরূপ-নিরোধের পথই বা কী? বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, মনস্কার, স্পর্শ, ইহারা নাম, এবং চারি মহাভূতের উপাদান রূপ। বিজ্ঞান-সমুদয় হইতে নামরূপ-সমুদয়, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ হয়, এবং আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই নামরূপ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু, এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখ-সমুদয় কী, দুঃখ-নিরোধ কী, দুঃখ-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৩। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

২৪। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয় কী, বিজ্ঞান-নিরোধ কী, বিজ্ঞান-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান-সমুদয় কী, বিজ্ঞান-নিরোধ কী, বিজ্ঞান-নিরোধের পথই বা কী? বিজ্ঞান ছয় প্রকার—চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান। সংস্কার-সমুদয় হইতে বিজ্ঞান-সমুদয়, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ হয়, এবং আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই বিজ্ঞান-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয় কী, বিজ্ঞান-নিরোধ কী, বিজ্ঞান-নিরোধের পথ কী, তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাধসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৫। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

২৬। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক সংস্কার কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার-সমুদয় কী, সংস্কার-নিরোধ কী, সংস্কার-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। সংস্কার কী, সংস্কার-সমুদয় কী, সংস্কার-নিরোধ কী, সংস্কার-নিরোধের পথই বা কী? সংস্কার তিন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার—কায়সংস্কার, বাকসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। অবিদ্যা-সমুদয় হইতে সংস্কার সমুদয়, অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংস্কার-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক সংস্কার কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার-সমুদয় কী, সংস্কার-নিরোধ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমূচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৭। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

২৮। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক অবিদ্যা[১] কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা-সমুদয় কী, অবিদ্যা-নিরোধ কী, অবিদ্যা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। অবিদ্যা কী, অবিদ্যা-সমুদয় কী, অবিদ্যা-নিরোধ কী, অবিদ্যা-নিরোধের পথই বা কী? দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে অজ্ঞান, দুঃখ-নিরোধের পথে অজ্ঞান, ইহাই অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। আসব হইতে অবিদ্যা-সমুদয়, আসব-নিরোধে অবিদ্যা-নিরোধ, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অবিদ্যা-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক এইরূপে অবিদ্যা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা-সমুদয় কী, অবিদ্যা-নিরোধ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন

---

১. বুদ্ধঘোষ বলেন, প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বে অবিদ্যার স্থান প্রথম। এই অবিদ্যারও কারণ আছে। এতদ্দারা সংসারের অনাদিত (অনমতগ্গতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৯। 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র,' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, "অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?" সারিপুত্র কহিলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

৩০। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক আসব[১] কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব-সমুদয় কী, আসব-নিরোধ কী এবং আসব-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্ত-প্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। আসব কী? ত্রিবিধ আসব : কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব। অবিদ্যা-সমুদয় হইতে আসব-সমুদয়, অবিদ্যা-নিরোধে আসব-নিরোধ, এবং আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই আসব-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক আসব কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব-সমুদয় কী, আসব-নিরোধ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় আপনোদন করিয়া অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ সম্যকদৃষ্টি সূত্র সমাপ্ত ॥

[সংযোজিত গাথাসমূহে সূত্রের বিষয়সূচি মাত্র আছে]

---

১. যেমন আসব অবিদ্যার কারণ, তেমন অবিদ্যাও আসবের কারণ। অতএব সংসারের বা সৃষ্টির পূর্বকোটি বা আদি নিরাকৃত বা নির্ধারিত হয় না। পুব্বা কোটি না পঞ্ঞায়তি। (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র (১০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান কুরুরাজ্যে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, 'কম্মাসধম্ম'[২] নামক কুরুদিগের নিগমে। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ,' 'হ্যাঁ, ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, জীবগণের বিশুদ্ধির পক্ষে, শোক-পরিদেবন সম্যক অতিক্রম করিবার পক্ষে, দুঃখদৌর্মনস্য অস্তমিত করিবার ন্যায় (আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ) আয়ত্ব করিবার পক্ষে, নির্বাণ সাক্ষাৎকারের পক্ষে, ইহাই একায়ন-মার্গ,[৩] একমাত্র উৎকৃষ্ট পথ। চারিপ্রকার স্মৃতিপ্রস্থান[৪] লইয়াই একায়নমার্গ, একমাত্র পথ। চারি প্রকার কী

---

১. উত্তরকুরু হইতে আগত মনুষ্যেরা যেস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষে কুরুরাষ্ট্র নামে পরিচিত হইয়াছিল (প. সূ.)।

২. অট্‌ঠাকথায় 'কম্মসধম্ম' এবং কম্মাস্‌সধম্ম' এই দুই পাঠ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধঘোষের মতে, কম্মাস—কল্মাষ বা কল্মাষপাদ। কল্মাষপাদ জনৈক নরমাংসভক্ষক যক্ষের নাম। কাহারও কাহারও মতে, কম্মাসদম্মই শুদ্ধ পাঠ। তদনুসারে কল্মাষদম্যই কুরুনিগমের নাম, যেস্থানে কল্মাষ বা কল্মাষপাদ নামে জনৈক নরমাংসভক্ষক যক্ষ দমিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষের মতে কম্মাসধম্ম—কল্মাষধর্ম, যেস্থানে কুরুদিগের প্রতিপাল্য ধর্মে কল্মাষ (পাপ) উৎপন্ন হইয়াছিল (প. সূ.)। আমাদের মতে, কম্মস্‌সদম্ম (কর্মাশ্বদম্যই) কুরুনিগমের যথার্থ নাম।

৩. একাযনোতি একমগগো। মগ্‌গ বা মার্গ অর্থে পন্থা, পথ, পদ, অঞ্জষ, বর্ত্ম, নৌকা, উত্তরণ-সেতু, 'কুল্ল' (ভেলা) ও সাঁকো। একায়ন সংসার হইতে নির্বাণে যাইবার একমাত্র পথ। অথবা একায়ন এক-প্রদর্শিত পথ। 'এক' অর্থে শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় বুদ্ধ ভগবান। তিনিই মার্গপ্রবর্তক। অথবা একমাত্র বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে যাহা অয়ন বা মার্গ বলিয়া স্বীকৃত তাহাই একায়ন। কাহারও কাহারও মতে, একমাত্র নির্বাণ-অভিমুখে যাহার গতি তাহাই একায়ন। পটিসম্ভিদামগ্‌গ অনুসারে 'একায়ন মার্গ' অর্থে আর্য আষ্টাঙ্গিকমার্গের পূর্ববর্তী স্মৃতিপ্রস্থান মার্গ (প. সূ.)। আমাদের মতে, 'একায়ন' একাচার্য-প্রদর্শিত অয়ন বা পন্থা। এস্থলে একায়নসদৃশ যাহা উৎকৃষ্ট মার্গ। আপস্তম্ব ও বোধায়ন ধর্ম সূত্রে একাচার্যের মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

৪. সতিপট্‌ঠান—স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান। সূত্রের মধ্যে 'সতিং উপট্‌ঠপেত্বা', 'স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া' এই উক্তি দৃষ্ট হয়। তদনুসারে স্মৃতি-উপস্থান নামই সিদ্ধ হয়। উপট্‌ঠানে আদি স্বর লুপ্ত করিয়াই পট্‌ঠান শব্দ নিষ্পন্ন (প. সূ.)। আমাদের মতে, উপস্থান অর্থে বিন্যাস, স্থাপন। যাহাতে স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা স্মৃতির প্রস্থান অর্থে স্মৃতি-প্রস্থান। 'প্রস্থান' অর্থে প্রবর্তন, আনয়ন, গতি-নিরাকরণ। স্মৃতি কি? সাধারণ প্রয়োগে, স্মৃতি পূর্ব ঘটনার পশ্চাৎ স্মরণ, অথবা যে মানসিক শক্তির দ্বারা পূর্ব ঘটনা পরে অনুস্মৃত হয়। এই অর্থে গৃহীত স্মৃতি অতীতের সহিত বর্তমানের এবং বর্তমানের সহিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কী? হে ভিক্ষুগণ, জগতে অভিধ্যাদৌর্মনস্য দমিত করিয়া ভিক্ষু কায়ে[১] কায়ানুদর্শী[২] বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, বেদনায়[৩] বেদনানুদর্শী[৪] বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তে[৫] চিত্তানুদর্শী[৬], বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে[৭], ধর্মানুদর্শী[৮] বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন।

৩। হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমুলগত, অথবা শূন্যাগারগত[৯] হইয়া পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, (পদ্মাসন করিয়া)[১০] দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া[১১], পরিমুখে[১২] (লক্ষ্যাভিমুখে)

অনাগতের সম্পর্ক স্থাপন করে। আত্মার অথবা ব্যক্তির সন্ততি কল্পনা করিতে না পারিলে এই অর্থে স্মৃতি সম্ভব হয় না। কিন্তু স্মৃতি-প্রস্থান বা স্মৃতি-উপস্থান অভ্যাসে স্মৃতি ত্রিকালের সন্ততি বা সম্পর্ক লইয়া ব্যস্ত নহে। এস্থলে স্মৃতির অপর নাম সম্প্রজ্ঞান। যখন যাহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হয় তাহাই মাত্র স্বচিত্তে লক্ষ করা—নিজেকে একটি পূর্ণযন্ত্রে পরিণত করিয়া।

১. 'কায়ে' অর্থে রূপ-কায়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট সাবয়ব দেহ।

২. মাত্র কায়া অনুদর্শন করিয়া, বেদনাকে নহে, চিত্তকে নহে, ধর্মকে নহে। নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুভের দিক্ হইতে না দেখিয়া অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা ও অশুভের দিক হইতে দর্শন করিয়া (প. সূ.)।

৩ 'বেদনা' অরূপকায়া বিশেষ। বেদনা চিত্তের ধর্ম। এই ধর্ম একাকী উৎপন্ন হয় না। স্পর্শ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, চেতনা, এই সমস্তের সহিত যুক্ত হইয়াই বেদনা উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে স্মৃতির অনুশীলন বুঝাইতে হইলে বেদনাকে প্রধান করিলে সুবিধা হয় মনে করিয়াই মাত্র বেদনার উল্লেখ করা হইয়াছে (প. সূ.)।

৪. মাত্র বেদনাকে অনুদর্শন করিয়া, রূপকে নহে, চিত্তকে নহে, ধর্মকে নহে।

৫. চিত্ত অর্থে চিত্তপ্রকৃতি, চিত্তগতি, চিত্তের অবস্থা।

৬. মাত্র চিত্তকে অনুদর্শন করিয়া, রূপকে নহে, বেদনাকে নহে, ধর্মকে নহে।

৭. 'ধর্ম' অর্থে জ্ঞান ও চিন্তার যাবতীয় বিষয়।

৮. মাত্র ধর্মকে অনুদর্শন করিয়া, রূপকে নহে, বেদনাকে নহে, চিত্তকে নহে।

৯. অরণ্য, বৃক্ষমূল, শূন্যাগার প্রভৃতি যে সকল স্থান ধ্যানের পক্ষে উপযোগী (প. সূ.)।

১০. 'পর্যঙ্ক' অর্থে উরুবদ্ধাসন (বি-ম)।

১১. এইভাবে দেহ বিন্যস্ত হইলে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ না করিয়া চিত্ত একাগ্র হইতে পারে (বি-ম)।

১২. 'পরিমুখে' অর্থে কর্মস্থান বা প্রক্রিয়া অভিমুখে, অথবা পরিগৃহীত মোক্ষমাগাভিমুখে (বি-ম)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতিমান হইয়াই শ্বাসপ্রশ্বাস[১] গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস[২] গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস[৩] গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সর্বকায়-প্রতিসংবেদী (সর্বদেহে অনুভূত) শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়প্রতিসংবেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার (যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়া) উপশান্ত করিয়া[৪] শ্বাসগ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। যেমন দক্ষ কর্মকার-অন্তেবাসী ভস্ত্রায় (হাঁপরে) দীর্ঘকাল জোরে চাপ দিলে 'দীর্ঘকাল জোরে চাপ দিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানে, এবং স্বল্পকাল অল্পজোরে চাপ দিলে 'স্বল্পকাল অল্পজোরে চাপ দিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সর্বকায় প্রতিসংবেদী শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়-প্রতিসংবেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়-সংস্কার উপশান্ত করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে[৫] কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বাহির কায়ে[৬] কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মনুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় শুধু জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য[৭]; তিনি অনিশ্রিত, অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষু কায়ে

---

১. শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণক্রিয়া যাহা দেহাশ্রয়ে সম্ভব হয়। এই দেহের নাম করজকায় বা করদকায় (জীবন্তদেহ) যাহা চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন। এই প্রাণক্রিয়াও চ্তিবশে করদকায়ে উৎপন্ন হয় ও চলিতে থাকে এবং চিত্তবশে নিরুদ্ধ হয়।

২- ৩. দীর্ঘ হ্রাস কাল-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহা দীর্ঘসময়ে জোরে টানিয়া জোরে বাহির করা হয় তাহা দীর্ঘ, এবং যাহা অল্প-সময়ে শীঘ্র টানিয়া বাহির করা হয় তাহা হ্রস্ব।

৪. 'উপশান্ত করিয়া' অর্থে নিরুদ্ধ করিয়া (বি-ম)।

৫. পালি অজ্ঝত্ত—অধ্যাত্ম। 'অধ্যাত্ম' অর্থে নিজকায়ে (প. সূ.)।

৬. 'বাহির' অর্থে অপরের (প. সূ.)।

৭. শুধু পর পর, উত্তরোত্তর জ্ঞান প্রমাণ সংগ্রহের জন্য, অন্য অভিপ্রায়ে নহে (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৪। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমন[১] করিলে 'গমন করিতেছি' প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবস্থান করিলে 'অবস্থান করিতেছি' প্রকৃষ্টরূপে জানেন, উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, শায়িত থাকিলে 'শায়িত আছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এইরূপে যখন যেভাবে দেহ বিন্যস্ত হয় তখন তিনি তাহা সেইভাবেই জানেন। তিনি এইরূপে নিজকায়ে, বাহিরকায়ে, অন্তরবাহিরকায়ে[২] কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৫। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে[৩] দেহের পুরোচালনে ও পশ্চাৎচালনে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচনে প্রসারনে, সংঘাটি-পাত্রচীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীম্ভাবে, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপেই নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৬। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই শরীরে, পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হইতে কেশের অধোভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ত্বকাবৃত দেহপুরে নানাপ্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ

---

১. গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন—এই চারিটি ঈর্যাপথ বা দেহের প্রধান বিন্যাস। এই চারি বিন্যাসও চিত্তবশে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। 'আমি গমন করিব' এই চিত্তোৎপাদের সঙ্গে সঙ্গে 'বায়' (সঞ্চালন) উপজাত হয়, যাহার কারণ দেহ এক একভাবে বিন্যস্ত হয়।

২. 'অন্তর বাহির' অর্থে নিজের ও পরের (প. সূ.)।

৩. 'অভিগমন প্রত্যাগমন' ইত্যাদি বিবিধ দৈহিক কার্য। এসকল কার্যও মূলে চিত্তাধীন। চিত্তোৎপাদের সঙ্গে সঙ্গে 'বায়' (সঞ্চলন) উপজাত হয়, যাহার কারণ উক্ত কার্যগুলি সম্পাদিত হয় (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন—এই দেহে আছে কেশ[১], লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, শিকনি, লসিকা ও মূত্র। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, শালি, বৃহি, মুদ্গা, মাষ, তিল ও তণ্ডুলাদি বিবিধ শস্যপূর্ণ দ্বিমুখ 'মুতলী' (ভাণ্ড) অনাবৃত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ তন্মধ্যে পর্যবেক্ষণ করেন—এইগুলি শালি, এইগুলি বৃহি, এইগুলি মুদ্গা, এইগুলি মাষ, এইগুলি তিল, এইগুলি তণ্ডুল, তেমন এই শরীরে, পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হইতে কেশের অধোভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ত্বকাবৃত দেহপুরে, নানাপ্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন—আছে এই দেহে কেশ, লোম ইত্যাদি। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায়ে আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য, তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৭। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহ যেভাবে অবস্থিত, যেভাবে বিন্যস্ত তাহা ধাতুর দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করেন—আছে এই দেহে পৃথিবী ধাতু (ক্ষিতি), আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়ুধাতু। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, দক্ষ গোঘাতক বা গোঘাতক-অন্তেবাসী গাভী বধ করিয়া, উহার দেহ অংশাশীভাবে বিভক্ত করিয়া, তাহা বিক্রয়ার্থ চৌরাস্তায় অবস্থিত থাকে, তেমন এই দেহ যেভাবে অবস্থিত ও বিন্যস্ত, ভিক্ষু তাহা ধাতুর দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করেন—আছে এই দেহে পৃথিবীধাতু, আপধাতু তেজধাতু ও বায়ুধাতু। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান বা প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

---

১. এই তালিকায় 'মস্তলুঙ্গ' বা মস্তিস্কের উল্লেখ নাই। খুদ্দকপাঠে ইহা তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ তাঁহার *বিসুদ্ধিমগ্গ* গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুপ্রণালীতে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক—এই পাঁচটির প্রত্যেকটিই দেহের উপরিভাগে জাত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ 'সীবথিকায়' (শিবালয়ে, শ্মশানে)[১] পরিত্যক্ত একাহমৃত, দ্ব্যহমৃত, ত্র্যহমৃত, স্ফীত বিবর্ণ পূযপূর্ণ দেহ দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। পুনশ্চ, যেমন কেহ 'সীবথিকায়' পরিত্যাক্ত মৃতদেহকে কাক, কুণাল, গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল বা বিবিধ কৃমিকীট খাইতেছে দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান—এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায়ে আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, যেমন কেহ 'সীবথিকায়' পরিত্যাক্ত মৃতদেহকে স্নায়ুবদ্ধ মাংসলোহিতসম্পন্ন অস্থিশৃঙ্খল (কঙ্কাল), স্নায়ুবদ্ধ নির্মাংস কিন্তু এখনও রক্তরঞ্জিত অস্থিশৃঙ্খল (কঙ্কাল), স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল কিন্তু অপগতমাংসলোহিত, স্নায়ুসম্বন্ধহীন চতুর্দিকে-বিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর, একস্থানে হাতের অস্থি, একস্থানে পায়ের অস্থি, একস্থানে জঙ্ঘার অস্থি, একস্থানে উরুর অস্থি, একস্থানে কটির অস্থি, একস্থানে পিঠের অস্থি, একস্থানে বুকের ও পার্শ্বের অস্থি, একস্থানে বাহুর অস্থি, একস্থানে দন্ত, একস্থানে শীর্ষকটাহ (মাথার খুলি) পরিয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান—এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়-

---

১. সীবথিকার অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ কী হইবে জানি না। পালিতে ইহার অপর নাম 'আমক-সুসাম' বা আম-শ্মশান, যেখানে মৃতদেহ অদগ্ধ অবস্থায় রাখিয়া আসা হইত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, যেমন কেহ 'সীবথিকায়' পরিত্যাক্ত মৃতদেহের অস্থিগুলি (পর পর) শ্বেতশঙ্কবর্ণসদৃশ, বর্ষকাল পরে পুঞ্জীকৃত, বাতাতপে গলিত ও চুর্ণীকৃত, হইয়াছে অবস্থায় দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান—এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তরবাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৯। হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে ভিক্ষু বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু সুখবেদনা বেদনকালে সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখবেদনা বেদনকালে দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন জানেন, না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদনকালে না-দুঃখ-না-সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন জানেন, সামিষ সুখবেদনা বেদনকালে সামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, নিরামিষ সুখবেদনা বেদনকালে নিরামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, সামিষ দুঃখবেদনা বেদনকালে সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন, নিরামিষ দুঃখবেদনা বেদনকালে নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন, সামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদনকালে সামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, নিরামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদনকালে নিরামিষ না-সুখ-না-দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন, তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এইরূপে তিনি নিজ বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া, বাহির বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া, অন্তরবাহির বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া বেদনাবিষয়ে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া বেদনাবিষয়ে অবস্থান করেন, 'বেদনা 'আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেই তিনি বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১০। হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু চিত্ত সরাগ হইলে চিত্ত সরাগ হইয়াছে তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বীতরাগ হইলে বীতরাগ হইয়াছে, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ হইয়াছে, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ হইয়াছে, সমোহ হইলে সমোহ হইয়াছে, বীতমোহ হইলে বীতমোহ হইয়াছে, ক্ষিপ্ত হইলে ক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, মহদ্গত হইলে মহদ্গত হইয়াছে, মহদ্গত না হইলে মহদ্গত হয় নাই, সউত্তর হইলে সউত্তর হইয়াছে, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, সমাহিত না হইলে সমাহিত হয় নাই, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, বিমুক্ত না হইলে বিমুক্ত হয় নাই, তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এইরূপে তিনি নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া, বহিঃচিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অন্তরবাহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া চিত্তে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া চিত্তে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া চিত্তে অবস্থান করেন, 'চিত্ত আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১১। হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ সম্পর্কে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কীরূপে? তিনি অন্তরে কামচ্ছন্দ থাকিলে 'আমার ভিতর কামচ্ছন্দ আছে' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, না থাকিলে নাই বলিয়াই জানেন, যেভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যেভাবে উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়, তাহা জানেন, যেভাবে উত্তরকালে প্রহীন কামচ্ছন্দের আর উৎপত্তি হয় না তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তরবাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয় ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন; 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি পঞ্চনীবরণ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১২। পুনশ্চ, হে ভিক্ষগণ, ভিক্ষু পঞ্চউপাদানস্কন্ধ বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কীরূপে? তিনি জানেন, ইহা রূপ, রূপ-সমুদয়, রূপের অস্তগমন; ইহা বেদনা, বেদনা-সমুদয়, বেদনার অস্তগমন; ইহা সংজ্ঞা, সংজ্ঞা-সমুদয়, সংজ্ঞার অস্তগমন; ইহা সংস্কার, সংস্কার-সমুদয়, সংস্কারের অস্তগমন;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-সমুদয়, বিজ্ঞানের অস্তগমন। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; বহিঃধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; অন্তরবাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন; 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৩। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ছয় অভ্যন্তর এবং ছয় বহিরায়তন বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কীরূপে? তিনি চক্ষু কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, রূপ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তদুভয় কারণে যে সংযোজন উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যেভাবে অনুৎপন্ন সংযোজন উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যেভাবে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় জানেন, যেভাবে উত্তরকালে প্রহীন সংযোজনের আর উৎপত্তি হয় না তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় (ত্বক) ও স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বহিঃধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তরবাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মনুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন। 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি ছয় অভ্যন্তর এবং ছয় বহিরায়তন বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৪। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কীরূপে? অন্তরে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ থাকিলে 'আমার ভিতর স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ আছে' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, না থাকিলে নাই বলিয়াই জানেন। যেভাবে অনুৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এবং যেভাবে ভাবনা দ্বারা উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গপরিপূর্ণ হয় তাহাও জানেন; বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বহিঃধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তরবাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন; 'ধর্মসমূহ আছে'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি সপ্তবোধ্যঙ্গ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৫। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চতুরার্যসত্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কীরূপে? হে ভিক্ষুগণ, তিনি 'ইহা দুঃখ' যথার্থভাবে, প্রকৃষ্টরূপে জানেন। 'ইহা দুঃখ-সমুদয়' যথার্থভাবে জানেন, 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' যথার্থভাবে জানেন, 'ইহা দুঃখনিরোধের পথ' তাহাও যথার্থভাবে জানেন। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বহিঃধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তরবাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি চতুরার্য-সত্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৬। হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু এই চারি স্মৃতিউপস্থান এইরূপে সপ্তবর্ষ ভাবনা করেন, সত্যসত্যই এই দুই ফলের কোনো না কোনো ফল তাঁহার লাভ হয়—(১) দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) আজ্ঞা (আত্মপ্রত্যয়) লাভ, বা (২) দেহাবসানে অনাগামিতা নামক অবস্থা লাভ। হে ভিক্ষুগণ, সপ্তবর্ষ রাখিয়া দাও। যদি কেহ ছয়বর্ষ, পঞ্চবর্ষ, চারিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, দ্বিবর্ষ, একবর্ষ রাখিয়া দাও, এমনকি সাতমাস, ছয়মাস, পাঁচমাস, চারিমাস, তিনমাস, দুইমাস, একমাস, অর্ধমাস, অর্ধমাস রাখিয়া দাও, এমনকি একসপ্তাহকাল উক্ত চতুর্বিধ স্মৃতিউপস্থান এইরূপে ভাবনা করেন, সত্যসত্যই এই দুই ফলের কোনো না কোনো একটি ফল তাঁহার লাভ হয়—(১) দৃষ্টধর্মে আজ্ঞা লাভ ; বা (২) দেহাবসানে অনাগামী অবস্থা লাভ।

১৭। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, জীবগণের বিশুদ্ধির পক্ষে, শোকপরিদেবন সমতিক্রম করিবার পক্ষে, দুঃখদৌর্মনস্য অস্তমিত করিবার পক্ষে, ন্যায় আয়ত্ত করিবার পক্ষে, নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার পক্ষে, চতুর্বিধ স্মৃতিউপস্থানই একমাত্র উৎকৃষ্ট মার্গ।

অতএব যাহা বলা হইল, সমস্ত এইজন্যই বিবৃত হইল। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ স্মৃতি প্রস্থান সূত্র সমাপ্ত ॥

মূলপর্যায়বর্গ প্রথম সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. সিংহনাদ-বর্গ

ক্ষুদ্র সিংহনাদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ,' 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২। হে ভিক্ষুগণ, এখানেই (এই শাসনেই) প্রথম শ্রমণ[১], দ্বিতীয় শ্রমণ[২], তৃতীয় শ্রমণ[৩], ও চতুর্থ শ্রমণ[৪], শূন্য পরপ্রবাদ[৫], পরপ্রবাদে (অন্যতীর্থে) এই চারি জাতীয় শ্রমণ নাই[৬], অপর চারিজাতীয় শ্রমণও নাই[৭]। তোমার এইরূপেই যথার্থ সিংহনাদ নিনাদিত কর[৮]। ইহা সম্ভব যে, অন্যতীর্থিক (অপর সম্প্রদায়ভুক্ত) পরিব্রাজকগণ[৯] বলিলেন, "ভদ্রগণের এমন কী আশ্বাস, কী বল আছে, যাহা নিজের মধ্যে আছে দেখিয়া আপনারা এমন কথা বলিতেছেন—এখানেই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ, শূন্য পরপ্রবাদ, পরপ্রবাদে এই চারিজাতীয় শ্রমণ নাই, অপর চারিজাতীয় শ্রমণও নাই।" হে ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ইহা বলিলেন, সেই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে বলিতে

---

১. স্রোতাপন্ন।

২. সকৃদাগামী।

৩. অনাগামী।

৪. অর্হৎ।

৫. 'পরপ্রবাদ' অর্থে পরমত, ব্রহ্মজাল-সূত্রে উক্ত দ্বাষষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি, যাহা অপর সম্প্রদায়ভূক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল (প. সূ.)। আমাদের মতে এস্থলে 'পরপ্রবাদ' অর্থে অপরমতাবলম্বী ধর্ম-সম্প্রদায়।

৬. স্রোতাপন্নাদি ফলস্থ চারিজাতীয় শ্রমণ (প. সূ.)।

৭. স্রোতাপন্নাদি মার্গস্থ চারিজাতীয় শ্রমণ (প. সূ.)।

৮. কাহারও কাহারও মতে এই সূত্রোক্ত সিংহনাদ সূচিত করিবার জন্যই ধর্মাশোকের সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে চারিসিংহ মূর্তির অধিস্থান।

৯. এস্থলে ভিক্ষু, শ্রমণ ও পরিব্রাজক একার্থবাচক। পরিব্রাজকগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে পর্যটন করিতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবে—"বন্ধুগণ, আমাদের নিকট চারি ধর্ম আছে, যাহা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জানিয়া দেখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা আমাদের মধ্যে আছে দেখিয়াই আমরা একথা বলিতেছি—"এখানেই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ, শূন্য পরপ্রবাদ, পরপ্রবাদে এই চারিজাতীয় শ্রমণ নাই, অপর চারিজাতীয় শ্রমণও নাই। চারি ধর্ম কী কী? বন্ধুগণ, আমাদের আছে শাস্তার প্রতি চিত্তপ্রসাদ, ধর্মে চিত্তপ্রসাদ, শীলাচরণে পরিপূর্ণকারিতা এবং গৃহস্থ ও প্রব্রজিত সহধর্মিগণ আমাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। এই চারি ধর্মই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জানিয়া দেখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা আমাদের মধ্যে আছে দেখিয়াই আমরা একথা বলিতেছি -এখানেই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ ইত্যাদি। হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ বলিবেন, "বন্ধুগণ, আমাদের চিত্তপ্রসাদ আছে শাস্তার প্রতি যিনি আমাদের শাস্তা (গুরু), চিত্তপ্রসাদ আছে ধর্মে যাহা আমাদের ধর্ম, পরিপূর্ণকারিতা আছে শীলাচরণে যাহা আমাদের শীলাচরণ, আমাদেরও আছে প্রিয় ও মনোজ্ঞ গৃহস্থ ও প্রব্রজিত সহধর্মী।[১] বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে আপনাদের ও আমাদের মধ্যে ইতরবিশেষ কী, অভিপ্রায়েও তারতম্য কী, 'নানাকরণ' (পৃথক করিবার উপায়ই) বা কী?" যাঁহারা একথা বলিবেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—"বন্ধুগণ, নিষ্ঠা কি এক, না বহু?" যথার্থ উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহারা বলিবেন, "নিষ্ঠা[২] এক, বহু নহে।" "সেই নিষ্ঠা কাহার, যিনি সরাগ তাঁহার, না যিনি বীতরাগ তাঁহার? যিনি সদ্বেষ তাঁহারা না যিনি বীতদ্বেষ তাঁহার? যিনি সমোহ তাঁহার, না যিনি বীতমোহ তাঁহার? যিনি সতৃষ্ণ তাঁহার, না যিনি বীততৃষ্ণ তাঁহার? যিনি স-উপাদান (আসক্ত) তাঁহার না যিনি নিরূপাদান (অনাসক্ত) তাঁহার? যিনি অবিদ্বান তাঁহার, না যিনি বিদ্বান তাঁহার? যিনি অনুরুদ্ধপ্রতিরুদ্ধ (রাগানুরক্ত ক্রোধাভিভূত) তাঁহার, না যিনি অননুরুদ্ধ-অপ্রতিবিরুদ্ধ (অননুরক্ত অক্রোধাভিভূত) তাঁহার? যিনি প্রপঞ্চারাম প্রপঞ্চরত তাঁহার, না যিনি প্রপঞ্চবিরত নিষ্প্রপঞ্চ তাঁহার?" যথার্থ উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহারা বলিবেন—"বীতরাগের নিষ্ঠা, সরাগের নহে; বীতদ্বেষের নিষ্ঠা, সদ্বেষের নহে; বীতমোহের নিষ্ঠা, সমোহের নহে; অনাসক্তের নিষ্ঠা, আসক্তের নহে; বিদ্বানের নিষ্ঠা, অবিদ্বানের নহে; অননুরক্ত অনভিভুতের নিষ্ঠা, অনুরক্ত ও

১. 'সহধর্মী' অর্থে সমশিক্ষাধীন, এক ধর্মাবলম্বী, এক ধর্মচারী ইত্যাদি (প. সূ.)। আধুনিক ভাষায় 'গুরুভাই'।

২. 'নিষ্ঠা' অর্থে শেষ লক্ষ্য বা প্রাপ্তি বা পরিসমাপ্তি। বুদ্ধঘোষ বলেন, ব্রাহ্মণদিগের নিষ্ঠা ব্রহ্মালোক, তাপসগণের নিষ্ঠা আভাস্বর দেবলোক, পরিব্রাজকগণের নিষ্ঠা শুভকৃৎস্ন লোক, আজীবগণের নিষ্ঠা অনন্তমানসরূপে কল্পিত অসংজ্ঞীভব (অচ্যুতকল্প) এবং বুদ্ধশাসনের নিষ্ঠা অর্হত্ত্ব (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রোধাভিভুতের নহে; প্রপঞ্চবিরত নিষ্প্রপঞ্চের নিষ্ঠা, প্রপঞ্চরতের নহে।”

৩। হে ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টি—ভবদৃষ্টি ও বিভবদৃষ্টি। যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ভবদৃষ্টি-লীন, ভবদৃষ্টি-উপগত, ভবদৃষ্টি-নিবিষ্ট, তিনি বিভবদৃষ্টিবিরোধী। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ বিভবদৃষ্টি-লীন, বিভবদৃষ্টি-উপগত, বিভবদৃষ্টিনিবিষ্ট তিনি ভবদৃষ্টি-বিরোধী। হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যিনি এই দ্বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয় (উদ্ভব), অস্তগমন, আস্বাদ ও আদীনব (দুঃখ-পরিণাম) এবং তাহা হইতে সিংসরণ (মুক্তি) কী তাহা যথার্থ জানেন না, আমি বলি তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সতৃষ্ণ, স-উপাদান, অবিদ্বান, রাগানুরক্ত, ক্রোধাভিভুত, প্রপঞ্চরত, প্রপঞ্চগত, তিনি জন্মজরামরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও হতাশা হইতে, (সংক্ষেপে) দুঃখ হইতে বিমুক্ত হন না। হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ যিনি উক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টিরসমুদয় ও অস্তগমন, আস্বাদ ও আদীনব, এবং তাহা হইতে নিঃসরণ কী যথার্থ জানেন, আমি বলি তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত, বিদ্বান অননুরক্ত, অনভিভূত, প্রপঞ্চবিরত, নিস্প্রপঞ্চ, তিনি জন্ম, জরামরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও হতাশা হইতে, (সংক্ষেপে) দুঃখ হইতে বিমুক্ত হন।

৪। হে ভিক্ষুগণ, উপাদান (আসক্তি) চারিপ্রকার। কী কী? কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত এবং আত্মবাদ। হে ভিক্ষুগণ, এমন কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা সর্ব-উপাদান, সর্ব-আসক্তি, পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন, অথচ সম্পূর্ণভাবে সর্ব-উপাদান, সর্ব-আসক্তি, পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন, অথচ সম্পূর্ণভাবে সর্বউপাদান, সর্ব আসক্তি, পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। কামউপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করিলে দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা প্রথম বিষয়টি জানেন, অপর তিনটি বিষয় যথার্থ জানেন না। কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছে যাঁহারা সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন বলিয়া মনে করেন, অথচ সম্পূর্ণরূপে সর্বউপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। তাঁহারা কাম-উপাদান ও দৃষ্টি-উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন, কিন্তু শীলব্রত ও আত্মবাদ পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা প্রথম দুইটি বিষয় জানেন, অপর দুইটি বিষয় যথার্থ জানেন না। কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন মনে করেন, অথচ সম্পূর্ণভাবে সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। তাহারা কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান ও শীলব্রত পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন, কিন্তু আত্মবাদ পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা প্রথম তিনটি বিষয় জানেন, চতুর্থ বিষয়টি যথার্থ জানেন না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ, এহেন ধর্মবিনয়ে শাস্তার প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ তাহা সম্যকগত (সম্পূর্ণ) হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, ধর্মের প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ, শীলাচরণে যে পরিপূর্ণকারিতা, সহধর্মিগণের প্রতি যে প্রিয়ভাব ও মনোজ্ঞতা তাহা সম্যকগত (সম্পূর্ণ) হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহার কারণ কী? যেহেতু যে ধর্মবিনয় দুর্ব্যাখ্যাত দুর্জ্ঞাপিত, যাহা লক্ষ্যাভিমুখী নহে, যাহা উপশমের প্রতি সংবর্তিত হয় না, যাহা সম্যকসম্বুদ্ধ দ্বারা প্রবেদিত (প্রবর্তিত) হয় না, তাহাতে এইরূপই হইয়া থাকে।

৫। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সর্বপাদান পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন বলিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহা পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ এই চারি উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন। হে ভিক্ষুগণ, এহেন ধর্মবিনয়ে শাস্তার প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ তাহা সম্যকগত, ধর্মের প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ তাহা সম্যকগত, এবং সহধর্মিগণের প্রতি যে প্রিয়ভাব ও মনোজ্ঞতা তাহা সম্যকগত (সম্পূর্ণ) হয়। ইহার কারণ কী, যেহেতু যে ধর্মবিনয় সু-আখ্যাত, সুপ্রবেদিত, যাহা লক্ষ্যভিমুখী, যাহা উপশমের প্রতি সংবর্তিত, যাহা সম্যকসম্বুদ্ধ দ্বারা প্রবেদিত (প্রবর্তিত) হয়, তাহাতে এইরূপই হইয়া থাকে।

৬। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি-উপাদানের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে তাহাদের জন্ম, কিসেই বা তাহাদের সম্ভব হয়? এই চারি-উপাদানের তৃষ্ণাই নিদান, তৃষ্ণা হইতে তাহাদের সমুদয় (সমুদ্ভব), তৃষ্ণাতেই তাহাদের জন্ম, তৃষ্ণা হইতেই তাহাদের সম্ভব হয়। এই তৃষ্ণার নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে তৃষ্ণার জন্ম ও সম্ভব হয়? তৃষ্ণার নিদান বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণার সমুদয়, বেদনায় তৃষ্ণার জন্ম, বেদনায় তৃষ্ণার সম্ভব হয়। এই বেদনার নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে বেদনার জন্ম, কিসে বেদনার সম্ভব হয়? বেদনার নিদান স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনার সমুদয়, স্পর্শে বেদনার জন্ম, স্পর্শে বেদনার সম্ভব হয়। স্পর্শের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে স্পর্শের জন্ম, কিসে বেদনার সম্ভব? স্পর্শের নিদান ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের সমুদয়, ষড়ায়তনেই স্পর্শের জন্ম ও সম্ভব হয়। এই ষড়ায়তনের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে ষড়ায়তনের জন্ম, কিসেই বা ইহার সম্ভব হয়? ষড়ায়তনের নিদান নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের সমুদয়, নামরূপেই ইহার জন্ম ও সম্ভব হয়। এই নামরূপের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে নামরূপের জন্ম ও সম্ভব হয়? নামরূপের নিদান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের সমুদয়, বিজ্ঞানেই নামরূপের জন্ম ও সম্ভব হয়। এই বিজ্ঞানের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে বিজ্ঞানের জন্ম ও সম্ভব হয়? বিজ্ঞানের নিদান সংস্কার, সংস্কার হইতেই বিজ্ঞানের সমুদয়, সংস্কারেই বিজ্ঞানের জন্ম ও সম্ভব হয়। এই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে সংস্কারের জন্ম ও সম্ভব হয়? সংস্কারের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিদান অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতেই সংস্কারের সমুদয়, অবিদ্যায় সংস্কারের জন্ম ও সম্ভব হয়। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন এবং বিদ্যা উৎপন্ন হয়, অবিদ্যার পরিত্যাগে এবং বিদ্যার উৎপত্তিতে ভিক্ষু কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদেয়রূপে গ্রহণ করেন না, উপাদেয়রূপে গ্রহণ না করিবার ফলে তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হইবার ফলে তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন, জন্মবীজ ক্ষীণ হয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, অতঃপর অত্র আর আগমন হইবে না বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্ন মনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রসিংহনাদ সুত্র সমাপ্ত ॥

মহাসিংহনাদ সূত্র (১২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান বৈশালী[১]-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, বহির্নগরে, পশ্চিম দিকে অবস্থিত বনখণ্ডে[২]। সেই সময়ে সুনক্ষত্র নামক লিচ্ছবিপুত্র[৩] অল্পদিন হইল এই ধর্মবিনয় (বুদ্ধশাসন) হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈশালী পরিষদে[৪] একথা বলিতেছিলেন—"শ্রমণ গৌতমের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি[৫] নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন (দিব্যদৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) তো দূরের কথা। তিনি শুধু তর্ক-প্রণোদিত ও মীমাংসানুচরিত ধর্মই উপদেশ প্রদান করেন, অথচ স্বয়ং বক্তা হইয়া স্বপ্রতিভায় তিনি যাহার হিতার্থ ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে[৬]।"

---

১. বিশালীভূত (বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ) বলিয়া বৈশালী বৈশালী নামে খ্যাত হয়। বুদ্ধের সমসময়ে বৈশালী বৃজি-লিচ্ছবিগণের আবাসভূমি ও প্রধান নগরী ছিল (প-সু)। বেসার এবং মজঃফরপুরের কিয়দংশ লইয়াই প্রাচীন বৈশালীর ভৌগলিক অবস্থান।

২. এই বনখণ্ড বৈশালী হইতে এক গব্যুতির (২/৩ মাইলের) ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। এই বনখণ্ডে বুদ্ধভক্তগণ তাঁহার বাসের জন্য গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়াছিলেন (প. সূ.)।

৩. লিচ্ছবিগণের অপর নাম বৃজি (পালি বজ্জি)। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ গণরাজ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কাশীরাজবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেন।

৪. পালি 'পরিসতি' অর্থে 'পরিসমজ্ঝে', পরিষদে, জনসমাজে (প. সূ.)।

৫. 'উত্তরিমনুস্‌সধম্মা' অর্থে অলৌকিক শক্তিসমূহ।

৬. বুদ্ধঘোষ বলেন, সুনক্ষত্র বুদ্ধের হাজার নিন্দা করিলেও, শেষে বলিতে বাধ্য হইল-তাঁহার উপদেশের ফল অব্যর্থ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, বৈশালী নগরে ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য প্রবেশ করিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র বৈশালী-পরিষদে একথা বলিতেছেন—"শ্রমণ গৌতমের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা। তিনি শুধু তর্ক-প্রণোদিত ও মীমাংসানুচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন, অথচ স্বয়ং বক্তা হইয়া স্বপ্রতিভায় তিনি যাহার হিতার্থ ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে।" ভিক্ষান্নসংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভোজনান্তে ভিক্ষান্নসংগ্রহ কার্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র অল্পদিন হইল এই ধর্মবিনয় হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি বৈশালী-পরিষদে একথা বলিতেছেন—শ্রমণগৌতমের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা। তিনি তর্ক-উদ্বদ্ধ ও মীমাংসানুচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন ইত্যাদি।"

৩। সারিপুত্র, কোপনস্বভাব সুনক্ষত্র মোঘপুরুষ (মূর্খ), ক্রোধবশতই সে এমন কথা বলিয়াছে। অখ্যাতি বিবৃত করিবে উদ্দেশ্যে মত প্রকাশ করিতে গিয়া সে তথাগতের খ্যাতিই বর্ণনা করিয়াছে। সারিপুত্র, যে এমন কথা বলিবে—"তিনি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে", তথাগতের পক্ষে তাহা খ্যাতির বিষয়ই বটে।

৪। সারিপুত্র, আমার প্রতি মোঘপুরুষ সুনক্ষত্রের এইরূপ ধর্মভাব হইবে না—"এই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।"

৫। সারিপুত্র, আমার প্রতি তাহার এইরূপ ধর্মভাব হইবে না—"সেই ভগবান বহুপ্রকারে বহুবিধ ঋদ্ধি স্বয়ং অনুভব করেন, এক হইয়া বহু হন, বহু হইয়া এক হন, ইচ্ছাক্রমে তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব ঘটে, ভূমিতে পদস্থাপন না করিয়া তিনি প্রাচীর, প্রাকার ও পর্বত অতিক্রম করেন শূন্যে গমনের ভাবে, স্থলে উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন জলে ডুবাউঠার ভাবে, জলে নিমগ্ন না হইয়া চলেন স্থলে গমনের ভাবে, আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া গমন করেন পক্ষি-শকুণের (বিহঙ্গের) ভাবে, মহাশক্তিসম্পন্ন মহাকায় চন্দ্রসূর্যকে স্বহস্তে স্পর্শ ও মর্দন করেন, আব্রহ্মভুবন স্ববশে আনয়ন করেন।"

৬। সারিপুত্র, আমার প্রতি তাহার এই ধর্মভাব হইবে না—"সেই ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতি বিশুদ্ধ, লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পান, যাহা দিব্য ও যাহা মানুষ, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে। সারিপুত্র। তোমার প্রতি তাহার এই ধর্মভাব হইবে না—"সেই ভগবান স্বচিত্তে অপর জীবগণের চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাহাদের চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ বলিয়াই জানেন, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সংক্ষিপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত হইলে মহদ্গত, অমহদ্গত হইলে অমহদ্গত, স-উত্তর হইলে স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়াই প্রকৃষ্টরূপে জানেন।"

৭। সারিপুত্র, তথাগতের দশ তথাগত-বল যাহাতে সমন্বিত হইয়া তথাগত নির্ভীকতা উপলব্ধি করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। দশবল কী কী? (১) তিনি স্থানকে (কারণকে) স্থানের ভাবে, অস্থানকে (অকারণকে) অস্থানের ভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (২) তিনি অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্নে (বর্তমানে) কর্মপরিগ্রহণের বিপাক (পরিণাম) হেতুত ও কারণত যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৩) তিনি সর্বত্রগামী প্রতিপদ (সর্বার্থসাধক পথ) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৪) তিনি বহুধাতের, নানাধাতের লোককে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৫) তিনি জীবগণের নানা অধিমুক্তি (মুক্তি প্রবণতা) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৬) তিনি অপর জীবগণের শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের পরা-অপরাভাব যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৭) তিনি ধ্যানবিমোক্ষ-সমাধিসমাপন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ (মালিন্য), ব্যবদান (পবিত্রতা) এবং উত্থান (অব্যাহতি) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৮) তিনি বহু প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে আমি ঐ স্থানে ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখদুঃখ-অনুভব, আয়ু-পরিমাণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে উৎপন্ন হই, তখন এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখদুঃখ-অনুভব, আয়ুপরিমাণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র উৎপন্ন হইয়াছি, এইরূপে আকার ও উদ্দেশ্যসহ বহুপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; (৯) তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পান—জীবগণ চ্যুত হইতেছে, উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানেন—কীরূপে জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে হীনোৎকৃষ্ট যোনি, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে; (১০) তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করেন।

সারিপুত্র, তথাগতের এই দশ তথাগত-বল যাহাতে সমন্বিত হইয়া তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্ভীকতা অনুভব করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

৮। সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও একথা বলে : "শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন", সেই উক্তি, সেই চিত্ত এবং সেই দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) পরিত্যাগ ও বিসর্জন না করিবার ফলে সে যথানীত নিরয়ে (নরকে) নিক্ষিপ্ত হয়। যাহাতে শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্ষু দৃষ্টধর্মে আজ্ঞা (অধিকার) লাভ করিতে পারে আমি তেমন সম্পদের কথাই বলি। সেই উক্তি পরিত্যাগ, সেই চিত্ত পরিত্যাগ এবং সেই দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) বিসর্জন না করিবার ফলে সে যথানীত নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৯। সারিপুত্র, তথাগতের এই চারি বৈশারদ্য যাহাতে সমন্বিত হইয়া তথাগত নির্ভীকতা অনুভব করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। চারি বৈশারদ্য কী কী? প্রথম, সর্বধর্ম অধিগত করিয়া আমি সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছি, সকল ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তাহা জানিয়াও আমার দ্বারা এই সকল ধর্ম অধিগত হয় নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা জগতে এমন কেহ ধর্মত, ন্যায়ত আমাকে অভিযুক্ত করিবে, এহেন নিমিত্ত (সম্ভাবনা, কারণ) আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। দ্বিতীয়, আমি সর্বাসবক্ষয়ে ক্ষীণাসব হইয়াছি জানিয়াও আমার দ্বারা এই সকল আসব পরিক্ষীণ হয় নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ আমাকে ধর্মত, ন্যায়ত অভিযুক্ত করিবে, এহেন নিমিত্ত আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। তৃতীয়ত, যে সকল পাপধর্ম মুক্তির অন্তরায়কর বলিয়া কথিত তৎসমস্ত অন্তরায়কর নহে ভাবিয়া আমি প্রতিসেবন (পরিপোষণ) করি মনে করিয়া কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ ধর্মত, ন্যায়ত আমাকে অভিযুক্ত করিবে এহেন নিমিত্ত আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। চতুর্থত, আমি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করি সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে না মনে করিয়া কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ আমাকে তদ্বিষয়ে অভিযুক্ত করিবে এহেন নিমিত্ত দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। সারিপুত্র, তথাগতের এই চারি বৈশারদ্য যাহাতে সমন্বিত হইয়া তথাগত নির্ভীকতা অনুভব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও এ কথা বলে—"শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শণ তো দূরের কথা, তিনি স্ব প্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন" ইত্যাদি পূর্ববৎ[১]।

১০। সারিপুত্র, অষ্ট পরিষদ। অষ্ট কী কী? ক্ষত্রিয়পরিষদ, ব্রাহ্মণপরিষদ, গৃহপতিপরিষদ, শ্রমণপরিষদ, চতুর্মহারাজপরিষদ, ত্রয়স্ত্রিংশপরিষদ, মারপরিষদ ও ব্রহ্মপরিষদ। সারিপুত্র, এই অষ্ট পরিষদ। উক্ত চারি বৈশারদ্যে সমন্বিত হইয়া তথাগত এই অষ্ট পরিষদের নিকট গমন করেন, অষ্ট পরিষদে প্রবেশ করেন। আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি বহুশত ক্ষত্রিয়পরিষদের নিকট গমন করিয়াছি, পূর্বে তাঁহাদের সঙ্গে উপবেশন করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত আলাপ-সালাপ করিয়াছি এবং ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। উহাতে ভয় বা সঙ্কোচ আমার মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে এহেন নিমিত্ত (সম্ভাবনা, কারণ) দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। বহুশত ব্রাহ্মণপরিষদ, গৃহপতিপরিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ।

সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও একথা বলে, "শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন," ইত্যাদি পূর্ববৎ।

১১। সারিপুত্র, চারি জীবযোনি। চারি কী কী? অণ্ডজ-যোনি, জরায়ুযোনি, সংস্বেদজযোনি, ঔপপাদুকযোনি। অণ্ডজ কাহারা? যে সকল জীব অণ্ডকোষ ভেদ করিয়া জন্মে তাহারা অণ্ডজ। জরায়ুজ কাহারা? যে সকল জীব বস্তিকোষ ভেদ করিয়া জন্মে তাহারা জরায়ুজ। সংস্বেদজ কাহারা? যে সকল জীব পূতিমৎস্যে, পূতিকুণপে[২], পূতিশস্যাদিতে, চন্দনিকায়[৩] অথবা অবটগর্তে[৪] জন্মে তাহারা সংস্বেদজ। ঔপপাদুক[৫] কাহারা? দেবগণ, নরকে জাত সত্ত্বগণ, কোনো কোনো মনুষ্য এবং কোনো কোনো নিম্নগামী জীব, ইহারাই ঔপপাদুক। সারিপুত্র, এই

---

১. পালি যথাভতং—যথা আহরিতং। যে স্থানে নিরয়পালগণ, যমদুতগণ পাপীকে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করে (প. সূ.)।

২. পূতিকুণপে—পূতিশবে, পচিত মৃতদেহে।

৩. গ্রামদ্বারে স্থিত জলাশয়ে।

৪. গ্রামদ্বারে স্থিত পঙ্কিল জলাশয়ে, কুপগর্তে।

৫. ঔপপাদুক অর্থে স্বয়ংজাত, বিনা ঔরসে উৎপন্ন, স্বয়ং অবতীর্ণ, সশরীরে মাতৃগর্ভে অধিষ্ঠিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারি জীবযোনি।

সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও একথা বলে—"শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

১২। সারিপুত্র, জীবের পঞ্চগতি। পঞ্চ কী কী? নিরয় (নরক), তির্যক যোনি (পশুযোনি), পিতৃবিষয় (প্রেতলোক), মনুষ্য (মর্ত্য) ও দেবলোক। সারিপুত্র, নিরয় কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, নিরয়গামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর জীব অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। তির্যকযোনি কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, তির্যকযোনিগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে, মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। পিতৃবিষয় (প্রেতলোক) কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, পিতৃবিষয়গামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে, মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। মনুষ্যলোক কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, মনুষ্যলোকগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে, মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে (মর্ত্যে) উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। দেবলোক কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, দেবলোকগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে, মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। সারিপুত্র, নির্বাণ কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, নির্বাণগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করে, তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি।

১৩। সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করিয়া এইভাবে গমন করিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে। পরে এক সময়ে আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সেই ব্যক্তি দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইয়া তীব্র, কটু ও একান্তদুঃখ, তীব্রকঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে। যেমন মানবদেহপরিমিত ধূমহীন, দীপ্ত, জ্বলন্তঅঙ্গারপূর্ণ অনলকুণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথ ধরিয়া ঘর্মাভিসিক্ত ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিতে পারেন—এই লোকটি এই পথ অবলম্বন করিয়া এইভাবে চলিবে, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনলকুণ্ডেই আসিয়া পড়িবে এবং পরে একসময় দেখিতে পান সেই লোকটি অনলকুণ্ডে পতিত হইয়া একান্তদুঃখ, তীব্রকঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এইভাবে এই পথ অবলম্বন করিয়া এইভাবে চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে, যাহাতে সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে।

১৪। সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এইপথ অবলম্বনে এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হইবে এবং পরে এক সময়ে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই যে, সত্য-সত্যই সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে। সারিপুত্র, যদি পুরুষদেহপরিমিত গূথকূপ গূতপূর্ণ হয় এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি সেই গূথকূপকে লক্ষ্য করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথ ধরিয়া আসিতে থাকে, যেমন তাহাকে ঐ গূথকূপের দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন, এই লোকটি এই পথ অনুসরণ করিয়া এইভাবে চলিবে, সে এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে ঐ গূথকূপেই আসিয়া পড়িবে এবং পড়ে এক সময়ে দেখিতে পাইবে যে, সেই লোকটি সত্যসত্যই গূথকূপে পতিত হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করিয়া এইভাবে চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে যে দেহান্তে, মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হইবে এবং পরে এক সময়ে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সে সত্যসত্যই তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে।

১৫। সারিপুত্র আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়া এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে (প্রেতলোকে) উৎপন্ন হইবে এবং পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সত্যসত্যই সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ অনুভব করিতেছে। যদি বিষম ভূমিভাগে বৃক্ষ বিরলপত্র ও বিরলচ্ছায় হয়, এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ঐ বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথে আসিতে থাকে, যেমন তাহাকে ঐ বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন, এই লোকটি এই পথ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবলম্বনে এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে ঐ বৃক্ষতলে আসিয়া পড়িবে এবং পরে একসময় দেখিতে পাইবেন যে, সত্যসত্যই সে ঐ বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন বা শায়িত হইয়া দুঃখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছে; তেমনভাবেই সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে, মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে (প্রেতলোকে) উৎপন্ন হইবে এবং পরে বিশুদ্ধলোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সত্যসত্যই সে পিতৃবিষয়ে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে।

১৬। সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এই ভাবে চলিবেন, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে, মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে, মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সমভূমিতে জাত বৃক্ষ পত্রবহুল ও ঘনচ্ছায় হয়, এবং ঘর্মাক্তকলেবর ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ঐ বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথে আসিতে থাকেন, যেমন তাঁহাকে ঐ বৃক্ষের দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন, এই মহানুভব ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি ঐ বৃক্ষে আসিয়া পড়িবেন এবং পরে এক সময়ে দেখিতে পান -সত্যসত্যই তিনি ঐ বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন বা শয়িত হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছেন, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তভাব জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এইপথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে, মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিবেন এবং পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে, মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছেন।

১৭। সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরিচিত্তগতি জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এই পথে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং পরে এক সময়ে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া একান্ত সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি অভ্যন্তরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎক্ষিপ্ত, বর্হিভাগে অবলিপ্ত, নির্বাত, পুষ্পিত অর্গলযুক্ত, সুবিহিত-বাতায়ন-শোভিত, কুটাগারজাতীয়-দীর্ঘ প্রাসাদ থাকে এবং তন্মধ্যে 'গোণক' নামীয় কৃষ্ণলোমাস্তরণে আবৃত, 'পটিক' নামীয় ঊর্ণাময় শ্বেতাস্তরণে আবৃত, 'পটলিক' নামীয় ঘনসূচিকর্মযুক্ত ঊর্ণাময় আস্তরণে আবৃত, কদলিমৃগচর্মে নির্মিত অতি উৎকৃষ্ট প্রত্যাস্তরণে আবৃত, চাদর-আচ্ছাদিত ও লোহিতউপাদানযুক্ত পর্যঙ্ক থাকে, এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ঐ প্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথে আসিতে থাকেন, যেমন তাঁহাকে ঐ প্রাসাদের দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন, এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এই পথে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি ঐ প্রাসাদে আসিয়া পড়িবেন এবং পরে এক সময়ে দেখিতে পান—তিনি সত্যসত্যই ঐ প্রাসাদ-কুটাগারে, ঐ পর্যঙ্কে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্ত সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন। তেমনভাবেই, সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তভাব জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং পরে এক সময়ে বিশুদ্ধ লোকাতীত বিদ্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া একান্ত সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন।

১৮। সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন এইভাবে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন এবং পরে এক সময়ে দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। যদি স্বচ্ছোদক, প্রসন্নসলিল, শীতলবারি, সুরম্য বাঁধা মর্মর-সোপানযুক্ত পুষ্করিণী এবং উহার অদূরে অতি মনোহর বনভূমি থাকে এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ঐ পুষ্করিণীকে লক্ষ্য তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথ ধরিয়া আসিতে থাকেন, যেমন তাঁহাকে ঐ পুষ্করিণীর দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন, এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি ঐ পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়িবেন এবং পরে এক সময়ে দেখিতে পান—তিনি সত্যসত্যই ঐ পুষ্করিণীতে আসিয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উহার জলপান করিয়া সর্ব পথশ্রান্তি, পথক্লান্তি ও তৃষ্ণাক্লেশ প্রশমিত করিয়া তীরে উঠিয়া ঐ বনভূমিতে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্তসুখ অনুভব করিতেছেন, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তভাব জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এইব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি স্বচ্ছোদক, প্রসন্নসলিল, শীতলবারি সুরম্য বাঁধা মর্মরসোপানযুক্ত পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া, উহার জল পান করিয়া সর্ব পথশ্রান্তি, পথক্লান্তি ও তৃষ্ণাক্লেশ প্রশমিত করিয়া, তীরে উঠিয়া ঐ বনভুমিতে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্তসুখ অনুভব করিবেন এবং পরে একসময় দেখিতে পান—তিনি সত্যসত্যই স্বচ্ছোদক, প্রসন্নসলিল, শীতলবারি, সুরম্য বাঁধা মর্মরসোপানযুক্ত পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া, তাহাতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া, উহার জল পান করিয়া, সর্ব পথশ্রান্তি, পথক্লান্তি ও তৃষ্ণাক্লেশ প্রশমিত করিয়া, তীরে উঠিয়া ঐ বনভূমিতে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্তসুখ অনুভব করিতেছেন, তেমনভাবেই সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি—এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন, এবং পরে এক সময়ে দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই ঐ পথে চলিয়া ঐ মার্গসমারূঢ় হইয়া দৃষ্টধর্মে আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন।

১৯। সারিপুত্র, জীবের এই পঞ্চগতি। যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও একথা বলিবে, "শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যাজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসাচরিত ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

২০। সারিপুত্র, আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি চতুরঙ্গসমন্বিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়াছি; আমি তপস্বী হইয়াছি, পরমতপস্বী; আমি রুক্ষ হইয়াছি, পরমরুক্ষ (কঠোর সাধক); জুগুপ্সী হইয়াছি, পরমজুগুপ্সী; প্রবিবিক্ত হইয়াছি, পরমপ্রবিবিক্ত (পরমকেবলী)।

প্রথম, আমার তপস্বিতার স্বরূপ এই—আমি অচেলক (নগ্ন প্রব্রজিত), মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী হইয়াছি। 'ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। পূর্ব হইতে কেহ অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। আমার জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করি নাই। কোনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই। কুম্ভীমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। 'কালোপিমুখ (কটোরাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়। উনান মধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়। মুষল মধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই। যেখানে দুজন ভোজন করিতেছে, তন্মধ্যে একজনকে ভোজনত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় পাছে শিশুর কষ্ট হয় সেজন্য ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। স্বামীসহবাস কালে স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে। সৎকাজের সময়[১] ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। যেখানে আহার পাইবে আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে আহার-উদ্দেশে মক্ষিকা একত্র সঞ্চরণ করে, সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। মৎস্যমাংস আহার করি নাই, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করি নাই। মাত্র একগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে একগ্রাস ভোজন করিয়াছি, দুইগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে মাত্র দুইগ্রাস ভোজন করিয়াছি, ... সপ্তগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে মাত্র সাতগ্রাস ভোজন করিয়াছি। মাত্র একদত্তিতে (একবার প্রদত্ত পরিমিত দানে) দিন যাপন করিয়াছি, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করিয়াছি, ... মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করিয়াছি, একদিন অন্তর, দুদিন অন্তর, তিনদিন অন্তর, ... সপ্তাহ অন্তর আহার করিয়াছি। এইরূপে এমনকি অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছি। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দর্দ্দুরভোজী[২] (পরিত্যাক্ত চর্মভোজী), শৈবালভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিণ্যাকভোজী[৩] তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহার কিংবা ভূপতিত ফলভোজী হইয়া দিনযাপন করিয়াছি। আমি শাণবাকচেল ধারণ করিয়াছি, মশানলব্ধ বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, শবাচ্ছাদন ধারণ করিয়াছি, পাংশুকুল (পরিত্যাক্ত নক্তক) ধারণ করিয়াছি, তিরীট (বল্কল) ধারণ করিয়াছি, অজিন (মৃগচর্ম) ধারণ করিয়াছি, কুশচীর, বাকচীর (বল্কল), ফলকচীর (দারুচীবর) ধারণ করিয়াছি, কেশকম্বল ধারণ করিয়াছি, ব্যালকম্বল ধারণ করিয়াছি, উলূকপক্ষ (পালকনির্মিত) বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, কেশশ্মশ্রুমুণ্ডন

---

১. দুর্ভিক্ষাদির সময় যখন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধন কার্যে ব্যাপৃত থাকে (প. সূ.)।

২. বাং দর্দর অর্থে ভেক, ব্যাঙ। এস্থলে দর্দর অর্থে শাক, আলু প্রভৃতির খোসা।

৩. পিণ্যাক অর্থে তিলকল্ক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কার্যে নিরত হইয়াছি, উৎকুটিক[১] হইয়া উৎভ্রষ্টিক[২] হইয়া আসন পরিত্যাগপূর্বক উৎকটিক সাধনে নিরত হইয়াছি। কণ্টকশায়ী হইয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়াছি। দিবসে তিনবেলা উদক-অবরোহণ (জলে অবতরণ) কার্যে[৩] নিরত হইয়াছি। এইরূপে বহুপ্রকার বহুবিধ কায়তাপন পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছি। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্বতপস্বিতা।

২১। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে রুক্ষতা (কঠোর সাধনা)। বহুবৎসর ধরিয়া আমার দেহে ধূলাবালি সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। সারিপুত্র, যেমন বহুবর্ষ ধরিয়া তিন্দুকস্থাণু রাশীকৃত ও পাট-পাট হয় তেমনভাবেই বহুবর্ষ ধরিয়া আমার অঙ্গে রজঃমল সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। আমার এমনও মনে হয় নাই যে, আমি এই রজঃমল হস্তদ্বারা পরিমার্জিত করিব, অপর কেহ আমার অঙ্গের এই রজঃমল হস্তদ্বারা পরিমার্জিত করিবে তাহাও আমার মনে উদিত হয় নাই। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্বরুক্ষতা বা কঠোর সাধন।

২২। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে জুগুপ্সুতা। আমি স্মৃতিমান হইয়া সাবধানে চলাফেরা করিয়াছি, যাহাতে বিপাকে পড়িয়া আমার দ্বারা ক্ষুদ্রপ্রাণীও আঘাত না পায়। সামান্য জলবিন্দুতেও আমার দয়া উপস্থাপিত ছিল, সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্বজুগুস্পুতা (পাপে ঘৃণা)।

২৩। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে প্রবিবিক্ততা (বিবেকবৈরাগ্যসাধন)। আমি কোনো এক অরণ্যায়তনে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিয়াছি। যখনই কোনো গোপ-বালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, অথবা বনে ফলমূলসন্ধানকারীকে (বনকর্মীকে) দেখিয়াছি, আমি বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই। সারিপুত্র, যেমন অরণ্যচারী মৃগ মানুষকে দেখিয়া বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে ছুটিয়া যায়, তেমনভাবেই, সারিপুত্র, যখনই আমি কোনো গোপবালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, বনকর্মীকে দেখিয়াছি, তখনই আমি বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না

---

১. ইহা এক প্রকার আসনের নাম। পায়ের গোড়ালির উপর ভর রাখিয়া সারা দিনরাত্রি উপবিষ্ট থাকা।

২. ঊর্ধ্বস্থির বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দিনরাত্রি থাকা (প. সূ.)।

৩. জলে নামা, তীর্থজলে পাপধৌত করিবার জন্য ডুবা-উঠা করা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাই।

২৪। সারিপুত্র, যখন গোষ্ঠ হইতে গাভীসকল চলিয়া গিয়াছে, গোপবালকগণও চলিয়া গিয়াছে, তখন হামাগুড়ি দিয়া তথায় যাইয়া স্তন্যপায়ী তরুণ বাছুরের গোময় আমি আহার করিয়াছি। সারিপুত্র, ভূপতিত হইবার পূর্বেই স্বমলমূত্র গ্রহণ করিয়া আহার করিয়াছি। ইহাই আমার পক্ষে পূর্বমহাবিকটভোজন।[১] সারিপুত্র, কখনও বা অপর কোনো এক ভীষণ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিয়াছি। সেই ভীষণ বনের ভীষণতা এই যে, যে কেহ অবীতরাগ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, বহুল পরিমাণে তাহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

সারিপুত্র, শীত ও হেমন্ত ঋতুতে, হিমপাত সময়ে, অন্তর-অষ্টকায়[২] যে সকল বিভীষিকা পূর্ণ রাত্রি সে সকল রাত্রিতে সারারাত্রি উন্মুক্ত আকাশতলে এবং সারাদিন বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। গ্রীষ্মঋতুর শেষমাসে দিনে উন্মুক্ত আকাশতলে এবং রাত্রিতে বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। সারিপুত্র, সেই সময়ে আমার অন্তরে এই অশ্রুত-পূর্ব আশ্চর্য ভাবোদ্দীপক গাথা স্ফূর্ত হইয়াছিল :

তপ্ত[৩], সিক্ত[৪], একা আমি ভীষণ সে বনে।
নগ্ন[৫] অচেলক মুনি আসীন আসনে
অগ্নি বিনা, মৌন ধ্যায়ী[৬] লক্ষ্যের সাধনে ॥

২৫। সারিপুত্র, আমি শ্মশানে শবাস্থিকে উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছি। এমনও ঘটিয়াছে যে, গোপবালকগণ আমার নিকট আসিয়া অঙ্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছে, কর্ণকুহরে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, অথচ আমি বিশেষভাবে জানি কখনও তাহাদের প্রতি আমি পাপচিত্ত উৎপাদন করি নাই। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব উপেক্ষা-বিহার।

---

১. জৈন আযরংগসূত্তে, ওহাণসুত্তে মহাবীরও এইরূপে নিজ পূর্বসাধনা বর্ণনা করিয়াছেন।
২. আচার্য বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপালের মতে হেমন্ত ঋতুর মধ্যে মাঘমাসের শেষ চারিদিন এবং ফাল্গুনের প্রথম চারিদিন, এই আট দিন লইয়া অন্তর-অষ্টকা। কিন্তু আশ্বলারন গৃহ্যসূত্র (২-৪-১) মতে হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্টতিথি লইয়াই অষ্টকা।
৩. তপ্ত—রৌদ্রতপ্ত (প. সূ.)।
৪. সিক্ত—হিমসিক্ত (প. সূ.)।
৫. নগ্ন ও অচেলক একার্থবাচন। এই সুত্তে বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি নগ্ন অচেলক বা আজীবকের ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন।
৬. গাথাগুলি লোমহংস-জাতকেও অবিকল দৃষ্ট হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬। সারিপুত্র, কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—আহার সংযমে আত্মশুদ্ধি হয়, কুল (বদরী) মাত্র আহারে জীবন যাপন করিব, একথা বলিয়া তাঁহারা কুলভক্ষণ করেন, কুলোদক পান করেন, বহুপ্রকারে বহুকুলে প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করেন। সারিপুত্র, আমি বিশেষরূপে জানি যে, আমি দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিয়াছি। সারিপুত্র, তোমার মনে হইতে পারে, তখন ভুক্ত কুলটি বুঝি অতি বৃহৎ ছিল। বিষয়টি এইভাবে দেখিও না। এখন যেমন, তখনও কুলটি ঠিক এই আকারেই ছিল। সারিপুত্র, দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হইয়াছিল, যেমন অশীতলতা অথবা কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাগে উন্নত-অবনত হয় তেমনভাবেই সেই আল্লাহার নিমিত্ত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হইয়াছিল, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্তসদৃশ হইয়াছিল। সেই অল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্ঠিতে বেষ্টিত সূত্রাবলীর ন্যায় দেখিতে উন্নত-অবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণগৃহের বরগাগুলি উৎলগ্নবিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন হইয়াছিল। যেমন গভীর উদপানে (কূপে) উদকতারকা (উদকচন্দ্র, প্রতিবিম্ব) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহার হেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন তিক্ত অলাবু (করলা) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাততপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরশ্চর্ম বাতাতপস্পর্শে ম্লান হইয়াছিল।

সারিপুত্র, সেই অল্পাহারহেতু আমার উদরচর্ম এমনভাবে পৃষ্ঠকন্টকে লীন হইয়াছিল যে, উদরচর্মে হস্তস্পর্শ করিলে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করিলে উদরচর্ম স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে। সারিপুত্র, মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সেস্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়িয়াছি। সারিপুত্র, সেই অল্পাহারহেতু দেহ আশ্বস্ত করিতে গিয়া হস্ত দ্বারা গাত্রে হাত বুলাইয়াছি, গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

২৭। সারিপুত্র, কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—সংসারগতিতে (জন্মজন্মান্তর গ্রহণে) আত্মশুদ্ধি হয়। দীর্ঘকালের মধ্যে আমি যত সংসারে পূর্বে পরিভ্রমণ করিয়াছি তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোনো লোকে জন্ম সুলভরূপ (সুখের আবাস নহে)। সারিপুত্র, শুদ্ধাবাস দেবলোকে জন্মলাভ করিলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না। কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—পুনরুৎপত্তিতেই আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে যত লোকে উৎপন্ন হইয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোনো লোকে উৎপত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুলভরূপ (সুখের জন্ম) নহে। সারিপুত্র, শুদ্ধবাসে উৎপন্ন হইলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না। কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—বিভিন্ন ভবাবাসে জন্মগ্রহণ দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে যতগুলি ভবাবাসে পূর্বে গমন করিয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোনো ভবাবাস সুলভরূপ নহে। সারিপুত্র, শুদ্ধাবাসে বাস করিতে পারিলে পুনরায় এই মর্ত্যে আগমন করিতে হয় না।

কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—বহুযজ্ঞ সম্পাদনে আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে রাজ্যভিষিক্ত মুকুটপরিহিত ক্ষত্রিয়রূপে অথবা মহাশাল ব্রাহ্মণরূপে পূর্বে যত যজ্ঞ করিয়াছি তন্মধ্যে কোনোটিই সুলভরূপ (সুখদায়ক) নহে।

কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—অগ্নিপরিচর্যা (অগ্নিহোত্র) দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু সারিপুত্র, আমি দীর্ঘকালের মধ্যে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রূপে অথবা মহাশাল ব্রাহ্মণরূপে পূর্বে যতবার অগ্নি পরিচর্যা করিয়াছি, তন্মধ্যে তাহা কোনো বার সুলভরূপ (সুখদায়ক) হয় নাই।

সারিপুত্র, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন—যদবধি কোনো ব্যক্তি তরুণ, যুবা, শিশু কৃষ্ণকেশ, প্রথম বয়সে পূর্ণযৌবনসম্পন্ন থাকে, তদবধি তিনি পরমতীব্রপ্রজ্ঞাসম্পন্ন থাকেন। আর যখনই তিনি জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধজাতীয়, অর্ধগত, উপনীত বয়ঃ, অশীতিবর্ষবষস্ক, নবতিবর্ষবয়স্ক, অথবা শতবর্ষবয়স্ক হন, তখন তিনি সেই প্রজ্ঞার তীব্রতা হারাইয়া বসেন। সারিপুত্র, বিষয়টি এইরূপে দেখিবে না। আমিও তো এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, অর্ধগত, উপনীত-বয়ঃ হইয়াছি, এবং আমার বয়স হইতেছে অশীতি বৎসর, আমার চারিজন শ্রাবক (উন্নত শিষ্য) আছেন, যাঁহাদের শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষ জীবন, অথচ তাঁহারা পরমগতি, স্মৃতি ও ধৃতিসম্পন্ন এবং পরম ও তীব্র প্রজ্ঞাসম্পন্ন। যেমন, সারিপুত্র, দৃঢ়পণ, শিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত এবং পারদর্শী ধনুগ্রাহী (ধনুর্ধারী) অল্পায়াসে লঘুকাণ্ডের দ্বারা তির্যকভাবে তালচ্ছায়া বিদ্ধ করেন, তেমনভাবেই অধিকমাত্রায় স্মৃতিমান, গতিমান, মতিমান, ধৃতিমান এবং পরম-তীব্র-প্রজ্ঞাসম্পন্ন আমার এই শিষ্যগণ অশন, পান, খাদন ও আস্বাদন, মলমূত্রত্যাগ, নিদ্রা ও বিশ্রাম ব্যতীত অপর সব সময় আমাকে চারি স্মৃতি-উপস্থানের এক একটি বিষয় লইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং আমিও জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদানে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করি। তাঁহারা ব্যাখ্যাতকে ব্যাখ্যাতরূপে অবধারণ করিয়া তদ্বিষয়ে তদুপরি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। সারিপুত্র, তথাগতের ধর্মদেশনা অপরিক্ষীণ, ধর্মপদব্যঞ্জন অপরিক্ষীণ, প্রশ্নের উত্তরদান-ক্ষমতা অপরিক্ষীণ, শতবর্ষজীবি, শতবর্ষবয়স্ক আমার সেই চারি শিষ্য শতবর্ষ পরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কালপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সারিপুত্র, তোমরা আমাকে মঞ্চোপরি বহন করিয়া গমন করিবে এ হেন অবস্থা আমার হইবে না, তথাগতের প্রজ্ঞার তীব্রতার ব্যতিক্রম হইবে না। সারিপুত্র, যদি কেহ একথা বলেন, বহুলোকের হিতের জন্য, সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবনর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত মহাপুরুষ, উৎপন্ন (আবির্ভূত) হইয়াছেন তাহা হইলে তিনি তাহা যথার্থই বলিবেন। যদি কেহ আমাকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলেন, তাহাতে তিনি যথার্থই বলিবেন, বহুলোকের হিতের জন্য, সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবনর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন।

সেই সময়ে আয়ুষ্মান নাগসমাল ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ব্যজন করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান নাগসমাল ভগবানকে কহিলেন, প্রভো, ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর। প্রভো, এই ধর্মপর্যায়, ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। প্রভো, এই ধর্মপর্যায়ের নাম কী হইবে? নাগসমাল, যখন তুমি বলিতেছ, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার রোমাঞ্চ হইতেছে, তখন তোমরা রোমহর্ষ ধর্ম-পর্যায়রূপে[১] অবধারণ কর।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, তাহাতে আয়ুষ্মান নাগসমাল আনন্দিত হইলেন।

॥ মহাসিংহনাদ সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাদুঃখস্কন্ধ সূত্র (১৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্র-চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণের পক্ষে এখনও অতি সকাল, অতএব আমরা বরং ইত্যবসরে যেখানে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদিগের আরাম সেখানে গিয়া উপস্থিত হইব। অতঃপর তাঁহারা তদবসরে যেখানে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদিগের আরাম সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ঐ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদিগের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে

১. লোমহংস-জাতক দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপবিষ্ট হইলে ঐ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম কাম-পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও তাহাই করি। তিনি রূপ এবং বেদনা পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও ঠিক তাহাই করি। তাহা হইলে, বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম ও আমাদের মধ্যে ধর্মদেশনা ও অনুশাসন সম্পর্কে ইতরবিশেষ কী, উদ্দেশ্যেও বা বিভিন্নতা কী? সেই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের এই উক্তিতে আনন্দিতও হইলেন না, আক্রোশও প্রকাশ করিলেন না, আনন্দিতও না হইয়া, আক্রোশও প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক স্বকার্যে প্রস্থান করিলেন, উদ্দেশ্য তাঁহারা ভগবদ্ সন্নিধানে উক্ত বিষয়ের অর্থ বিশেষভাবে জানিয়া লইবেন।

২। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজনান্তে ভিক্ষাসংগ্রহকার্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করি। আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণের পক্ষে এখনও অতি সকাল, ইত্যবসরে আমরা বরং যেখানে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের আরাম সেখানে যাইব। অতঃপর আমরা তদবসরে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের আরামে গিয়া উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া ঐ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলাম। উপবিষ্ট হইলে ঐ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ আমাদিগকে বলিলেন, 'বন্ধুগণ, শ্রামণ গৌতম কাম-পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও তাহাই করি। তিনি রূপ ও বেদনা পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও ঠিক তাহাই করি। তাহা হইলে ধর্মদেশনা এবং ধর্মানুশাসন সম্পর্কে তাঁহার ও আমাদের মধ্যে ইতরবিশেষ কী, অভিপ্রায়েও বা বিভিন্নতা কী? আমরা তাঁহাদের এই উক্তিতে আনন্দিতও না হইয়া, আক্রোশও প্রকাশ না করিয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া আসি, উদ্দেশ্য আমরা ভগবদ্ সন্নিধানে কথিত বিষয়ের অর্থ বিশেষভাবে জানিয়া লইব।"

৩। হে ভিক্ষুগণ, এই মতবাদী অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে একথা বলিতে হইবে—"বন্ধুগণ, কামের আস্বাদ কী, আদীনব (উপদ্রব) কী, তাহা হইতে নিঃসরণই (মুক্তিই) বা কী?" বেদনার আস্বাদ কী, আদীনব কী, তাহা হইতে নিঃসরণই বা কী?" এইরূপে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা শুধু উহার সমাধান করিতে পারিবেন না নহে, অধিকন্তু মনোব্যাথা পাইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু ইহা তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয় নহে। হে ভিক্ষুগণ, আমি কী দেবলোকে, কী মার-ভূবনে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কী ব্রহ্মলোকে, কী শ্রমণব্রাহ্মণদিগের মধ্যে, সর্ব দেব এবং মনুষ্যলোকে তথাগত ব্যতীত কিংবা তথাগতের শিষ্য ব্যতীত, কিংবা যিনি এখান হইতে মত শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি না যিনি উক্ত প্রশ্নসমূহের সদুত্তরদানে চিত্তে সন্তোষ বিধান করিবেন।

৪। হে ভিক্ষুগণ, কামের আস্বাদ কী? পঞ্চ কামগুণ এই। কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, এবং কায় (ত্বক)-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ (প্রিয়জাতীয়), কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। হে ভিক্ষুগণ, ইহারাই পঞ্চ কামগুণ যাহার কারণ সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়। ইহাই কামের আস্বাদ।

৫। হে ভিক্ষুগণ, কামের আদীনব (উপদ্রব) কী? হে ভিক্ষুগণ? মুদ্রা[১] হউক, গণনা[২] হউক, সংখ্যা[৩] হউক, কৃষি হউক, বাণিজ্য হউক, গোরক্ষা হউক, শস্ত্রজীবিকা হউক, রাজপুরুষপদ (সৈনিকপদ, রাজসেবা) হউক, অপর কোনো শিল্প হউক, কুলপুত্র শীতোষ্ণের সম্মুখীন হইয়া, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ সংস্পর্শে কম্পমান, এবং ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়া যেকোনো এক শিল্প (জীবনোপায়) অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামের নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, দুঃখস্কন্ধ, দুঃখের রাশি।

হে ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যমশীল এবং পরিশ্রমী হইবার ফলেও তাঁহার বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য অভিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ) না হয়, তাহা হইলে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন, বিলাপ করেন, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহ প্রাপ্ত হন—অহো, আমার সকল উদ্যম ব্যর্থ, সর্ব পরিশ্রম নিষ্ফল হইল। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

হে ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইবার ফলে বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য সুসিদ্ধও হয়, তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য বোধ করিতে থাকেন—কী জানি যদি রাজা ইহা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নি দগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, অপ্রিয় দায়াদই বা

১. হস্তমুদ্রার সাহায্যে গণনা (প. সূ.)। মুদ্রা শব্দে দলিলাদিতে শীলমোহরাদির ব্যবহারকেও বুঝাইতে পারে।

২. গণনা অর্থে ক্রমাগত অঙ্ক গণনা (প. সূ.)। গণনা শব্দে হিসাবাদি রাখাকেও বুঝায়। ভাগ্য গণনাও গণনার মধ্যে।

৩. সংখ্যা অর্থে দৃষ্টির সাহায্যে শস্যের পরিমাণ, বৃক্ষের সংখ্যা ও নক্ষত্রের সংখ্যাদি বিরূপণ করা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপসারিত করে। যদি তাঁহার এইরূপে রক্ষিত এবং গুপ্ত ভোগৈশ্বর্য রাজা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নি দগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, কিংবা অপ্রিয় দায়াদ অপসারিত করে, তাহাতে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি বোধ করেন, বিলাপ করেন, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহ প্রাপ্ত হন—অহো, যাহা আমার ছিল তাহাও এখন আমার নাই। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে রাজা রাজার সহিত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, গৃহপতি গৃহপতির সহিত, মাতা পুত্রের সহিত, পুত্র মাতার সহিত, পিতা পুত্রের সহিত, পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত, ভগিনী ভ্রাতার সহিত, সহায় সহায়ের সহিত বিবাদ করেন। তাঁহারা পরস্পর কলহ-বিগ্রহ-বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পরকে পাণির দ্বারা, লোষ্ট্রের দ্বারা, দণ্ডের দ্বারা, এমনকি শস্ত্রের দ্বারাও প্রহার করেন, তাহাতে তাঁহারা মৃত্যুকবলে গমন করেন অথবা মরণ-তুল্য দুঃখ পান। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ-জীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া ধনু-হস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া উভয় পক্ষ ব্যূহ রচনা করিয়া (সদলবলে) সংগ্রামে অগ্রসর হয়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে, তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, অসিতেও তাহাদের মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষ জীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই তাহারা অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া, ধনু হস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া আর্দ্রসুধাবলেপনে মসৃণ নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যায়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, নিক্ষিপ্ত উষ্ণভস্মে আচ্ছাদিত হয়, নগরদ্বারপাল্লার চাপে অবমর্দিত (নিষ্পেষিত) হয়, অসি দ্বারা তাহাদের মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখস্কন্ধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই তাহারা সন্ধিচ্ছেদ করে, লুণ্ঠন করে, একাকার করে, পথে দৌরাত্ম্য করে, অথবা পরদার গমন করে। তাহাদিগকে রাজা ধৃত করিয়া তাহাদিগের প্রতি বিবিধ কর্মকরণ (শাস্তি) বিধান করেন—কশাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়, অর্ধদণ্ডে (মুদ্গরাদির দ্বারা) প্রহার করা হয়, হস্ত ছিন্ন করা হয়, পদ ছিন্ন করা হয়, হস্তপদ ছিন্ন করা হয়, কর্ণচ্ছেদ করা হয়, নাসাচ্ছেদ করা হয়, কর্ণ-নাসাচ্ছেদ করা হয়, বিলগ্নস্থালী[১] করা হয়, শঙ্খলমুণ্ড[২] করা হয়, রাহুমুখ[৩] করা হয়, জ্যোতিমাল[৪] করা হয়, হস্ত প্রদ্যোতিত[৫] করা হয়, ছাগচর্মিক[৬] করা হয়, চীর্ণচীরবাস[৭] করা হয়, পেরেক বিদ্ধ[৮] করা হয়, বড়শীর দ্বারা মাংস বিদ্ধ[৯] করা হয়, কার্যপণ-পরিমিত[১০] করা হয়, ক্ষারপ্রয়োগ করা হয়, পলিঘ-বিদ্ধ করা হয়, পলাল-পীঠ[১১] করা হয়, তপ্ত তৈলে অভিষিক্ত করা হয়, ক্ষিপ্ত কুক্কুর দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসি দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা মরণতুল্য দুঃখ পায়।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্ট-ধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করে। তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করিয়া দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন

---

১. ইহা এক প্রকার কঠোর কর্মকরণ বা শাস্তি। শীর্ষকপাল উৎপাটিত করিয়া, সাঁড়াশ দ্বারা উত্তপ্ত লৌহগোলক মস্তকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া মস্তিস্ক বাহির করিয়া আনা (প. সূ.)।

২. গলদেশ পর্যন্ত সকেশ চর্ম ছুলিয়া শঙ্খমুণ্ড বা নেড়ামাথা করা (প. সূ.)।

৩. শঙ্কুদ্বারা মুখ বিবৃত করিয়া, মুখের ভিতর দীপ জ্বালিয়া, কর্ণ-মূল পর্যন্ত গাল চিরিয়া রক্তে বদন পূর্ণ করা (প. সূ.)।

৪. সমস্ত দেহ তৈলসিক্ত নক্তকে বেষ্টিত করিয়া তাহা প্রজ্জ্বলিত করা (প. সূ.)।

৫. উক্তভাবে হস্ত প্রজ্জ্বলিত করা (প. সূ.)।

৬. গ্রীবা হইতে গুল্ফ পর্যন্ত চর্ম উৎপাটিত ও বিলম্বিত করিয়া দড়ি দ্বারা লোকটিকে টানা (প. সূ.)।

৭. উক্ত জাতীয় এক প্রকার কঠোর শাস্তি (প. সূ.), ছাগছোলা।

৮. ইহাই বস্তুত ক্রুচিফিক্সন।

৯. মুখ বড়শী-বিদ্ধ করিয়া টানা (প. সূ.)।

১০. সকল শরীর কুঠারাঘাতে চাকা চাকা করা (প. সূ.)।

১১ দেহচর্ম করিয়া, হাতুড়ির দ্বারা হাড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাংসরাশিতে পরিণত করা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা সাম্পরায়িক (পারত্রিক) দুঃখস্কন্ধ।

৬। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম হইতে নিঃসরণ কী? হে ভিক্ষুগণ, কামে তাহা ছন্দরাগ-দমন, ছন্দরাগ-পরিত্যাগ, তাহাই কাম হইতে নিঃসরণ। হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপে কামের আস্বাদ, আদীনব, এবং তাহা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন না, আস্বাদকে আস্বাদের ভাবে, আদীনবকে আদীনবের ভাবে এবং নিঃসরণকে নিঃসরণের ভাবে জানেন না, তিনি যে স্বয়ং কাম পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা কাম পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা নাই। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপে কামের আস্বাদ, আদীনব, এবং তাহা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন, আস্বাদকে আস্বাদের ভাবে, আদীনবকে আদীনবের ভাবে ও নিঃসরণকে নিঃসরণের ভাবে জানেন, তিনি যে সত্যই কাম পরিত্যাগ করিবেন এবং অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা কাম পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

৭। হে ভিক্ষুগণ, রূপের আস্বাদ কী? যখন কোনো ক্ষত্রিয়-কন্যা, ব্রাহ্মণ-কন্যা, গৃহপতি-কন্যা, পঞ্চদশবর্ষীয়া অথবা ষোড়শবর্ষীয়া হয় এবং নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিস্থুলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিগৌরীরূপে পরমাসুন্দরী হয়, তখন তাহাকে সুরূপা বলিয়া দেখায় ত? 'হ্যাঁ, প্রভো,' সেই সুরূপ-জনিত যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই রূপের আস্বাদ।

৮। হে ভিক্ষুগণ, রূপের আদীনব কী? যখন সেই পরমাসুন্দরী নবযুবতীকে অপর সময়ে অশীতিবয়স্কারূপে, নবতিবয়স্কারূপে অথবা শতবর্ষিকারূপে জীর্ণশীর্ণা, কুব্জদেহা, শিথিলকলেবরা, যষ্টিহস্তা, গমনে কম্পমানা, আতুরা, গতযৌবনা, খণ্ডদন্তা, বিরল-কেশা, স্খলিতশিরা, লোলচর্মা, হিলকাহতগাত্রারূপে দেখ, তখন তোমরা কি মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব (জীর্ণতা) প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? 'হ্যাঁ প্রভো,' হে ভিক্ষুগণ, ইহাই রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা সেই যুবতীকে দেখ, সে ব্যাধিগ্রস্তা, দুঃখপ্রাপ্তা, উৎকট-রোগগ্রস্তা হইয়াছে, স্বীয় মলমূত্রে পড়িয়া আছে, এমতাবস্থায় অপরে তাহাকে তুলিয়া উঠাইতেছে, অপরে তাহাকে সমবেদনা জানাইতেছে, তখন কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া এই আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হ্যাঁ, প্রভো,' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা দেখিতে পাও, সীবথিকায় (শিবালয়ে, শ্মশানে) পরিত্যক্ত অবস্থায় সেই সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ মাত্র একদিন, কী দুইদিন, কী তিন দিন হইল স্ফীত, বিবর্ণ, পুঁযযুক্ত হইয়াছে, তখন কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হ্যাঁ, প্রভো,' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যখন তোমরা দেখিতে পাও, শ্মশানে পরিত্যাক্ত অবস্থায় সেই সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ কাক, কুণাল, শকুন, কুক্কুর, শৃগাল অথবা বিবিধ কৃমিকীট ভক্ষণ করিতেছে, তখন কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হ্যাঁ প্রভো,' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা দেখিতে পাও, সেই সুন্দরীর মৃতদেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ক্রমে স্নায়ুবদ্ধ মাংসলোহিতসম্পন্ন অস্থিশৃঙ্খলে (কঙ্কালে), নির্মাংস অথচ লোহিতমক্ষিত স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খলে, অপগতমাংসলোহিত অথচ স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে, অস্থিগুলি স্নায়ুসম্বন্ধবিহীন হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এক স্থানে হাতের অস্থি, এক স্থানে পায়ের অস্থি, একস্থানে জঙ্ঘার অস্থি, এক স্থানে উরুর অস্থি, এক স্থানে কটির অস্থি, একস্থানে পিঠের অস্থি, একস্থানে বুকের ও পার্শ্বের অস্থি, একস্থানে বাহুর অস্থি, এক স্থানে স্কন্ধের অস্থি, এক স্থানে গ্রীবাস্থি, এক স্থানে হনুর অস্থি, এক স্থানে দন্ত, এক স্থানে শীর্ষকটাহ (মাথার খুলি) পড়িয়া আছে, তাহা হইলে তোমরা কি মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হ্যাঁ, প্রভো,' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা দেখিতে পাও, শ্মশানে পরিত্যাক্ত অবস্থায় সেই সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহের অস্থিগুলি ক্রমে শ্বেতশঙ্খবর্ণসদৃশ এবং বর্ষকাল পরে পুঞ্জীকৃত, বাতাতপে গলিত ও চূর্ণাকৃত হইয়াছে, তাহা হইলে কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হ্যাঁ, প্রভো,' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

৯। হে ভিক্ষুগণ, রূপ হইতে নিঃসরণ কী? রূপসম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-দমন ছন্দরাগ-পরিহার (সম্পূর্ণভাবে আসক্তি পরিত্যাগ), তাহাই রূপ হইতে নিঃসরণ।

হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে রূপের আস্বাদ, আদীনবের ভাবে রূপের আদীনব, এবং নিঃসরণের ভাবে রূপ হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন না, তিনি যে স্বয়ং রূপ পরিত্যাগ করিবেন অথবা তদর্থে অপরকে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা রূপ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা নাই। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আস্বাদের ভাবে রূপের আস্বাদ, আদীনবের ভাবে রূপের আদীনব এবং নিঃসরণের ভাবে রূপ হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন, তিনি যে স্বয়ং পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা সত্যই রূপ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

১০। হে ভিক্ষুগণ, বেদনার আস্বাদ কী? ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল ধর্ম পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল ধর্ম পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন, তখন তিনি আত্মব্যাধি (নিজের দুঃখতা), পরব্যাধি (অপরের দুঃখতা), আত্ম-পর উভয় ব্যাধি আনয়নের জন্য চেতনা (চিত্তবৃত্তি) উৎপাদন করেন না, তখন তিনি নীরোগ বেদনাই অনুভব করেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি নীরোগ-পরমতাকেই বেদনার আস্বাদ বলি।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বির্তকাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান ... তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন, তখন তিনি আত্মব্যাধি, পরব্যাধি, আত্ম-পর উভয়ব্যাধি আনয়নের চেতন উৎপাদন করেন না, তখন তিনি নীরোগ বেদনাই অনুভব করেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি নীরোগ-পরমতাকেই বেদনার আস্বাদ বলি।

১১। হে ভিক্ষুগণ, বেদনার আদীনব কী? বেদনা অনিত্য, দুঃখাত্মক ও বিপরিণামী, ইহাই বেদনার আদীনব।

১২। হে ভিক্ষুগণ, বেদনা হইতে নিঃসরণ কী? বেদনা-সম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-দমন, ছন্দরাগ-পরিহার, তাহাই বেদনা হইতে নিঃসরণ।

হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে বেদনার আস্বাদ, আদীনবের ভাবে বেদনার আদীনব, এবং নিঃসরণের ভাবে বেদনা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন না, তিনি যে স্বয়ং বেদনা পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা বেদনা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা নাই। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে বেদনার আস্বাদ, আদীনবের ভাবে বেদনার আদীনব,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং নিঃসরণের ভাবে বেদনা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন, তিনি যে স্বয়ং বেদনা পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা সত্যই বেদনা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাদুঃখস্কন্ধ সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্রদুঃখস্কন্ধ সূত্র (১৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, কপিলবস্তু-সমীপে[২] ন্যগ্রোধারামে[৩]। মহানাম শাক্য[৪] ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি দীর্ঘকাল হইতে জানি, ভগবান এইরূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন—লোভ চিত্তের উপক্লেশ, দ্বেষ চিত্তের উপক্লেশ, মোহ চিত্তের উপক্লেশ। প্রভো, আমি ইহা জানি সত্য, ভগবান এইরূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন—লোভ চিত্তের উপক্লেশ, দ্বেষ চিত্তের উপক্লেশ, মোহ চিত্তের উপক্লেশ। অথচ একসময় লোভধর্ম (লোভ-প্রবৃত্তি) আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, একসময় দ্বেষধর্ম (হিংসা-প্রবৃত্তি) আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, একসময় মোহধর্ম (মোহ-প্রবৃত্তি) আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে। প্রভো, এই অবস্থায় আমার নিকট এই চিন্তা উদিত হয়—কোনো পাপধর্ম আমার মধ্যে প্রহীন না হওয়ায় একসময় বা লোভধর্ম, একসময় বা দ্বেষধর্ম, একসময় বা মোহধর্ম আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে?"

---

১. শাক্য নামক জনপদে, যেই জনপদে শাক্য রাজকুমারগণ স্বীয় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন (প. সূ.)।

২ কপিলবস্তু বা কপিলবাস্তু শাক্যদিগের প্রধান নগর বা রাজধানী। কপিল ঋষির আবাসে এই নগর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম কপিলবস্তু বা কপিলবাস্তু (প. সূ.)।

৩ ন্যগ্রোধারামে—শাক্য ন্যগ্রোধ প্রদত্ত আরামে। ইহা কপিলবস্তুর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল (প. সূ.)।

৪ মহানাম শুদ্ধোদনের দ্বিতীয় ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র। অনুরুদ্ধ স্থবির মহানামের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। মহানাম, যে কারণে একসময় বা লোভধর্ম, বা দ্বেষধর্ম, একসময় বা মোহধর্ম তোমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, সেই পাপধর্ম তোমার মধ্যে সত্যই প্রহীন হয় নাই। যদি তাহা প্রহীন হইত, তাহা হইলে তুমি আর গৃহে বাস করিতে না, কাম্যবস্তু উপভোগ করিতে না। যেহেতু, মহানাম, তোমার মধ্যে সেই পাপধর্ম প্রহীন হয় নাই, তুমি গৃহে বাস করিতেছ, কাম্যবস্তু উপভোগ করিতেছ।

৩। মহানাম, (মার্গস্তরে) 'অল্পাস্বাদ-কাম বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই (উপদ্রবই) অত্যধিক', ইহা আর্যশ্রাবকের প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হইলেও, তিনি কামাতিক্রান্ত, অকুশলধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ লাভ করেন না, তদতিরিক্ত অপর কোনো শান্ততর অবস্থাও লাভ করেন না। তখন পর্যন্ত তাঁহার কামে অনাভোগ হয় না। মহানাম, যখন (ফলস্তরে) 'অল্পাস্বাদ-কাম বহু দুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যাধিক', ইহা তাঁহার প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হয়, তখন হইতে তিনি কামাতিক্রান্ত, অকুশলধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ লাভ করেন, তদতিরিক্ত শান্ততর অবস্থাও লাভ করেন। অনন্তর কামে তাঁহার আর উপভোগ্য কিছুই থাকে না। মহানাম, সম্যকসম্বোধি লাভের পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় 'অল্পাস্বাদ-কাম বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক', ইহা আমার প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হইলেও তখন আমিও কামাতিক্রান্ত, অকুশলধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ লাভ করি নাই, তদতিরিক্ত অপর কোনো শান্ততর অবস্থাও লাভ করি নাই। তদবস্থায় কামে আমার অনাভোগ হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং জানিতে পার নাই। যখন (বুদ্ধস্তরে) 'অল্পাস্বাদ-কাম বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক' ইহা আমার প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হয়, তখন হইতে আমি কামাতিক্রান্ত, অকুশলধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ অনুভব করি, তদতিরিক্ত শান্ততর অবস্থাও লাভ করি। অনন্তর আমি স্বয়ং জানিতে পারি—কামে আমার উপভোগ্য কিছুই নাই।

৪। মহানাম, কামের আস্বাদ কী? মহানাম, এই পঞ্চ কামগুণ। কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ-ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ, যাহা কামোপসংহিত (কামযুক্ত) ও মনোরঞ্জক—শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস এবং কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ, যাহা কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। মহানাম, এই পঞ্চ কামগুণ-হেতু যেই সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কামের আস্বাদ।

৫। মহানাম, কামের আদীনব (উপদ্রব) কী? মহানাম, ইহজগতে কুলপুত্র শীতোষ্ণের সম্মূখীন, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ সংস্পর্শে কম্পমান এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়া কী মুদ্রা[১], কী গণনা[২], কী সংখ্যা[৩], কী কৃষি[৪], কী বাণিজ্য[৫], কী গোরক্ষা[৬], কী শস্ত্রজীবিকা, কী রাজপুরুষপদ (রাজসেবা), কী অন্য কোনো শিল্প[৭], যেকোনো এক শিল্পস্থান (জীবনোপায়) অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করেন। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যাক্ষ জীবনে) দুঃখস্কন্ধ (দুঃখের রাশি)।

৬। মহানাম, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইবার ফলেও সেই কুলপুত্রের বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য অভিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ) না হয়, তাহা হইলে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন, বিলাপ করেন, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহ প্রাপ্ত হন—'অহো, আমার সকল উদ্যম ব্যর্থ, সর্ব-পরিশ্রম বিফল হইল।' ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

মহানাম, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইবার ফলে সেই কুলপুত্রের বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য সুসিদ্ধও হয়, তিনি উহার রক্ষণাবেক্ষণ-হেতু দুঃখ-দৌর্মনস্য বোধ করিতে থাকেন—'কী জানি, যদি রাজা ইহা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নি দগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, অপ্রিয় দায়াদই বা অপসারিত করে।' যদি তাঁহার এইরূপে রক্ষিত ও গুপ্ত ভোগৈশ্বর্য রাজা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নি দগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, অথবা অপ্রিয় দায়াদ অপসারিত করে[৮], তাহাতে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি বোধ করেন, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহ প্রাপ্ত হন—'অহো, যাহা আমার ছিল তাহাও এখন আমার নাই।' মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৭। পুনশ্চ, মহানাম, কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাদিকরণে, কাম-কারণেই

---

১. মুদ্রা অর্থে হস্তমুদ্রা বা অঙ্গুলিপর্বের সাহায্যে গণনা (প. সূ.)।

২. গণনা অর্থে ক্রমাগত সংখ্যা গণনা (প. সূ.)। হিসাবাদি রাখাও গণনার অর্ন্তগত (অর্থশাস্ত্র)। ভাগ্যগণনাও গণনার মধ্যে।

৩. সংখ্যা অর্থে পিণ্ডগণনা বা বস্তুগণনা, যেমন ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিয়া শস্যের পরিমাণ করা, আকাশ দেখিয়া নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ণয় করা (প. সূ.)।

৪. কৃষি অর্থে কৃষিকর্ম (প. সূ.)।

৫. বাণিজ্য অর্থে জল-বাণিজ্য ও স্থল-বাণিজ্য (প. সূ.)।

৬. গোরক্ষা অর্থে নিজের বা পরের গাভী রাখিয়া দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি পঞ্চ গোরস বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা (প. সূ.)। আমাদের মতে গোরক্ষা অর্থে পশুপালন।

৭. উদানে সিপ্পসুত্ত এবং দীর্ঘ-নিকায়ে সামঞ্ঞফল সুত্ত দ্র.।

৮. খু-পা, নিধিকণ্ড-সুত্ত এবং ধ-প, দণ্ডবগ্গ দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজা রাজার সহিত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, গৃহপতি গৃহপতি সহিত, মাতা পুত্রের সহিত, পুত্র মাতার সহিত, পিতা পুত্রের সহিত, পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত, ভগিনী ভ্রাতার সহিত, সহায় সহায়ের সহিত বিবাদ করে। তাহারা পরস্পর কলহ-বিগ্রহরত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পরকে পাণির দ্বারা, লোষ্ট্রের দ্বারা, দণ্ডের দ্বারা, এমনকি শস্ত্রের দ্বারাও প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুকবলে গমন করে বা মরণতুল্য দুঃখ পায়। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৮। পুনশ্চ, মহানাম, কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই তাঁহারা অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া, ধনুহস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া, উভয়পক্ষ ব্যূহ রচনা করিয়া (সদলবলে) সংগ্রামে অগ্রসর হয়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে, তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, অসিতে তাহাদের মস্তকও ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই তাঁহারা অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া, ধনুহস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া আর্দ্রসুধাবলেপনে মসৃণ নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যায়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে, তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, নিক্ষিপ্ত উষ্ণভস্মে আচ্ছাদিত হয়, নগরদ্বারপাল্লার চাপে অবমর্দিত (নিষ্পেষিত) হয়, অসি দ্বারাও তাহাদের মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধি-করণে, কাম-কারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৯। পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই তাহারা সন্ধিচ্ছেদ করে, বিলোপসাধন করে, একাকার করে, পরিপন্থে অবস্থান করে, পরদারও গমন করে। রাজা তাহাদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগের প্রতি বিবিধ কর্মকরণ (শাস্তি) বিধান করেন—কশাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়, অর্ধদণ্ডে (মুদ্গরাদির দ্বারা) প্রহার করা হয়, হস্ত ছিন্ন করা হয়, পদ ছিন্ন করা হয়, হস্তপদ ছিন্ন করা হয়, কর্ণচ্ছেদ করা হয়, নাসাচ্ছেদ করা হয়, কর্ণ-নাসাচ্ছেদ করা হয়, বিলগ্নস্থালী করা হয়, শঙ্খমুণ্ড করা হয়, রাহুমুখ করা হয়, জ্যোতিমালা করা হয়, হস্ত প্রদ্যোতিত করা হয়, ছাগচর্মিক করা হয়, চীর্ণচীবরবাস করা হয়, পেরেক বিদ্ধ করা হয়, বড়শীর দ্বারা মাংস বিদ্ধ করা হয়, কার্যাপণ-পরিমিত করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, ক্ষার প্রয়োগ করা হয়, পলিঘ-বিদ্ধ করা হয়, পলাল-পীঠ করা হয়, তপ্ত তৈলে অভিষিক্ত করা হয়, ক্ষিপ্ত কুক্কুর দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসির দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

১০। পুনশ্চ, মহানাম, কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করে। তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করিয়া দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব; কাম-হেতু, কাম-নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম-কারণেই সম্পরায়িক (পারত্রিক) দুঃখস্কন্ধ।

১১। মহানাম, আমি একদা রাজগৃহ-সমীপে অবস্থান করিতেছিলাম, গৃধ্রকুট[১] পর্বতে। সেই সময়ে বহুসংখ্যক নির্গ্রন্থ (জৈন শ্রমণ) ঋষিগিরি-পার্শ্বে[২] কালশিলায়[৩] আসন (উপবেশন) পরিত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রষ্ট[৪] হইয়া কৃচ্ছ্রসাধনজনিত তীব্র দুঃখ, প্রখর কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। আমি সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া ঋষিগিরি-পার্শ্বে কালশিলায় যেখানে ঐ নির্গ্রন্থগণ ছিলেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম, 'বন্ধুগণ, তোমরা কেন আসন ছাড়িয়া উদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া আছ, কেনই বা কৃচ্ছ্রসাধনজনিত তীব্র দুঃখ, প্রখর কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা আমাকে কহিলেন, 'বন্ধুপ্রবর! (আমাদের শাস্তা) সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী নির্গ্রন্থ

---

১. যে পঞ্চ পর্বত দ্বারা মগধের পূর্ব রাজধানী রাজগৃহ পরিবেষ্টিত ছিল তন্মধ্যে গৃধ্রকূট অন্যতম। ম-নি, ইসিগিলি-সুত্ত ও মহাভারত, সভাপর্ব, ২১ অধ্যা.। বুদ্ধঘোষের মতে এই পর্বতের কূট বা উপরিভাগ দেখিতে গৃধ্রসদৃশ অথবা উহার কূটে গৃধ্র বাস করিত বলিয়া উহা গৃধ্রকূট নামে অভিহিত হয় (প. সূ.)।
২. ঋষিগিরিও উক্ত পঞ্চ পর্বতের অন্যতম। পালি ইসিগিলি-সুত্তানুসারে ইহার সংস্কৃত নাম ঋষিগিলি। মহাভারতে ঋষিগিরি নামই দৃষ্ট হয়।
৩. কালশিলা অর্থে কৃষ্ণবর্ণ পৃষ্ঠপাষাণ (প. সূ.)।
৪. পালি উব্‌ভট্‌ঠের অনুযায়ী বাঙলা শব্দ উদ্ভট। কিন্তু বাঙলা উদ্ভটে পালি শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করে না। বুদ্ধঘোষের মতে উব্‌ভট্‌ঠ হওয়া অর্থে উব্‌ভা (উহা) হইয়া থাকা, ঋজুভাবে, সোজাসুজি দাঁড়াইয়া থাকা। চাঁটগার চলতি বাঙলায় ঠিক এই অর্থে ই 'উহা' শব্দটির ব্যবহার আছে। হুয়েন-সাঙের সময়ে দিগম্বর জৈন সাধুগণ বৈভারগিরিতে সূর্যের প্রতি মুখ করিয়া দণ্ডায়মান ভাবে একস্থানে ঘুরিতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞাতৃপুত্র (মহাবীর)[১] অশেষ জ্ঞানদর্শন (অনবধি, অপরিসীম বা কেবল জ্ঞান)[২] দাবী করেন—'চলনে, স্থিতিতে, সুপ্তিতে, জাগরণে, সদাসর্বদা আমার নিকট জ্ঞানদর্শন[৩] প্রত্যুপস্থিত থাকে।' তিনিই স্বয়ং আমাদিগকে বলেন—'হে নির্গ্রন্থগণ, তোমাদের পূর্বকৃত (প্রাক্তন[৪]) পাপকর্ম আছে, তাহা তোমরা এই প্রকার দুঃখ ও দুষ্করচর্যা দ্বারা নির্জীর্ণ করিতেছ। এখন যে তোমরা কায়ে সংবৃত (সংযত), বাক্যে সংবৃত ও মনে সংবৃত হইয়া চলিতেছ, তাহা অনাগতে পাপকর্ম না করিবার জন্য। এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চরণ দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নূতন কোনো পাপকর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব[৫] হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয়[৬] হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়[৭], দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয়[৮] এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হয়[৯]।' [*](তাঁহারা কহিলেন) "ইহা আমাদের নিকট রুচিকর, যুক্তিসহ, সেজন্য ইহাতে আমাদের মন এতই প্রসন্ন।"

১২। মহানাম, একথা বলিলে আমি নির্গ্রন্থদিগকে কহিলাম, "বন্ধুগণ, তোমরা কি ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না?" (উত্তর হইল) "বন্ধুপ্রবর, না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।" "তোমরা কি ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা কর নাই?" "না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।" "তবে কি তোমরা ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে এইরূপ কোনো পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা কর নাই?" "না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।"

---

১. পালি নিগণ্ঠ-নাতপুত্তো—অর্ধমাগধী-নিগংথ-নাযপুত্তো। এই নামেই বর্তমান জৈনধর্মের প্রবর্তক পরিচিত ছিলেন। নাত বা জ্ঞাতৃ ক্ষত্রিয়বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি নাতপুত্তো নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। নাথপুত্তো পাঠও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।
২. নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের মতে জ্ঞান মুখ্যত দ্বিবিধ : অবধি ও কেবল। উপরে অশেষ, অনবধি বা কেবল জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। তীর্থঙ্কর কেবলী। অপরিশেষ অর্থে অশেষে সকল ধর্ম, সর্বজ্ঞেয় বিষয়।
৩. এস্থলে জ্ঞানদর্শন অর্থে সর্বজ্ঞতা ও সর্বদর্শিতা। অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সর্ব ত্রিকালের বিষয় জানেন ও দেখিতে পান এই অর্থে সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। (প. সূ.)।
৪. পূর্বজন্মে, অতীত জন্মে কৃত।
৫. পালি অনবস্সব—জৈন পরিভাষায় অনাস্রব।
৬. নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের মতে কর্ম অর্থে কায়িক, বাচনিক কিংবা মানসিক যে কর্মের দ্বারা আত্মায় লেশ্যা উৎপন্ন হয় (বর্ণবিশেষে আত্মা রঞ্জিত বা বিকৃত হয়)।
৭. এস্থলে দুঃখ অর্থে শারীরিক দুঃখ।
৮. এস্থলে বেদনা অর্থে মানসিক দুঃখ।
৯. ইহাই নির্বাণের অবস্থা।
*. উপরে সংক্ষেপে জৈন নবতত্ত্বই কথিত ও আলোচিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"তবে কি তোমরা ঠিক জান যে এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে, অথবা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে?"[১] "না, আমরা তাহাও ঠিক জানি না।" "তবে কি তোমরা একথা জান যে দৃষ্টধর্মে (এই প্রত্যক্ষ জীবনে) অকুশল ধর্ম প্রহীন এবং কুশলধর্ম সম্পাদিত হয়?" "না, আমরা তাহাও ঠিক জানি না।" "তাহা হইলে, নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না জান না, তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা কর নাই জান না, তোমরা পূর্বে এইরূপ কোনো পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা কর নাই জান না, তোমরা এতটা দুঃখ নিজীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে কিংবা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে জান না, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনেই) অকুশল ধর্ম প্রহীন এবং কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয় তাহাও জান না। বন্ধুগণ, যদি তা'ই হয়, তবে কি জগতে যাহারা লুব্ধক, লোহিতপাণি, ক্রুরকর্মা ও মানুষের মধ্যে নীচ জাতি তাহারাই নির্গ্রন্থগণের মধ্যে প্রব্রজিত হয়?" "বন্ধুপ্রবর গৌতম, (পার্থিব) সুখচর্যার দ্বারা (অপার্থিব, পরম) সুখ (নির্বাণ) মিলে না, (দৈহিক) দুঃখচর্যা দ্বারাই (পরম) সুখ লাভ হয়। যদি (পার্থিব) সুখে (অপার্থিব) সুখ মিলিত, তাহা হইলে যে মগধরাজ শ্রেণিক[২] বিম্বিসার[৩] পরমসুখ লাভ করিতেন, তিনি আয়ুষ্মান গৌতমের চেয়েও অধিক সুখবিহারী হইতেন।"[৪] "আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থগণ যে সহসা না বুঝিয়া হটকারিতাবশত অবোধের কথা বলিয়া বসিলেন—বন্ধুবর, গৌতম, (পার্থিব) সুখে (অপার্থিব) সুখ মিলে না,[৫] (দৈহিক) দুঃখচর্যার দ্বারাই (পরম) সুখ লাভ হয়; (যদি পার্থিব) সুখে (পরম) সুখ মিলিত, তাহা হইলে যে মগধেশ্বর শ্রেণিক বিম্বিসার পরমসুখ লাভ করিতেন, তিনি আয়ুষ্মান গৌতমের চেয়েও অধিক সুখবিহারী হইতেন। আমাকেই প্রশ্ন করা উচিৎ ছিল—গৌতম, মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ও আপনার মধ্যে কে অধিকতর সুখবিহারী?" "সত্যই, গৌতম, আমরা

---

১. উপরে জৈনমত খণ্ডন করা হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের মতে দুঃখের ভাগাভাগি হয় না, অখণ্ডভাবেই দুঃখের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, খণ্ডভাবে নহে। ম.নি. দেবদহ সুত্ত দ্র.।

২ শ্রেণিক মগধেশ্বরের ব্যক্তিগত নাম (প. সূ.)। জৈন আগমে সর্বত্র তিনি সেণিয় বা শ্রেণিক নামেই অভিহিত হইয়াছেন।

৩ তাঁহার দেহচ্ছবি অতি সুন্দর ছিল বলিয়া তিনি বিম্বিসার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন (প. সূ.)। বিম্বিসার নামটি জৈন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

৪ উক্তিটি এমন যাহাতে মনে হয় যেন তখন বক্তার সম্মুখেই বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে সগৌরবে সমাসীন ছিলেন।

৫ উপরে যথাযথভাবেই মহাবীরের মত ব্যক্ত হইয়াছে। জৈন সূযগডংগ (সূত্রকৃতাঙ্গ) দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহসা না বুঝিয়া হটকারিতাবশত অবোধের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। সেকথা থাক। এখন আমরা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ও আপনার মধ্যে অধিকতর সুখবিহারী কে?" "তাহা হইলে, বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছি, তোমরা যথাশক্তি আমাকে ইহার উত্তর প্রদান কর। তোমরা কি মনে কর যে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অবিচলিত দেহে নির্বাক হইয়া সপ্ত রাত্রিদিন একান্তসুখ অনুভব করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ?" "না, আমরা তাহা মনে করি না?" "তবে কি তোমরা মনে কর যে তিনি ছয় রাত্রিদিন, পাঁচ রাত্রিদিন, চার রাত্রিদিন, তিন রাত্রিদিন, দুই রাত্রিদিন, মাত্র এক রাত্রিদিনও একান্ত সুখ অনুভব করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ?" "না আমরা তাহা মনে করি না।" "বন্ধুগণ, আমি কিন্তু অবিচলিতভাবে নির্বাক হইয়া এক রাত্রিদিন, দুই রাত্রিদিন, তিন রাত্রিদিন, চার রাত্রিদিন, পাঁচ রাত্রিদিন, ছয় রাত্রিদিন, এমনকি সাত রাত্রিদিন একান্ত সুখ অনুভব করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ। যদি তা'ই হয়, বন্ধুগণ, অধিকতর সুখবিহারী কে—মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অথবা আমি?" যদি তা-ই হয়, তাহা হইলে আয়ুষ্মান গৌতমই মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার হইতে অধিকতর সুখবিহারী?" ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, মহানাম শাক্য তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রদুঃখস্কন্ধ সূত্র সমাপ্ত ॥

অনুমান সূত্র (১৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ভার্গরাজ্যে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, শিশুমারগিরে[২], ভেস-কলাবন[৩] মৃগদাবে[৪]। আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "প্রিয় ভিক্ষুগণ," "প্রিয় মৌদ্গাল্যায়ন" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্যায়ন কহিলেন :

২। প্রিয় ভিক্ষুগণ, 'আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে হিতবাক্য বলুন, আমি

---

১. ইহা জনপদ বিশেষের নাম (প. সূ.)। কোশল রাজ্যেই এই জনপদ অবস্থিত ছিল।
২. শিশুমারগির নামক নগরে। এই নগর স্থাপনের সময় শিশুমার শব্দ করিয়াছিল বলিয়া শিশুমারগির নামে অভিহিত হয় (প. সূ.)।
৩. ইহার অপর নাম 'ভেসকবন' (ভিষ্‌কবন) প. সূ.)।
৪. মৃগপক্ষিগণকে এই বনে অভয় দান করা হইয়াছিল (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাদের উপদেশের যোগ্য’ যদি এইরূপ ইচ্ছা করা সত্বেও কোনো ভিক্ষু দুর্বচ (অবাধ্য) হয়, দুর্বচকরণ ধর্মে সমন্বিত হয়, অনুশাসন (আদেশ ও উপদেশ) দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সহধর্মিগণ তাহাকে হিতবাক্য বলা, অনুশাসন দেওয়া এবং তাহার মতো লোকে আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত মনে করেন না। দুর্বচকরণ ধর্ম কী কী? প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পাপেচ্ছু হয়, পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়। সে যে পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হয়। সে যে আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হয়। সে যে ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী (ক্রোধান্ধ) হয়। সে যে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী (দুঃসাহসী) হয়। সে যে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী হয় এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করে। সে যে ক্রোধী হয় এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচবকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেয় না। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেয় না, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু মক্ষী ও পর্যাসী হয়। সে যে মক্ষী ও পর্যাসী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হয়। সে যে হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হয়। সে যে শঠ ও মায়াবী হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্তব্ধ ও অতিমানী হয়। সে যে স্তব্ধ ও অতিমানী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হয়। সে যে লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী, ও দুর্পরিহারী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। প্রিয় ভিক্ষুগণ, এই সমস্তই দুর্বচকরণ ধর্ম।

৩। প্রিয় ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে হিতবাক্য বলুন, আমি তাঁহাদের উপদেশের যোগ্য' এইরূপ ইচ্ছা না করেন অথচ তিনি সুবচ (সুবাধ্য) হন, সুবচকরণ ধর্মে সমন্বিত হন, এবং অনুশাসন দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে সহধর্মিগণ তাহাকে হিতবাক্য বলা, অনুশাসন দেওয়া, তাঁহার মতো লোকে আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত মনে করেন। সুবচকরণ ধর্ম কী কী? প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছার বশবর্তী হন না। তিনি যে পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছার বশবর্তী হন না, ইহা তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হন না। তিনি যে আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হন না। তিনি যে ক্রোধী ও ক্রোধাভিভুত হন না ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, তিনি ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী হন না। তিনি যে ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী (দুঃসাহসী) হন না। তিনি যে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী হন না এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন না। তিনি যে ক্রোধী হন না এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন না। তিনি যে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করেন না। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াও প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করেন না, ইহাও তাহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন না। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন না। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু মক্ষী ও পর্যাসী হন না। তিনি যে মক্ষী ও পর্যাসী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হন না। তিনি যে হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হন না। তিনি যে শঠ ও মায়াবী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্তব্ধ ও অতিমানী হন না। তিনি যে স্তব্ধ ও অতিমানী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হন না। তিনি যে লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। প্রিয় ভিক্ষুগণ, এই সমস্তই সুবচকরণ ধর্ম।

৪। প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে নিজে এইরূপে অনুমান (বিচার) করিবেন—যে ব্যক্তি পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী হই, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় এবং অমনোজ্ঞ হইব। এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি আত্ম-প্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হই, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হই, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভুত হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী হই, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হই, তাহা হইলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী হই এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করি, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী হইবেন না এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করি, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনি, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেই, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করি, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করি, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দিবেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করিবেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'যে ব্যক্তি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেয় না, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় না দিই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দিবেন বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি মক্ষী ও পর্যাসী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে মক্ষী ও পর্যাসী হই, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু মক্ষী ও পর্যাসী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি শঠ ও মায়াবী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে শঠ ও মায়াবী হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি স্তব্ধ ও অতিমানী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে স্তব্ধ ও অতিমানী হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু স্তব্ধ ও অতিমানী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী, সেও আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

৫। প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে নিজে এইরূপে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ (পর্যালোচনা) করিবেন—'আমি পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি পাপেচ্ছু বা পাপেচ্ছার বশবর্তী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অহোরাত্র কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু নিজে নিজে এইরূপে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ (পর্যালোচনা) করিবেন—'আমি কি আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী নহেন এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দিয়া থাকি, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করি, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি মক্ষী ও পর্যাসী?' যদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি জানেন যে, তিনি মক্ষী ও পর্যাসী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এইসকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি মক্ষী ও পর্যাসী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি শঠ ও মায়াবী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি শঠ ও মায়াবী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি শঠ ও মায়াবী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি স্তব্ধ ও অতিমানী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি স্তব্ধ ও অতিমানী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্তব্ধ ও অতিমানী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী[১], তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

প্রিয় ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা যথার্থ দেখিতে পান যে, সর্ব পাপ ও অকুশলধর্ম তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ঐ সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। [পক্ষান্তরে] যদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে ঐ সকল পাপ ও অকুশলধর্ম প্রহীন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অহোরাত্র কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য। যেমন কোনো তরুণ, প্রসাধনপ্রিয় যুবক বা যুবতী, স্ত্রী বা পুরুষ পরিস্কৃত ও পরিশুদ্ধ আদর্শে বা স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বমুখচ্ছায়া অবলোকন করিয়া তাহাতে রজঃ বা অঞ্জন দেখিয়া সেই রজঃ ও অঞ্জন পরিহারের জন্য সচেষ্ট হয় এবং তাহাতে রজঃ বা অঞ্জন না দেখিলে প্রফুল্ল হইয়া আপন মনে বলে—"বলিহারি, আমার মুখখানি কেমন নির্মল," তেমনভাবেই, প্রিয় ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা যথার্থ দেখিতে পান যে, তাঁহার সমস্ত পাপ ও অকুশলধর্ম প্রহীন হয় নাই, তবে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। [পক্ষান্তরে] যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে ঐ সকল পাপ ও অকুশলধর্ম প্রহীন হইয়াছে, তবে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অহোরাত্র কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ অনুমান সূত্র সমাপ্ত ॥

চেতস্খিল সূত্র (১৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে

১ গৃহীত মত সহজে পরিহার করে না অর্থে দুর্পরিহারী (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষুর পঞ্চচেতস্খিল[১] প্রহীন হয় নাই, চিত্তের পঞ্চবিনিবন্ধ[২] সমুচ্ছিন্ন হয় নাই, সে যে এই ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই।

৩। পঞ্চচেতস্খিল কী কী, যাহা (তাহার মধ্যে) প্রহীন হয় নাই? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা[৩] ও বিচিকিৎসা[৪] পোষণ করে, অভিমনা[৫] ও সম্প্রসন্ন হয় না। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত 'আতাপ্য' (বীর্যারম্ভ)[৬], আত্মনিয়োগ[৭], সাতত্য[৮] ও একাগ্রসাধনার প্রতি[৯] নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্র সাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই প্রথম চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না। যে ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই দ্বিতীয় চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, যে ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ,

---

১. চেতস্খিল চিত্তের স্তব্ধভাব, (প. সূ.)। সংশয় বা বিচিকিৎসাই চেতস্খিল। কঠোপনিষদের ভাষায় সংশয় হৃদয়-গ্রন্থি, এবং জৈন পরিভাষায় ইহা দুঃখশয্যা।
২. বিনিবন্ধ অর্থে যাহা চিত্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখার ন্যায় বন্ধ করিয়া রাখে (প. সূ.)।
৩. গুণে সন্দিহান হওয়ার নাম শঙ্কা (প. সূ.)।
৪. চিন্তনীয় বিষয়ে নিশ্চয় অবধারণের অক্ষমতাই বিচিকিৎসা (প. সূ.)।
৫. পালি 'ন অধিমুচ্চতি'। বিশ্বাসের অভিমুখী হয় না, বিশ্বাসে চিত্ত প্রসন্ন হয় না (প. সূ.)।
৬. ক্লেশ-দাহনের জন্য বীর্যবান হওয়ার নাম আতাপ্য (প. সূ.)।
৭. পালি 'অনুযোগ' অর্থে পুনপ্পুন আত্মনিয়োগ (প. সূ.)।
৮. সাতত্য অর্থে সতত বা অবিরত চেষ্টা (প. সূ.)।
৯. পালি 'পধান' অর্থে প্রহিতভাবে, একনিষ্ঠভাবে সাধনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই তৃতীয় চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না। যে ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্র সাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই চতুর্থ চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হয়। যে ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না; তাহার মধ্যে এই পঞ্চম চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে। উক্ত পঞ্চ চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

৪। পঞ্চ বিনিবন্ধ কী কী, যাহা (তাহার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাসা, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়। যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাসা, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়, যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই প্রথম চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে (দেহে) অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাসা, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়। যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাসা, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাসা, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়। যে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাসা, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই তৃতীয় চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাহাদের মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকণ্ঠভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করে। যে ভিক্ষু আকণ্ঠভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করে, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই চতুর্থ চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, উদ্দেশ্য সে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হইবে অথবা দেবতেতর হইবে। যে ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, উদ্দেশ্য সে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবাতেতর হইবে, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই পঞ্চম চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

এই পঞ্চ চিত্ত-বিনিবিন্ধই তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে। হে ভিক্ষুগণ, উক্ত পঞ্চ চেতস্খিল যাহার মধ্যে প্রহীন হয় নাই, এই পঞ্চ চিত্ত-বিনিবন্ধ সমুচ্ছিন্ন হয় নাই, সে যে এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই।

৫। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুর পঞ্চ চেতস্খিল প্রহীন এবং পঞ্চ চিত্ত-বিনিবন্ধ সুসমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনি যে এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

৬। পঞ্চ চেতস্খিল কী কী, যাহা (তাঁহার মধ্যে) প্রহীন হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি শাস্তার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি শাস্তার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই প্রথম চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি ধর্মের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি ধর্মের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি সংঘের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি সংঘের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই তৃতীয় চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি শিক্ষার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি শিক্ষার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই চতুর্থ চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হন না। যে ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হন না, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই পঞ্চম চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

এই পঞ্চ চেতস্খিলই তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

৭। পঞ্চ বিনিবন্ধ কী কী, যাহা (তাঁহার মধ্যে) সুসমুচ্ছিন্ন হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাসা, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন। যে ভিক্ষু কামে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই প্রথম চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে (দেহে) বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাসা, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন। যে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগত ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন। যে ভিক্ষু রূপে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই তৃতীয় চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকণ্ঠ ভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্য-সুখে নিরত হইয়া অবস্থান করেন না। যে ভিক্ষু আকণ্ঠ ভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করেন না, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই চতুর্থ চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হইবেন অথবা দেবতেতর হইবেন উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন না। যে ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হইবেন অথবা দেবতেতর হইবেন উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন না, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই পঞ্চম চিত্ত-বিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

এই পঞ্চ চিত্ত-বিনিবন্ধই তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যাঁহার মধ্যে উক্ত পঞ্চ চেতস্খিল প্রহীন এবং পঞ্চ চিত্ত-বিনিবন্ধ সুসমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনি যে এই ধর্মবিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

৮। তিনি ছন্দসমাধি-সম্পন্ন[১] একাগ্রসাধনা-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ বর্ধিত করেন, বীর্যসমাধি-সম্পন্ন[২], চিত্তসমাধি-সম্পন্ন[৩], মীমাংসাসমাধি-সম্পন্ন[৪], একাগ্রসাধনাসংস্কার-সমন্বিত[৫] ঋদ্ধিপাদ[১] বর্ধিত করেন[২], পঞ্চমে উৎসোঢ়া[৩]

---

১. ছন্দজনিত ছন্দবহুল সমাধিই ছন্দসমধি। ছন্দজনিত অর্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।
২. বীর্যজনিত বীর্য-বহুল সমাধিই বীর্যসমাধি।
৩. চিত্তজনিত চিত্ত-বহুল সমাধিই চিত্তসমাধি।
৪. মীমাংসাজনিত মীমাংসা-বহুল সমাধিই মীমাংসাসমাধি।
৫. পালি প্রধান-সংখার-সমন্নাগতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বীর্যাভ্যাস করেন। এইরূপে, হে ভিক্ষুগণ, উৎসোঢ়া বীর্যসহ পঞ্চদশগুণে[4] সমন্বিত ভিক্ষু অভিনির্বেদ, সম্বোধি ও অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ লাভের অধিকারী হন। যদি কোনো কুক্কুটি আট, দশ কিংবা বারটি ডিম্ব প্রসব করিয়া ডিম্বগুলির উপর পক্ষ বিস্তার-পূর্বক লীনভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া উষ্ণতা দান করে এবং সর্বতোভাবে পরিপক্ক করিবার ভাবে তাপ দিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ কুক্কুটির কি এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না -'আহা, যেন আমার শাবকগুলি পাদ-নখ-শিখা অথবা মুখতুণ্ড দ্বারা ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া নিরাপদে বর্হিগত হউক?' ইহাতেই তো কুক্কুটশাবকগুলি পাদ-নখ-শিখা অথবা মুখতুণ্ড দ্বারা ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া নিরাপদে বহির্গত হইতে সক্ষম হয়। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, উৎসোঢ়া বীর্যসহ পঞ্চদশগুণে সমন্বিত ভিক্ষু অভিনির্বেদ, সম্বোধি ও অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ লাভের অধিকারী হন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ চেতস্খিল সূত্র সমাপ্ত ॥

বনপ্রস্থ সূত্র (১৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহবান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

হে ভিক্ষুগণ, আমি বনপ্রস্থ-পর্যায় (বনপ্রস্থ সূত্র) উপদেশ প্রদান করিব, তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। "যথা আজ্ঞা, প্রভো" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন

---

১. ঋদ্ধিপাদ অর্থে ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভের এক একটি উপায়। চারি ঋদ্ধিপাদ। ব্যাখ্যা বি-ম ইদ্ধিবিধা-নিদ্দেস দ্র.।

২. পালি 'ভাবেতি'র অবিকল বাঙলা 'ভাবনা করেন' কিন্তু বাঙলায় 'ভাবনা করেন' অর্থে অতিরিক্ত ভাবেন, দুশ্চিন্তা করেন। কুক্কুটির ডিমে তা দেওয়ার উপমায় পালি 'ভাবনা'র গুরুত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে।

৩. উৎসোঢ়া বীর্য অর্থে সর্ব কর্তব্য সাধনে প্রযুজ্য বীর্য (প. সূ.)

৪. পঞ্চ চেতস্খিল পরিহার, পঞ্চ বিনিবন্ধ সমুচ্ছেদ ও চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবনার সহিত উৎসোঢ়া বীর্যাভ্যাস যোগ করিয়া পঞ্চদশ গুণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। ঐ বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষ্যজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে ভিক্ষু এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি এই বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ অবলম্বন করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষ্যজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়।' হে ভিক্ষুগণ, সেস্থলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে রাত্রিভাগে অথবা দিবাভাগে ঐ বনপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য, তথায় তাঁহার আর বাস করা অনুচিত।

৩। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করেন। ঐ বনপ্রস্থ অবলম্বন করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। সেস্থলে ভিক্ষু এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিবেন—'আমি এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে যে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক সৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়; তবে আমি তো চীবর-হেতু, পিণ্ডপাত-হেতু, শয়নাসন-হেতু, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণহেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই। অথচ এদিকে এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়।

সেস্থলে শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় আছে জানিয়া ভিক্ষুর পক্ষে সেই বনপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য, তথায় তাঁহার আর বাস করা অনুচিত।

৪। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করেন। ঐ বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে যে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক সৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে বিষয়টি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য—'আমি এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমি তো চীবর-হেতু, পিণ্ডপাত-হেতু, শয়নাসন-হেতু, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই অথচ এদিকে এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়।'

হে ভিক্ষুগণ, সেস্থলে শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় নাই জানিয়া ভিক্ষুর পক্ষে সেই বনপ্রস্থে বাস করা কর্তব্য, তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

৫। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ঐ বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, কিন্তু প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য—'আমি এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেস্থলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে যাবজ্জীবন ঐ বনপ্রস্থে বাস করা কর্তব্য, তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

৬। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ কিংবা ব্যক্তির আশয়ে অবস্থান করেন। ঐ ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিবার সময় তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ, সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য—'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না এবং প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়।' সেস্থলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে রাত্রিভাগে অথবা দিবাভাগে ঐ ব্যক্তির অনুমতি না লইয়া প্রস্থান করা কর্তব্য, তথায় তাঁহার আর বাস করা অনুচিত।

৭। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ঐ ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইরূপে পর্যালোচনা করা কর্তব্য—'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমি তো চীবর-হেতু, পিণ্ডপাত-হেতু, শয়নাসন-হেতু, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই। অথচ এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না। সেক্ষেত্রে শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় আছে জানিয়া ঐ ব্যক্তির অনুমতি না লইয়া ভিক্ষুর পক্ষে সেস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য, তাঁহার আর সেস্থানে বাস করা অনুচিত।

৮। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ঐ ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা কর্তব্য তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে ভিক্ষুর এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য—'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমি তো চীবর-হেতু, পিণ্ডপাত-হেতু, শয়নাসন-হেতু, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই। অথচ এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়।' সেস্থলে ভিক্ষুর শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় নাই জানিয়া ঐ ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করা কর্তব্য, তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

৯। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ঐ ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইভাবে পর্যালোচনা করা কর্তব্য—'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় প্রাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে সকল জীবনোকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়।' সেস্থলে ভিক্ষুর সেই ব্যক্তির আশ্রয়ে যাবজ্জীবন বাস করা কর্তব্য, সেস্থান হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া অনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ বনপ্রস্থ সূত্র সমাপ্ত ॥

মধুপিণ্ডিক সূত্র (১৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কপিলবস্তু-সন্নিধানে, ন্যগ্রোধারামে। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কপিলবস্তুতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করিলেন। কপিলবস্তুতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজন সমাপনান্তে ভিক্ষাসংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যেখানে মহাবন[১] সেখানে দিবাবিহারের জন্য[২] উপস্থিত হইলেন। মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি তরুণ বেণুষষ্টিমূলে দিবাবিহার ব্যপদেশে উপবেশন করিলেন। দণ্ডপাণি[৩] শাক্য পাদচারণ করিতে করিতে যেখানে মহাবন সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাবনে প্রবেশ করিয়া তিনি যেখানে তরুণ বেণুযষ্টি, যেখানে ভগবান সমাসীন ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া দণ্ডপাণি শাক্য ভগবানকে কহিলেন, "শ্রমণ কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী?" দণ্ডপাণি, যথাবাদী (যথার্থবাদী পুরুষ) কী দেবলোকে, কী মারভুবনে, কী শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডলে, কী দেবমনুষ্য মধ্যে, কোনো লোকেই বাদ-বিসম্বাদ করিয়া অবস্থান করেন না এবং যেভাবে কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ), কৌকৃত্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাভবে বীততৃষ্ণ ব্রাহ্মণের[৪] মধ্যে

---

১. কপিলবস্তুর নিকটবর্তী মহাবন অরোপিত, স্বয়ংজাত বন; বৈশালীর নিকটবর্তী মহাবন রোপিত অরোপিত বা মিশ্র বন (প. সূ.)।

২. ধ্যানসমাধিসুখে দিবা অতিবাহিত করিবার জন্য।

৩. বয়সে যুবা হইলেও দণ্ডপাণি শাক্য অপরকে আঘাত প্রদানের প্রবৃত্তিবশত সুবর্ণ দণ্ড হস্তে বিচরণ করিতেন। ইহাই বস্তুত দণ্ডপাণি নামের বিশেষত্ব (প. সূ.)।

৪. এস্থলে ব্রাহ্মণ অর্থে বুদ্ধ অর্হৎ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশচেতনা, পাপচেতনা) অনুশয় উৎপাদন করে না,[১] আমি এই মতবাদী, এই আখ্যায়ী। ইহা বিবৃত হইলে দণ্ডপাণি শাক্য শির কম্পিত করিয়া, জিহ্বা বাহির করিয়া, ললাটে ত্রি-ভ্রূভঙ্গ করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া প্রস্থান করিলেন।

২। অতঃপর ভগবান সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া ন্যগ্রোধারামে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের জন্য কপিলবস্তুতে প্রবেশ করিলাম। কপিলবস্তুতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজন সমাপনান্তে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যেখানে মহাবন সেখানে দিবা-বিহারের জন্য উপস্থিত হইলাম। মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া আমি তরুণ বেণুযষ্টিমূলে দিবা-বিহার ব্যপদেশে উপবেশন করিলাম। দণ্ডপাণি শাক্য পাদচারণ করিতে করিতে যেখানে মহাবন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাবনে প্রবেশ করিয়া যেখানে তরুণ বেণুযুষ্টি, যেখানে আমি সমাসীন, সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আমার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া দণ্ডপাণি শাক্য আমাকে কহিলেন, "শ্রমণ কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী?" "যথাবাদী (পুরুষ) কী দেবলোকে, কী মারভূবনে, কী ব্রহ্মলোকে, কী শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডলে, কী দেবমনুষ্য মধ্যে কোনো লোকেই বাদ-বিসম্বাদ করিয়া অবস্থান করেন না, এবং যেভাবে কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী, কুকৃত্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাববে বীততৃষ্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশচেতনা, পাপচেতনা) অনুশয় উৎপাদন করে না, আমি এই মতবাদী, এই আখ্যায়ী।" ইহা বিবৃত হইলে দণ্ডপাণি শাক্য শির কম্পিত করিয়া, জিহ্বা বাহির করিয়া, ললাটে ত্রি-ভ্রূভঙ্গ করিয়া যষ্টিতে ভর করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩। ইহা বিবৃত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, কী মতবাদী বলিয়া ভগবান দেবলোকে, মারভুবনে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেবমনুষ্য কোনো লোকেই বাদ-বিসম্বাদ করিয়া অবস্থান করেন না? প্রভো, কীরূপেই বা কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী, কৌকৃত্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাভবে বীততৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশ-চেতনা, পাপচেতনা) অনুশয় উৎপাদন করে না?" যে কারণে ভিক্ষুগণ

১. পালি নানুসেন্তি—অনুশায়িত করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যক্তিবিশেষে প্রপঞ্চসংজ্ঞা নির্দেশ করেন[১] তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের[২] অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি-অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়, এস্থলে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

৪। ভগবান প্রস্থান করিতে না করিতে অচিরে সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে এই চিন্তা উদিত হইল—বন্ধুগণ, ভগবান বিষয়টি সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া বিশদভাবে উহার অর্থবিভাগ না করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার উক্তি হইল—যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষকে প্রপঞ্চসংজ্ঞায় নির্দেশ করেন তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি-অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়, এস্থলে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়। ভগবানের এই সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিশদভাবে অব্যাখ্যাত উক্তির বিশদ অর্থবিভাগ কী? অতঃপর তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—কেন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সতীর্থগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রসংশিত, তিনিই সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদ অর্থ করিতে সমর্থ।

---

১. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে প্রপঞ্চ অর্থে তৃষ্ণা, আত্মাভিমান ও আত্মদৃষ্টি এবং দ্বাদশ আয়তন (চক্ষু-শ্রোত্রাদি ছয় অধ্যাত্ম আয়তন এবং রূপশব্দাদি ছয় বহিরায়তন) বিদ্যমান থাকিলেই প্রপঞ্চসংজ্ঞা প্রবর্তিত হয় (প. সূ.)। আমাদের মতে, সহজ ব্যাখ্যা অবয়ববিশিষ্ট ও ষড়েন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষকে ব্যক্তিরূপে আখ্যাত করেন।

২. আসব স্থায়ীভাবে অধিকার করিলে অনুশয় বা অন্তর্নিহিত সংস্কার নামে অভিহিত হয়। বৃক্ষের পক্ষে যেমন শিকড়, সকল আসবের মূলেও তেমন অনুশয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতএব আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইব এবং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে কহিলেন, বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া এবং বিস্তারিতভাবে অর্থবিভাগ না করিয়া এই উক্তি করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—সে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষকে প্রপঞ্চসংজ্ঞায় (ব্যবহারিক সংজ্ঞায়) নির্দেশ করেন তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টিঅনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দণ্ডোত্থোলন, শাস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়, এস্থলে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়। আমাদের মনে চিন্তা হইল, আমাদের মধ্যে কে সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদ অর্থ করিতে পারিবেন? তখন আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—কেন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সতীর্থগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রসংশিত; তিনি সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদভাবে অর্থ করিতে সমর্থ। অতএব আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব, ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিব।

৫। বন্ধুগণ, যেমন সারার্থী, সারান্বেষী কোনো ব্যক্তি সারান্বেষণে বিচরণ করিতে গিয়া বৃহৎ সারবান বৃক্ষ থাকিতে তাহা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের মূল ছাড়িয়া বৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখাপল্লবে সারান্বেষণ করা উচিত মনে করে, আয়ুষ্মানগণের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই মনে হইতেছে। শাস্তার সম্মুখে থাকিতে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নগণ্য আমাকে তাঁহার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করা আপনারা উচিত মনে করিয়াছেন। বন্ধুগণ, সেই ভগবান জানিবার যাহা জানেন, দেখিবার যাহা দেখেন, তিনি চক্ষু-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, ধর্ম-স্বরূপ, ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-বিয়ন্তা, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত, তখনই তো ঠিক সময় ছিল যখন আপনারা ভগবানকে তাঁহার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া একথা বলিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারিতেন—"ভগবন, আমাদের নিকট যেভাবে উক্তির ব্যাখ্যা করিবেন, আমরা তাহা সেইভাবে অবধারণ করিব।" বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান সত্যই জানিবার যাহা জানেন, দেখিবার যাহা দেখেন, তিনি চক্ষু-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, ধর্ম-স্বরূপ, ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নিয়ন্তা, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। বাস্তবিক তখনই সময় ছিল যখন আমরা তাঁহাকে তাঁহার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া একথা বলিতে পারিতাম—"ভগবন, আমাদের নিকট যেভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করিবেন আমরা সেভাবে তাহা অবধারণ করিব।" তথাপি আমরা জানি যে, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক ও সতীর্থগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রসংশিত, তিনিই তো সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদভাবে অর্থ করিতে সমর্থ। অতএব, মহাকাত্যায়ন আমাদিগকে অবহেলা না করিয়া ভগবানের উক্তির ব্যাখ্যা করুন।

৬। বন্ধুগণ, তাহা হইলে তোমরা শ্রবণ কর, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। "তথাস্তু" বলিয়া অপর ভিক্ষুগণ সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন কহিলেন, ভগবান সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া এবং বিস্তারিতভাবে অর্থ না করিয়া যে উক্তি-মাত্র করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই উক্তি হইতেছে এই—যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষকে প্রপঞ্চসংজ্ঞায় নির্দেশ করেন, তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টিঅনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়। এস্থলে এই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়।

সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবদুক্তির বিস্তারিত অর্থ আমি এইরূপে জানাইতেছি—বন্ধুগণ, চক্ষুর[১] কারণ রূপে[২] চক্ষু-বিজ্ঞান[৩] উৎপন্ন হয়, এ তিনের সঙ্গতিতে (সংযোগে) স্পর্শ[৪], স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হয়[৫], বেদনায় যাহা বেদিতসংজ্ঞায় তাহা সংজানিত, সংজ্ঞায় যাহা সংজানিত

---

১. চক্ষু অর্থে প্রসাদ-চক্ষু (প. সূ.)।

২. রূপ অর্থে চক্ষুর আলম্বন বা বিষয়ীভূত বাহ্যরূপ, দৃশ্যবস্তু (প. সূ.)।

৩. চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অভিব্যক্ত চিত্ত।

৪. স্পর্শ অর্থে চক্ষু-দৃশ্য বস্তু ও চক্ষু-বিজ্ঞানের সঙ্গতি বা যোগাযোগ, যাহা না ঘটিলে বেদনা উৎপন্ন হয় না।

৫. স্পর্শের কারণ বেদনা সহজাত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিতর্কে তাহা বিতর্কিত, বিতর্কে যাহা বিতর্কিত প্রপঞ্চে তাহা প্রপঞ্চিত, প্রপঞ্চে যাহা প্রপঞ্চিত[১] তাহার কারণেই লোকে অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) চক্ষু-বিজ্ঞেয়রূপে প্রপঞ্চ-সংজ্ঞা প্রবর্তিত হয়। শ্রোত্র, শব্দ এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ এবং কায়-বিজ্ঞান, মন, ধর্ম এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

যদি চক্ষু, রূপ এবং চক্ষু-বিজ্ঞান থাকে, সেক্ষেত্রে স্পর্শ বলিয়া কোনো প্রজ্ঞপ্তি কেহ নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা আছে। স্পর্শ-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি, বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে বিতর্ক-প্রজ্ঞপ্তি, বিতর্ক-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে প্রপঞ্চ-সংজ্ঞা-সংখ্যা-নির্দেশক-প্রজ্ঞপ্তি কেহ নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা আছে। শ্রোত্র, শব্দ ও শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ ও ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস ও জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ ও কায়-বিজ্ঞান, মন ধর্ম ও মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

যদি চক্ষু না থাকে, রূপ না থাকে চক্ষু-বিজ্ঞান না থাকে, সেক্ষেত্রে স্পর্শ নামে কোনো প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই। স্পর্শ-প্রজ্ঞপ্তি না থাকিলে বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি, বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি না থাকিলে সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি না থাকিলে প্রপঞ্চ-সংজ্ঞা-সংখ্যা-নির্দেশক-প্রজ্ঞপ্তি কেহ নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্র, শব্দ ও শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ ও ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস ও জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ ও কায়-বিজ্ঞান, মন, ধর্ম ও মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

বন্ধুগণ, সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া এবং বিস্তারিতভাবে অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া যে উক্তি করিয়া ভগবান আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমি এই উক্তির অর্থ বিস্তারিতভাবে এইরূপে জানাইতেছি; যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভগবানের নিকট যাইয়া এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পার এবং তিনি এ বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা যেইরূপে বলেন, তাহা তোমরা সেইরূপেই অবধারণ করিবে।

৭। অতঃপর ঐ ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান, মহাকাত্যায়নের বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানকে আনুপূর্বিক সকল বিষয় নিবেদন করিলেন, প্রভো, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন দ্বারা এই আকারে ও এই পদব্যঞ্জনে ভগদ্বাক্যের অর্থ বিভাজিত হইয়াছে। "হে

১. বেদনা যে বিষয় বেদনা করে সংজ্ঞা তাহা সম্যকভাবে জানে, বিতর্ক তাহা লইয়া বিব্রত হয় এবং প্রপঞ্চ তাহাকে প্রপঞ্চিত বা চিন্তায় প্রসারিত করে (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, মহাকাত্যায়ন মহাপ্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত। যদি তোমরা আমাকে আমার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা হইলে মহাকাত্যায়ন দ্বারা তাহা যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আমিও ঠিক সেইভাবেই ব্যাখ্যা করিতাম। ইহাই বস্তুত আমার উক্তির অর্থ এবং এইভাবেই তোমরা তাহা অবধারণ কর।"

৮। ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন, প্রভো, যদি কোনো ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ব্যক্তি মধুপিণ্ড[১] লাভ করে, সে যেমন যখনই তাহা আস্বাদন করে তাহাতে যথাপরিমিত স্বাদুরস লাভ করে, প্রভো, তেমনভাবেই যখন কোনো চিন্তাশীল এবং পণ্ডিতজাতীয় ভিক্ষু প্রজ্ঞার দ্বারা এই ধর্ম-পর্যায়ের (সূত্রের) অর্থ উপর্যুপরি পরীক্ষা করিবেন, তাহাতে তিনি মনের প্রফুল্লতা লাভ করিবেন, চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিবেন।

"প্রভো, এই ধর্ম-পর্যায়ের নাম কী হইবে?" আনন্দ, যেহেতু তুমি মদুপিণ্ডের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছ, তুমি এই ধর্ম-পর্যায়কে মধুপিণ্ডিক ধর্ম-পর্যায় নামে অবধারণ কর।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মধুপিণ্ডিক সূত্র সমাপ্ত ॥

দ্বিধাবিতর্ক সূত্র (১৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধিলাভের পূর্বে, অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের অবস্থায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—আমার পক্ষে বিতর্কসমূহকে দ্বিধা দ্বিধা, দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া[২] তৎ তৎ সম্পর্কে অবস্থান করা কর্তব্য। যাহা কাম-

---

১ মধুপিণ্ডিকন্তি মহন্তং গুলপূবং বদ্ধসত্তুগুলকং। মধুপিণ্ড অর্থে বড় আকারের গুড়ের পিঠে, ছাতুর মোয়া (প. সূ.)।

২ অকুশল পক্ষে এক ভাগ, কুশল পক্ষে দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ সংসার পক্ষে এক ভাগ এবং নির্বাণ পক্ষে দ্বিতীয় ভাগ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিতর্ক[১], যাহা ব্যাপাদ-বিতর্ক[২] এবং যাহা বিহিংসা-বিতর্ক[৩] তৎসমস্ত লইয়া এক ভাগ করি।[৪] যাহা নিষ্কাম-বিতর্ক,[৫] যাহা অব্যাপাদ-বিতর্ক[৬] ও যাহা অবিহিংসা-বিতর্ক[৭] তৎসমস্ত লইয়া দ্বিতীয় ভাগ করি।[৮] এইরূপে অপ্রমত্ত, বীর্যবান এবং প্রহিতভাব অবলম্বনে যখন অবস্থান করি তখন কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইলে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি, এই যে আমার কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আত্মব্যাধি, (আত্মদুঃখ), পরব্যাধি, আত্মপর উভয় ব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, তাহা প্রজ্ঞানিরোধকারী, বিঘাতপক্ষ (দুঃখদায়ক) এবং নির্বাণ-প্রতিপক্ষ। ইহা আত্মব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, পরব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, আত্মপর উভয় ব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, ইহা প্রজ্ঞানিরোধকারী, বিঘাত-পক্ষ ও নির্বাণ-প্রতিপক্ষ। এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিলে আমার কাম-বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যখনই আমার কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তখনই আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, অপনোদন করিয়াছি, ব্যন্ত (শেষ) করিয়াছি। ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং বিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, যে যে বিষয়ে ভিক্ষু বহুল পরিমাণে স্বমনে তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, যে সে বিষয়ে তাহার চিত্তের নতি হয়; যে কামবিতর্ক বিষয়ে স্বমনে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, তাহাতে সে নিষ্কাম-বিতর্ক ছাড়িয়া কাম-বিতর্কই বহুল পরিমাণে পোষণ করে ; কাম-বিতর্কের প্রতিই তাহার চিত্ত নমিত হয়।

যে ব্যাপাদ-বিতর্ক বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, তাহাতে সে অব্যাপাদ-বিতর্ক ছাড়িয়া ব্যাপাদ বিতর্কই বহুল পরিমাণে পোষণ করে, ব্যাপাদ-বিতর্কের প্রতিই তাহার চিত্ত নমিত হয়। যে বিহিংসা-বিতর্ক বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, তাহাতে

---

১ কাম-সংযুক্ত, কাম-সংশ্লিষ্ট বিতর্কই কাম-বিতর্ক (প. সূ.)।

২. ব্যাপাদ-সংযুক্ত, ক্রোধ-প্রবৃত্ত বিতর্কই ব্যাপাদ-বিতর্ক (প. সূ.)।

৩. বিহিংসা-সংযুক্ত, হিংসা-প্রবৃত্ত বিতর্কই বিহিংসা-বিতর্ক (প. সূ.)।

৪. এক ভাগ অর্থে অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, সর্বোপায়ে অকুশল পক্ষে যে এক ভাগ (প. সূ.)।

৫. পালি নেক্‌খম্ম—নৈস্কাম্য কিংবা নৈষ্ক্রম্য। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, কামেহি নিস্‌সট্‌ঠো নেক্‌খম্ম-পটিসংযুত্তো বিতক্কো নেক্‌খম্ম-বিতক্কো নাম (প. সূ.)। ইহা প্রথম ধ্যানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা।

৬. অব্যাপাদ অর্থে মৈত্রী।

৭. অবিহিংসা অর্থে করুণা।

৮. সর্বোপায়ে কুশল পক্ষে যে ভাগ তাহাই দ্বিতীয় ভাগ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে অবিহিংসা-বিতর্ক ছাড়িয়া বিহিংসা-বিতর্কই বহুল পরিমাণে পোষণ করে, বিহিংসা-বিতর্কের প্রতিই তাহার চিত্ত নমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, বর্ষার শেষমাসে, শারদ সময়ে শস্যহানি ভয়ে গোপাল গোসমূহকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই গোসমূহকে সময়ে সময়ে দণ্ড দ্বারা পৃষ্ঠে আঘাত করে, পার্শ্বে আঘাত করে, 'ঘেরাও' করে, এবং ইহাদের অবাধগতি নিবারণ করে। ইহার কারণ কী? যেহেতু গোপাল দেখিতে পায় যে, গোসমূহ অরক্ষিত থাকিলে তৎকারণ সে বধ, বন্ধন, প্রাণহানি অথবা নিন্দা দুঃখ পাইবে। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, আমি অকুশলধর্মে আদীনব, অবকার (আবর্জনা) ও সংক্লেশ, এবং নিষ্কাম (নৈস্ক্রম্য) কুশলধর্মে 'অনৃশংসা' (আনুকূল্য) এবং ব্যবদান-পক্ষতা (বিশুদ্ধিভাব) দেখিতে পাই। এইরূপে অপ্রমত্ত ও বীর্যবান হইয়া প্রহিতভাবে অবস্থান করিবার সময় আমার নিষ্কাম-বির্তক উৎপন্ন হয়। তখন আমি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি, আমার মধ্যে এই যে নিষ্কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আত্মব্যাধি, পরব্যাধি, আত্মপর উভয় ব্যাধির দিকে সংবর্তন করে না; ইহা প্রজ্ঞাবর্ধনকারী, অবিঘাত-পক্ষ ও নির্বাণগামী।

হে ভিক্ষুগণ, যদি রাত্রে, দিনে এবং এমনকি দিবারাত্র সেবিষয়ে ভিক্ষু স্বমনে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করেন, তাহাতে তৎকারণ কোনো ভয় দেখিতে পাই না। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত মাত্রায় তাহা লইয়া স্বমনে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করিতে গেলে দেহ ক্লান্ত হয়, দেহ ক্লান্ত হইলে চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয়, চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা সমাধি হইতে দূরে অবস্থান করে। সে কারণে, হে ভিক্ষুগণ, আমি স্বচিত্তকে অধ্যাত্মসুখে প্রতিষ্ঠিত করি, সন্নিবিষ্ট করি, একাগ্র করি, সুবিন্যস্ত করি। ইহার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য যাহাতে চিত্ত উৎক্ষিপ্ত না হয়। অব্যাপাদ-বিতর্ক এবং অবিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, যে যে বিষয়ে ভিক্ষু স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন, সে সে বিষয়ের প্রতি তাঁহার চিত্তের নতি হয়। যদি তিনি নিষ্কাম-বিতর্ক স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন তাহাতে তিনি কাম-বিতর্ক ছাড়িয়া নিষ্কাম-বিতর্ক বহুল পরিমাণে পোষণ করেন, নিষ্কাম-বিতর্কের প্রতিই তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। যদি তিনি অব্যাপাদ-বিতর্ক বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন, তাহাতে তিনি ব্যাপাদ-বিতর্ক ছাড়িয়া অব্যাপাদ-বিতর্ক বহুল পরিমাণে পোষণ করেন; অব্যাপাদ-বিতর্কের প্রতি তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। যদি তিনি অবিহিংসা-বিতর্কবিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন, তাহাতে তিনি বিহিংসা-বিতর্ক ছাড়িয়া অবিহিংসা-বিতর্ক পোষণ করেন, অবিহিংসা-বিতর্কের প্রতিই তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। যেমন গ্রীষ্মের শেষ মাসে গোপাল গোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহারা কী বৃক্ষমূলগত হইল, কী উন্মুক্ত-আকাশতলগত হইল, এ বিষয়ে স্মৃতিশীল হয়, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এসকল ধর্ম কী অবস্থায় আছে, তদ্বিষয়ে আমাকে স্মৃতিশীল (মনোযোগী) হইতে হইয়াছিল।

৩। হে ভিক্ষুগণ, আমার বীর্য (কর্মতৎপরতা) আরব্ধ হইয়াছে, তাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংমূঢ় হইবার নহে; দেহমন প্রশান্ত হইয়াছে, তাহা নিপীড়িত হইবার নহে; সমাহিত চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, (তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার নহে) হে ভিক্ষুগণ, সেই অবস্থায় আমি কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল ধর্ম পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপক্ষোর ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করি। সর্বদৈহিক সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষবিষাদ) অস্তমিত করিয়া, নাদুঃখ-নাসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, (পরিস্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত (স্থির) ও অনেজ (নিষ্কম্প) অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারিজন্ম পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পে ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখদুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এস্থানে (এই যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এইরূপ সুখদুঃখ অনুভব, এই পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। ইতি আকার ও উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমন ভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর-জ্ঞান) অধিগত (আয়ত্ত) হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবিদ্যা বিহত (বিনষ্ট), বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম (অন্ধকার) বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের (অপরাপর জীবের) চ্যুতি-উৎপত্তি (গতিপরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাই- জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে—এ সকল মহানুভব জীব কায় দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মন-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইতেছে; অথবা এসকল মহানুভব জীব কায়-সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক-সুচরিত্র-সমন্বিত, মন-সুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং সম্যকদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে, দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইত্যাদিভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—সত্ত্বগণ (অপরাপর জীবগণ) একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, ঠিক তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যমযামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতিপরম্পরা জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভুত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি—ইহা 'দুঃখ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-সমুদয়' (দুঃখের উৎপত্তি) আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখনিরোধ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ' আর্যসত্য, এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধ-গামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইভাবে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হইল, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারিলাম—চিরতরে জন্মক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যা' কিছু করিবার ছিল করা হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির অন্তিম যামে আমার তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

৪। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর কোনো এক অরণ্যোপবনে (বনখণ্ডে) এক বৃহৎ জলাশয় আছে, উহারই নিকটে এক বৃহৎ মৃগসংঘ (মৃগযূথ) বাস করে। তথায় মৃগদিগের অনর্থকামী, অহিতকামী, অযোগক্ষেমকামী (অনিরাপদকামী) এক ব্যক্তি (লুব্ধক) আবির্ভূত হইল। মনে কর, সে মৃগদিগের পক্ষে যে পথ নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমন তাহা রুদ্ধ করিয়া যাহা কুমার্গ তাহা উন্মুক্ত করিয়া তথায় এক ওকচর[১] মৃগ স্থাপন করিয়া উহার সম্মুখে দীর্ঘরজ্জুবদ্ধ এক ওকচারিকা মৃগী স্থাপন করিল, এবং তাহাতে পরে সেই বৃহৎ মৃগসংঘ অনয়-ব্যসন ও সংখ্যাল্পতা প্রাপ্ত হইল[২]। মনে কর, সেই বৃহৎ মৃগসংঘের পক্ষে অর্থকামী, হিতকামী ও যোগক্ষেমকামী (নিরাপদকামী) কোনো ব্যক্তি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। মনে কর, তিনি মৃগদিগের পক্ষে যে পথ নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমন, তাহা উন্মুক্ত করিয়া ও কুমার্গ রুদ্ধ করিয়া ওকচর মৃগ ও ওকচারিকা মৃগীকে বিনষ্ট করিলেন, তাহাতে সেই বৃহৎ মৃগসংঘ পরে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হইল। হে ভিক্ষুগণ, লক্ষিত অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্য এই উপমা প্রদান করা হইল। উপমার অর্থ এই—এস্থলে বৃহৎ জলাশয় কামের অধিবচন বা নামান্তর ; মহামৃগসংঘ জীবগণের নামান্তর ; অনর্থকামী, অহিতকামী ও অযোক্ষেমকামী লুব্ধক পাপাত্মা মারের নামান্তর এবং কুমার্গ অষ্টাঙ্গযুক্ত মিথ্যামার্গেরই নামান্তর। অষ্টাঙ্গ এই—মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক, মিথ্যা কর্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এস্থলে ওকচর মৃগ নন্দিরাগেরই নামান্তর এবং ওকচারিকা মৃগী অবিদ্যারই নামান্তর ; অর্থকামী, হিতকামী ও যোগক্ষেমকামী পুরুষ তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের নামান্তর; নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমনীয় মার্গ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেরই নামান্তর। অষ্টাঙ্গ এই—সম্যকদৃষ্টি, সম্যক-সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

৫। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যে মার্গ নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমন, তাহা

---

১. মৃগগণের বাসস্থানে স্থাপিত রজ্জুবদ্ধ পালিত মৃগ।

২. মৃগলুব্ধক বনচারী মৃগগণকে বিপথগামী করিয়া হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে উহার বিচরণ স্থানে ওকচর মৃগ এবং উহার সম্মুখে দীর্ঘরজ্জুবদ্ধ এক ওকচারিকা মৃগী স্থাপন করিয়া শক্তি হস্তে গোপনে প্রতীক্ষা করে। মৃগগণ দূর হইতে ওকচর ছাগযুগলকে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উহাই তাহাদের গন্তব্য পথ বলিয়া ভ্রম করে এবং ঐ পথে অগ্রসর হইয়া বিপন্ন হয়, সুযোগ পইয়া লুব্ধক শক্তি-প্রহারে বহু মৃগ বধ করে (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকর্তৃক উন্মুক্ত হইল, কুমার্গ রুদ্ধ হইল, ওকচর মৃগ ও ওকচারিকা মৃগী বিনষ্ট হইল। হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণের হিতৈষী ও অনুকম্পাকারী শাস্তার পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক যাহা করণীয়, তাহা আমি তোমাদের প্রতি সম্পাদন করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ, এই যত বৃক্ষমূল, এই যত শূন্যাগার, তথায় তোমরা ধ্যান-নিরত হও, প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পরে অনুশোচনা করিও না। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুশাসন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ দ্বিধাবিতর্ক সূত্র সমাপ্ত ॥

বিতর্কসংস্থান সূত্র (২০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ,’ ভিক্ষুগণ ‘হ্যাঁ ভদন্ত,’ বলিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত-অনুযুক্ত[১] হইয়া ভিক্ষু যথাকালে নিরন্তর পঞ্চ নিমিত্ত[২] মনন করিবে। পঞ্চনিমিত্ত কী কী? যে নিমিত্ত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) গ্রহণ করিলে, যে নিমিত্ত মনন করিলে, ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ “ ঐ ভিক্ষুর (সাধকের) পক্ষে ঐ নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত[৩] মনন করা কর্তব্য। ঐ নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-

---

১. অধিচিত্ত-অনুযুক্ত অর্থে যোগ-যুক্ত, ধ্যান-সমাধি-রত। বুদ্ধঘোষ বলেন, “ভিক্ষু (সাধক) সংগৃহীত ভিক্ষান্ন ভোজনের পর আসন হস্তে কোনো এক বৃক্ষমূলে, বনখণ্ডে, পর্বতপাদে অথবা প্রাগ্ভারে শ্রমণধর্ম পালন করিবেন উদ্দেশ্যে গমন করিয়া তৃণপত্রাদি স্থান হইতে অপসারিত করিয়া, আসন পাতিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, পর্যাঙ্কাবদ্ধ (পদ্মাসন) হইয়া মূল কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিলে অধিচিত্ত-অনুযুক্ত হন” (প. সূ.)।

২. বুদ্ধঘোষের মতে নিমিত্ত অর্থে কারণ (প. সূ.)। নিমিত্তানী তি কারণানি। নিমিত্ত বস্তুত ধ্যেয় বিষয়।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে পালি-উক্ত অষ্টত্রিংশ কর্মস্থানের (ভাবনার বিষয়ের) যেকোনো এক কর্মস্থান (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে যে সকল পাপ ও অকুশল-বিতর্ক ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত, তৎসমস্ত প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তৎসমস্ত প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো দক্ষ তক্ষক বা তক্ষক-অন্তেবাসী ক্ষুদ্র আণির দ্বারা বৃহৎ আণিকে আঘাত করে, শিথিল করে এবং বহির্গত করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যে নিমিত্ত গ্রহণ করিলে এবং যে নিমিত্ত মনন করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, ভিক্ষুর পক্ষে ঐ নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করা কর্তব্য। ঐ নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে, যে সকল পাপ ও অকুশল-বিতর্ক ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত তৎসমস্ত প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তৎসমস্ত প্রহীন হইলে অধ্যাত্মসুখে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি ঐ নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিতে গেলে ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে এইভাবে ঐ সকল বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ (উপপরীক্ষা) করা কর্তব্য—এই এই বিতর্ক অকুশল, এই এই বিতর্ক সাবদ্য, এবং এই এই বিতর্ক দুঃখ-বিপাক, এই এই কারণে। এইভাবে বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিলে যে সকল পাপ ও অকুশল বিতর্ক ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত তৎসমস্ত প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তৎসমস্ত প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো প্রসাধন-প্রিয় যুবা বা যুবতী, পুরুষ বা স্ত্রী, অহি-কুণপ কুক্কুর-কুণপ কিংবা মনুষ্য-কুণপ কণ্ঠে আলগ্ন হইলে আর্ত ও লজ্জিত হইয়া ঘৃণাবোধে তাহা পরিত্যাগ করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই নিমিত্ত হইতে অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে এইভাবে ঐ সকল বিতর্কের অদীনব পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য—এই এই বিতর্ক অকুশল, এই এই বিতর্ক সাবদ্য, এই এই বিতর্ক দুঃখবিপাক, এই এই কারণে। এইভাবে বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। হে ভিক্ষুগণ, বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াও যদি ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে ঐ সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। এই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হইলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তামিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। যেমন কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ চক্ষুর আপাথগত, চক্ষুর গোচরীভূত, রূপ-অদর্শন-কামী হইয়া চক্ষু নিমীলিত করেন অথবা অপরদিকে অবলোকন করিয়া থাকেন, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ? যদি এই সকল বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে ঐ সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। ঐ সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হইলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৫। হে ভিক্ষুগণ, যদি ঐ সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব গ্রহণ করিতে গিয়াও ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুর পক্ষে ঐ সকল বিতর্কের প্রতি বিতর্ক-সংস্কার সংস্থান মনন করা কর্তব্য। তাহা করিলে তাঁহার মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, দ্রুতগমন করিতে গিয়া কোনো ব্যক্তির মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল—আমি দ্রুতগমন করিতেছি, অথচ আমার পক্ষে ধীরে গমন করা কর্তব্য এবং এই ভাবিয়া তিনি ধীরে গমন করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার মধ্যে এই বিতর্ক উদিত হয়—আমি ধীরে গমন করিতেছি, অথচ আমার পক্ষে দণ্ডায়মান থাকা কর্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি দণ্ডায়মান থাকেন। অতঃপর তাঁহার মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হয়—আমি দণ্ডায়মান আছি, অথচ আমার পক্ষে উপবেশন করা কর্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি উপবেশন করেন। অতঃপর তাঁহার মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হয়—আমি উপবেশন করিয়া আছি, অথচ আমার পক্ষে শয়ন করা কর্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি শয়ন করেন। এইরূপে সে ব্যক্তি স্থূল স্থূল, প্রধান প্রধান চর্যাপথ রুদ্ধ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চর্যাপথ গ্রহণ করেন। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ঐ সকল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কার উৎপন্ন হয়, তাঁহার পক্ষে ঐ সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনন করা কর্তব্য। তাহা করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৬। হে ভিক্ষুগণ, যদি ঐ সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনন[১] করিতে গিয়া ভিক্ষুর মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দন্তদ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালুস্পর্শ করিয়া[২] কুশল চিত্ত দ্বারা অকুশল চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত, অবিসন্তপ্ত করা কর্তব্য; তাহা করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। যেমন বলবান পুরুষ কোনো দুর্বল পুরুষকে শিরে বা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত, অবিসন্তপ্ত করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যদি ঐ সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনন করিতে গিয়া ভিক্ষুর মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দন্ত দ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালুস্পর্শ করিয়া, কুশল চিত্ত দ্বারা অকুশল চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত, অবিসন্তপ্ত করা কর্তব্য। তাহা করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ, যে মিনিত্ত গ্রহণ করিলে, যে নিমিত্ত মনন করিলে ভিক্ষুর মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়, সে নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। উহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। ঐ সকল বিতর্কের

---

১. সংস্কার-সংস্থান অর্থে সংস্কার উৎপত্তির হেতু, মূলমূল বা মূলীভূত কারণ। কী হেতু, কী কারণে, কোনো মূলীভূত কারণবশত বিতর্ক উৎপন্ন হইল ইহা মনন করিতে গিয়া (প. সূ.)।

২. জিব্হায় তালুং আহচ্চ, জিহ্বার দ্বারা তালু আহত বা স্পর্শ করিয়া। যুদ্ধঘোষ প্রমূখ আচার্যগণ কেহই ইহার প্রকৃত অর্থ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের মতে ইহা এক প্রকার ধ্যান-মুদ্রা। জিহ্বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া তালু পর্যন্ত আনিয়া ঠেকাইয়া রাখা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব গ্রহণ করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। ঐ সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনস্কার করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। দন্ত দ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া, কুশল চিত্ত দ্বারা অকুশল চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত, অবিসন্তপ্ত করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। উহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে বিতর্ক-পর্যায়পথে ভিক্ষুর বশীভাব বা কর্তৃত্ব যাহাতে তিনি যে বিতর্ক ইচ্ছা করেন সে বিতর্ক স্বমনে বিতর্ক করেন, যে বিতর্ক ইচ্ছা করেন না সে বিতর্ক তিনি স্বমনে বিতর্ক করেন না। তৃষ্ণাচ্ছেদন করিয়া, সংযোজন বিবর্তিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে মানাভিমান অতিক্রম করিয়া তিনি দুঃখের অন্তসাধন করেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ বিতর্কসংস্থান সূত্র সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. ঔপম্য-বর্গ

ককচোপম সূত্র (২১)*

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুন[১] অতিরিক্ত মাত্রায় ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। নিম্নোক্তভাবে তিনি ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন—যদি কোনো ভিক্ষু তাঁহার সম্মুখে ভিক্ষুণীদিগের অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলিতেন, তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রসন্ন হইতেন, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করিতেন। যদি কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের সম্মুখে মৌলীফাল্গুনের অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কুপিত ও অপ্রসন্ন হইতেন, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করিতেন। এইভাবেই ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া মৌলীফাল্গুন অবস্থান করিতেছিলেন।

অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি উপরি-উক্ত বিষয় ভগবানের নিকট যথাযথ বিবৃত করিলেন।

২। ভগবান অপর এক ভিক্ষুকে ডাকিয়া কহিলেন, ভিক্ষু, তুমি এদিকে আইস, আমার আদেশে মৌলীফাল্গুনকে গিয়া জানাও, ‘শাস্তা তোমাকে ডাকিয়াছেন’। “যথা আজ্ঞা প্রভো,” বলিয়া এই ভিক্ষু আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুনের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, শাস্তা তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। “তথাস্তু” বলিয়া আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুনকে ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি তুমি, ফাল্গুন, ভিক্ষুণীদিগের সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান

---

* ককচ দুইদিকে বাঁটযুক্ত এক প্রকার তীক্ষ্ম অস্ত্র বিশেষ। কচ্ কচ্ কাটে বলিয়াই ইহার নাম ককচ বা কচ্ কচ্।

১. মৌলী অর্থে চূড়া। গৃহীকালে তাঁহার মাথায় বৃহৎ চূড়া ছিল বলিয়া তিনি মৌলীফাল্গুন নামে পরিচিত হন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতেছ? এইভাবেই তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ—যদি কোনো ভিক্ষু তোমার সম্মুখে ভিক্ষুণীদিগের অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, তাহাতে তুমি কুপিত ও অপ্রসন্ন হও, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের জন্য বিচার প্রার্থনা কর; আর যদি কেহ ভিক্ষুণীদিগের নিকট তোমার অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, তাহাতে তাহারা কুপিত ও অপ্রসন্ন হয়, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করে। এইভাবেই কি তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান কর?

"হ্যাঁ প্রভো, তাহাই বটে।" ফাল্গুন, তুমি কি জান না যে, তুমি কুলপুত্র, পরে শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছ? "হ্যাঁ, প্রভো, তাহা বটে।" ফাল্গুন, শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত অতিমাত্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিবে। অতএব যদি কেহ তোমার সম্মুখে ভিক্ষুণীদিগের অখ্যাতিসূচক কোনো কথাও বলে, তথাপি তুমি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে—'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত (বিকারপ্রাপ্ত) হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।' এইরূপে ফাল্গুন, তুমি বিষয়টি শিক্ষা করিবে—যদি কেহ তোমার সম্মুখে পাণিদ্বারা, দণ্ডদ্বারা অথবা শস্ত্রদ্বারা ভিক্ষুণীদিগকে প্রহারও করে,[১] তথাপি তুমি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইভাবে শিক্ষা করিবে—'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।' যদি কেহ তোমার সম্মুখে তোমারই অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, তথাপি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে—'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।' ফাল্গুন, যদি কেহ তোমাকে পাণিদ্বারা, লোষ্ট্রদ্বারা, দণ্ডদ্বারা অথবা শস্ত্রদ্বারা প্রহারও করে, তথাপি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে—'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কোনো

---

১. সূত্রোক্ত বিষয় মৌলীফাল্গুনের ব্যক্তিগত সাধনার উপযোগী করিয়াই বিবৃত হইয়াছে। গৃহীজনোচিতভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে না পারিলে ধর্ম সাধনা সার্থক হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।'

৩। অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, একসময় আমার ভিক্ষু শিষ্যগণ চিত্ত-সংযম সাধনা করিতেছিলেন, আমি তাহাদের ডাকিয়া কহিলাম, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি একাসন-ভোজনমাত্র ভোজন করি,[১] একাসন-ভোজন ভোজন করিয়া আমি অল্পাবাধ, অল্পাতঙ্ক, লঘুভাব, বল ও সুখবিহার কী, তাহা জানি। আইস, তোমরাও একাসন-ভোজন ভোজন কর, একাসন-ভোজন ভোজন করিয়া অল্পাবাধ, অল্পাতঙ্ক, লঘুভাব, বল ও সুখবিহার কী, তাহা জান।' হে ভিক্ষুগণ, ঐ সকল ভিক্ষুর মধ্যে আমাকে কোনো অনুশাসন প্রদান করিতে হয় নাই। শুধু স্মরণ করাইবার ভাবেই আমাকে ঐ ভিক্ষুদিগকে যাহা কিছু বলিতে হইয়াছে। যদি, হে ভিক্ষুগণ, সুভূমিতে চৌরাস্তায় সুবিনীত-সুদান্ত-অশ্বযুক্ত রথ সুবিন্যস্ত কশাসহ স্থিত হয়, তাহা হইলে দক্ষ রথাচার্য দম্য-অশ্ব-সারথি তাহাতে আরোহন করিয়া বামহস্তে রশ্মি ও দক্ষিণহস্তে কশা অনুগ্রহপূর্বক রথখানিকে যেদিকে যেভাবে ইচ্ছা, কী সম্মুখে, কী পশ্চাতে চালনা করিতে পারেন, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ঐ সকল ভিক্ষুর মধ্যে আমাকে কোনো অনুশাসন প্রদান করিতে হয় নাই, শুধু স্মরণ করাইবার ভাবেই যাহা কিছু বলিতে হইয়াছে। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশলধর্ম পরিত্যাগ কর, কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ কর, তাহা করিলেই তোমরা এই ধর্মবিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে পারিবে। যদি কোনো গ্রাম বা নিগমের অদূরে স্থিত কোনো এক বৃহৎ শালবন (শালদূষক) এরণ্ড বৃক্ষদ্বারা আবৃত হয় এবং যদি এমন কোনো অর্থকামী, হিতকামী ও যোগক্ষেমকামী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যিনি যে সমস্ত শালযষ্টি, শালকাণ্ড কুটিল ও ওজ-অপহারক সেই সমস্ত শালযষ্টি, শালকাণ্ড কুঠার দ্বারা কর্তন করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন এবং বনাভ্যন্তর সুবিশুদ্ধ করিবার ভাবে বিশোধন করেন, এবং যে সকল শালযষ্টি ঋজু ও সুজাত সে সকল শালযষ্টিকে সম্যকভাবে প্রতিপালন করেন, এবং তাহা করিবার ফলে ঐ শালবন পরে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে। তেমনভাবেই হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশলধর্ম পরিত্যাগ কর, কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ কর, তাহা হইলে তোমরাও এই ধর্ম-বিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবে।

৪। পূর্বকালে এই শ্রাবস্তীতে বৈদেহিকা নাম্নী এক বিশিষ্ট গৃহিনী ছিলেন। তাহার এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ, সুযশ-সুনাম অভ্যুদ্‌গত হইয়াছিল যে, তিনি

১. মধ্যাহ্নের পূর্বে ভোজন একাসন-ভোজন। বুদ্ধঘোষ বলেন, মধ্যাহ্নের পূর্বে বহুবার ভোজন করিলেও তাহা একাসন ভোজনের মধ্যে গণ্য (প্র-সূ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুব্রতা, ভদ্রস্বভাবা এবং শান্তশীলা। কালী নামে তাঁহার জনৈকা দক্ষা, অনলসা এবং কুশলকর্মা দাসী ছিল। অনন্তর কালীদাসীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আমার আর্যপত্নীর এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ অভ্যুদ্‌গত হইয়াছে, সুযশ-সুনাম প্রচারিত হইয়াছে যে, তিনি সুব্রতা, ভদ্রস্বভাবা এবং শান্তশীলা। তিনি কি স্বভাবত শান্ত বলিয়াই কোপ প্রকাশ করেন না অথবা আমার কাজকর্ম সুসম্পাদিত দেখিয়াই স্বভাবে অশান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শান্তভাব অবলম্বন করেন এবং কোনো কোপ প্রকাশ করেন না? যাহা হউক, আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিব'। অতঃপর দাসী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রা হইতে উঠিল। তাহা দেখিয়া গৃহিনী দাসীকে কহিলেন, 'কি লো, কালী,' 'কি, মা'। 'তুই যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিলি?' 'এ তো তেমন কিছু নয়, মা,' "পাপিষ্ঠা, তুই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠিলি, অথচ বলিতেছিস্, এ কিছুই নয়, মা," এইভাবে তিনি কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া ভ্রুকুটি করিলেন। তখন কালী দাসীর মনে চিন্তা হইল—'এই বিষয়ে আমি তাঁহাকে আরও অধিক পরীক্ষা করিয়া দেখিব', এই ভাবিয়া সে একদিন আরও দেরী করিয়া নিদ্রা হইতে উঠিল। সেদিনও গৃহিনী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'কি লো, কালী,' 'কি, মা', 'আজ যে তুই আরও দেরী করিয়া উঠিলি,' 'এ তো তেমন কিছু নয়, মা।' 'পাপিষ্ঠা, তুই আরও দেরী করিয়া উঠিলি, অথচ বলিতেছিস, 'এ তো তেমন কিছু নয়, মা,' এইভাবে তিনি কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর কালীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আমি তাঁহাকে আরও অধিক পরীক্ষা করিয়া দেখিব।' তারপর একদিন সে আরও দেরী করিয়া নিদ্রা হইতে উঠিল। সেদিনও তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'কি লো, কালী,' 'কি, মা', "তুই যে আরও দেরি করিয়া উঠিলি?" "এ তো কিছুই নয়, মা," "পাপিষ্ঠা, তুই আরও দেরী করিয়া উঠিলি, অথচ বলিতেছিস, 'এ তো কিছুই নয়, মা," এইভাবে গৃহিনী আরও কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া অর্গলসূচি (দ্বারদণ্ড) লইয়া দাসীর শিরে আঘাত করিলেন এবং মাথা ফাটাইয়া দিলেন। দাসী রক্তগলগলমান ফাটা-মাথা লইয়াই প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে, দেখ দেখ, আমার সুব্রতা গৃহস্বামিণীর কার্য, ভদ্রস্বভাবার কার্য, শান্তশীলার কার্য, কীরূপে তিনি মাত্র এক দাসীর দেরীতে উঠার অপরাধে কৃপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া অর্গলসূচি হাতে লইয়া শিরে আঘাত করেন এবং মাথা ফাটাইয়া দেন," তাহা করিবার ফলে পরে বৈদেহিকা গৃহিনীর এইরূপ অকীর্তি-শব্দ অভ্যুদ্‌গত হইল, কুযশ-কুনাম প্রচারিত হইল যে, বৈদেহিকা গৃহিনী চণ্ডস্বভাবা, অধীরা, অশান্তশীলা। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু অতি সুব্রত, সুশান্ত এবং শান্তশীল হয়, যে পর্যন্ত না কোনো অমনোজ্ঞ ও অপ্রিয় বাক্য তাহাকে স্পর্শ করে। যে মুহূর্তে তাহাকে কোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমনোজ্ঞ ও অপ্রিয় বাক্য স্পর্শ করে তখনই জানিতে হয়, সে সুব্রত, সুশান্ত ও শান্তশীল কি না। হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই ভিক্ষুকে সুবচ বলি না, যদি সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ লাভহেতু সুবচ হয়, এবং সুবচভাব গ্রহণ করে। ইহার কারণ কী? যেহেতু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ লাভ করিতে না পারিলে সে আর সুবচ হইবে না, সুবচভাবও অবলম্বন করিবে না।

যে ভিক্ষু ধর্মকেই সৎকার-সম্মান করিয়া, ধর্মকেই গুরুস্বরূপ করিয়া, ধর্মকেই মানিয়া, পূজিয়া, সম্বর্ধনা করিয়া সুবচ হন, সুবচভাব অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি যথার্থ সুবচ বলি। অতএব, হে ভিক্ষগণ, তোমরা এইরূপে শিক্ষা করিবে—'আমরা ধর্মকেই সম্মান-সৎকার করিয়া, ধর্মকেই গুরুস্বরূপ করিয়া, মানিয়া, পূজিয়া, সম্বর্ধনা করিয়া সুবচ হইব, সুবচভাব অবলম্বন করিব।' তোমরা ইহাই শিক্ষা করিবে।

৫। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিতে পারে—কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে—'যাহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত (বিকারপ্রাপ্ত) না হয়, আমরা কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি। ঐ সকল ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত-চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি। তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন-চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে। কোনো এক ব্যক্তি কোদাল ও পেটক লইয়া বলিল—'আমি এই মহাপৃথিবীকে নিষ্পৃথিবী (অপৃথিবী) করিব। 'পৃথিবী নিষ্পৃথিবী হও, পৃথিবী নিষ্পৃথিবী হও' বলিতে বলিতে সে এখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিয়া ইতস্তত তাহা বিদীর্ণ করিল। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর যে, ঐ ব্যক্তি তাহার এই কার্যের দ্বারা এই মহাপৃথিবীকে নিষ্পৃথিবী করিতে পারিবে? 'না, প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, এই মহাপৃথিবী সুগভীর, অপ্রমেয়, উহাকে নিষ্পৃথিবী করা সহজ নহে, পৃথিবীকে নিষ্পৃথিবী করিতে গেলে এই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্ত এবং দুঃখভাগীই হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতে হয় বলিবে, কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে—'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া আমরা যেন সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি, তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

৬। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, কোনো এক ব্যক্তি লাক্ষা বা হরিদ্রা, নীল অথবা মঞ্জিষ্ঠা বর্ণ লইয়া বলিল—'আমি এই আকাশে চিত্র অঙ্কন করিব, প্রতিবিম্ব প্রকটিত করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর যে, এই ব্যক্তি সত্যসত্যই আকাশে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রতিবিম্ব প্রকটিত করিতে পারিবে? 'না, প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' 'ইহার কারণ কী?' 'প্রভো,' ইহার কারণ এই যে, আকাশ অরূপী, অনিদর্শন (অদৃশ্য), তাহাতে চিত্রাঙ্কন করিয়া প্রতিবিম্ব প্রকটিত করা সম্ভব নহে, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ঐ ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্ত ও দুঃখভাগী হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে যাহা বলিবার বলিবে, কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে—'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি, তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বিষয়টি এইরূপেই শিক্ষা করিবে।

৭। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, কোনো এক ব্যক্তি দীপ্ত মশালহস্তে আসিয়া বলিল—'আমি এই দীপ্ত মশালদ্বারা গঙ্গানদী সন্তপ্ত করিব, সম্পরিতপ্ত করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর যে, ঐ ব্যক্তি সত্যসত্যই ঐ দীপ্ত মশালদ্বারা গঙ্গানদী সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করিতে পারিবে? 'না, প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, গঙ্গানদী সুগভীরা, অপ্রমেয়া, সামান্যদীপ্ত মশালদ্বারা তাহা সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করা সহজ নহে, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ঐ ব্যক্তি নিজেই সন্তপ্ত ও দুঃখভাগী হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে যাহা বলিবার বলিবে, কালে বা অকালে, যথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে—'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া, সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি, তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন-চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত-চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বিষয়টি এইরূপ শিক্ষা করিবে।

৮। হে ভিক্ষুগণ, মনে করে, এখানে একটি মর্দিত, সুমর্দিত, সুপরিমর্দিত, সুকোমল, শিমূল তূলার ন্যায় নরম, 'সর্‌সর্‌ ভর্‌ভর্‌-শব্দবিহীন বিড়ালচর্মনির্মিত থলি আছে। মনে কর, কোনো এক ব্যক্তি কাঠ বা কাঠি হস্তে আসিয়া বলিল—'আমি এই কাঠির দ্বারা এই মর্দিত, সুমর্দিত, সুপরিমর্দিত, সুকোমল, শিমূল তূলার ন্যায় নরম, 'সর্‌সর্‌ ভর্‌ভর্‌-শব্দবিহীন বিড়ালচর্মনির্মিত থলিতে 'সর্‌সর্‌ ভর্‌ভর শব্দ উৎপাদন করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর যে, এই ব্যক্তি কাঠিদ্বারা ঐ বিড়ালচর্মনির্মিত থলিতে সর্‌সর্‌ ভর্‌ভর্‌ শব্দ উৎপাদন করিতে পারিবে, 'না, প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, ঐ বিড়ালচর্মনির্মিত থলি মর্দিত, সুমর্দিত, সুপরিমর্দিত, সুকোমল শিমূল তূলার ন্যায় নরম, সর্‌সর্‌ ভর্‌ভর্‌-শব্দবিহীন; কাঠ বা কাঠির দ্বারা তাহাতে 'সর্‌সর্‌ ভর্‌ভর্‌ শব্দ উৎপাদন করা সহজ নহে, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ঐ ব্যক্তিই নিজে শ্রমক্লান্ত ও দুঃখভাগী হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে যাহা বলিবার বলিবে—কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে—'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত-চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি; তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে।

৯। হে ভিক্ষুগণ? যদি চোর অথবা কোনো নীচকর্মা তস্কর উভয়দিকে বাটযুক্ত ককচ দ্বারা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তনও করে, তাহাতে তোমাদের মধ্যে যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনকে প্রদূষিত করিবে, সে আমার শাসনকর, আজ্ঞাবহ শিষ্য নহে। হে ভিক্ষুগণ, সে ক্ষেত্রেও তোমরা বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে—'ইহাতে আমাদের চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করিব না, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করিব, মৈত্রীসহগত-চিত্তে ঐ ব্যক্তিকে স্ফুরিত করিয়া তদবলম্বনে সর্বালোক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদগত অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ককচোপম উপদেশ অনুক্ষণ মনে রাখিবে, সাবধানে দেখিবে যেন তোমাদের সম্বন্ধে অপরের এইরূপ অণু বা স্থূল কোনো উক্তি তোমরা পোষণ না কর। 'প্রভো, আমরা তাহা পোষণ করিব না।' অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ককচোপম উপদেশ অনুক্ষণ মনে রাখিবে, যেহেতু তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ককচোপম সূত্র সমাপ্ত ॥

অলগর্দোপম সূত্র (২২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় পূর্ব-গৃধ্রবধক[১] অরিষ্ট নামে জনৈক ভিক্ষুর এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল—'আমি ভগবৎ-দেশিত ধর্ম এমনভাবে জানি যাহাতে ভগবান যে সকল পাপধর্ম অন্তরায়কর মনে করেন সে সকল ধর্ম অনুশীলন করিলে উহারা অন্তরায় ঘটাইবে না।' বহুসংখ্যক ভিক্ষু শুনিতে পাইলেন যে, পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুর মধ্যে এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সত্যই কি, অরিষ্ট, তোমার মধ্যে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি

১. গদ্ধাবাধিপুব্বস্স, গন্ধবাধিপুব্বস্স, এই দ্বিবিধ পাঠ দৃষ্ট হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে গন্ধবাধিপুব্ব অর্থে যাঁহার পূর্বপুরুষগণ গৃধ্রবধক, গৃধ্রাঘাতক ছিলেন (প. সূ.)। আমাদের মতে, যিনি পূর্বে, অর্থাৎ প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্বে, গন্ধবাধি বা গদ্ধবাধি কুলে জাত হইয়াছেন বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। বধ শব্দ লইতে বাধি আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে মনে হয় না। গন্ধবাধি 'গন্ধব্যাধি'র অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হইয়াছে—তুমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এমনভাবে জান যাহাতে তিনি যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর বলেন সে সকল ধর্ম অনুশীলন করিলে উহারা তোমার পক্ষে অন্তরায়কর[১] হইবে না?' 'হ্যাঁ, তাহাই বটে।' ঐ ভিক্ষুগণ পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে এই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিবার মানসে সমনুযুক্ত,[২] সমনুগাহী এবং সমনুভাষী হইয়া কহিলেন, 'অরিষ্ট, তুমি এমন কথা বলিও না, ভগবানের অপবাদ করিও না, ভগবানের অপবাদ করা ভালো নহে, ভগবান কিছুতেই এইরূপ কথা কখনও বলিবেন না। অরিষ্ট, ভগবান বহুপর্যায়ে (বহুপ্রকারে) অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছেন, যে সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবে। অরিষ্ট, ভগবান বহুপর্যায়ে বলিয়াছেন—অল্পস্বাদ কাম বহুদুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক। কাম অস্থিকঙ্কাল-সদৃশ[৩], মাংসপেশী-সদৃশ[২], তৃণোল্কা-সদৃশ[৩], অঙ্গারি-সদৃশ[৪], স্বপ্ন-সদৃশ[৫], যাচিতক-সদৃশ[৬], বিষবৃক্ষের ফল-সদৃশ[৭], অসিধারা-সদৃশ[৮], শক্তিশূল-সদৃশ[৯], সর্পশির-সদৃশ[১০], বহুদুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক।' ভিক্ষুগণ দ্বারা পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু এইরূপে সমনুযুক্ত, সমনুগাহিত এবং সমনুভাষিত হইয়াও ঐ পাপদৃষ্টি আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন—'আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এমনভাবে জানি যাহাতে তিনি যে সকল পাপ ধর্ম অন্তরায়কর করিয়াছেন সে সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটায় না।'

---

১. যাহা মোক্ষের পক্ষে অন্তরায় (প. সূ.)।

২. সমনুযুঞ্জন্তি সমনুগাহন্তি সমনুভাসন্তি, ইহা জৈন উক্তির অনুরূপ পালি উক্তি। বুদ্ধঘোষের মতে সমনুযুক্ত হওয়া অর্থে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করা—ওহে! তোমার মত কি? সমনুগাহী হওয়া অর্থে কথিত মত নিরস্ত করা। সমনুভাষী অর্থে কারণজিজ্ঞাসু হওয়া, 'ওহে, তুমি কী কারণে, কী যুক্তিতে একথা বলিতেছ? (প. সূ.)।

৩. অল্পাস্বাদ অর্থে অস্থিকঙ্কালসদৃশ (প. সূ.)।

২. অতি সাধারণ অর্থে মাংসপেশীসদৃশ (প. সূ.)।

৩. অনুদহন অর্থে তৃণোল্কাসদৃশ (প. সূ.)। তৃণোল্কা অর্থে তৃণজাত অগ্নি।

৪. মহাভিতাপন অর্থে অঙ্গারিসদৃশ (প. সূ.)। অঙ্গারি অর্থে অগ্নিধানিকা, অগ্নিপাত্র, অগ্ন্যাধার, অগ্নিকুণ্ড।

৫. অলীক অর্থে স্বপ্নোপম, স্বপ্নসদৃশ (প. সূ.)।

৬. সাময়িক বা ক্ষণিক অর্থে যাচিতনসদৃশ (প. সূ.)।

৭. সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জরিত করে অর্থে বিষবৃক্ষের ফলসদৃশ (প. সূ.)।

৮. অধিচ্ছেদন করে অর্থে অসিধারাসদৃশ (প. সূ.)।

৯. মর্মবিদ্ধ করে অর্থে শক্তিশূলসদৃশ (প. সূ.)।

১০. ভয়সঙ্কুল অর্থে সর্প-শির সদৃশ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ঐ ভিক্ষুগণ পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিতে না পারিয়া ভগবৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানের নিকট সকল বিষয় যথাযথ বিবৃত করিয়া কহিলেন, 'প্রভো, পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিতে না পারিয়া এ বিষয় আপনাকে জানাইতেছি।

৩। অনন্তর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান কহিলেন, ভিক্ষু, এদিকে আইস, তুমি আমার আদেশে পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষকে গিয়া বল—"শাস্তা তোমাকে ডাকিয়াছেন," "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া ঐ ভিক্ষু পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "অরিষ্ট, শাস্তা তোমায় ডাকিয়াছেন।" "তথাস্তু" বলিয়া অরিষ্ট ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে ভগবান কহিলেন, সত্যই কি, অরিষ্ট, তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে—তুমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এমনভাবে জান যাহাতে তিনি যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর বলিয়াছেন সে সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবে না। "প্রভো, তাহাই বটে"। তুমি মোঘপুরুষ (মূর্খ)। আমি এইরূপ ধর্ম দেশনা করিয়াছি তুমি কাহার নিকট জানিলে? আমি কি বহুপর্যায়ে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলি নাই, যে সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবেই? আমি কি একথা বলি নাই যে, অল্পাস্বাদ কাম বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক? আমি কি আরও বলি নাই যে, কাম অস্থিকঙ্কাল-সদৃশ, মাংসপেশী-সদৃশ, তৃণোল্কা-সদৃশ, অঙ্গারি-সদৃশ, স্বপ্ন-সদৃশ, যাচিতক-সদৃশ, বিষবৃক্ষের ফল-সদৃশ, অসিধারা-সদৃশ, শক্তিশূল-সদৃশ, সর্পশির-সদৃশ, বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক? অথচ তুমি নিজে আমার উক্তি কদর্থে গ্রহণ করিয়া আমাকেও নিন্দিত করিতেছ, নিজের জন্যও গর্ত খনন করিতেছ এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছ। ইহা তোমার পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে। অতঃপর ভগবান অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, তোমরা কি মনে করে যে, পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে জ্ঞান-দীপ্ত হইয়াছে? "প্রভো, ইহা কি সম্ভব? তাহার এমনকি আছে যে, সে এইরূপ হইবে? না, তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।" একথা বলিলে পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু তূষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত (নিস্তেজ), অধোশির, অধোবদন, নিষ্পন্দ ও নীরব হইয়া রহিলেন।

৪। অনন্তর ভগবান পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে তূষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির, অধোবদন, নিষ্পন্দ ও নীরব দেখিয়া কহিলেন, মোঘপুরুষ, তুমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমার নিজ পাপদৃষ্টিতে, প্রতীয়মান হইবে, আমি এখন অপরাপর ভিক্ষুদিগকে এই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি জান যে, আমি এইরূপে কোনো ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছি যাহা কদর্থে গ্রহণ করিয়া এই পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজের জন্যও গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে? "না প্রভো, আমরা এইরূপ জানি না। প্রভো, আমরা এইরূপ জানি যে, ভগবান বহুপর্যায়ে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছেন, যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবেই। আমরা ইহাও জানি যে, ভগবান বলিয়াছেন—অল্পস্বাদ কাম বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক। আমরা জানি যে, ভগবান বলিয়াছেন—কাম অস্থিকঙ্কাল-সদৃশ, মাংসপেশী-সদৃশ, তৃণোল্কা-সদৃশ, স্বপ্ন-সদৃশ, যাচিতক-সদৃশ, বিষবৃক্ষের ফল-সদৃশ, অসিধারা-সদৃশ, শক্তিমূল-সদৃশ, সর্পশির-সদৃশ, বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, ইহাতেই আদীনবই অত্যধিক।" হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে আমি বহুপর্যায়ের অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছি, যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবেই। তাহা হইলে আমি বলিয়াছি—অল্পস্বাদ কাম বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক, কাম অস্থিকঙ্কাল-সদৃশ, মাংসপেশী-সদৃশ, তৃণোল্কা-সদৃশ, স্বপ্ন-সদৃশ, যাচিতক-সদৃশ, বিষবৃক্ষের ফল-সদৃশ, অসিধারা-সদৃশ, শক্তিমূল-সদৃশ, সর্পশির-সদৃশ, বহুদুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক। হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে আমি বহুপর্যায়ের বহু প্রকারে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছি, অথচ এই পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু কদর্থে আমার উক্তি গ্রহণ করিয়া আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজেরও গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে। তাহা হইলে উহা সত্যসত্যই তাহার ন্যায় মোঘপুরুষের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, সে যে কাম বিনা, কামসংজ্ঞা বিনা, কামবিতর্ক বিনা কাম প্রতিসেবন করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই[১]।

---

১. বুদ্ধের এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অরিষ্ট ভিক্ষুর মতে মৈথুনসেবনেও মোক্ষের অন্তরায় না হইতে পারে। বুদ্ধের যুক্তিতে কামোত্তেজনা ব্যতীত, কাম চেতনা ব্যতীত, কাম-কল্পনা ব্যতীত কাম প্রতিসেবন সম্ভব নহে, এবং যেখানে কামোত্তেজনা আছে, কাম-চেতনা আছে, কাম-কল্পনা আছে সেখানে মোক্ষ সম্ভব কীরূপে? কামে পটিসেবিস্সতি অর্থে মেথুন সমাচারং সমাচরিস্সতি (প. সূ.)।

২. সূত্র, গেয়াদি নবাঙ্গ বা নয় শ্রেণীর বুদ্ধবচন বা জিনোপদেশ। সূত্র নামক বুদ্ধবচনই সূত্র। সগাথ-সূত্রের নাম গেয় (গানের উপযোগী)। গাথাহীন সূত্রই ব্যাকরণ (ব্যাখ্যা-বিবৃতি)। পদ্যে বিরচিত সূত্রের নাম গাথা। ভাবোদ্দীপক, ভাবব্যঞ্জক উক্তির নাম উদান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো মোঘপুরুষ (মৎকথিত) ধর্ম অধ্যয়ন করে, যথা : সূত্র[২], গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাহারা এই ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা ইহার অর্থ উপপরীক্ষা করে না[৩], প্রজ্ঞাদ্বারা তাহারা ধর্মের অর্থ উপপরীক্ষা করে না বলিয়া নিধ্যান[৪] তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহারা পরমত নিরস্ত এবং স্বমত সমর্থন করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধর্ম অধ্যয়ন করে, তাহা করিতে গিয়া যেজন্য তাহারা ধর্ম অধ্যয়ন করে তাহা তাহাদের অনুভূতিতে আসে না। সেই ধর্ম ভিন্ন-অর্থে গ্রহণ করায় তাহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু উপদিষ্ট ধর্ম তাহারা ভিন্ন-অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর অলগর্দ-অর্থী, অলগর্দ-গবেষক জনৈক ব্যক্তি অলগর্দ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে এক বৃহৎ অলগর্দ (আশীবিষ)[১] দেখিতে পাইল এবং উহার দেহমধ্যে কিংবা নঙ্গুষ্ঠে (নেজে) ধরিল, অলগর্দ উলটিয়া তাহার হস্তে বা বাহুতে বা অপর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দংশন করিল। মনে কর, সে তৎকারণে মৃত্যুকবলে গমন করিল কিংবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইল। ইহার কারণ কী? যেহেতু সে অলগর্দের দেহের যথাস্থানে ধরিতে পারে নাই। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো মোঘপুরুষ মৎকথিত ধর্ম অধ্যয়ন করে, যথা : সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাহারা এই ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা ইহার অর্থ উপপরীক্ষা করে না, প্রজ্ঞাদ্বারা তাহারা ধর্মের অর্থ উপপরীক্ষা করে না বলিয়া নিধ্যান তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত সমর্থন করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধর্ম অধ্যয়ন করে। তাহা করিতে গিয়া যে কারণ তাহারা ধর্ম অধ্যয়ন করে তাহা তাহাদের অনুভূতিতে আসে না। সেই ধর্ম ভিন্ন-অর্থে গ্রহণ করায় তাহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু উপদিষ্ট ধর্ম তাহারা ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছে।

৬। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র আমার উপদিষ্ট ধর্ম অধ্যয়ন করেন, যথা—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভূতধর্ম ও বেদল্য। তাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা তাহা উপপরীক্ষা করেন।

ভগদুক্তিরূপে উদ্ধৃত উক্তির নাম ইত্যুক্তক। বোধিসত্ত্বের জীবন-চরিতই জাতক নামে অবিহিত। যে সকল সূত্রে অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর বিষয়ের উল্লেখ আছে উহাদের নাম অদ্ভুতধর্ম। বেদযুক্ত, তুষ্টিদায়ক সূত্রের নাম বেদল্য (প. সূ.)। পিটক গন্থাবলী দ্র.।

৩. সূত্রার্থ যথাভাবে দর্শন এবং গ্রহণ করে না (প. সূ.)।

৪. নিধ্যান অর্থে লক্ষিত বস্তুর বিন্যাস যথাভাবে, দর্শন, মনন (প. সূ.)।

১. অলগর্দ বা অলগর্দ অর্থে জাত সাপ, বিষধর সর্প।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞাদ্বারা ধর্ম উপপরীক্ষা করিবার ফলে তাঁহাদের পক্ষে নিধ্যান সম্ভব হয়। তাঁহারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত সমর্থন আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম অধ্যয়ন করেন না, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধর্ম অধ্যয়ন করেন তাহা তাঁহাদের নিকট অনুভূত হয়। তাঁহাদের পক্ষে সুগৃহীত ধর্ম হিত ও সুখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা সুভাবেই ধর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, অলগর্দ-অর্থী, অলগর্দ-গবেষক জনৈক ব্যক্তি অলগর্দ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে এক বৃহৎ অলগর্দ দেখিতে পাইল। মনে কর, সে অজপাদ দণ্ডের[১] (চিমটির) দ্বারা অলগর্দকে নিশ্চল করিয়া হস্তদ্বারা উহার গ্রীবা শক্ত করিয়া ধরিল। তখন সেই অলগর্দ স্বীয় দেহকুণ্ডল দ্বারা ঐ ব্যক্তির হস্ত বা বাহু বা অপর কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেষ্টন করুক না কেন, তৎকারণ সে মৃত্যুকবলে গমন করিবে না অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে না। ইহার কারণ কী? যেহেতু সে অলগর্দের দেহ যথাস্থানে ধরিয়াছে। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র মৎকথিত ধর্ম অধ্যয়ন করেন, যথা সূত্র, গেয় ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা তাহা উপপরীক্ষা করেন, প্রজ্ঞাদ্বারা ধর্ম উপপরীক্ষা করিবার ফলে তাঁহাদের পক্ষে নিধ্যান সম্ভব হয়। তাঁহারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত সমর্থন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম অধ্যয়ন করেন না, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধর্ম অধ্যয়ন করেন তাহা তাঁহাদের নিকট অনুভূত হয়। তাঁহাদের পক্ষে সুগৃহীত ধর্ম হিত ও সুখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা সুভাবেই ধর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মৎকথিত যে ধর্মের অর্থ যেভাবে আমা হইতে জান, তাহা সেইভাবে অবধারণ কর, মৎকথিত যে ধর্মের অর্থ তোমরা ঠিক জান না তদ্বিষয়ে তোমরা আমাকে কিংবা কোনো দক্ষ ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট কুল্লোপম (ভেলোপম) ধর্মোপদেশ প্রদান করিব, নিস্তারের জন্য, অস্মিতাদি মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণের জন্য নহে। তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো,' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

৭। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, দীর্ঘপথযাত্রী জনৈক ব্যক্তি দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখে এক মহার্ণব, মহোদধি রহিয়াছে, যাহার এই তীর ভয়সঙ্কুল এবং অপর তীর ক্ষেম ও অভয়পূর্ণ। তাহার নিকট না আছে 'তরণের নৌকা', না আছে 'পরপারে গমনের সেতু।' তখন তাহার মনে হইল, এই তো আমার সম্মুখে এক

---

১. অজপাদের ন্যায় দ্বিখণ্ড-মুখ দণ্ড, যদ্দারা চাপিয়া ধরিলে সাপ নিশ্চল হইয়া পড়ে। চাঁটগার চলতি ভাষায় ইহার নাম 'খাউপ্পা বা খাপ-যুক্ত দণ্ড।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহার্ণব মহোদধি, যাহার এই তীর ভয়সঙ্কুল এবং অপর তীর ক্ষেম ও অভয়পূর্ণ, এদিকে আমার না আছে তরণের নৌকা, না আছে পরপারে গমনের সেতু। তাহা হইলে কি আমি তৃণকাষ্ঠ, শাখাপলাশ সংগ্রহ করিয়া কুল্ল বাঁধিয়া তাহা অবলম্বনে হস্তপদে বাহিয়া নিরাপদে সাগরপারে উত্তীর্ণ হইব?' এই ভাবিয়া ঐ ব্যক্তি তৃণকাষ্ঠ ও শাখাপলাশ সংগ্রহ করিয়া 'কুল্ল' বাঁধিয়া তাহা অবলম্বনে হস্তপদে বাহিয়া নিরাপদে সাগরপারে উত্তীর্ণ হইল। পরপারে উত্তীর্ণ (পারগত) হইয়া তাহার মনে হইল—'এই কুল্ল (ভেলা)[১] আমার পক্ষে বহু উপকারী, যেহেতু আমি ইহাই অবলম্বনস্বরূপ করিয়া হস্তপদে বাহিয়া নিরাপদে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অতএব আমি ইহাকে একবার শিরে, একবার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর যে, তাহা করিতে গিয়া ঐ ব্যক্তি ঐ 'কুল্ল' সম্পর্কে যুক্তকারী হইল? "না প্রভো, যুক্তকারী হইল না।" তবে, হে ভিক্ষুগণ, কী করিলে ঐ ব্যক্তি ঐ কুল্ল সম্পর্কে যুক্তকারী হইবে? হে ভিক্ষুগণ, পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ব্যক্তি মনে করিল, 'এই কুল্ল আমার পক্ষে বহু উপকারী, যেহেতু ইহাকে অবলম্বনস্বরূপ করিয়া হস্তপদে বাহিয়া আমি নিরাপদে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এখন আমি ঐ ভেলা স্থলে উঠাইয়া অথবা জলে ডুবাইয়া যথা ইচ্ছা গমন করিব,' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ আচরণ করিলেই ঐ ব্যক্তি ঐ কুল্ল বিষয়ে যুক্তকারী হইবে। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট কুল্লোপম ধর্মোপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তোমাদের নিস্তারের জন্য, তদ্দারা কোনো মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণের জন্য নহে। এই যে আমি তোমাদের নিকট কুল্লোপম, ভেলোপম ধর্মোপদেশ প্রদান করিলাম, যাহারা ইহার যথার্থ অর্থ জানিবে তাহারা (কথিত) ধর্মও পরিত্যাগ করিবে, অধর্ম তো পূর্বেই পরিত্যাগ করিবে।

৮। হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় দৃষ্টিস্থান (মিথ্যাদৃষ্টির কারণ)। ছয় কী কী? হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথকজন, অনভিজ্ঞ সাধারণ জন, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন নাই, যিনি আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, স্বজ্ঞানে দর্শন করেন—'এই রূপ আমার, আমিই রূপ, ইহা আমার আত্মা (নিজস্ব বস্তু)। এই বেদনা আমার, আমি বেদনা, ইহাই আমার আত্মা। এই সংজ্ঞা আমার, আমি সংজ্ঞা, ইহাই আমার আত্মা। এই সংস্কার আমার, আমি সংস্কার, ইহাই আমার আত্মা। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত (অনুমিত), বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার, আমি তাহা,

১. কুল্ল চাঁটপার চলতি ভাষায় 'চালি'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই লোক (জগৎ) সে-ই আত্মা (নিজস্ব বস্তু), সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা।

[পক্ষান্তরে] হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, স্বজ্ঞানে দর্শন করেন—'এই রূপ আমার নহে, আমি রূপ নহি, রূপ আমার আত্মা নহে। এই বেদনা আমার নহে, আমি বেদনা নহি, বেদনা আমার আত্মা নহে। এই সংজ্ঞা আমার নহে, আমি সংজ্ঞা নহি, সংজ্ঞা আমার আত্মা নহে। এই সংস্কার আমার নহে, আমি সংস্কার নহি, সংস্কার আমার আত্মা নহে। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই লোক, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।' এইরূপে সর্ব জ্ঞেয় বিষয় স্বজ্ঞানে দর্শন করিলে আমার বলিয়া কিছু না থাকায় তাঁহার পরিক্লেশ হয় না।

৯। ইহা বিবৃত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হইতে পারে কী?" ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, হইতে পারে। কাহারও কাহারও মনে হয়—'আমার যাহা ছিল তাহা এখন আমার নাই, যাহা আমার থাকা উচিত তাহা আমি পাই না', এই ভাবিয়া সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, আর্তনাদ করে, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু, এইরূপে বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে তাঁহার পরিক্লেশ হয়।

"প্রভো, বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ না হইতে পারে কী?" ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, না হইতেও পারে। কাহারও কাহারও মনে হয়—'আমার যাহা ছিল তাহা আমার নাই, যাহা আমার থাকা উচিত তাহা আমি পাই না।' অথচ তিনি তজ্জন্য অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, আর্তনাদ করেন না, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন না, সম্মোহপ্রাপ্ত হন না। ভিক্ষু, এইরূপে বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে তাঁহার পরিক্লেশ হয় না।

"প্রভো, অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হইতে পারে কী?" ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, হইতে পারে। কাহারও কাহারও এইরূপ দৃষ্টি (বিশ্বাস) জন্মে—সে-ই লোক সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব।' সে শুনিতে পায় তথাগত কিংবা কোনো তথাগত-শ্রাবক সর্বদৃষ্টি, দৃষ্টিস্থান, দৃষ্টি-অধিষ্ঠান (ভিত্তি), দৃষ্টি-পর্যুত্থান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(বহিপ্রকাশ), দৃষ্টি-অভিনিবেশরূপী অনুশয়গুলি সমুৎপাটিত করিবার জন্য, সর্বসংস্কার উপশমিত করিবার জন্য, সর্বোপাধি[১] পরিবর্জন করিবার জন্য, তৃষ্ণাক্ষয়-বিরাগ-নিরোধ[২] (নামধেয়) নির্বাণ লাভের জন্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তাহার মনে হয়—'আমি সত্যই উচ্ছিন্ন হইব, সত্যই বিনষ্ট হইব, সত্যই আমি (পরে) হইব না।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, আর্তনাদ করে, উরু ছাপ্‌ড়াইয়া ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু, এইরূপে অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে তাহার পরিক্লেশ হয়।

"প্রভো, অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ না হইতে পারে কী?" ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, না হইতেও পারে। হে ভিক্ষুগণ, না হইতেও পারে। হে ভিক্ষুগণ, কাহারও কাহারও মনে হয় না—"সে-ই লোক সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব।" সে শুনিতে পায় তথাগত কিংবা কোনো তথাগত-শ্রাবক সর্ব দৃষ্টি, দৃষ্টিস্থান, দৃষ্টি-অধিষ্ঠান, দৃষ্টি-পর্যুত্থান, দৃষ্টি-অভিনিবেশরূপী অনুশয়গুলি সমুৎপাটিত করিবার জন্য, সকল সংস্কার উপশমিত করিবার জন্য, সর্বোপাধি পরিবর্জনের জন্য, তৃষ্ণাক্ষয়-বিরাগ-নিরোধ-(নামধেয়) নির্বাণ[৩] লাভের জন্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হয় না—"আমি সত্যই উচ্ছিন্ন হইব, সত্যই বিনষ্ট হইব, সত্যই পরে হইব না।" তজ্জন্য তিনি অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, আর্তনাদ করেন না, উরু ছাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন না, সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষু এইরূপেই অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে তাঁহার পরিক্লেশ হয় না।

১০। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, তোমরা তেমন এক পরিগ্রহ (বহির্বস্তু) পরিগ্রহণ করিতে চাও যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী এবং যাহা চিরদিন একইরূপে থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তেমন কোনো পরিগ্রহ দেখিতে পাও যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিপরিণামী এবং যাহা চিরদিন একইরূপে থাকিবে? "না, প্রভো," সাধু, হে ভিক্ষুগণ, আমিও তেমন কোনো পরিগ্রহ দেখি না যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী এবং যাহা চিরদিন একইরূপে থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর তোমরা তেমন এক আত্মবাদ-উপাদান গ্রহণ করিতে চাও যাহা গ্রহণ করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নিরাশা

---

১. উপাধি চারিপ্রকার স্কন্ধোপাধি, ক্লেশোপাধি, অভিসংস্কারোপাধি ও পঞ্চকামগুণোপাধি (প. সূ.)।

২. তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিরত হয়, নিরুদ্ধ হয় অর্থে তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ ও নিরোধ (প. সূ.)।

৩. মোক্ষের স্বরূপই নির্বাণ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তেমন কোনো আত্মবাদ-উপাদান দেখিতে পাও যাহা গ্রহণ করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না? "না, প্রভো," সাধু, হে ভিক্ষুগণ, আমিও তেমন কোনো আত্মবাদ-উপাদান দেখি না যাহা গ্রহণ করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, তোমরা তেমন এক দৃষ্টি-আশ্রয় আশ্রয় করিতে চাও যাহা আশ্রয় করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তেমন কোনো দৃষ্টি-আশ্রয় দেখিতে পাও যাহা আশ্রয় করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না? "না, প্রভো," সাধু, হে ভিক্ষুগণ, আমিও তেমন কোনো দৃষ্টি-আশ্রয় দেখি না যাহা আশ্রয় করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না।

১১। হে ভিক্ষুগণ, যদি আত্মা থাকে, তাহা হইলে 'আত্মীয় (স্বকীয়বস্তু) আমার আছে', এই ধারণা হইতে পারে ত? "হ্যাঁ, প্রভো, আত্মা থাকিলে 'আত্মীয় আমার' এই ধারণা হইতে পারে।" হে ভিক্ষুগণ, আত্মাতে এবং আত্মীয় সত্যত ও যথার্থত লক্ষ্য করিলে এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই লোক সে-ই আত্মা, সেই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব' তাহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম নয় কি? "প্রভো, তাহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম ব্যতীত আর কী হইতে পারে," হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর, রূপ নিত্য না অনিত্য, বেদনা নিত্য না অনিত্য, সংজ্ঞা নিত্য না অনিত্য, সংস্কার নিত্য না অনিত্য, বিজ্ঞান নিত্য না অনিত্য?" "প্রভো, তাহা অনিত্য।" যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ না তাহা সুখ? "প্রভো, তাহা দুঃখ।" যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামী তাহা কি জ্ঞানত এইরূপে দেখা যুক্তিযুক্ত—ইহা আমার, আমি ইহা, ইহা আমার আত্মা? "না, প্রভো, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।" অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার অথবা বিজ্ঞান অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান), অধ্যাত্মে অথবা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, সর্ব রূপ, সর্ব বেদনা, সর্ব সংজ্ঞা, সর্ব সংস্কার, সর্ব বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এইরূপে বিষয়টি যথাযথ সম্যক জ্ঞান দ্বারা দেখিবে।

১২। হে ভিক্ষুগণ, বিষয়টি এইরূপে দেখিয়া শ্রুতবান আর্য শ্রাবক রূপে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞায় নির্বেদ-প্রাপ্ত হন, সংস্কারে নিবের্বদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানে নির্বেদ-প্রাপ্ত হন, নির্বেদ-হেতু বৈরাগ্য লাভ করেন, চরম বৈরাগ্য-হেতু বিমুক্ত হন, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয় এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, ইহার পর অত্র আর আসিতে হইবে না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ হইলেই বলা যায়—ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ[১], সঙ্কীর্ণ-পরিখ[২] অব্যূঢ়-এষিক[৩], নিরর্গল[৪], এবং পতিত-ধ্বজ[৫], পতিত-ভার[৬], ও বিসংযুক্ত[৭], আর্য[৮] হইয়াছেন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ[৯] হন? ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত[১০], অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়, এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু সঙ্কীর্ণ-পরিখ[১১] হন? ভিক্ষুর পুনর্ভব, জন্মপরিগ্রহরূপ সংসার প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাবপ্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি সঙ্কীর্ণ-পরিখ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু অব্যূঢ়-এষিক[১২] হন? ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তিরহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি অব্যূঢ়-এষিক হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু নিরর্গল[১৩] হন? ভিক্ষুর অবরভাগী পঞ্চ সংযোজন

---

১. পলিঘ অর্থে প্রাকার, নগর-প্রাচীর।
২. পরিখা অর্থে চতুর্দিকে বেষ্টিত খাত, গড়খাই।
৩. এষিকা অর্থে ইন্দ্রকীল বা নগর দ্বারে স্থাপিত স্তম্ভ, বিশেষত সারদারু-নির্মিত স্তম্ভ।
৪. অর্গল অর্থে দ্বারসুচি।
৫. ধ্বজ অর্থে চিহ্ন, কেতন, পতাকা।
৬. ভার -অর্থে বোঝা।
৭. বিসংযুক্ত অর্থে বিলগ্ন।
৮. শ্রেষ্ঠার্থে আর্য।
৯. এস্থলে পলিঘ অবিদ্যারই অপর নাম।
১০ বিনয় প্রয়োগে ছিন্নশীর্ষ তালবৃক্ষ বলিলেই যথেষ্ট।
১১. এস্থলে পরিখা কর্মসংস্কারেরই অপর নাম। কর্ম-সংস্কার পুনর্ভব বা পুনরুৎপত্তির কারণ (প. সূ.)।
১২. এষিক বা ইন্দ্রকীলের ন্যায় তৃষ্ণা গভীর-বিন্যস্ত, এই জন্য এষিকার সহিত তৃষ্ণার তুলনা (প. সূ.)।
১৩. অবরভাগী বা কামভবে উৎপন্ন সংযোজনগুলি অর্গল বা নগরদ্বার-কবাটের ন্যায় চিত্তকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, এই জন্যই অর্গলের সহিত এই সকল সংযোজনের তুলনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি নিরর্গল হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু পতিত-ধ্বজ[১], পতিত-ভার[২] ও বিসংযুক্ত[৩] আর্য[৪] হন? ভিক্ষুর 'আমি আছি' এই অভিমান প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি পতিত-ধ্বজ, পতিত-ভার ও বিসংযুক্ত আর্য হন[৫]।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্র প্রমুখ, ব্রহ্মা প্রমুখ ও প্রজাপতি প্রমুখ দেব-ব্রহ্মগণ অন্বেষণ করিয়া এইরূপে বিমুক্ত চিত্তের সন্ধান পায় না[৬]। ইহাই তথাগতের নিঃসৃত (নির্গত, বির্নিমুক্ত) বিজ্ঞান।[৭] ইহার কারণ কী? যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই দৃষ্টধর্মেই তথাগতকে অননুবেদ্য বলি।[৮]

---

১. ধ্বজ অর্থে মানধ্বজ (প. সূ.)।
২. চতুর্বিধ ভার : স্কন্ধভার, ক্লেশভার, অভিসংস্কার-ভার ও পঞ্চকামগুণ-ভার (প. সূ.)।
৩. এস্থলে মান-সংযোগ হইতে বিযুক্ত (প. সূ.)।
৪. আর্য অর্থে ক্ষীণাসব যিনি ক্লেশহীন ও পরিশুদ্ধ (প. সূ.)।
৫. আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, পলিঘ ও পরিখাদি ইপমায় মহাযোদ্ধার ন্যায় নির্বাণ-অভিমুখে ক্ষীণাসবের গতি নির্দেশ করা হইয়াছে (প. সূ.)।
৬. এস্থলে বিমুক্ত-চিত্ত ক্ষীণাসবের বিজ্ঞান (প. সূ.)। উক্তির তাৎপর্য এই যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-গত বা নির্বিকল্প-সমাধি-সমারূঢ় চিত্ত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর, সংক্ষেপে অষ্ট সমাপত্তির অতীত। অতএব যাঁহারা মাত্র এই অষ্ট সমাপত্তিতে অভ্যস্ত তাঁহারা চিত্তের লোকোত্তর অবস্থা অন্বেষণ করিয়া উহার স্বরূপ সন্ধান করিতে পারেন না। এবিষয়ে ব্রহ্মা-নিমন্তনিক সূত্ত দ্র.।
৭. এস্থলে তথাগত ক্ষীণাসবের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। নিঃসৃত অর্থে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ-মুক্ত। এই নিঃসৃত বিজ্ঞানই নির্বাণের স্বরূপ। ব্রহ্ম-নিমন্তনিক-সুত্তে এহেন বিজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে : বিঞ্ঞাণং অনন্তং অনিদস্সনং সব্বতোপভং। "অনন্ত, অদৃশ্য ও সর্বতোপ্রভ বিজ্ঞান" যাহা পৃথিবীর পৃথিবীত্ব, আপের অপত্ব, তেজের তেজত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব এবং প্রজাপতির প্রজাপতিত্ব ইত্যাদির দ্বারা ধরা যায় না।
৮. আচার্য বুদ্ধঘোষ 'অসংবিদ্যমান' এবং 'অননুজ্ঞেয়' এই দ্বিবিধ অর্থে 'অননুবেদ্য' সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্ত্ব, জীব, আত্মা, পুদ্গল অর্থে গ্রহণ করিলে তথাগত অসংবিদ্যমান, অতএব তথাগতে সত্ত্ব, জীব, আত্মা বা পুদ্গল মিলে না, এই অর্থে অননুবেদ্য। যেহেতু, পরমার্থত সত্ত্ব বলিতে কিছুই নাই (ন হি পরমত্থতো সত্তো নাম কোচি অত্থি)। এই সত্ত্ব-সংজ্ঞা হইতে মুক্ত চিত্তই নিঃসৃত বিজ্ঞান, ক্ষীণাসব বিজ্ঞান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ, আমি এই মতবাদী, এই আখ্যায়ী[১] তথাপি কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অসত্যের দ্বারা[২], শূন্যের উপর[৩], মিছামিছি[৪], অযথা[৫] আমাকে (এই বলিয়া) অভিযুক্ত করেন[৬]—"বৈনয়িক[৭] শ্রমণ গৌতম সত্ত্ব (আত্মা) থাকা সত্ত্বেও উহার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব (ধ্বংস)[৮] জ্ঞাপন করেন।" যাহা আমি নহি, যাহা আমি বলি না[৯] এইরূপ অসত্যের দ্বারা, শূন্যের উপর, মিছামিছি, অযথা মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমাকে অভিযুক্ত করেন—"বৈনয়িক শ্রমণ গৌতম সত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও উহার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব জ্ঞাপন করেন।"

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে যেমন এখনও তেমন আমি দুঃখ এবং দুঃখের নিরোধই নির্দেশ করি।[১০] যদি, হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে অপরে তথাগতের প্রতি আক্রোশ করে, তাঁহাকে পরিহাস করে, তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করে, বিহিংসা পোষণ

যাহা ইন্দ্র-প্রমুখ, ব্রহ্মা প্রমুখ ও প্রজাপতি প্রমুখ দেব-ব্রহ্মগণ অন্বেষণ করিয়া সন্ধান পায় না। এই অর্থেও তথাগত অননুবেদ্য। দৃষ্টধর্মে অর্থে যখন তথাগত সশরীরে বিদ্যমান আছেন। যদি সশরীরে বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বিজ্ঞান লৌকিক চিত্তের অনুভূতির বিষয় নহে, মহাপরিনির্বাণ বা বিদেহ-মুক্তির পর তাঁহার অবস্থা জানা অসম্ভব। বস্তুত তথাগত অর্থে যিনি নিঃসৃত বিজ্ঞান কী জানেন, নির্বাণ যাঁহার অধিগত হইয়াছে।

১. বুদ্ধ কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী? তাঁহার মত এই যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে সত্ত্ব বা আত্মা মিলে না। সত্ত্ব অর্থে আত্মবস্তু যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী ও চিরকাল এক। আবার এই পঞ্চস্কন্ধ লইয়াই ব্যবহারিকভাবে সত্ত্ব, জীব বা ব্যক্তির কল্পনা ও বর্ণনা। সত্ত্ব-সংজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলেই নিঃসৃত বিজ্ঞান যাহা নির্বাণে সম্ভব। অতএব নির্বাণে সত্ত্ব-সংজ্ঞা আরোপ করা চলে না।

২. অসত্য অর্থে যাহা বস্তুত নহে বা নাই। অসত্য তি অসন্তেন (প. সূ.)।

৩. তুচ্ছ অর্থে শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া, ভিত্তিহীন উক্তির দ্বারা। তুচ্ছা তি তুচ্ছকেন (প. সূ.)।

৪. মুসা তি মুসাবাদেন, মিথ্যা কথার দ্বারা (প. সূ.)। আমাদের মতে বাঙলা 'মিছামিছি' শব্দে পালি 'মুসার' প্রকৃত অর্থবোধ হইতে পারে।

৫. অভুতেনা তি যং নত্থি তেন, যাহা নাই তদ্দারা (প. সূ.)।

৬. পালি অব্ভাচিক্খতি অর্থে জোর গলায় বলেন (প. সূ.)।

৭. বিভব অর্থে অনস্তিত্ব, পুনরুৎপত্তির অভাব।

৮. বৈনয়িক অর্থে সত্ত্ব-বিনাশক, বিনাশ-বাদী, উচ্ছেদ বাদী, নাস্তিক।

৯. উপরের উক্তি হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভাবে বুদ্ধকে আস্তিক বলাও চলে না। উক্তির তাৎপর্য এই যে, যে চিন্তা প্রণালী অবলম্বন করিলে লোকে আস্তিক কিংবা নাস্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে তাহা বুদ্ধের অবলম্বিত চিন্তার ধারা নহে। তাঁহার মত অস্তি-নাস্তি-নিরপেক্ষ।

১০. ইহা বুদ্ধের স্পষ্ট উক্তি : দুঃখ এবং দুঃখের নিরোধই তাঁহার চিন্তার বিষয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে অথবা তাঁহাকে আঘাত প্রদান করে, তাহাতে তথাগতের মনে আঘাত লাগে না, ব্যথার কারণ উৎপন্ন হয় না, অনভিরতি (অসন্তুষ্টি) আসে না। হে ভিক্ষুগণ, যদি তদ্বিষয়ে অপরে তাঁহাকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতেও তাঁহার মনে আনন্দ, সৌমনস্য ও উৎফুল্লভাব হয় না। যদি, হে ভিক্ষুগণ, অপরে তাঁহাকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতে শুধু তাঁহার এই মনে হয়—আমি পূর্ব হইতেই জানি যে, এ বিষয়ে লোকে এইরূপেই সম্মান করিয়া থাকে।

১৪। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যদি অপরে তোমাদের প্রতিও আক্রোশ করে, তোমাদিগকে পরিহাস করে, তোমাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করে, বিহিংসা পোষণ করে, অথবা তোমাদিগকে আঘাত প্রদান করে, তাহাতে তোমাদের চিত্তেও আঘাত আসিতে এবং ব্যাথার কারণ ও অনভিরতি উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। যদি অপরে তোমাদিগকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতেও তোমাদের মনে আনন্দ, সৌমনস্য ও উৎফুল্লভাব উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। যদি অপরে তোমাদিগকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতে তোমরা শুধু মনে করিবে—"আমরা তো পূর্ব হইতেই জানি, এ বিষয়ে লোকে এইরূপেই সম্মান করিয়া থাকে।" অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে তাহা পরিত্যাগ কর। প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল সুখ ও হিতের কারণ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিজস্ব নহে কি? রূপ তোমাদের নিজস্ব নহে, বেদনা তোমাদের নিজস্ব নহে, সংজ্ঞা তোমাদের নিজস্ব নহে, সংস্কার তোমাদের নিজস্ব নহে, বিজ্ঞান তোমাদের নিজস্ব নহে, যাহা তোমাদের নিজস্ব নহে তাহা পরিত্যাগ কর। প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল সুখ ও হিতের কারণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, এই জেতবনে যে সকল তৃণ, কাষ্ঠ ও শাখাপলাশ আছে, যদি কোনো লোক তাহা অপহরণ করে, দগ্ধ করে, কিংবা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তোমরা কি মনে করিবে যে, ঐ ব্যক্তি তোমাদিগকেই অপহরণ, দগ্ধ অথবা যাহা ইচ্ছা করিতেছে? "না, 'প্রভো, আমরা তাহা মনে করি না।" ইহার কারণ কী? "যেহেতু, প্রভো, এস্থলে আমি বা আমার বলিতে কিছুই নাই।" তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে তাহা পরিত্যাগ কর। প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে আমার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত, উত্তান (উন্মুক্ত), বিবৃত (অনাবৃত), প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম সুব্যাখ্যাত, উত্তান, বিবৃত, প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হইবার ফলে যাঁহারা ক্ষীণাসব অর্হৎ, যাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, করণীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, যাঁহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভারমুক্ত হইয়াছেন, সদর্থ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হইয়াছে, যাঁহারা সম্যক-জ্ঞানদ্বারা বিমুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের বিবর্তন নির্দেশ করিবার নাই, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। যে সকল ভিক্ষুর অবরভাগী পঞ্চসংযোজন প্রহীন হইয়াছে তাঁহারা সকলে অনাগামীরূপে ঊর্ধ্ব দেবলোকে জাত হইয়া তথায় পরিনির্বৃত হন, ঐ দেবলোক হইতে মর্ত্যে তাঁহাদের পুনরাবর্তন হয় না ; যে সকল ভিক্ষুর ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ তনুতা প্রাপ্ত হয় তাঁহারা সকলে সকৃদাগামীরূপে মাত্র একবার ইহলোকে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন; যে সকল ভিক্ষুর ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন হয় তাঁহারা সকলে স্রোতাপন্নরূপে সম্বোধি-পরায়ণ হন, তাঁহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, (সপ্ত জন্মের) মধ্যে নির্বাণ লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে নিশ্চিত; যে সকল ভিক্ষু ধর্মানুসারী ও শ্রদ্ধানুসারী তাঁহারা সকলে সম্বোধিপরায়ণ, আমাতে যাঁহাদের শ্রদ্ধামাত্র, প্রেমমাত্র আছে, তাঁহারা সকলেও স্বর্গপরায়ণ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ অলগর্দোপম সূত্র সমাপ্ত ॥

বল্মীক সূত্র (২৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ অন্ধবনে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর জনৈক অতুজ্জ্বল-কান্তি দেবতা নিশীথে সমগ্র অন্ধবন উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া ঐ দেবতা আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপকে কহিলেন, "ভিক্ষু, এই বল্মীক রাত্রে ধূমায়িত এবং দিনে প্রজ্জ্বলিত হয়। ব্রাহ্মণ[১] কহিলেন, সুমেধ[২], শস্ত্র (খনন-যন্ত্র) লইয়া ইহা খনন কর। সুমেধ তাহা খনন করিয়া দেখিতে পাইল 'লঙ্গি' (পলিঘ)[৩]; 'লঙ্গি' দেখিয়া

১. ব্রাহ্মণ ও সুমেধের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন।

২. ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ আচার্য, সুমেধ মেধাবী শিষ্য।

৩. লঙ্গি বা পলিঘ অর্থে অবিদ্যা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি 'লঙ্গি', ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ 'লঙ্গি' উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মণ্ডূক[১] ; মণ্ডূক দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি মণ্ডূক, ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ মণ্ডূক উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল দ্বিধা-পথ[২]; দ্বিধাপথ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি দ্বিধাপথ, ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, দ্বিধাপথ উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল 'পঙ্কবার' (ক্ষার-পরিস্রাবক)[৩]; 'পঙ্কবার' দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি 'পঙ্কবার', ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল 'কূর্ম[৪]; কূর্ম দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি কূর্ম, ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল অসিধারা[৫]; অসিধারা দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে এক অসিধারা, ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মাংসপেশী[৬]; মাংসপেশী দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে এক মাংসপেশী, ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল নাগ (গজবর)[৭]; নাগ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি নাগ, ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ নাগকে যথাস্থানে থাকিতে দাও, নাড়িও না, নাগকে (যথাবিধি) নমস্কার কর। ভিক্ষু, তুমি ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই পঞ্চদশ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ভগবান যেভাবে প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করেন তুমি তাহা সেভাবেই অবধারণ কর। ভিক্ষু, কী দেবলোকে, কী মারলোকে, কী ব্রহ্মলোকে, কী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, কী দেব-মনুষ্য সমাজে তথাগত, তথাগতশ্রাবক, অথবা যিনি ইহাদের কাহারও হইতে উত্তর শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি না যিনি এই সকল প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন।" সেই দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, ইহা বিবৃত করিয়া তিনি

---

১. মণ্ডূক ক্রোধাভিভূত জনের প্রতীক।
২. দ্বিধাপথ অর্থে দুই দিকে যাইবার রাস্তা, ইহা বিচিকিৎসা বা সংশয়েরই প্রতীক।
৩. পঞ্চবার পঞ্চ নীবরণেরই প্রতীক (প. সূ.)।
৪. কূর্ম পঞ্চস্কন্ধেরই প্রতীক (প. সূ.)।
৫. অসিধারা বস্তুকাম এবং ক্লেশকামেরই প্রতীক (প. সূ.)।
৬. মাংসপেশী নন্দিরাগেরই প্রতীক (প. সূ.)।
৭. নাগ ক্ষীণাসব অর্হতেরই প্রতীক (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

২। অনন্তর আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট দেবতার সকল কথা যথাযথভাবে নিবেদন করিয়া কহিলেন, "প্রভো, এস্থলে বল্মীক কী, রাত্রে ধূম-উদ্গীরণ কী, দিনে প্রজ্জ্বলন কী, ব্রাহ্মণ কে, সুমেধ কে, শস্ত্র কী, খনন কী, 'লঙ্গি' কী, মণ্ডূক কী, দ্বিধাপথ কী, পঙ্কবার কী, কূর্ম কী, অসিধারা কী, মাংসপেশী কী, নাগই বা কী?"

৩। ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, এস্থলে বল্মীক চারি মহাভূত-নির্মিত, মাতৃপিতৃসম্ভূত, অন্নব্যঞ্জনপুষ্ট, অনিত্য, উৎসাদন-পরিমর্দন-ভেদন-বিধ্বংসনধর্মী এই দেহেরই অধিবচন বা নামান্তর। দিনের কার্য সম্বন্ধে রাত্রে লোকে বিতর্ক-বিচার করে, ইহাই রাত্রে ধূম-উদ্গীরণ। রাত্রে বিতর্ক-বিচার করিয়া লোকে দিনে কায়বাক্যে কার্যে প্রযুক্ত হয়, ইহাই দিনে প্রজ্জ্বলন। এস্থলে তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধই ব্রাহ্মণ। সুমেধ ভিক্ষুরই নাম। শস্ত্র আর্যজনোচিত প্রজ্ঞার অধিবচন। বীর্যারম্ভই খনন। অবিদ্যাই 'লঙ্গি'। সুমেধ, শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া 'লঙ্গি' উত্তোলন কর, অবিদ্যা পরিত্যাগ কর; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু, এস্থলে মণ্ডূক ক্রোধ এবং নিরাশারই নামান্তর। সুমেধ, শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া মণ্ডূক উত্তোলন কর, ক্রোধ ও নিরাশা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এস্থলে দ্বিধাপথ বিচিকিৎসারই নামান্তর। সুমেধ, শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া দ্বিধাপথ উত্তোলন কর, বিচিকিৎসা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। পঙ্কবার কামচ্ছন্দ, ব্যপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পঞ্চ নীবরণেরই নামান্তর। সুমেধ, শস্ত্রধারা খনন করিয়া পঙ্কবার উত্তোলন কর, পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এস্থলে কূর্ম পঞ্চউপাদান-স্কন্ধেরই নামান্তর। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান লইয়াই পঞ্চউপদানস্কন্ধ। সুমেধ, শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া কূর্ম উত্তোলন কর, পঞ্চউপাদান-স্কন্ধ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। অসিধারা পঞ্চকামগুণেরই নামান্তর। পঞ্চকামগুণ, যথা : ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ। সুমেধ, শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া অসিধারা উত্তোলন কর, পঞ্চকামগুণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এখানে মাংসপেশী নন্দিরাগেরই নামান্তর। সুমেধ, মাংসপেশী উত্তোলন কর, নন্দিরাগ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু, এস্থলে নাগ ক্ষীণাসব ভিক্ষুরই নামান্তর, এহেন নাগকে থাকিতে দাও, নাড়িওনা, ক্ষীণাসব ভিক্ষুকে নমস্কার কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ বল্মীক সূত্র সমাপ্ত ॥

রথবিনীত সূত্র (২৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান রাজগৃহ-সমীপে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে[২], কলন্দক নিবাপে।[৩] অনন্তর জাতিভূমিক[৪] বহুসংখ্যক ভিক্ষু বুদ্ধের জন্মভূমিতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে

---

১. রাজগৃহ মগধের পূর্ব রাজধানী, ইহার বর্তমান নাম রাজগির। বেভার, পাণ্ডব, বেপুল্ল, গিজ্ঝকূট ও ইসিগিলি এই পঞ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া ইহার নাম গিরিব্রজ বা গিরি-পরিক্ষেপ।

২. পালি বিবরণ মতে বেণুবন রাজগৃহের বহির্নগরে অবস্থিত ছিল। এই সুরম্য বনটি চতুর্দিকে বেণু-পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া বেণুবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার এই বেণুবন সশিষ্য বুদ্ধের বাসের জন্য দান করেন। হুয়েন সাঙের মতে, বেণুবন পূর্বে জনৈক শ্রেষ্ঠীর অধিকারে ছিল, এবং তিনি উহা সশিষ্য বুদ্ধের বাসের জন্য দান করিয়াছিলেন। এস্থলে বেণুবন অর্থে বেণুবন বিহার।

৩. কলন্দক-নিবাপ অর্থে কলন্দকের বিচরণ-ভূমি। পালি বিবরণ মতে, বেণুবনে নিদ্রিত জনৈক রাজাকে যথাসময়ে জাগাইয়া কলন্দক কৃষ্ণসর্পের দংশন হইতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতাবশত বেণুবনে কলন্দকগণকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। এই জন্যই বেণুবন কলন্দক-নিবাপ নামেও পরিচিত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে করণ্ড শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষের মতে কলন্দক অর্থে কালক বা কালক। সিংহলদেশীয় আচার্যগণের মতে, কলন্দক অর্থে কাঠবিড়াল। বৌদ্ধ-সংস্কৃত করণ্ড অর্থে হংসবিশেষ, পক্ষীবিশেষ। আমাদের মতে, কলন্দক অর্থে কালান্তক বা কৃষ্ণসর্প। কালক অর্থেও কৃষ্ণসর্প। বেণুবন কালান্তক বা কৃষ্ণসর্পেরই বিচরণ-ভূমি ছিল। জনৈক রাজা মদের নেশায় বিভোর ছিল এবং কাঠবিড়াল বা পক্ষী-বিশেষ তাঁহাকে যথাসময়ে সতর্ক করিয়া কৃষ্ণসর্পের দংশন হইতে রক্ষা করিল ইত্যাদি পরবর্তী কালে কল্পিত কিংবদন্তী মাত্র। বাঁশঝাড়ে কাঠবিড়াল বা করণ্ড পাখী থাকাও যেমন সম্ভব, কৃষ্ণসর্প থাকাও তেমন সম্ভব। চাঁটগার চলতি ভাষায় ‘কালন্তর’ বা ‘কালান্তক’ অত্যন্ত বিষধর কৃষ্ণসর্প, যাহা এক জাতীয় জাত-সাপ।

৪. জাতিভূমি অর্থে বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তু। যে সকল ভিক্ষু তথায় বাস করিতেন তাঁহারাই জাতিভূমিক ভিক্ষু। জাতভূমিকা’তি জাতভূমি বাসিনো (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপবিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ভগবান কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার জন্মভূমিতে আমার জন্মভূমি-নিবাসী সতীর্থ ভিক্ষুদিগের মধ্যে কে এইরূপে প্রশংসিত—সে নিজেও অল্পেচ্ছু[১] এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে অল্পেচ্ছা-কথার কর্তাও[২] বটে; নিজেও সন্তুষ্ট এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে সন্তুষ্টি-কথার[৩] কর্তাও বটে; নিজেও প্রবিবিক্ত (বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন)[৪] এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রবিবেক-কথার কর্তাও বটে; নিজেও অসংশ্লিষ্ট এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে অসংসর্গ[৫]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও আরব্ধবীর্য (কর্মতৎপর) এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে বীর্যারম্ভ-কথার কর্তাও বটে; নিজেও শীলসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে শীলসম্পদ[৬]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও সমাধিসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে সমাধিসম্পদ[৭]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রজ্ঞাসম্পদ[৮]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও বিমুক্তি-সম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে বিমুক্তি-সম্পদ[৯]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন-সম্পন্ন এবং বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন-সম্পদ[১০]-কথার কর্তা, সতীর্থগণের মধ্যে উপদেষ্টা[১১], বিজ্ঞাপক, সন্দর্শক, সমুদ্দীপক[১২], সমুত্তেজক[১৩] এবং সম্প্রহর্ষকও[১৪] বটে, "প্রভো, আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রই[১৫] ভগবানের জন্মভূমিতে ঐ জন্মভূমি-নিবাসী ভিক্ষুদিগের মধ্যে এইভাবে

---

১. অল্পেচ্ছা অর্থে মাত্রাজ্ঞতা (প. সূ.)।
২. অর্থাৎ, অল্পেচ্ছাবাদী, যিনি অল্পেচ্ছা বিষয়ে অপরকে উপদেশ প্রদান করেন।
৩. সন্তুষ্টি অর্থে চীবরাদি লব্ধ জীবনোপকরণে সন্তোষ (প. সূ.)।
৪. ত্রিবিধ বিবেক : কায়-বিবেক, চিত্ত-বিবেক ও উপাধি-বিবেক। একা থাকেন, একা উপবেশন করেন, একা বিচরণ করেন, ইহারই নাম কায়-বিবেক। অষ্ট সমাপত্তিতে নিমগ্ন থাকার নাম চিত্ত-বিবেক, এবং নির্বাণই উপাধি-বিবেক (বিশুদ্ধ চিত্ততা) (প. সূ.)।
৫. পঞ্চবিধ সংসর্গ যথা : শ্রবণ-সংসর্গ, দর্শন-সংসর্গ, সমালাপ-সংসর্গ, সম্ভোগ এবং কায়-সংসর্গ বা দৈহিক-সংসর্গ (প. সূ.)।
৬. শীল অর্থে চারি পরিশুদ্ধি শীল (প. সূ.)।
৭. সমাধি অর্থে বিদর্শন-ধ্যানজনিত অষ্ট সমাপত্তি (প. সূ.)।
৮. প্রজ্ঞা অর্থে লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞান (প. সূ.)।
৯. বিমুক্তি অর্থে অর্হত্ত্বফল বা পূর্ণসিদ্ধি (প. সূ.)।
১০. জ্ঞানদর্শন অর্থে ঊনিশ প্রকার পর্যবেক্ষণ জ্ঞান (প. সূ.)।
১১. যিনি অল্পেচ্ছাদি দশ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন (প. সূ.)।
১২. যিনি উক্ত দশ বিষয় বিজ্ঞাপন করেন (প. সূ.)।
১৩. যিনি শুধু বিজ্ঞাপন করেন নহে, কারণও প্রদর্শন করিতে পারেন (প. সূ.)।
১৪. যিনি শুধু কারণ দিতে পারেন নহে, অপরকে তাহা গ্রহণও করাইতে পারেন (প. সূ.)।
১৫. পালি মন্তানিপুত্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রশংসিত—তিনি নিজে অল্পেচ্ছু এবং অল্পেচ্ছা-কথার কর্তা; নিজে সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্টি-কথার কর্তা; নিজে প্রবিবিক্ত এবং প্রবিবেক-কথার কর্তা; নিজে অসংশ্লিষ্ট এবং অসংসর্গ-কথার কর্তা; নিজে আরব্ধ-বীর্য এবং বীর্যারম্ভ-কথার কর্তা; নিজে শীলসম্পন্ন এবং শীলসম্পদ-কথার কর্তা; নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পদ-কথার কর্তা; নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তিসম্পদ-কথার কর্তা; নিজে বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন এবং বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পদ-কথার কর্তা; সতীর্থগণের মধ্যে উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সন্দর্শক, সমুদ্দীপক,[১] সমুত্তেজক ও সম্প্রহর্ষক[২]।

২। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের মহালাভ ও সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, তাঁহার বিজ্ঞ সতীর্থগণ শাস্তার সম্মুখে, শাস্তার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কে, তাঁহার সুখ্যাতি করিলেন এবং শাস্তাও তাহা অনুমোদন করিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের সহিত আমি অল্প কয়েকবার মাত্র কদাচিৎ একত্র হইয়াছি এবং আলাপ-সালাপ করিয়াছি।'

৩। অনন্তর ভগবান রাজগৃহে যথা-অভিরতি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমাগত পথ পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র শয্যাসন গুটাইয়া পাত্রচীবর হস্তে শ্রাবস্তী-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমাগত পথ পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে ভগবান ধর্মকথায় সত্য-সন্দর্শন করাইলেন, সমুদ্দীপ্ত করিলেন, ধর্মের প্রতি সমুত্তেজনা ও সম্পহর্ষভাব উৎপাদন করিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র ভগবদ্দেশিত ধর্মকথা দ্বারা সত্য-সন্দর্শিত, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, সানন্দে ভগবদুক্তি অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ও দক্ষিণভাগে (সম্মুখে) রাখিয়া দিবাবিহারের জন্য অন্ধবনে গমন করিলেন।

৪। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, "সারিপুত্র, তুমি পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র

১. যিনি কোনো বিষয়ে উৎসাহ জনন করিতে পারেন (প. সূ.)।
২. যিনি আনন্দবর্ধন করিতে পারেন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নামক যে ভিক্ষুর অবিরাম গুণকীর্তন করিলে, তিনি ভগবদ্দেশিত ধর্মকথা দ্বারা সত্য-সন্দর্শিত, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, সানন্দে ভগবদুক্তি অনুমোদন করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ও দক্ষিণভাগে রাখিয়া দিবাবিহারের জন্য অন্ধবনে প্রবেশ করিয়াছেন।” অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র দ্রুত আসন হস্তে আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের শির অবলোকন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য আসীন হইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রও অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া অপর এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য আসীন হইলেন।

৫। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে কহিলেন, “বন্ধু, তুমি কি ভগবদ্ শাসনেই ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ?” “বন্ধু, তাহাই বটে।” “বন্ধু, তুমি কি শীল-বিশুদ্ধির জন্যই ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ?” “না, তাহা নহে।” “তবে তুমি কি দৃষ্টি-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?” “না, তাহাও নহে।” “তবে কি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?” “না, তাহাও নহে।” “তবে কি তুমি মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?” “না, তাহাও নহে।” “তবে কি তুমি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?” “না তাহাও নহে।” “তবে কি তুমি জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?” “না, তাহাও নহে।” “এ কেমন কথা যে, যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হইল, তুমি কি শীল-বিশুদ্ধির জন্যই ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ, তুমি বলিলে, ‘না’। তারপর যখন প্রশ্ন করা হইল, তবে কি তুমি চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ, তখনও তুমি বলিলে, ‘না’। এইরূপে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করা হইলে, তুমি একইরূপ উত্তর করিলে, ‘না, তাহা নহে’। তাহা হইলে তুমি কি জন্য ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ?” “অনুৎপাদ পরিনির্বাণের জন্যই ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছি।” “বন্ধু, শীল-বিশুদ্ধিই কি তোমার মতে অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?” “না, তাহা নহে।” “তবে কি চিত্ত-বিশুদ্ধিই অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?” “না, তাহাও নহে।” “তবে কি দৃষ্টি-বিশুদ্ধিই তাদৃশ পরিনির্বাণ?” “না, তাহাও নহে।” “তবে কি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধিই সেই পরিনির্বাণ?” “না. তাহাও নহে।” “তবে কি মার্গামার্গ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই লক্ষিত পরিনির্বাণ?” “না, তাহাও নহে।” “তবে কি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশুদ্ধিই এই পরিনির্বাণ?" "না, তাহাও নহে।" "তবে কি বলিতে চাও, জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?" "না, তাহাও নহে।" "তবে কি, বন্ধু, এই সপ্ত বিশুদ্ধি-ধর্ম ব্যতীত তোমার অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?" "না, আমি সে কথাও বলি না।" "বন্ধু, যখন তোমায় জিজ্ঞাসা করা হইল, শীল-বিশুদ্ধিই কি অনুৎপাদ পরিনির্বাণ? তুমি উত্তর করিলে, 'না'। চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি একইরূপ উত্তর করিলে, 'না'। তবে কি, বন্ধু, যথাকথিতভাবেই কথিত বিষয়ের অর্থ বুঝিতে হইবে?"

৬। "বন্ধু, যদি ভগবান শীল-বিশুদ্ধিকেই অনুৎপাদ পরিনির্বাণরূপে নির্দেশ করেন তাহা হইলে যে, স-উপাদান ধর্মই[১] অনুৎপাদ পরিনির্বাণরূপে[২] নির্দিষ্ট হয়। চিত্তবিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ। [পুনশ্চ,] যদি এই সপ্ত বিশুদ্ধি-ধর্ম ব্যতীত অনুৎপাদ পরিনির্বাণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে পৃথকজনও পরিনির্বাণ লাভ করিতে পারে, কেননা পৃথকজন এই সপ্ত বিশুদ্ধি-ধর্মের বাহিরে।[৩] অতএব, বন্ধু, আমি তোমার নিকট উপমার অবতারণা করিতেছি, কেননা উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বিষয়ে অর্থ জানিতে পারেন।

৭। বন্ধু, মনে কর, শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে কোশলরাজ প্রসেনজিতের কোনো এক অবশ্য করণীয় কার্য উপস্থিত হইল। তিনি শ্রাবস্তী ও সাকেতের মধ্যে সপ্ত রথবিনীতের[৪] ব্যবস্থা করাইলেন।[৫] অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরদ্বারে প্রথম রথবিনীতে অধিরোহণ করিলেন, প্রথম রথবিনীতের দ্বারা দ্বিতীয় রথবিনীতের স্থানে পহুঁছিয়া প্রথম রথবিনীত বিসর্জন করিলেন, এবং দ্বিতীয় রথবিনীতে অধিরোহণ করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে

---

১. স-উপাদান অর্থে যাহা সংস্কৃত, আসক্তিপূর্ণ (প. সূ.)।

২. অনুৎপাদ অর্থে যাহা অনাসক্ত, অসংস্কৃত (প. সূ.)।

৩. অর্থাৎ সাধারণ জনের সহিত সপ্ত বিশুদ্ধি-ধর্মের সম্বন্ধ নাই, যেহেতু তাহারা সপ্ত বিশুদ্ধি-ধর্ম এখনও পূর্ণ করিতে পারে নাই।

৪. রথবিনীত অর্থে সুদান্ত অশ্বযুক্ত রথ।

৫. সপ্ত রথ সজ্জিত করাইয়া রাখিলেন। প্রথম রথে কিয়দ্দুর গিয়া তাহা হইতে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় রথে আরোহণ, দ্বিতীয় রথে কিয়দ্দুর গিয়া তাহা হইতে অবতরণ করিয়া তৃতীয় রথে আরোহণ, এইরূপে পর পর সপ্ত রথে আরোহণ করিয়া সাকেতে পহুঁছিবার ব্যবস্থা করাইলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে চতুর্থে, চতুর্থ হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠে এবং ষষ্ঠ হইতে সপ্তমে রথবিনীতে অধিরোহণ করিয়া সাকেতে অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। এইভাবে সাকেতের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলে, মিত্র, অমাত্য এবং জ্ঞাতিকুটুম্বগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ, আপনি কি এই (একমাত্র) রথবিনীতের দ্বারাই শ্রাবস্তী হইতে সাকেতে এই অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইয়াছেন?' কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন?" "যদি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একথা বলেন যে, যখন শ্রাবস্তীতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন তখন সাকেতে তাঁহার কোনো এক অবশ্য করণীয় কার্য উপস্থিত হয়, এবং তিনি শ্রাবস্তী ও সাকেতের মধ্যে সপ্ত রথবিনীত ব্যবস্থা করেন। অতঃপর শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া অন্তঃপুরদ্বারে তিনি প্রথম রথবিনীতে অধিরোহণ করেন, পথম রথবিনীতের দ্বারা দ্বিতীয় রথবিনীতে পহুঁছিয়া তিনি প্রথম রথবিনীত বিসর্জন করিয়া দ্বিতীয় রথবিনীতে অধিরোহণ করেন। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে চতুর্থে, চতুর্থ হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠে এবং ষষ্ঠ হইতে সপ্তম রথবিনীতে অধিরোহণ করিয়া তিনি সাকেতে অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইলেই তিনি এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন।" "তেমনভাবেই, বন্ধু, শীল-বিশুদ্ধির গতি চিত্ত-বিশুদ্ধিতে পহুঁছিবার জন্য, চিত্ত-বিশুদ্ধির গতি দৃষ্টি-বিশুদ্ধিতে, দৃষ্টি-বিশুদ্ধির গতি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধিতে, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধির গতি মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি অনুৎপাদ পরিনির্বাণে পহুঁছিবার জন্য। বন্ধু, এই অনুৎপাদ পরিনির্বাণের জন্যই ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইতেছে।"

৮। ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে কহিলেন, "আয়ুষ্মানের নাম কী? কী নামেই বা সতীর্থগণ আয়ুষ্মানকে জানেন?" "আমার নাম পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র, পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র বলিয়াই আমাকে সতীর্থগণ জানেন।" "পূর্ণ, ইহা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই বিস্ময়কর যে, সম্যকভাবে শাস্তার শাসন বিদিত শ্রুতবান শ্রাবক যেভাবে উত্তর প্রদান করিবেন ঠিক সেভাবেই আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র, তাঁহাকে যতগুলি গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। সতীর্থগণের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য, যদি তাঁহারা পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের দর্শন লাভ করেন, যদি তাঁহারা পর্যুপাসনা করিতে পারেন। যদি সতীর্থগণ বস্ত্রাসনে শিরোপরি আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে বহন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করেন, অথবা তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা তাঁহাদের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য। আমার পক্ষেও মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমি (আজ) আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের দর্শন লাভ করিয়াছি, তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারিয়াছি।”

ইহা উক্ত হইলে আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, “আয়ুষ্মানের নাম কী, কী নামেই বা সতীর্থগণ আয়ুষ্মানকে জানেন?” “পূর্ণ, আমার নাম উপতিষ্য। সতীর্থগণ আমাকে সারিপুত্র বলিয়াই জানেন।” “অহো, শাস্তাকল্প শ্রাবকের সহিত ধর্মালোচনা করিয়াও জানিতে পারি নাই যে, তিনি স্বয়ং আয়ুষ্মান সারিপুত্র। যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, তিনি স্বয়ং আয়ুষ্মান সারিপুত্র, তাহা হইলে আমি একটি কথাও বলিতাম না। ইহা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই বিস্ময়কর যে, শাস্তার শাসন সম্যকভাবে বিদিত শ্রুতবান শ্রাবক যেভাবে প্রশ্ন করেন ঠিক সেভাবেই আয়ুষ্মান সারিপুত্র গভীর গভীর প্রশ্ন একটির পর একটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।[১] সতীর্থগণের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য, যদি তাঁহারা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দর্শন লাভ করেন, যদি তাঁহারা তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন। যদি সতীর্থগণ বস্ত্রাসনে শিরোপরি সারিপুত্রকে বহন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করেন, তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য। আমার পক্ষেও মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, (আজ) আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দর্শন লাভ করিয়াছি, তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারিয়াছি।”

এইরূপেই দুই মহানাগ, মহাশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধশ্রাবক পরস্পরের সুভাষিত বিষয় সমনুমোদন করিয়াছিলেন।

॥ রথবিনীত সূত্র সমাপ্ত ॥

নিবাপ সূত্র (২৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে,

---

১. সম্ভবত রথবিনীত সুত্তই রাজা অশোকের ভাব্রুলপিতে ‘উপতিস-পসিন’ বা ‘উপতিষ্য-প্রশ্ন’ নামে অভিহিত হইয়াছে। উপতিষ্য বা শারীপুত্রের সপ্ত প্রশ্নে সপ্ত বিশুদ্ধি এবং পূর্ণ মৈত্রায়নী পুত্রের উত্তরে সপ্ত বিশুদ্ধির চরম লক্ষ অনুৎপাদ পরিনির্বাণ বা বিমুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আলোচ্য বুদ্ধদত্ত-কৃত অভিধম্মাবতার, উপতিষ্য-কৃত বিমুক্তি-মগ্গ এবং বুদ্ধঘোষ-কৃত বিশুদ্ধি-মগ্গের মাতিকা বা বিষয় প্রস্তাবনা দেখিতে পাই। ইহাই বস্তুত রথবিনীত-সুত্তের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক (তৃণ-বপক মৃগলুব্ধক)[১] নিবাপ (মৃগ-বিচরণভূমি)[২] নির্মাণ করিয়া উহাতে এই উদ্দেশ্যে তৃণ-বীজ[৩] বপন করে না যে, মৃগগণ বপিত তৃণ ভোজন করিয়া দীর্ঘজীবি ও বর্ণোজ্জ্বল[৪] হইয়া চিরদিন, দীর্ঘকাল সুখে জীবন যাপন করিবে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ বিপরীত উদ্দেশ্যেই নিবাপক নিবাপ নির্মাণ করিয়া উহাতে তৃণ-বীজ বপন করে যাহাতে মৃগগণ উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া খাদ্যমোহে মূর্ছিত[৫] (মোহিত) হইয়া ভোজ্য ভোজন করিবে। ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইবে, মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইবে। প্রমত্ত হইয়া এই নিবাপে তাহারই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে থাকিবে।

৩। হে ভিক্ষুগণ, প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব (কৌশল) হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

৪। হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় মৃগসংঘ এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিল—"প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত ঐ নিবাপে প্রবেশ করিয়া ভোজ্য ভোজন করিল, তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল।[৬] এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম

---

১. নিবাপক অর্থে মৃগলুব্ধক যে বপিত বা রোপিত তৃণ দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া মৃগগণকে ঘেরায় আবদ্ধ করে (প. সূ.)। বাঙলা নিবাপক বা নির্বাপক অর্থে দানকর্তা, বিশেষত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দাতা।

২. পালি নিবাপং নিবপতি—নিবাপ নিবপন করে, অর্থাৎ তৃণ-বীজ বপণ করে (প. সূ.)। পারিভাষিক অর্থে নিবাপ মৃগ বা পক্ষীর বিচরণভূমি, যেখানে তাহারা সহজে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, যথা : কলন্দক-নিবাপ, মোর-নিবাপ।

৩. এস্থলে নিবাপ অর্থে নিবাপ-ক্ষেত্র, তৃণ-কিশলয়সম্পন্ন ঘেরা যেখানে আহত মৃগগণকে কৌশলে আবদ্ধ করা হয়। নিগ্রোধমিগ জাতক, দ্র.।

৪. পালি বণ্ণবা—বর্ণবান অর্থাৎ উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট।

৫. মূর্চ্ছিত অর্থে বিভোর, অতিশয় মুগ্ধ (প. সূ.)।

৬. নিবাপকের অভিপ্রায়, মৃগগণ নিঃসন্দেহে, নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে নিবাপ-ক্ষেত্রে যাতায়াত ও বিচরণ করে, যাহাতে তাহাদিগকে সহজে আবদ্ধ করিবার সুযোগ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ (ভীতিজনক ভোজন) হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।" ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ সর্বাংশে নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের শেষমাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইয়া পড়িল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় মৃগসংঘের বলবীর্য পরিহীন হইল, বলবীর্য পরিহীন হইলে ঐ মৃগগণ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে লাগিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

৫। হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মৃগসংঘ এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিল—"প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত ঐ নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল, ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। দ্বিতীয় মৃগসংঘও এইরূপে বিষয়টি চিন্তা করিয়াছিল—'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত ঐ নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া এই প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে থাকিল। গ্রীষ্মের শেষমাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইয়া পড়িল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় মৃগসংঘের বলবীর্য পরিহীন হইল, বলবীর্য পরিহীন হইলে ঐ মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে থাকিল। এইরূপ করিতে গিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা নিবাপক-নির্মিত ঐ নিবাপের উপাশ্রয় (সন্নিকটে) আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ঐ নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে থাকিব না।" ইহা ভাবিয়া তৃতীয় মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট[১] এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করায় মৃগগণ মদগ্রস্ত হইল না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইল না। অপ্রমত্ত থাকায় ঐ নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিল না। তখন, হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এই তৃতীয় মৃগসংঘ যেন কৈটভীর[২] ন্যায় শঠ, 'পরজনের' (যক্ষের) ন্যায় ঋদ্ধিমান[৩]। এই নির্মিত নিবাপ পরিভোগ করে অথচ আমরা তাহাদের গতিবিধি[৪] জানি না। অতএব আমরা বৃহৎ দণ্ড-বাগুরা[৫] দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ এই নিবাপ পরিবেষ্টিত করিব, ইহাতে অত্যল্পকালের মধ্যেই তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইব, যেখানে মৃগগণকে ধরিতে পারিব।" ইহা ভাবিয়া নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ্ বৃহৎ দণ্ড-বাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ ঐ নিবাপ পরিবেষ্টিত করিল। হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ্ তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল, যেখানে তাহারা ধরা পড়িল। এইরূপে, হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

৬। হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ মৃগসংঘ এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিল—"প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ঐ নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। দ্বিতীয় মৃগসংঘও এইরূপে বিষয়টি চিন্তা করিয়াছিল—'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত

---

১. অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া অর্থে সম্পূর্ণ ভিতরে না গিয়া, কিছুদূর যাইতে না যাইতে দ্রুত বাহির হইয়া (প. সূ.)।

২. এস্থলে কৈটভী অর্থে অতিশয় মায়াবী।

৩. অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

৪. ঠিক কোন স্থানে আসে এবং কোথায় চলিয়া যায় (প. সূ.)

৫. মৃগ ধরিবার ইহা একপ্রকার জাল বা ফাঁদ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া এই প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব'। ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের শেষমাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইয়া পড়িল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় মৃগসংঘের বলবীর্য পরিহীন হইল, বলবীর্য পরিহীন হইলে ঐ মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। তৃতীয় মৃগসংঘও বিষয়টি এইরূপে সম্যকভাবে চিন্তা করিয়াছিল—'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। দ্বিতীয় মৃগসংঘও এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিয়াছিল—'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের শেষমাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় বলবীর্য পরিহীন হইল। বলবীর্য পরিহীন হইলে ঐ মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ঐ নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা নিবাপকনির্মিত ঐ নিবাপের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিব। অনুপ্রবিষ্ট এবং মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ঐ নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে থাকিব না।' ইহা ভাবিয়া তৃতীয় মৃগসংঘ নিবাপক নির্মিত নিবাপের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করায় মৃগগণ মদগ্রস্ত হইল না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইল না। অপ্রমত্ত থাকায় নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিল না। তখন, নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এই তৃতীয় মৃগসংঘ যেন কৈটভীর ন্যায় শঠ, 'পরজনের' ন্যায় ঋদ্ধিমান। তাহারা এই নির্মিত নিবাপ পরিভোগ করে অথচ আমরা তাহাদের গতিবিধি জানি না। অতএব আমরা বৃহৎ দণ্ড-বাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ এই বপিত নিবাপ পরিবেষ্টিত করিব, ইহাতে অত্যল্প কালের মধ্যেই তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইব, যেখানে মৃগগণকে ধরিতে পারিব।" ইহা ভাবিয়া নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ্ বৃহৎ দণ্ড-বাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ ঐ নিবাপ পরিবেষ্টিত করিল। ইহাতে নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল, যেখানে তাহারা ধরা পড়িল। এইরূপে, তৃতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

অতএব আমরা যেখানে নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের যাতায়াত নাই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিব। অনুপ্রবিষ্ট এবং মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিলে মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ঐ নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে থাকিব না।" ইহা ভাবিয়া যেখানে নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের যাতায়াত ছিল না সেখানেই চতুর্থ মৃগসংঘ আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। অনুপ্রবিষ্ট এবং মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করায় তাহারা মদগ্রস্ত হইল না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইল না। অপ্রমত্ত থাকায় ঐ নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিল না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন, হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এই চতুর্থ মৃগসংঘ যেন কৈটভীর ন্যায় শঠ, 'পরজনের' ন্যায় ঋদ্ধিমান। এই মৃগসংঘ বপিত নিবাপ পরিভোগ করে অথচ আমরা মৃগগণের গতিবিধি জানি না। অতএব আমরা বৃহৎ দণ্ড-বাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ এই বপিত নিবাপ পরিবেষ্টিত করিব, ইহাতে অত্যল্প কালের মধ্যে এই চতুর্থ মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইব, যেখানে তাহাদিগকে ধরিতে পারিব।" ইহা ভাবিয়া তাহারা বৃহৎ দণ্ড-বাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ ঐ নিবাপ পরিবেষ্টিত করিল। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ চতুর্থ মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল না, যেখানে তাহারা মৃগগণকে ধরিতে পারিত। তখন, হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"যদি আমরা এই চতুর্থ মৃগসংঘকে ঘাঁটাই, এই ঘাঁটাতে মৃগগণ অপর মৃগগণকে[১] ঘাঁটাইবে, তাহাদের ঘাঁটাইলে তাহারাও অপর মৃগগণকে[২] ঘাঁটাইবে, এইরূপে সর্বাংশেই মৃগগণ এই বপিত নিবাপ পরিহার করিবে। অতএব আমরা এই চতুর্থ মৃগসংঘকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিব[৩]।" হে ভিক্ষুগণ, ইহা ভাবিয়া নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ চতুর্থ মৃগসংঘকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিল। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইল।

৭। হে ভিক্ষুগণ, লক্ষিত অর্থ-বিজ্ঞাপনের জন্যই এই উপমা উপস্থিত করা হইয়াছে। উপমার অর্থ এই—হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে নিবাপ পঞ্চকামগুণের অধিবচন বা নামান্তর; নিবাপক মারেরই নামান্তর; নিবাপক-পার্ষদ মার-পার্ষদেরই নামান্তর; মৃগগণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণেরই নামান্তর।

৮। হে ভিক্ষুগণ, প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মার-নির্মিত ঐ নিবাপে,[৪] অর্থাৎ পঞ্চকামগুণরূপ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে (ইন্দ্রিয়লালসায়) মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় তাঁহারা অনুপ্রবিষ্ট ও খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া মদগ্রস্ত হইলেন। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইলেন। প্রমত্ত হইয়া ঐ নিবাপে, অর্থাৎ ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিলেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, এই প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধি-প্রভাব (বশীকরণ বিদ্যা) হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে ভিক্ষুগণ, যেমন প্রথম মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি এই

---

১. দূরবর্তী মৃগগণকে (প. সূ.)।

২. আরও দূরবর্তী মৃগগণকে (প. সূ.)।

৩. অর্থাৎ উহাদের বিষয়ে উদাসীন হইয়া চলিব (প. সূ.)।

৪. মার-বপিত নিবাপে বা তৃণক্ষেত্রে। বীজ হইতেছে পঞ্চকামগুণ বা পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়—চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ ইত্যাদি (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

৯। হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন। মত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন। প্রমত্ত থাকায় ঐ নিবাপে, ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে লাগিলেন। এইরূপেই প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধি প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপ-ভোজন হইতে, লোকামিষ হইতে প্রতিবিরত হইব। ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।" ইহা ভাবিয়া তাঁহারা সর্বাংশে নিবাপ-ভোজন হইতে, লোকামিষ হইতে প্রতিবিরত হইলেন। ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া তাঁহারা অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা শাক-ভোজী হইলেন, শ্যামাক-ভোজী হইলেন, নীবার-ভোজী হইলেন, দর্দর-ভোজী হইলেন, শৈবাল-ভোজী হইলেন, কণ-ভোজী হইলেন, আচাম-ভোজী হইলেন, পিণ্যাক-ভোজী হইলেন, তৃণ-ভোজী হইলেন, গোময়-ভোজী হইলেন, ফলমূলাহারী কিংবা ভূপতিত-পক্কফল-ভোজী হইলেন। গ্রীষ্মের শেষ মাসে তৃণোদক ক্ষীণ হইলে তাঁহারা অতিশয় কৃশতনু হইলেন। অতিশয় কৃশতনু এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের বলবীর্য পরিহীন হইল। বলবীর্য পরিহীন হইলে চেতঃবিমুক্তি[১] (অরণ্যবাসের অভিপ্রায়) পরিহীন হইল। চেতঃবিমুক্তি পরিহীন হওয়ায় তাঁহারা ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষেই প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় তাঁহারা অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন। মত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন। প্রমত্ত থাকায় তাঁহারা ঐ নিবাপে, ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে লাগিলেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

১০। হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—"প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধি প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-

---

১. চেতঃবিমুক্তি—চিত্তের বিমুক্তভাব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণও ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। অতএব আমরা ঐ মার-নির্মিত নিবাপের, ঐ লোকামিষের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ বস্তু উপভোগ করিব। অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ঐ নিবাপে, ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইব না।” ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ঐ মার-নির্মিত নিবাপের, ঐ লোকামিষের উপশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন না। অপ্রমত্ত থাকায় তাঁহারা ঐ নিবাপে, ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি (একাঙ্গদর্শন) উৎপন্ন হইল—‘জগৎ শাশ্বত’, ‘জগৎ অশাশ্বত’, ‘জগৎ সান্ত’, ‘জগৎ অনন্ত’, ‘জীবাত্মা ও শরীর অভিন্ন’, ‘জীবাত্মা ও শরীর ভিন্ন ভিন্ন’, ‘মৃত্যুর পরও তথাগত থাকেন’, ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না’, ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও বটে, থাকেন নাও বটে’, ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন তাহাও নহে, না থাকেন তাহাও নহে।” এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

১১। হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্যকরূপে চিন্তা করিলেন—“প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের-ঋদ্ধি প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণও ঐ মার নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণও ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে নাই। অতএব আমরা যেখানে মার এবং মার-পার্ষদের যাতায়াত নাই তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিব। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ঐ নিবাপে, ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইব না।" ইহা ভাবিয়া তাঁহারা যেখানে মার এবং মার-পার্ষদের যাতায়াত নাই তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ মার-নির্মিত নিবাপে, ঐ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন না। অপ্রমত্ত থাকায় তাঁহারা ঐ নিবাপে, ঐ লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইলেন না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধি-প্রভাব হইতে পরিমুক্তি হইতে পারিলেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

১১। হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে মার ও মার-পার্ষদের গোচর-সীমার বাহিরে যাওয়া যায়? ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তাহা করিলেই বলা হয়—

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভূবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।

পুনশ্চ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া প্রীতি-নিরপেক্ষ-সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তাহা করিলেই বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষু সর্ব রূপ-সংজ্ঞা সমতিক্রম ও প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া নানাত্ম সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করিয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অনুভূতিতে অনন্ত-আকাশ-আয়তন নামক প্রথম অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। অতঃপর তিনি সর্বতোভাবে অনন্ত আকাশ-আয়তন স্তর সমতিক্রম করিয়া 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এই অনুভূতিতে অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। অতঃপর তিনি সর্বতোভাবে অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তন স্তর সমতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নাই' এই অনুভুতিতে অকিঞ্চন-আয়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তদনন্তর তিনি সর্বাংশে অকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। এইরূপে এক একটি অরূপধ্যান স্তর লাভ করিলে বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।

পরিশেষে তিনি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর ধ্যানস্তর লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। প্রজ্ঞানেত্রে সর্ববিষয় দেখিবার ফলে আসব পরিক্ষীণ হয়। এইরূপে লোকোত্তর ধ্যানস্তর লাভ করিলে বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন॥
লোকোত্তীর্ণ লোকাতীত বুদ্ধ শুদ্ধ জন
বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যত করিয়া ছেদন॥

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ নিবাপ সূত্র-সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যপর্যেষণ সূত্র (২৬)*

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কহিলেন—"আনন্দ, তুমি তো চিরকালই ভগবৎ প্রমুখাৎ ধর্মকথা শুনিয়া আসিতেছ। আমরা কি একবার ভগবৎ প্রমুখাৎ ধর্মকথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিব?" "যদি আয়ুষ্মানগণ সেই সুযোগ লাভ করিতে চাহেন, যেখানে রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম সেখানে গমন করুন, অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা সেই সুযোগ লাভ করিবেন।" "তথাস্তু" বলিয়া ভিক্ষুগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন।

এদিকে ভগবান ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বিচরণ করিয়া ভোজন-শেষে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—আনন্দ, যেখানে পূর্বারাম[১], মৃগার-মাতৃ-প্রাসাদ[২] তথায় দিবাবিহারের জন্য গমন করিব। "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত দিবাবিহারের জন্য পূর্বারামে, মৃগার-মাতৃ-প্রাসাদে গমন করিলেন। সায়াহ্নে ভগবান সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গাত্রপরিষেকের (স্নানের) জন্য পূর্বপ্রকোষ্ঠে (পূর্বদ্বারের পার্শ্ববর্তী কক্ষে) গমন করিব। "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর প্রকোষ্ঠে (গাত্র পরিষেকের) আয়োজন হইলে গাত্র পরিষেকের জন্য ভগবান আনন্দের সহিত পূর্বপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। পূর্বপ্রকোষ্ঠে গাত্রপরিষেক করিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া ভগবান গাত্র শুকাইবার জন্য একচীবরে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, অদূরে রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম, প্রভো, এই আশ্রম অতি রমনীয় ও মনোহর। প্রভো, অনুকম্পাপূর্বক আপনি এই রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন।

---

*. এই সূত্র পাসরাসি-সুত্ত নামেও কোনো কোনো পুঁথিতে অভিহিত হইয়াছে। সূত্রের মধ্যে পাশরাশির উপমা আছে, ইহাই পাশরাশি নামের সার্থকতা। বুদ্ধঘোষ পাশরাশি নামই গ্রহণ করিয়াছেন। ঔপম্যবর্গে পাশরাশি নাম সমীচীন বটে।

১. শ্রাবস্তীর পূর্বদ্বারের সন্নিকটে নির্মিত আরামই পূর্বারাম নামে পরিচিত।-

২. উক্ত আরাম মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধু বিশাখা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা মৃগার-মাতৃ-প্রাসাদ নামেও অভিহিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনন্তর ভগবান যেখানে রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম তথায় গমন করিলেন। সেই সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু ঐ আশ্রমে ধর্মালাপে সমাসীন ছিলেন। ভগবান তাঁহাদের কথা (বক্ষ্যমাণ বিষয়) সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিলেন।

২। ভগবান তাঁহাদের কথা সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া একটু কাশিয়া বহির্দেশ হইতে অর্গল টানিলেন। ভিতর হইতে ভিক্ষুগণ ভগবানকে দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভগবান রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট হইয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কী কথা লইয়া সমাসীন আছ? তোমাদের মধ্যে কী কথাই বা বিপ্রকৃত[১] হইল (থামিয়া গেল)? "প্রভো, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ধর্মকথাও থামিল আর ভগবানও এস্থলে উপনীত হইলেন।" উত্তম কথা, শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রগণ ধর্মালাপে সমাসীন হইবেন। হে ভিক্ষুগণ, একত্রিত হইলে তোমাদের এই দ্বিবিধ কর্তব্য—ধর্মকথার আলোচনা অথবা আর্যোচিত তুষ্ণীম্ভাব ধারণ।"

৩। হে ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ পর্যেষণ (সন্ধান)—অনার্যোচিত ও আর্যোচিত। হে ভিক্ষুগণ, অনার্যেচিত পর্যেষণ কী? এ জগতে কেহ কেহ নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মের, জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মের, ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মের, মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মের, শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মের, সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মেরই পর্যেষণ করেন। জন্মানুগ ধর্ম বলিতে তোমরা কী বলিবে? হে ভিক্ষুগণ, পত্নী-পুত্র, দাস-দাসী, অজ-মেষ, কুক্কুট-শূকর, হস্তী-গো-অশ্ব, অশ্বতর, জাতরূপ এবং রজতই জন্মানুগ ধর্ম। এ সকল জন্মানুগ ধর্মই উপাধি যাহাতে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন হইলে মনে করিতে হইবে মানব নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মেরই পর্যেষণ করিতেছে। জরানুগ ধর্ম, ব্যাধি-অনুগ ধর্ম, মরণানুগ ধর্ম, শোকানুগ ধর্ম, সংক্লেশানুগ ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাই, হে ভিক্ষুগণ, অনার্যেচিত পর্যেষণ।

৪। হে ভিক্ষুগণ, আর্যেচিত পর্যেষণ কী? এ জগতে কেহ কেহ নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে ব্যাধির অধীন হইয়া

---

১. এস্থলে বিপ্রকৃত হইল অর্থে যাহা অপরিসমাপ্ত রহিল। যখন বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলেন তখন ভিক্ষুদিগের মধ্যে বক্ষ্যমাণ বিষয় সমাপ্ত হইলেও আলোচনা পরিসমাপ্ত হয় নাই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। ইহাই, হে ভিক্ষুগণ, আর্যোচিত পর্যেষণ।

৫। আমিও, হে ভিক্ষুগণ, সম্যকসম্বোধিলাভের পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মের, জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মের, ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মের, মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মের, শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মের, সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মের পর্যেষণ করি। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—'আমি নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মের, জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মের, ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মের, মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মের, শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মের, সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মের পর্যেষণ করিতেছি। অতএব, এখন জন্মাধীন আমি জন্মানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। জরাধীন আমি জরানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। ব্যাধির অধীন আমি ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। মরণাধীন আমি মরণানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। শোকাধীন আমি শোকানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। সংক্লেশাধীন আমি সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব।'

৬। হে ভিক্ষুগণ, সেই আমি পরে যখন তরুণ, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কী সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্বাণ অন্বেষণে অরাড়কালামের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—কালাম, আমি তোমার ধর্ম-বিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। অরাড়[১]

---

১. অরাড় অর্থে দীর্ঘ-পিঙ্গল, দীর্ঘ-তপস্বী। কালাম তাঁহার গোত্র নাম (প. সূ.)। সম্ভবত তিনি কালাম ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অরাড় কালাম জনৈক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাযোগী। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, যখন তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন তখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কালাম আমাকে কহিলেন, "আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠ-প্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ[১] বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ[২] জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—আরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর[৩] নহে এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—কালাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর? হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন, "অকিঞ্চন-আয়তন নামক অরূপ ধ্যানস্তর পর্যন্ত।" তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—শুধু যে অরাড় কালামের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁকে বলি—এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর বলিয়া প্রকাশ কর। "হ্যাঁ, এই পর্যন্তই বটে।" কালাম, আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি। [তিনি কহিলেন] "ইহা

তাঁহার সম্মুখে পাঁচশত গোশকট একত্রে চলিয়া গেলেও তিনি তাহা জানিতে পারিতেন না, মহাপরিনিব্বান-সুত্ত দ্র.। অশ্বঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিতের মতে তিনি বোধিসত্ত্বকে যোগের সঙ্গে সঙ্গে কপিল ঋষি-প্রবর্তিক সংখ্যামত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১. বুদ্ধঘোষ জ্ঞানবাদ শব্দের বিশদ অর্থ নির্ণয় করেন নাই। সম্ভবত এস্থলে জ্ঞানবাদ অর্থে ধ্যান-প্রসূত যৌগিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

২. বুদ্ধঘোষের মতে স্থবিরবাদ অর্থে স্থির জ্ঞান (প. সূ.)।

৩. শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া, প্রত্যক্ষের উপর নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সতীর্থ দেখিতে পাইতেছি। আমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর, ঠিক সেই ধর্মই আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।"

হে ভিক্ষুগণ, অরাড় কালাম আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদারভাবে আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, সম্বোধির অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি তো অকিঞ্চন-আয়তন পর্যন্ত। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া[১] তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

৭। হে ভিক্ষুগণ, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি রুদ্র রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—রাম, আমি তোমার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। রামপুত্র আমাকে কহিলেন, "আপনি এখানে থাকুন। তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠপ্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি, অপরাপর ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—রামপুত্র শুধু শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—রাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর? হে ভিক্ষুগণ, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে রামপুত্র

---

১. পালি অনলঙ্করিত্বা অর্থাৎ "অলং ইমিনা, অলং ইমিনা" মনে না করিয়া (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন, "নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন নামক অরূপ ধ্যানস্তর পর্যন্ত।" তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—শুধু যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব, তিনি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অতি অল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—রাম, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর বলিয়া প্রকাশ কর? "হ্যাঁ, এই পর্যন্তই বটে," রাম, আমিও এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি। তিনি কহিলেন, "ইহাতে আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সতীর্থ দেখিতে পাইতেছি। আমি যেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর, ঠিক সেই ধর্ম আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।"

হে ভিক্ষুগণ, রুদ্র রামপুত্র আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি নৈব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা-আয়তন নামক অরূপ ধ্যান পর্যন্ত[১]। হে ভিক্ষুগণ, আমি

১. নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অরূপধ্যানই অষ্টম সমাপত্তি লাভের উপায়। এই সূত্র সপ্রমাণ করিতেছে যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই এদেশের যোগিগণ চারি রূপ-সমাপত্তি ও চারি অরূপ-সমাপত্তি, এই অষ্ট সমাপত্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং বোধিসত্ত্ব সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর সমাপত্তি লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

৮। হে ভিক্ষুগণ, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি মগধরাজ্যে ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা মহাবেলা, যেখানে সেনা-নিগম[১] তদভিমুখে অগ্রসর হই। তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাই এক অতি রমণীয় ভূমিভাগ, এক মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা,[২] এবং চুতর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম[৩]। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—এই তো সেই রমণীয় ভূমিভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্ত প্রবাহমানা নদী এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। সাধনা-প্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই তো সেই সাধনার স্থান। ইহা ভাবিয়া, হে ভিক্ষুগণ, সাধনার পক্ষে এই স্থান পর্যাপ্ত মনে করিয়া ঐ স্থানেই আমি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হই।

৯। হে ভিক্ষুগণ, জন্মাধীন আমি জন্মানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। জরাধীন আমি জরানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। ব্যাধির অধীন আমি ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। মরণাধীন আমি মরণানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। শোকাধীন আমি শোকানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। সংক্লেশাধীন আমি সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইল, আমার চিত্ত-বিমুক্তি অচল, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আমার আর পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।

---

১. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে সেনা-নিগম ও সেনানি-গাম এই দ্বিবিধ পাঠ। সেনা-নিগম অর্থে সেনা-নিবাস। সেনানি-গাম অর্থে সেনানীর গ্রাম। সেনানী সুজাতার পিতার নাম। সেনানি-গ্রামেই সুজাতার পিত্রালয় অবস্থিত ছিল (প. সূ.)।

২. এস্থলে 'মণিখণ্ডসদৃশ-বিমল-নীল-শীতল-সলিলা নৈরঞ্জনা (নৈরঞ্জনাই)' লক্ষিতা নদী (প. সূ.)। অদ্যাপিও উরুবেলা (বুদ্ধগয়া) নৈরঞ্জনা-বিধৌতা।

৩. গোচর-গ্রাম অর্থে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য সহজে যাতায়াত করিতে পারা যায় এইরূপ গ্রাম বা লোকালয় (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। তখন, হে ভিক্ষুগণ, আমার এই চিন্তা হইল—যে ধর্ম গভীর, দুর্দর্শ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিত-বেদনীয়[১] তাহা আলয়ারামী, আলয়-রত ও আলয়-সম্মোদিত[২] জনগণের এই তত্ত্ব, এই হেতুপ্রত্যয়তা[৩] প্রতীত্যসমুদ্‌পাদ[৪] দর্শন করা দুষ্কর। তাহাদের পক্ষে এই যে সর্ব-সংস্কার-শমথ, সর্ব-উপাধি-বর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও নিরোধ (নামধেয়) নির্বাণ[৫] দর্শন করা দুষ্কর। যদি আমি এই ধর্ম উপদেশ প্রদান করি এবং অপরে ইহা জানার মতো জানিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও কষ্টের কারণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার মুখ হইতে এই অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য গাথা প্রতিভাত হয় :

কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কী কাজ,
রাগ-দ্বেষপরায়ণ মানব-সমাজ।
রাগ-দ্বেষ-অভিভূত, অজ্ঞান, অবোধ,
এই ধর্ম তাহাদের নহে সুখবোধ।
স্রোত-প্রতিকূলগামী, নিপুণ, গভীর,
দুরদশ, অতিসূক্ষ্ম, ধর্ম সুগভীর।
কেমনে দেখিবে তাহা রাগাসক্ত জন,
তমস্কন্ধে, অন্ধকারে আবৃত নয়ন,

হে ভিক্ষুগণ, ইহা আলোচনা করিলে অনৌৎসুক্যের দিকেই আমার চিত্ত নমিত হয়, ধর্মদেশনার প্রতি নহে।

১১। হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার স্বচিত্তের তর্ক-বিতর্ক জানিতে পারিয়া সোহম্পতি ব্রহ্মার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—"ওহে, জগৎ যে নষ্ট হইল, জগৎ যে বিনষ্ট হইল, যেহেতু তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত অনৌৎসুক্যের প্রতি নমিত হইল, ধর্মদেশনার প্রতি নহে।" অনন্তর যেমন কোনো এক বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, সোহম্পতি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে এস্থলে ধর্ম অর্থে চারি আর্য সত্য। তর্কাতীত অর্থে যাহা শুধু তর্কের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, যাহা জ্ঞানগম্য, যৌগিক প্রত্যক্ষের বিষয় (প. সূ.)।
২. এস্থলে আলয় অর্থে পঞ্চ কামগুণ, পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় (প. সূ.)।
৩. পপঞ্চসুদনীতে বুদ্ধঘোষ ইদপচ্চয়তার বিশদ অর্থ করেন নাই। আমাদের মতে ইদপচ্চয়তা অর্থে কার্যকারণ-ভাব; ইদপচ্চয়তা ধর্মতা বা তথতারই নামান্তর। 'অস্মিং সতি ইদং হোতি' ইত্যাদিভাবেই ইদপচ্চয়তার অর্থবোধ করিতে হইবে।
৪. পটিচ্চসমুপ্পাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ পরিশিষ্ট দ্র.।
৫. পরিশিষ্ট দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবির্ভূত হইলেন। তিনি একাংসে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) স্থাপন করিয়া আমার প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে কহিলেন, "প্রভো, ভগবান, আপনি ধর্ম-উপদেশ প্রদান করুন। সুগত, আপনি ধর্ম-উপদেশ প্রদান করুন। সল্পরজ জাতীয় সত্ত্বাও আছে যাহার ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে অধঃপতিত হইবে। ধর্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যই মিলিবে।" সোহম্পতি ব্রহ্মা একথা বলিলেন, ইহা বলিয়া অতঃপর তিনি গাথায় প্রকাশ করিলেন :

উদিত মগধে পূর্বে ধরম সমল,
নহে সুচিন্তিত তাহা শুদ্ধ নিরমল।
উদ্ঘাটিত এবে জান অমৃতের দ্বার
জন্ম-জরা-মৃত্যু হতে করিতে উদ্ধার।
সমুদিত ধর্ম হেথা শুদ্ধ সুবিমল,
সুচিন্তিত, শুন তাহা, শুভ্র নিরমল।
শৈলে স্থিত যথা কেহ দেখে জনতারে—
পর্বত-শিখর হতে নিম্নে চারি ধারে—
সেইরূপ, হে সুমেধ, করি আরোহণ
ধর্মময় প্রাসাদেতে কর বিলোকন
সর্বদর্শী, বীতশোক, শোকাকুল জনে
হের তুমি, চারি ধারে রয়েছে কেমনে।
জন্ম-জরা-অভিভূত করিছে ক্রন্দন,
অজাতে অজরে তুমি পেয়েছ দর্শন।
উঠ বীর, জয়ী তুমি, বিজিত সংগ্রাম,
ঋণহীন সার্থবাহ তুমি গুণধাম।
বিচরণ কর লোকে তুমি ভগবান,
উপদেশ কর ধর্ম তব সুমহান,
অবশ্য মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান,
বুঝিতে পারিবে ধর্ম, হবে আগুয়ান।"

১২। হে ভিক্ষুগণ, আমি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া, সর্বসত্ত্বের প্রতি কারুণ্যবশত বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ বিলোকন করি। বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ব-বিলোকন করিয়া আমি দেখিতে পাই কোনো কোনো জীব স্বল্পরজঃ, কোনো কোনো জীব মহারজঃ, কেহ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকার-বিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপধর্মী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। যেমন উৎপল, পদ্ম, অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনোটি জলে উৎপন্ন হইয়া, জলে সংবর্ধিত হইয়া জলাভ্যন্তরেই পোষিত হয়; কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হইয়া জল-সীমায় স্থিত থাকে; আবার কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হইয়া, জল হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া, জল দ্বারা অনুপলিপ্ত থাকে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, আমি বুদ্ধ-দৃষ্টিতে জগৎ বিলোকন করিয়া দেখিতে পাই কোনো কোনো সত্ত্ব অল্পরজ, কোনো কোনো সত্ত্ব মহারজঃ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকার-বিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। অনন্তর আমি নিম্নগাথায় সোহম্পতি ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করি :

উদ্ঘাটিত জান তবে অমৃতের দ্বার
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা, শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা, অস্বীকার
প্রচারিতে ধর্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,
বিশ্বের মনুজ-মাঝে করিতে প্রচার
ধর্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।

অনন্তর সোহম্পতি ব্রহ্মা আমি ধর্ম-উপদেশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি জানিয়া, আমাকে অভিবাদন করিয়া এবং পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্মের শীঘ্র অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—অরাড় কালামই সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব, তিনিই এই ধর্মের অর্থ শীঘ্র জানিতে পারিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল—"প্রভো, সপ্তাহকাল হইল অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমার মধ্যেও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল যে, সপ্তাহকাল পূর্বে সত্যই অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—অরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণ মাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—তবে আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার মনে হইল—রুদ্র রামপুত্র তো সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব। তিনি এই ধর্ম শ্রবণমাত্র শীঘ্রই ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"প্রভো, সপ্তাহকাল হইল রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমার মধ্যেও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল যে, সত্যই সপ্তাহকাল পূর্বে রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—রুদ্র রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণ মাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে হইল—কেন? পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তো আমার বহু-উপকারী, যাহারা আমার সাধনা-তৎপরতার সময় আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া সেবা করিয়াছিল। অতএব, আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ[১] এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমি দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণাসীসমীপে ঋষিপতন মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ। আমি উরুবেলায় যথারুচি বিচরণ করিয়া অবশেষে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করি।

১৪। হে ভিক্ষুগণ, উপক নামক আজীবক[২] দেখিতে পাইল যে, আমি দীর্ঘ পথযাত্রী হইয়া গয়া ও বোধিদ্রুমের মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়াছি। আমাকে দেখিয়া উপক কহিল—"এই যে দেখিতেছি তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুবিমল হইয়াছে। তোমার দেহকান্তি যে পরিশুদ্ধ ও সুপরিস্কৃত হইয়াছে। বন্ধু, তুমি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছ? কে বা তোমার শাস্তা? কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?" তদুত্তরে আমি উপক আজীবককে গাথাযোগে কহিলাম :

সকলের বিভু[৩] আমি, সর্ববিদ হয়েছি এখন,
কেনো ধর্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্বঞ্জহ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস,
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত-মানস,
বল তবে, আজীবক, কারে আমি করিব উদ্দেশ,

---

১. কৌণ্ডিণ্য, বাপ্প (বপ্প), ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই পাঁচজন লইয়াই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু। ই'হারা প্রত্যেকে পরে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (বিনয় মহাবর্গ, মহাস্কন্ধ দ্র.)।

২. মস্করী গোশালের শিষ্যগণ আজীবক বা আজীবিক নামে পরিচিত হয়।

৩. পালি 'অভিভূ' অর্থে যিনি সকলকে অভিভূত বা পরাভূত করিয়া অবস্থান করিতে পারেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বয়ম্ভূ হইয়া নিজে গুরুরূপে করিব নির্দেশ?
আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।
আব্রহ্ম-ভূবন-মাঝে কোথা আছে হেন কোন জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাতীত রণ,
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যকসম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত[১], নির্বৃত অন্তর।
ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃত-দুন্দুভি[২] নিরন্তর।

উপক কহিল—"বন্ধু, তুমি যেভাবে আত্মপরিচয় জানাইতেছ, তাহাতে তুমি কি অনন্তজিন[৩] হইবার যোগ্য?" তদুত্তরে কহিলাম :

"জিন যাঁরা জয়ী তাঁরা জিত অরি যাঁরা রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা, সিদ্ধ, করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপধর্ম সব আমি করিয়াছি জয়,
তাই তো উপক, তোমা দিই আমি জিন-পরিচয়,"

ইহা বিবৃত হইলে 'বন্ধু, তাহা হইবে' বলিয়া উপক আজীবক (সামান্য অবহেলারভাবে) মাথা নাড়িয়া উন্মার্গ অবলম্বনে স্বপথে প্রস্থান করিল।

১৫। হে ভিক্ষুগণ, আমি ক্রমাগত পর্যটন করিতে করিতে বারাণসী-সমীপে ঋষিপতন-মৃগদাবে[৪] যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু ছিল তথায় উপনীত হই। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূর হইতে আমাকে আসিতে দেখিল। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া রাখিল—"এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট, বাহুল্যেপ্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। তাঁহাকে অভিবাদনও করা হইবে না,

---

১. সর্ব ক্লেশাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে অর্থে শীতিভূত (প. সূ.)।

২. দুন্দুভি অর্থে ভেরী (প. সূ.)।

৩. অনন্তমানস বা অচ্যুতপদ লাভই আজীবক-সাধনার নিষ্ঠা বা চরম লক্ষ্য। অনন্তজিন অর্থে যিনি পুরুষোত্তম।

৪. আধুনিক নাম সারনাথ। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে এই স্থানে সিদ্ধ ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্বত ও অনবতপ্ত হ্রদ (মানস সরোবর) হইতে উড়িয়া আসিয়া নিপতিত এবং প্রয়োজন অনুসারে এই স্থান হইতে আকাশে উত্থিত হইয়া অন্যত্র গমন করিতেন, এইজন্য ইহা ঋষিপতন নামে অভিহিত হয়। মৃগগণ অভয় লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে এই স্থানে বিচরণ করিত বলিয়া ইহা মৃগদাব নামেও পরিচিত হয়। (প. সূ.)। বস্তুত পালি ইসিপতন—ঋষিপতন বা ঋষি-নিষেবিত পবিত্র স্থান। অদ্যাপিও সারনাথের অদূরে মৃগদাব বিদ্যমান আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহার সম্মানার্থ গাত্রোত্থানও করা হইবে না এবং তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র-চীবরও গ্রহণ করা হইবে না; তবে আসন মাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে উপবেশন করিতে পারিবেন।” হে ভিক্ষুগণ, ক্রমে যতই আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্তী হইলাম, ততই তাহারা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, আমার দিকে অগ্রসর হইয়া একজন আমার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিল, একজন আসন নির্দিষ্ট করিল, একজন পাদোদক উপস্থিত করিল। তাহারা আমাকে স্বনামে সম্বোধন করিয়া আমার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কথা বলিতে দেখিয়া আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে কহিলাম—হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে স্বনামে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতে নাই। তথাগত যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, হে ভিক্ষুগণ, অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে। ইহা বিবৃত হইলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমাকে কহিল—“সে কী গৌতম, তুমি সেই কঠোর বিহার, সেই কঠোর পন্থা, সেই দুষ্করচর্যা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম লাভ করিতে পারিলে না, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ তো দূরের কথা, আর এখন দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি কী বলিতে চাও যে, তুমি অতীন্দ্রিয় ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনসহ আয়ত্ত করিতে পারিলে?” আমি কহিলাম—হে ভিক্ষুগণ, তথাগত তো দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট ও বাহুল্যে প্রবৃত্ত নহেন, তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম দেশনা করিতেছি। যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগরিকরূপে প্রব্রজিত হয় তোমরা সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ কথোপকথন হইল। তৃতীয়বার একই উক্তি করিয়া আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জানাইতে সক্ষম হইলাম। তাহাদের দুইজনকে উপদেশ দিতে থাকিলে অপর তিনজন ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বিচরণ করে। তিনজন বিচরণ করিয়া যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে তাহাতে আমরা ছয়জন দিন যাপন করি। যখন তাহাদের তিনজনকে উপদেশ প্রদান করিতে থাকি তখন দুই জন ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বিচরণ করে; দুইজন বিচরণ করিয়া যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে তাহাতে ছয়জন দিন যাপন করি। অনন্তর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ এইরূপে আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইলে পর তাহারা জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে ব্যাধির অধীন ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অমৃত, অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে। তাহাদের জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিত্তবিমুক্তি অচল, এই তাহাদের শেষ জন্ম, এখন আর তাহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।*

১৬। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণ। কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস ও কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ, যাহা ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। ইহারাই পঞ্চ কামগুণ। যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন হইয়া, পঞ্চ কামগুণে আদীনবদর্শী না হইয়া এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া পঞ্চ কামগুণ পরিভোগ করিতে থাকে, জানিবে, ইহাতে তাহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন এবং পাপাত্মা মারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়। যেমন কোনো আরণ্যক মৃগ জালপাশে আবদ্ধ হইয়া শায়িত থাকিলে একথা জানিতে হয়, এই মৃগ অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন এবং মৃগলুব্ধকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, এবং লুব্ধক আসিলে সে যথা ইচ্ছা প্রস্থান করতে পারিবে না, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ কামগুনে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন হইয়া, উহাতে আদীনবদর্শী না হইয়া এবং নিস্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া উহা পরিভোগ

*. পাঠক লক্ষ করিবেন যে, সংযুক্ত-নিকায়ে অথবা বিনয় মহাবগ্গে প্রাপ্ত ধম্মচক্কপবত্তন-সুত্তের আকারে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিল, এই সূত্র হইতে তাহা প্রমাণিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে থাকে, জানিবে, তাহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন ও পাপাত্মা মারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন না হইয়া, উহাতে আদীনবদর্শী হইয়া এবং উহা হইতে নিস্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন করিয়া উহা পরিভোগ করিতে থাকেন, জানিবে, তাঁহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন ও পাপাত্মা মারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হন না। যেমন কোনো আরণ্যক মৃগ জালপাশে আবদ্ধ না হইয়া শায়িত থাকিলে, জানিতে পারা যায়, সে অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন এবং মৃগলুব্ধকের ইচ্ছাধীন নহে, মৃগলুব্ধক আসিলে সে যথা ইচ্ছা প্রস্থান করিতে পারিবে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন না হইয়া, উহাতে আদীনবদর্শী হইয়া ও উহা হইতে নিস্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন করিয়া উহা পরিভোগ করে জানিবে, তাঁহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন ও পাপাত্মা মারের ইচ্ছাধীন হন না। যেমন কোনো আরণ্যক মৃগ অরণ্যে বা উপবনে বিচরণকালে বিসংযুক্ত হইয়া গমন করে, বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, বিসংযুক্ত হইয়া উপবেশন করে, বিসংযুক্ত হইয়া শয়ন করে, যেহেতু ইহা লুব্ধকের গোচরগত নহে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবির্তক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করিতে থাকিলে বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মারচক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।

দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চারি অরূপ ধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ। অবশেষে সর্বাংশে নৈব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা-আয়তন অতিক্রম করিয়া, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর সমাধি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিলে জ্ঞানদর্শনের ফলে আসব পরিক্ষীণ হয়।[১] তখন বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার যার এই ত্রিভুবন,
মারচক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।
লোকোত্তীর্ণ লোকাতীত বুদ্ধ শুদ্ধ জন
বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যত করিয়া ছেদন।

---

১. নব ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি বিসংযুক্ত হইয়া গমন করেন, বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, বিসংযুক্ত হইয়া উপবেশন করেন, বিসংযুক্ত হইয়া শয়ন করেন, যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, তিনি পাপাত্মা মারের গোচরগত নহেন। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ আর্যপর্যেষণ সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্র-হস্তীপদোপম সূত্র (২৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি সর্বশ্বেত-বাড়ব-রথে দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে যান। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, জনৈক 'পিলোতিক' পরিব্রাজক[১] আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহানুভব বাৎস্যায়ন কোথা হইতে এদিকে আগমন করিতেছেন?" "আমি এইদিক হইতে শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতেই আসিতেছি।" "তবে কি আপনি শ্রমণ গৌতমের জ্ঞানশক্তি জানিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞ মনে করেন?" "আমি কি ছার! শ্রমণ গৌতমের জ্ঞান-প্রখরতা জানিতে পারিব, তাদৃশ এমন কোনো ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহার জ্ঞানশক্তি জানিতে পারেন।" "মহানুভব বাৎস্যায়ন যে অতি উদারভাবে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসা করিতেছেন—আমি কোন ছার যে তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিব? তিনি প্রশংসিত হইতেও প্রশংসিত, শ্রমণ গৌতম দেবমনুষ্য সকল হইতেই শ্রেষ্ঠ। কী গুণ দেখিতে পাইয়া মহানুভব বাৎস্যায়ন এইরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রতি অভিপ্রসন্ন হইয়াছেন?"

"আমি কোন ছার যে শ্রমণ গৌতমে তেমনভাবে অভিপ্রসন্ন হইতে পারিব, যেমন কোনো দক্ষ নাগবনচর নাগবনে প্রবেশ করিয়া ঐ নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত, এবং প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তীপদ দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহা মহানাগ বটে, তেমনভাবেই আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই চারিপদ (চারিটি গুণ) দেখিতে পাই যদ্দারা আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই—তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন। চারিপদ কী কী? প্রথম, এখানে আমি দেখিতে পাই কতিপয় নিপুণ, পরমত-বিশারদ, 'চুলচেরা' তার্কিক ও বিচারক ক্ষত্রিয় পণ্ডিত আছেন যাঁহারা মনে হয় প্রজ্ঞাদ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ ভেদ করিয়া বিচরণ করেন। তাঁহারাও যখন শুনিতে পান যে,

১. এই শ্রেণীর পরিব্রাজকগণ ত্রিদণ্ডী কমণ্ডলুধারী ইত্যাদি (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে অথবা নিগমে আগমন করিবেন তখন এই ভাবিয়া তাঁহারা প্রশ্ন সুপ্রস্তুত করিয়া রাখেন—'আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। এইভাবে আমাদের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া এইভাবে তিনি ইহা ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে আমরা এই বাদযুক্তির অবতারণা করিব। আমাদের দ্বারা পুনঃ এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি এইরূপে ইহা ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে আমরা পুনঃ এই বাদযুক্তির অবতারণা করিব।' শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে বা নিগমে আসিবেন শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রমণ গৌতম তাঁহাদিগকে ধর্মকথায় সত্য সন্দর্শন করান, সংদৃপ্ত করেন, সমুত্তেজিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রহর্ষ উৎপাদন করেন। তাঁহারা শ্রমণ গৌতমের ধর্মকথায় সত্য-সন্দর্শিত, সংদৃপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষজাত হইয়া শ্রমণ গৌতমকে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, বাদযুক্তির অবতারণা তো দূরের কথা। তাঁহারা একান্তভাবে শ্রমণ গৌতমের শিষ্যরূপে শরণাগত হন। যখনই আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই প্রথম পদ দেখিতে পাই, তখন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হই—ইনি সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, তৎকর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত এবং শ্রমণ পণ্ডিত সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারা একান্তভাবে প্রব্রজ্যা (দীক্ষা) লাভের জন্য শ্রমণ গৌতমের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রমণ গৌতম তাঁহাদিগকে প্রব্রজিত করেন। তাঁহারা শাসনে প্রব্রজিত হইয়া উপক্লপ্ত, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইয়া অবস্থান করেন, যাহাতে তাঁহারা অচিরে যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগরিকরূপে প্রব্রজিত হন সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহারা একথা ব্যক্ত করেন—যদি আমরা তাঁহার নিকট না আসিতাম, তাহা হইলে নষ্ট হইতাম, নিশ্চয় নষ্ট হইতাম, পূর্বে আমরা যথার্থ শ্রমণ না হইয়াও নিজেকে শ্রমণ বলিয়া জানিয়াছি, যথার্থ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজেকে ব্রাহ্মণ, যথার্থ অর্হৎ না হইয়াও নিজেকে অর্হৎ বলিয়া জানিয়াছি। এখন আমরা শ্রমণ বটে, ব্রাহ্মণ বটে, অর্হৎ বটে। যখন আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই চতুর্থপদ দেখিতে পাই তখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই : ইনি সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, তৎকর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন। যেহেতু আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই চারিপদ (চারিটি গুণ) দেখিয়াছি, আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি : ইনি সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, তৎকর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন।"

৩। ইহা বিবৃত হইলে ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি সর্বশ্বেত-বাড়ব-রথ হইতে অবরোহণ করিয়া উত্তরীয়ে একাংস আবৃত করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া তিনবার উদাত্তস্বরে এই আবেগপূর্ণ উদান উচ্চারণ করিলেন, নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স। 'সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আমি নমস্কার করি।' মাত্র অল্প কয়েকবার, কৃচিৎ কদাচিৎ আমরা মহানুভব গৌতমের সান্নিধ্যে আগমন করিয়াছি, মাত্র অল্প কয়েকবার কোনো কোনো বিষয়ে বাক্যালাপ হইয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ 'পিলোতিক' পরিব্রাজকের সহিত তাঁহার যে সকল আলাপ হইয়াছিল তৎসমস্ত ভগবানের নিকট যথাযথ বিবৃত করিলেন। ভগবান কহিলেন, ব্রাহ্মণ, ইহাতে হস্তী পদোপমা বিশদভাবে পরিপূর্ণ হয় নাই, যাহাতে এই উপমা বিস্তারিতভাবে পরিপূর্ণ হয়, তাহা শ্রবণ কর, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। "তথাস্তু" বলিয়া জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৪। ব্রাহ্মণ, মনে কর, কোনো এক নাগবনচারী নাগবনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান, ঐ নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত ও প্রস্থে বিস্তৃত এক হস্তীপদ রহিয়াছে। যদি তিনি দক্ষ নাগবনচারী হন, তাহা হইলে তিনি তখন এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ইহা সত্যই মহানাগ, ইহার কারণ কী? যেহেতু নাগবনে কতকগুলি বামনজাতীয়া হস্তিনী আছে যাহাদের পদগুলি বৃহৎ; দৃষ্ট হস্তীপদ, দৃষ্ট বৃহৎ হস্তীপদ ঐ বামনজাতীয়া হস্তিনীর পদও তো হইতে পারে। তিনি লক্ষিত হস্তীর অনুগমন করেন, উহার অনুগমন করিয়া দেখিতে পান নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত ও প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তীপদ যেমন আছে তেমন নাগদেহ-স্পৃষ্ট উচ্চ বৃক্ষশাখাও আছে। যিনি দক্ষ নাগবনচারী, তিনি তাহাতেও তখন তখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ইহা মহানাগ বটে। ইহার কারণ কী? ব্রাহ্মণ, নাগবনে উচ্চ-করালদন্তা নামে কতকগুলি হস্তিনী আছে যাহাদের পদগুলি বৃহৎ; দৃষ্ট হস্তিপদ তাহাদের পদও তো হইতে পারে। তিনি লক্ষিত হস্তীর অনুগমন করেন, উহার অনুগমন করিয়া দেখিতে পান নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত, প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তিপদ যেমন আছে তেমন নাগদেহস্পৃষ্ট উচ্চ বৃক্ষশাখা এবং নাগদন্তচ্ছিন্ন উচ্চ বৃক্ষকাণ্ডও আছে। যিনি দক্ষ নাগবনচারী তিনি তাহাতেও তখনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ইহা মহানাগ বটে। ইহার কারণ কী? ব্রাহ্মণ, 'উচ্চ-কণেরুকা' (উচ্চ-মুকুলদন্ত)[১] নামে কতকগুলি হস্তিনী আছে যাহাদের পদগুলি

১. এই সূত্রে বামন, উচ্চ করাল এবং উচ্চ কণেরু এই তিন জাতীয় হস্তিনীর উল্লেখ আছে। ইহাদের সকলেরই বৃহদাকারের পদ। বুদ্ধঘোষ বলেন, বামন-জাতীয়া হস্তিনীর দেহায়তন ছোট, দৈর্ঘও অল্প, কিন্তু উদর অতি বৃহৎ। করাল-জাতীয়া হস্তিনী করালদন্তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৃহৎ; দৃষ্ট হস্তিপদ তাহাদের পদও তো হইতে পারে। তিনি লক্ষিত হস্তীর অনুগমন করেন, উহার অনুগমন করিয়া দেখিতে পান নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত, প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তিপদ যেমন আছে তেমন নাগদেহস্পৃষ্ট উচ্চ বৃক্ষশাখা, নাগদন্তচ্ছিন্ন উচ্চ বৃক্ষকাণ্ড এবং নাগভগ্ন উচ্চ বৃক্ষশাখাও আছে। তিনি সেই নাগকেও দেখিতে পান—উহা বৃক্ষমূলে কিংবা উন্মুক্ত আকাশতলে গমন করিতেছে, দাঁড়াইয়া আছে, উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় আছে। তখনই তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহাই সেই মহানাগ বটে।

ব্রাহ্মণ, এইরূপেই তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, জীবলোক, দেবাখ্য ও অপরাপর মনুষ্যগণসহ এই (সমগ্র) জগৎ[১] স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ,[২] যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত,[৩] তিনি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম কোনো এক গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র অথবা অপর কোনো কুলে জাত ব্যক্তি

এবং ইহার দেহ এত উচ্চ যে তাহা ৭/৮ হাত উচ্চ বটবৃক্ষাদির কান্ড স্পর্শ করিতে পারে। করালী হস্তিনীর এক দাঁত উন্নত এবং অপর দাঁত অবনত, এবং উভয় দাঁত পরস্পর হইতে দূরবিন্যস্ত। করালী হস্তিনীর দাঁতগুলি এত শক্ত ও তীক্ষ্ণ যে, উহাদের দ্বারা ছিন্ন বৃক্ষশাখাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কেহ পরশুর দ্বারাই তাহা ছেদন করিয়াছে। কণেরু-জাতীয়া হস্তিনীর উচ্চতা করালী অপেক্ষাও অধিকতর। ইহার পাগুলি স্তম্ভসদৃশ এবং দাঁতগুলি মুকুলসদৃশ। পালি 'কণেরু' শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ কী জানি না।

১. দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি সমস্তকে লইয়াই বিশ্বজগৎ। পালি 'সদেবক', 'সমারক' প্রভৃতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ আছে। প্রথম মতানুসারে 'সদেবক' অর্থে পঞ্চ কামাবচর দেবলোক; 'সমারক' অর্থে ষষ্ঠ কামাবচর দেবলোক; 'সব্রহ্মক' অর্থে ব্রহ্মলোক; 'সস্রমণব্রহ্মণি' অর্থে যাবতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ; 'পজা' অর্থে সত্ত্বলোক; এবং 'সদেবমনুস্র' অর্থে দেবাখ্যাভূষিত রাজন্যবৃন্দ ও অন্যান্য মনুষ্য। দ্বিতীয় মতানুসারে 'সদেবক' অর্থে রূপব্রহ্মলোক; 'সস্রমণব্রহ্মণি' অর্থে চারি বৌদ্ধ পরিষদ (প. সূ.)।

২. কুশল ধর্মের আদি-সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজু দৃষ্টি; মধ্য-আর্যমার্গ; অন্ত-নির্বাণ (প. সূ.)।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে যাহা শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গুরু, লঘু, অনুস্বার, সম্বন্ধ, ব্যবস্থিত ও বিমুক্ত এই দশবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত। দ্রাবিড়, কিরাত ও যবনাদি ম্লেচ্ছভাষা একব্যঞ্জনযুক্ত, তন্মধ্যে সমস্তই নিরোষ্ঠ ব্যঞ্জন, বিসৃষ্ট ও অনুস্বার ব্যঞ্জন (প. সূ.)। আমাদের মতে পালি 'সব্যঞ্জন' অর্থে যাহা ব্যঞ্জনাযুক্ত, অর্থাৎ গূঢ়ার্থদ্যোতক, গভীরার্থপ্রকাশক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রবণ করেন। তিনি সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। তিনি ঐ শ্রদ্ধাসম্পদে সমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন—"গৃহবাস সবাধ, রাগরজাকীর্ণ পথ; প্রবজ্যা উন্মুক্ত-আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত-পরিপূর্ণ, একান্ত-পরিশুদ্ধ, 'সঙ্খ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য[1] আচরণ সুকর নহে, অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য[2]।" তিনি পরবর্তী কালে অল্প অথবা মহা ভোগৈশ্বর্য, অল্প অথবা মহা জ্ঞাতি-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন।

৫। তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের অনুযায়ী শিক্ষা ও বৃত্তি সমাপন্ন হইয়া প্রাণিহত্যা পরিত্যাগপূর্বক প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন; দণ্ড-বিরহিত ও শস্ত্র-বিরহিত হইয়া তিনি প্রাণিহত্যা বিষয়ে লজ্জিত, জীবের প্রতি দয়াশীল এবং সর্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। অদত্ত-আদান (চৌর্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি অদত্ত-আদান হইতে প্রতিবিরত হন; (শুধু) দত্তগ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি সদ্‌ভাবে ও শুদ্ধান্তঃকরণে বিচরণ করেন। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মচারী হন, পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, লোক-আচরিত মৈথুন হইতে বিরত হন। মৃষাবাদ (সত্যের অপলাপ) পরিত্যাগ করিয়া তিনি মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত হন; সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ হইয়া তিনি সত্যে স্থিত, লোকের বিশ্বাসভাজন ও জনগণের পক্ষে অবিসংবাদী[3] হন। পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; এস্থান হইতে শুনিয়া তিনি অন্যত্র তাহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না; অন্যত্র শুনিয়া তিনি এস্থানে ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না। এইরূপে তিনি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলনকর্তা, মিলিতের মধ্যে উৎসাহদাতা, ঐক্যাগ্রহী,[4] ঐক্যরত ও ঐক্যানন্দি হইয়া ঐক্যকর বাক্য বলেন। পুরুষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুরুষবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর,

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে 'সঙ্খ-লিখিত' অর্থে যাহা লিখিত বা ধৌত শঙ্খের ন্যায় পরিস্কৃত (প. সূ.)। আমাদের মতে যাহা সঙ্খ ও লিখিত নামক দুই প্রাচীন আচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য।

২. অর্থাৎ, আগার হইতে প্রস্থান করিয়া অনাগারিক হওয়া কর্তব্য।

৩. অবিরুদ্ধবাদী, অবঞ্চক।

৪. পালি 'সমগ্গারামো', পাঠভেদে 'সমগ্গরামো' (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হৃদয়গ্রাহী পুরজনোচিত,[১] বহুজন-কান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ তিনি সেইরূপ বাক্যই বলেন। সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন; তিনি 'কালবাদী',[২] 'ভূতবাদী',[৩] 'অর্থবাদী',[৪] 'ধর্মবাদী',[৫] 'বিনয়বাদী',[৬] তিনি যথাকালে উপমার সহিত নিধানযোগ্য[৭] বাক্য বলেন যাহা সমাপ্ত[৮] এবং অর্থযুক্ত। তিনি বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম[৯] ছেদনাদি কার্য[১০] হইতে প্রতিবিরত হন, একাহারী[১১] হইয়া রাত্রিভোজন ও বিকালভোজন হইতে বিরত হন। তিনি নৃত্য, গীত ও বাদিত্রাদি কৌতুহলোদ্দীপক দর্শন[১২] হইতে প্রতিবিরত হন; ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ-উপকরণমালা, গন্ধ ও বিলেপন[১৩] হইতে প্রতিবিরত হন; উচ্চ শয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হইতে প্রতিবিরত হন; জাতরূপ ও রজত[১৪] প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; অপক্ক ধান্য, অপক্ক মাংস, স্ত্রী, কুমারী, দাস, দাসী, অজ, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, গো, অশ্ব, বাড়ব, ক্ষেত্র ও বাস্তু[১৫] প্রতিগ্রহণ হইতে

---

১. পালি 'পোরী', বাংলা পৌরী, নাগরিকগণের ভাষা যাহা সভ্যভব্য। বুদ্ধঘোষ বলেন, নগরবাসিগণ পিতৃতুল্য সকলকে পিতা এবং ভ্রাতৃসদৃশ সকলকে ভ্রাতা বলিয়া সম্মান করেন। (প. সূ.)।

২. যিনি কালোপযোগী কথা বলেন (প. সূ.)।

৩. যিনি সত্যবাদী (প. সূ.)।

৪. যিনি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলেন (প. সূ.)।

৫. যিনি লোকোত্তর ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলেন (প. সূ.)।

৬. যিনি সংযম এবং অকুশল পরিহারের নিয়মকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলেন (প. সূ.)।

৭. যাহা হৃদয়ে নিহিত করিবার যোগ্য (প. সূ.)।

৮. পালি- 'পরিযন্ত'।

৯. বুদ্ধঘোষের মতে মূলবীজ, কাণ্ডবীজ, পর্ববীজ, অগ্রবীজ ও বীজবীজ এই পঞ্চবিধ বীজ লইয়া বীজগ্রাম, এবং তৃণ-বৃক্ষাদি ভূতগ্রাম (প. সূ.)। চরক-সংহিতাদির মতে উদ্ভিদমাত্রকে লইয়া বীজগ্রাম এবং জঙ্গমমাত্রকে লইয়া ভূতগ্রামে।

১০. পালি 'সমারম্ভ' অর্থে 'ছেনদ-পচনাদিভাবেন বিকোপন' (প. সূ.)।

১১. একাহার অর্থে মধ্যাহ্নের পূর্বে ভোজন, একাধিক বার হইলেও ক্ষতি নাই। এস্থলে প্রাতরাশকে বুঝাইতেছে (প. সূ.)।

১২. 'বিসুকদস্মন' অর্থে 'বিরূপদস্মনং' (প. সূ.)।

১৩. অর্থাৎ, মালা, গন্ধ ও বিলেপন ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণের উপযোগী দ্রব্য বিশেষ।

১৪. বুদ্ধঘোষের মতে 'জাতরূপ' অর্থে সুবর্ণ বা সুবর্ণজাতীয় মুদ্রা, এবং 'রজত' অর্থে কার্যাপণ, লৌহমাষক, জতুমাষক ও দারুমাষক (প. সূ.)।

১৫. এক অর্থে 'ক্ষেত্র' শব্দে যে ভূমিতে পূর্ব শস্য জন্মায় এবং 'বাস্তু' অর্থে যে ভূমিতে পরবর্তী শস্য জন্মায়। অপর অর্থে 'ক্ষেত্র' শব্দে যাবতীয় শস্যক্ষেত্র এবং 'বাস্তু' শব্দে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিবিরত হন; নীচ দৌত্যকার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ক্রয়-বিক্রয় কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; তুলাকূট, কাংস্যকূট ও মানকূট[১] হইতে প্রতিবিরত হন; উৎকোচ-গ্রহণ, প্রতারণা এবং মায়া কুহক বশে বঞ্চনাদি কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ছেদন, বধ, বন্ধন, আতঙ্ক-উৎপাদন, বিলোপ-সাধন ও সাহসিক কার্য হইতে প্রতিবিরত হন। তিনি মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, তিনি (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে গমন করেন, (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি ভিক্ষুর ব্যবহার্য অষ্ট বস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যেমন পক্ষি-সকুণ (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে উড়িয়া যায়, মাত্র আপন পক্ষ-তুণ্ডাদি সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, তেমনভাবেই ভিক্ষু মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, যখন যেখানে (স্বেচ্ছায়) গমন করেন, (তাঁহার ব্যবহার্য অষ্ট বস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। তিনি এইরূপ আর্য, নির্দোষ, শ্রেষ্ঠশীলসমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অনবদ্য সুখ অনুভব করেন।

৬। তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী[২] এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় (ত্বক্) এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। তিনি এইরূপে আর্য ইন্দ্রিয়-সংবর (ইন্দ্রিয়-সংযম) দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অক্লেশব্যাপ্ত (অপাপসিক্ত, ক্লেশবিরহিত) সুখ অনুভব করেন।

৭। তিনি অভিগমনে প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মল-মূত্র-ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্যশীলসমষ্টির দ্বারা, এইরূপ আর্য ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা এবং এইরূপ আর্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল (তরুতল), পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান,

---

অকর্ষিত ভূমি বুঝায়। এস্থলে 'ক্ষেত্র-বাস্তু' শব্দে বাপি-তড়াগাদিকেও বুঝাইতেছে (প. সূ.)।

১. পাল্লার দ্বারা, ওজনের দ্রব্য দ্বারা, অথবা ওজন দ্বারা লোককে ঠকান (প. সূ.)।

২. নিমিত্ত অর্থে বিগ্রহ। ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ মনে করিয়া চক্ষুতে স্ত্রী-বিগ্রহ অথবা পুরুষ-বিগ্রহ গ্রহণ করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত আকাশতল ও পলালপুঞ্জের (তৃণকুটিরের) ন্যায় নির্জন শয্যাসন ভজনা (অভ্যাস) করেন। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজনশেষে (বিহারে) ফিরিবার সময়[১] পর্যাঙ্কাবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া), দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া, পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি জগতে অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা-বিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষপ্রকোপ[২] পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ এবং দ্বেষপ্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ[৩] (তন্দ্রালস্য, দেহ ও মনের জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনুদ্ধত এবং অধ্যাত্মে উপশান্ত-চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা[৪] (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ এবং কুশল ধর্মবিষয়ে 'অকথংকথী' (অসন্দিগ্ধ) হইয়া বিচরণ করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন[৫]।

৮। তিনি চিত্তের উপক্লেশ এবং প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ নীবরণ (আবরণ) পরিত্যাগ করেন, যাবতীয় কাম অকুশলধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া

---

১. পূর্বে ভিক্ষুগণ লোকালয় হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া পথিমধ্যে একস্থানে তাহা ভোজন করিয়া বিহারে ফিরিবার পূর্বে কোনো এক নির্জনস্থানে বসিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতেন।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, ব্যাপাদ এবং দ্বেষপ্রকোপ উভয়েই ক্রোধের নামান্তর (প. সূ.)। আমাদের মতে, ব্যাপাদ দ্বেষের মূল, এবং দ্বেষপ্রকোপ ব্যাপাদেরই বহির্প্রকাশ।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, স্ত্যান চিত্তের গ্লানি এবং মিদ্ধ চৈতসিক বা মানসিক গ্লানি (প. সূ.)। বিমুক্তিমগ্গে কথিত আচার্য উপতিষ্যের মতে, স্ত্যান মনের জড়তা এবং মিদ্ধ দেহের জড়তা। দেহের জড়তা হইলেও মিদ্ধ চিত্তের উপক্লেশ। মিদ্ধ ত্রিবিধ-আহারজ, ঋতুজ এবং চিত্তজ। বস্তুত চিত্তজ মিদ্ধই নীবরণ নামের যোগ্য।

৪. বুদ্ধঘোষের মতে, ইহা কি কুশল? কেন ইহা কুশল? ইত্যাদি ভাবে সংশয়াপন্ন হওয়ার নাম বিচিকিৎসা। আচার্য উপতিস্য তাঁহার বিমুক্তিমগ্গ গ্রন্থে চারিপ্রকার বিচিকিৎসার উল্লেখ করিয়াছেন।

৫. অভিধ্যা হইতে, ব্যাপাদ এবং দ্বেষ-প্রকোপ হইতে, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ঠিক বাংলা হয় না, মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি। এস্থলে 'পরিশুদ্ধ' অর্থে 'পরিমুক্ত'ই বুঝিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানন্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানন্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন। তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানন্তর সম্বন্ধেও এইরূপ।

৯। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিস্কৃত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মরজ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি নানাপ্রকারে বহুপূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন; একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম; বহু সংবর্ত-কল্পে, বহু বিবর্ত-কল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে ঐস্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ-অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ঐ যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই; তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন।

১০। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি-পরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান—জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে : এসকল মহানুভব জীব কায়-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, অপায়-দুর্গতিতে, বিনিপাত-নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইতেছে; অথবা এসকল মহানুভব জীব কায়-সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক-সুচরিত্র-সমন্বিত, মন-সুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যকদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন।

১১। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় আসব-ক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারেন—ইহা 'দুঃখ,' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-সমুদয়' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-নিরোধ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-নিরোধগামী-প্রতিপদ' আর্যসত্য; এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন।

১২। এইরূপে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয়; তিনি উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যা কিছু করিবার ছিল করা হইয়াছে, ইহার পর এখানে আর আসিতে হইবে না'। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। ইহাতেই, ব্রাহ্মণ, আর্যশ্রাবক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন। ইহাতেই, ব্রাহ্মণ, হস্তিপদোপমার তাৎপর্য বিশদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ হয়।

১৩। ইহা কথিত হইলে পর ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানকে কহিলেন, অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু-সংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ ক্ষুদ্র হস্তিপদোপম সূত্র-সমাপ্ত ॥

মহা-হস্তিপদোপম সূত্র (২৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'বন্ধুগণ,' 'হ্যাঁ বন্ধু,' বলিয়া প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন :

২। 'বন্ধুগণ, যেমন জঙ্গম (গমনশীল) জীবের যত প্রকার পদচিহ্ন আছে সমস্তই হস্তিপদে অন্তর্লীন হয়, হস্তিপদই তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া আখ্যাত হয়, যেহেতু ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তেমনভাবেই বন্ধুগণ, যাহা কিছু কুশল ধর্ম সমস্তই চারি আর্যসত্যে সংগৃহীত হয়। কোন কোন চারি আর্যসত্যে? 'দুঃখ' আর্যসত্যে, 'দুঃখ-সমুদয়' আর্যসত্যে, 'দুঃখ-নিরোধ' আর্যসত্যে এবং 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ' আর্যসত্যে। 'দুঃখ' আর্যসত্য কী? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন দুঃখ, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য দুঃখ, যাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহা লাভ করে না দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই[১] দুঃখ। পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ কী কী? যথা : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। বন্ধুগণ, রূপ-উপাদানস্কন্ধ কী? চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন রূপ। বন্ধুগণ, চারি মহাভূত কী কী? পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু। বন্ধুগণ, পৃথিবীধাতু কী? ইহা অধ্যাত্মও হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে[২]। অধ্যাত্ম

---

১. নৈতিক অর্থে 'উপাদান' যাহা আসক্তির বিষয়, যাহাতে চিত্ত আসক্ত হয়। দার্শনিক অর্থে 'উপাদান' যাহা জগৎ, জীব অথবা বস্তু সম্পর্কে চিন্তার উপজীব্য বিষয়, অথবা যে সকল উপকরণ দ্বারা জগৎ, জীব বা বস্তু গঠিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত নাম নাম-রূপ। এই সূত্রে 'উপাদান' উপকরণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করা চলে। 'উপাদান' আসক্তির বিষয় এবং কারণও বটে।

২. 'অধ্যাত্ম' অর্থে যাহা জীবের দেহান্তর্গত; বাহ্য অর্থে জড় বস্তু, যথা অয়স, লৌহ, ত্রপু, শীষা (বিভঙ্গ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৃথিবীধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কক্খট (স্তব্ধ), খর (তীক্ষ্মস্পর্শ, কর্কশ) ও 'উপাদত্ত' (দেহান্তর্গত), যথা—কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি অস্থিমজ্জা, বুক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ[১] অথবা এইরূপ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কঠিন, কর্কশ ও দেহান্তর্গত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু। যাহা অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু এবং যাহা বাহ্য পৃথিবীধাতু সমস্তই পৃথিবীধাতু বটে।[২] 'তাহা আমার নয়', 'আমি তাহা নহি', তাহা আমার আত্মা নহে', এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যকপ্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। এইরূপে যথার্থভাবে সম্যকপ্রজ্ঞার দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া পৃথিবীধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, পৃথিবীধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমনও কোনো সময় আসে যখন বাহিরের আপধাতু প্রকুপিত হয়, (যে কারণে) তখন বাহিরের পৃথিবীধাতু অন্তর্হিত হয়।[৩] বন্ধুগণ, বাহিরের সেই বার্ধক্যগ্রস্ত পৃথিবীধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়-ধর্মতা (ক্ষয়শীলতা) প্রতীয়মান হয়, ব্যয়-ধর্মতা (ব্যয়স্বভাব) প্রতীয়মান হয়, বিপরিণাম-ধর্মতা (বিপরিণামিতা, পরিবর্তনশীলতা) প্রতীয়মান হয়, ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণা-গৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?', 'আমরাই বা কী?', 'আছিই বা কী?'—এইভাবে বিষয়টি দর্শন করিবার পর তদ্বিষয়ে তাঁহার (ভিক্ষুর) উক্ত (আমি, আমার, আছি) ধারণা নিশ্চয় হয় না। বন্ধুগণ, ঐ ভিক্ষুর প্রতি অপরে আক্রোশ করিলে, তাঁহাকে শাসাইলে, তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিলে তিনি এইরূপে বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে জানেন: "আমার এই শ্রোত্র-সংস্পর্শজ দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা কারণবশে উৎপন্ন হইয়াছে, অকারণ নহে।" কিসের কারণ? স্পর্শের কারণ। তিনি (জ্ঞান নেত্রে) দর্শন করেন—সেই স্পর্শও অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য। সেই (পৃথিবী ধাতু) আলম্বনে চিত্ত অবতরণ করে, প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইয়া (পরে তাহা হইতে) বিমুক্ত হয়[৩]। বন্ধুগণ,

---

১. বুদ্ধঘোষ বলেন, সূত্রসমূহে 'মত্থলুঙ্গ' বা মস্তিষ্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না (প. সূ.)।

২. সূত্রে বাহ্য পৃথিবীধাতু সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন বোধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু অধ্যাত্ম কী বাহ্য, জড় পৃথিবীধাতু অচেতন, যদিও অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতুর অচেতনত্ব বাহ্য পৃথিবীধাতুর ন্যায় প্রকট নহে (প. সূ.)।

৩. বুদ্ধের উক্তি অনুসারে চিত্ত পৃথিবীধাতুকে আলম্বন বা বিষয় করিয়া প্রথমে উহাতে প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইয়া পরে উহার সম্পর্ক ত্যাগ করে। তখন চিত্ত ঐ ধাতু-সংস্পর্শজ সুখ-দুঃখ-বোধের অতীত হয়। বুদ্ধঘোষ নির্দেশ করেন যে, পৃথিবীধাতুকে কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) করিয়া বিদর্শন ধ্যান করিবার সময় অতর্কিতে চিত্ত তদ্দিকে জবিত (ধাবিত) হইলে, তাহা হইতে চিত্ত তুলিয়া লইয়া ভবাঙ্গে (অর্থাৎ চিত্তের স্বরূপে) নামাইতে হয়। এইভাবে চিত্ত ভবাঙ্গে অবতরণ করিলে ঐ ধাতুতে আর আসক্ত হয় না (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরে হস্ত-সংস্পর্শে, লোষ্ট্র-সংস্পর্শে, দণ্ড-সংস্পর্শে অথবা শস্ত্র-সংস্পর্শে (শস্ত্রাঘাতে) ঐ ভিক্ষুর প্রতি অশিষ্ট, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যবহার করিলে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"এই দেহ এমন যে উহাতে হস্ত-সংস্পর্শও লাগে, দণ্ড-সংস্পর্শও লাগে, শস্ত্র-সংস্পর্শও (শস্ত্রাঘাতও) লাগে। ককচোপম-সূত্রে ভগবান বলিয়াছেন—'হে ভিক্ষুগণ, যদি চোর অথবা নীচকর্মা তস্কর উভয়দিকে বাঁটযুক্ত ককচ দ্বারা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তনও করে, তোমাদের মধ্যে যে স্বমনকে প্রদূষিত (কুপিত) করিবে সে আমার শাসনকর, আজ্ঞাবহ শিষ্য নহে,' আমার বীর্য আরব্ধ হইয়াছে তাহা শিথিল হইবার নহে; স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংমূঢ় হইবার নহে, দেহ-মন প্রশান্ত হইয়াছে, তাহা নিপীড়িত হইবার নহে; সমাহিত চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, (তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার নহে); পাণি-সংস্পর্শ লাগুক, লোষ্ট্র-সংস্পর্শ লাগুক, দণ্ড-সংস্পর্শ লাগুক, শস্ত্র-সংস্পর্শ লাগুক, বুদ্ধের অনুশাসন পূর্ণ করিতেই হইবে।[১]"।

৩। বন্ধুগণ, যদি বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিলেও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিলেও, সংঘকে অনুস্মরণ করিলেও তাঁহার মধ্যে কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা[২] সংস্থিত না হয়, তাহাতে তিনি সংবিগ্ন হন, সংবেগ প্রাপ্ত হন: "আমার যে (সবই) অলাভ, লাভ যে আমার কিছুই নাই; (সবই) আমার দুর্লব্ধ, সুলব্ধ যে আমার কিছুই নাই, যেহেতু বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়াও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিয়াও, সংঘকে অনুস্মরণ করিয়াও আমার মধ্যে কুশল-নিসৃত উপেক্ষা সংস্থিত হয় নাই," বন্ধুগণ, যেমন পুত্রবধু শ্বশুরকে দেখিয়া সংবিগ্ন হন, সংবেগ প্রাপ্ত হন, তেমনভাবেই ভিক্ষু বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়াও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিয়াও, সংঘকের অনুস্মরণ করিয়াও তাঁহার মধ্যে কুশল নিসৃত উপক্ষো সংস্থিত না হইলে, সংবিগ্ন হন, সংবেগ প্রাপ্ত হন : "আমার যে (সবই) অলাভ, লাভ যে আমার কিছুই নাই; সবই আমার দুর্লব্ধ, সুলব্ধ যে আমার কিছুই নাই, যেহেতু বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়াও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিয়াও, সংঘকে অনুস্মরণ করিয়াও আমার মধ্যে কুশল-নিসৃত উপেক্ষা সংস্থিত হয় নাই," বন্ধুগণ, যদি বুদ্ধকে অনুস্মরণ, ধর্মকে অনুস্মরণ এবং সংঘকে অনুস্মরণ করিবার ফলে তাঁহার মধ্যে কুশল-নিসৃত উপেক্ষা সংস্থিত হয়, তাহাতে তিনি আনন্দিত হন। ইহাতেও বন্ধুগণ, ঐ ভিক্ষুর বহু কাজ (উপকার) হয়।

---

১. মধ্যম-নিকায়, পৃ. ১৪১ দ্র.।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, 'কুশল-নিসৃত উপেক্ষা' অর্থে বিদর্শন-ধ্যানের পথে ষড়ঙ্গ উপেক্ষা। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া, স্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ অনুভব করিয়া, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্পর্শ করিয়া এবং মন দ্বারা ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিমিত্ত ও অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না,- ইহাই ষড়ঙ্গ উপেক্ষা (বি-ম)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। বন্ধুগণ, আপধাতু কী? আপধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। বন্ধুগণ, অধ্যাত্ম আপধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, আপনামীয়, আপ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত, যথা : পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূষ, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিক্‌নী, লসিকা (লসীকা?), মূত্র অথবা এইরূপ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, আপনামীয়, আপ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম আপধাতু। যাহা অধ্যাত্ম আপধাতু এবং যাহা বাহ্য আপধাতু সমস্তই আপধাতু বটে, 'তাহা আমার নয়,' 'আমি তাহা নহি,' 'তাহা আমার আত্মা নহে'—এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। এইরূপে ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিলে অপধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, আপধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন বাহিরের আপধাতু প্রকুপিত হয়, তাহা গ্রাম ভাসাইয়া নেয়, নিগম ভাসাইয়া নেয়, নগর ভাসাইয়া নেয়, জনপদ ভাসাইয়া নেয়, জনপদের অংশ-বিশেষ ভাসাইয়া নেয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে এক শ' যোজন, দুই শ' যোজন, তিন শ' যোজন, চার শ' যোজন, পাঁচ শ' যোজন, ছয় শ' যোজন, এমনকি সাত শ' যোজন জল স্ফীত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে সাত তাল, ছয় তাল, পাঁচ তাল, চৌতাল, তিন তাল, দুই তাল, অন্তত এক তাল উচ্চে জল সংস্থিত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে সাত পুরুষ-প্রমাণ ছয় পুরুষ-প্রমাণ, পাঁচ পুরুষ-প্রমাণ, চার পুরুষ-প্রমাণ জল সংস্থিত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে অর্ধপুরুষ-প্রমাণ কটি-প্রমাণ, জানু-প্রমাণ, অন্তত গুল্‌ফ-প্রমাণ জল সংস্থিত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে অঙ্গুলি-পর্ব-প্রমাণ জলও থাকে না। তখনই, বন্ধুগণ, সেই বার্ধক্যগ্রস্ত বাহ্য আপধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, ব্যয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, বিপরিণামিতা প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?' 'আমারই বা কী?' 'আছিই বা কী?' [ইত্যাদি পূর্ববৎ (পৃথিবী ধাতু দ্রঃ)]।

৫। বন্ধুগণ, তেজধাতু কী? তেজধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। বন্ধুগণ, অধ্যাত্ম তেজধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, তেজনামীয়, তেজ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত, যথা : যাহা সন্তপ্ত করে, জীর্ণ করে, পরিদাহন করে, যাহার দ্বারা চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সমস্তই সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়, অথবা তদ্‌বৎ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, তেজনামীয়, তেজ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম তেজধাতু। যাহা অধ্যাত্ম তেজধাতু এবং যাহা বাহ্য সমস্তই তেজধাতু বটে, 'তাহা আমার নয়,' 'আমি তাহা নহি,' 'তাহা আমার আত্মা নহে'—এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্তব্য। এইরূপে ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিলে তেজধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, তেজধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন বাহ্য তেজধাতু প্রকুপিত হয়; তাহা গ্রাম দগ্ধ করে, নিগম দগ্ধ করে, নগর দগ্ধ করে, জনপদ দগ্ধ করে, জনপদের অংশবিশেষ দগ্ধ করে। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন সেই (অগ্নিরূপী) তেজধাতু হরিৎ ক্ষেত্রসীমা, প্রান্তসীমা (পথসীমা?), শৈলান্ত, উদকান্ত অথবা রমনীয় ভূমি পর্যন্ত আসিয়া ইন্ধন অভাবে নিবিয়া যায়। বন্ধুগণ, (আবার) এমন সময়ও হয় যখন (সামান্য) কুক্কুটপালক[১] অথবা স্নায়ুখণ্ডের সাহায্যে অগ্নি অন্বেষণ করিতে হয়। বন্ধুগণ, তখনই সেই বার্ধক্যগ্রস্থ বাহ্য তেজধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, ব্যয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, বিপরিণামিতা প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?' 'আমারই বা কী?' 'আছিই বা কী?' [ইত্যাদি পূর্ববৎ (পৃথিবীধাতু দ্র.)]।

৬। বন্ধুগণ, বায়ুধাতু কী? বায়ুধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। বন্ধুগণ, অধ্যাত্ম বায়ুধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু-নামীয়, বায়ু-অন্তর্গত ও দেহাধিকৃত, যথা ঊর্ধ্বগামী বায়ু (উদান), অধোগামী বায়ু (অপান), কুক্ষি-আশ্রিত ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু (সমান), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাহী বায়ু (ব্যান), কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণ),[২] অথবা তদ্বৎ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু-নামীয়, বায়ু-অন্তর্গত ও দেহাধিকৃত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম বায়ুধাতু। যাহা অধ্যাত্ম বায়ু এবং যাহা বাহ্য, সমস্তই বায়ুধাতু বটে। 'তাহা আমার নয়', 'তাহা আমি নহি', 'তাহা আমার আত্মা নহে'—এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, দুইটিই এমন বস্তু যাহা সামান্য উত্তাপে জ্বলিয়া উঠে (প. সূ.)। নহারু-দদ্দুলন্তি নহারু-খণ্ডং, নহারু-বিলেখনং (ম-পূ)। অ-নি, সত্তক-নিপাত, মহাষত্রঞ-বগ্গে কথিত আছে: "সেয্যথা পি ভিক্খবে কুক্কুট-পত্তং বা নহারু-দদ্দুলং বা অগ্গিমিহ পক্খিত্তং, পটিলীযতি পটিকুট্টতি পটিবট্টতি, ন সম্পসারীযতি।" "হে ভিক্ষুগণ! যেমন কুক্কুটপালক কিংবা স্নায়ুখণ্ড অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে গুটিয়ে আসে কিন্তু বিস্তৃত হয় না।"

২. এস্থলে বস্তুত উদান-অপানাদি পঞ্চ বায়ুর কথাই বলা হইয়াছে। কুক্ষি-আশ্রিত বায়ু এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু দুই মিলিয়া সমান বায়ু। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে: ঊর্ধ্বগামী বায়ু দ্বারা উদগার ও হিক্কারাদি দৈহিক কার্য সাধিত হয়। অধোগামী বায়ু দ্বারা বাহ্য-প্রস্রাবাদি কার্য সম্পাদিত হয়। অন্ত্রের বাহিরের বায়ু কুক্ষি-আশ্রিত এবং ভিতরের বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবাহী বায়ুদ্বারা দেহে রক্ত সঞ্চালন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন-প্রসারণাদি কার্য সাধিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নাসিকা পথে প্রবাহিত বায়ু (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা দর্শন করিলে বায়ুধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, বায়ুধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন বাহ্য বায়ুধাতু প্রকুপিত হয়, তাহা গ্রাম উড়াইয়া নেয়, নিগম উড়াইয়া নেয়, নগর উড়াইয়া নেয়, জনপদ উড়াইয়া নেয়, জনপদের অংশবিশেষ উড়াইয়া নেয়। বন্ধুগণ, (আবার) এমন সময়ও হয় যখন গ্রীষ্মের শেষ মাসে তালপত্র অথবা হাতপাখা দ্বারা বায়ু অন্বেষণ করিতে হয়, চালের খড়গাছিও নড়ে না। বন্ধুগণ, তখনই সেই বার্ধক্যগ্রস্ত বাহ্য বায়ুধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, ব্যয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, বিপরিণামিতা প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?' 'আমরাই বা কী?' 'আছিই বা কী?' [ইত্যাদি পূর্ববৎ (পৃথিবীধাতু দ্র.]।

৭। বন্ধুগণ, যেমন কাষ্ঠকে সম্বল (উপাদান কারণ) করিয়া, বল্লীকে সম্বল করিয়া, তৃণকে সম্বল করিয়া, মৃত্তিকাকে সম্বল করিয়া পরিবৃত আকাশ গৃহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়,[১] তেমনভাবেই অস্থিকে সম্বল করিয়া, স্নায়ুকে সম্বল করিয়া, মাংসকে সম্বল করিয়া, চর্মকে সম্বল করিয়া পরিবৃত আকাশ রূপ (দেহ, দেহাবয়ব) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বন্ধুগণ, যদি চক্ষু—(আয়তন) অবিকল থাকে, অথচ বাহিরের রূপ (দৃশ্যবস্তু) উহার গোচরে না আসে এবং তদনুযায়ী চিত্ত-সংযোগ না হয়, তাহা হইলে সে পর্যন্ত তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় না। যদি চক্ষু অবিকল থাকে, বাহিরের রূপও উহার গোচরে আসে, অথচ তদনুযায়ী চিত্ত-সংযোগ হয় না, তাহা হইলে সে পর্যন্ত তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় না। যেহেতু, বন্ধুগণ, চক্ষু অবিকল থাকে, বাহিরের রূপও গোচরে আসে, তদনুযায়ী চিত্ত-সংযোগও হয়, তখন তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত (উৎপন্ন) হয়। ঐ চক্ষুবিজ্ঞানের সাহচর্যে যে রূপ (দৈহিক অভিব্যক্তি) উৎপন্ন হয় তাহা রূপ-উপাদান-স্কন্ধের অন্তর্গত হয়, যে বেদনা উৎপন্ন হয় তাহা বেদনা-উপাদান-স্কন্ধের, যে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহা সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধের, যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহা সংস্কার-উপাদান-স্কন্ধের, এবং যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধের অন্তর্গত হয়। তিনি (ভিক্ষু) এইরূপে বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"এইভাবেই এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের মিলন, সম্মিলন ও সমবায় হয়।" ভগবান বলিয়াছেন—'যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করেন তিনি ধর্ম (ধর্মের স্বরূপ) দর্শন করেন, যিনি ধর্ম দর্শন করেন তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করেন।' এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণবশে উৎপন্ন। এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে জীবের যে ছন্দ (তৃষ্ণার গতি), আলয় (আসক্তি), অনুনয়

---

১. 'তজ্জো সমন্নাহরো' অর্থে 'চক্খু ঞ্চ রূপে চ পটিচ্চ ভবঙ্গং আবট্টেত্বা উপ্পজ্জমান - মনসিকারো' (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(আকুলতা) এবং নিমগ্নভাবে তাহাই দুঃখ-সমুদয়, দুঃখোৎপত্তির কারণ। এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ সম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-বিনয় (তৃষ্ণার গতি ও অনুরাগ দমন), যাহা ছন্দরাগ-পরিহার তাহাই দুঃখ-নিরোধ। বন্ধুগণ, ইহাতেও ভিক্ষুর বহুকাজ হয়। শ্রোত্র, শব্দ এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ এবং ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস এবং জিহ্বা-বিজ্ঞান, মন[১] ধর্ম[২] এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বলিলেন, (অপর) ভিক্ষুগণ তাঁহার উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহা-হস্তিপদোপম সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাসারোপম সূত্র (২৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, গৃধ্রকুটপর্বতে। বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ করিবার অল্পদিন পরে, দেবদত্ত সম্বন্ধে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধার আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সংস্কার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন এবং মনে করেন যে, ইহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্ম-প্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন: "আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী; এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা এবং অল্পশক্তিসম্পন্ন" ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা তিনি মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো সারার্থী, সারাণ্বেষী পুরুষ সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ভেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া,

১. বুদ্ধঘোষ বলেন, "অজ্ঝত্তিকো মনো নাম ভবঙ্গচিত্তং", "অধ্যাত্ম মনের নামই ভবাঙ্গ চিত্ত (প. সূ.)।

২. বুদ্ধঘোষ বলেন, "বাহিরা চ ধম্মা তি ধম্মারম্মণং", বাহ্য ধর্ম অর্থে আলম্বন" (প. সূ.)। এস্থলে ধর্ম মনের আলম্বন বা বিষয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উহাকে সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন, "এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোদ্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোদ্ভেদ পরিহার করিয়া মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকে সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই" তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন এবং উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে, মনে করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্ম-প্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন: "আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী; এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা এবং অল্পশক্তিসম্পন্ন।" ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা তিনি মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে, ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র শাখাপল্লব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি ইহার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

৩। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির কারণে আনন্দিত হন না এবং উহাতে সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না; অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ঐ শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্ম-প্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : আমি শীলবান ও কল্যাণধর্মী; এই অপর ভিক্ষুগণ দুঃশীল ও পাপধর্মী।" তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন—"এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকে সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই;"—তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধার আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : "আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে, মনে করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন : "আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী; এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা এবং অল্পশক্তিসম্পন্ন।" ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা তিনি মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে, ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র ত্বকোড্ভদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি ইহার পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৪। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ঐ শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিসম্পদ লাভ করেন। ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন—"আমি সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত; এই অপর ভিক্ষুগণ অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত।" তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন, "এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোদ্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই" তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন: "আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ঐ শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আত্মপ্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন : "আমি সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত; এই অপর ভিক্ষুগণ অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত।" তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে, ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যে মাত্র ত্বক গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি ইহার পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—“আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখদৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।” এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন, ঐ শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন[১] লাভ করেন। ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : আমি (ধর্ম) জানিয়া ও দেখিয়া বিচরণ করি; এই অপর ভিক্ষুগণ না জানিয়া, না দেখিয়াই বিচরণ করেন।” তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন, “এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোদ্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই, সেজন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই” তেমনভাবেই কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—“আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে

১. এস্থলে ‘জ্ঞানদর্শন’ অর্থে দিব্যচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হন। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎসার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ঐ শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন—"আমি (ধর্ম) জানিয়া ও দেখিয়া বিচরণ করি; এই অপর ভিক্ষুগণ না জানিয়া, না দেখিয়া বিচরণ করে।" তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে, ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র আঁশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি উহার সমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৬। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতি দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ'[১] লোকসম্মত পরামুক্তি লাভ করেন। [তিনি ঐ সময়-বিমোক্ষ লাভ করিয়া আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে মনে করেন।][২] কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, ঐ ভিক্ষু সেই 'সময়-বিমুক্তি' হইতে চ্যুত হইবেন। [যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারাণ্বেষী পুরুষ সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার জানিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন—"এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারিয়াছেন, আঁশ জানিতে পারিয়াছেন, ত্বক জানিতে পারিয়াছেন, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারিয়াছেন, শাখাপল্লব জানিতে পারিয়াছেন। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার জানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থ অনুভব করেন নাই;"—তেমনভাবেই কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতি দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না।

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, যে বিমুক্তি সাময়িক, যাহা মাত্র অভ্যাস ক্ষণে থাকে। পটিসম্ভিদা-মগ্গের মতে, "চত্তারি ঝানানি, চতস্সো চ অরূপ-সমাপত্তিযো, অযং সময-বিমোক্খো।" "চারি রূপধ্যান এবং চারি অরূপ সমাপত্তি, ইহাই সময়-বিমোক্ষ।" অর্থাৎ লোকসম্মত, লোক প্রচলিত অষ্ট সমাপত্তির দ্বারা যে সামরিক বিমুক্তি লব্ধ হয়।

২. চিন্তার সঙ্গতি ও ক্রম বজায় রাখিবার জন্য বন্ধনীভূক্ত অংশগুলি যোগ করিয়াছি। মূলপাঠে এই অংশগুলি নাই। বহু পূর্বেই অংশগুলি বাদ পড়িয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। তিনি ঐ 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করিয়া আনন্দিত হন, কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, ঐ ভিক্ষু সেই 'সময়-বিমোক্ষ' হইতে চ্যুত হইবেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে, ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি উহার সমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।]

৭। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। [তিনি ঐ 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করিয়া আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না।[১] তিনি ঐ 'সময়-বিমোক্ষ' দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না,[২] অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'অসময়-বিমোক্ষ'[৩] লাভ করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব যে, ঐ ভিক্ষু সেই 'অসময়-বিমোক্ষ' হইতে চ্যুত হইবেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন; "এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারিয়াছেন, আঁশ জানিতে পারিয়াছেন, ত্বক জানিতে পারিয়াছেন, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারিয়াছেন, শাখাপল্লব জানিতে পারিয়াছেন। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার জানিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিয়াছেন;" তেমনভাবেই কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনগারিকরূপে প্রব্রজিত হন— "আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ

---

১. যেহেতু সময়-বিমোক্ষ বা সময়-বিমুক্তি হইতে পতনের সম্ভাবনা আছে।

২. বন্ধনীভুক্ত অংশ মূল পাঠে নাই। চিন্তার সঙ্গতি রাখিবার জন্য ইহা যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, 'অসময়-বিমোক্খ' অর্থে 'অসাময়িক বিমুক্তি', অর্থাৎ যাহা কোনো সময়ে থাকে, কোনো সময়ে থাকে না, এইরূপ নহে (ন কালেন কালং বিমুচ্চতীতি)। পটিসম্ভিদামগ্গের মতে, 'চত্তারো অরিযমগ্গা, চত্তারি চ সামঞ্ঞফলানি, নিব্বানঞ্চ, অযং অসময-বিমোক্খো।" "চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ, ইহাই অসময়-বিমোক্ষ।" বস্তুত সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া যে চিত্ত-বিমুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা যায়। তাহাই অসময় বা লৌকিক মতের বহির্ভূত বিমুক্তি ক্ষুদ্র-সারোপম-সূত্র দ্রঃ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, [অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। তিনি ঐ 'সময়-বিমোক্ষ' দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ 'সময়-বিমোক্ষ' দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ 'সময়-বিমোক্ষ' দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না,] অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'অসময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন।

৮। হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব যে, ঐ ভিক্ষু সেই 'অসময়-বিমুক্তি' হইতে চ্যুত হইবেন। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই (জানিবে), লাভ, সৎকার ও খ্যাতি এই ব্রহ্মচর্যের 'আশংসা' (গৌরব) নহে, শীলসম্পদও নহে, সমাধিসম্পদও নহে, জ্ঞানদর্শনও নহে। যাহা অটল চিত্তবিমুক্তি উহার জন্যেই, হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য, ইহাই সার, ইহাই পরিসমাপ্তি।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ঐ ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাসারোপম সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্র-সারোপম সূত্র (৩০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। অনন্তর ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ

---

[১]. বুদ্ধঘোষ বলেন, কৌৎস ব্রাহ্মণের ব্যক্তিগত নাম, তিনি পিঙ্গলবর্ণের ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পিঙ্গলকৌৎস বলা হইত (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পিঙ্গলকৌৎস ভগবানকে কহিলেন, "হে গৌতম, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ[১] সংঘনায়ক,[২] গণনায়ক,[৪] গণচার্য,[৫] জ্ঞাত,[৬] যশস্বী,[৭] তীর্থঙ্কর[৮] এবং বহুজনের দ্বারা সাধু[৯] বলিয়া স্বীকৃত, যেমন পূরণ কাশ্যপ[১০] মস্করী গোশাল,[১১] অজিত

---

১. প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে এবং অশোকের অনুশাসনে 'শ্রমণ-ব্রাহ্মণ' শব্দে যাবতীয় প্রব্রজিতকে বুঝায়। নৈতিক অর্থে যিনি শ্রমণ তিনি ব্রাহ্মণও হইতে পারেন। জৈন সাহিত্যে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র বা মহাবীরকে মহাশ্রমণ এবং মহাব্রাহ্মণ আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে অর্হৎগণকে ভিক্ষু, শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পাতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রব্রজিত হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মমতে বেদপন্থী। শ্রমণগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ধর্ম্মমতে ঠিক বেদপন্থী নহেন। নিম্নোক্ত ছয় জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কাশ্যপ, গোশাল ও কাত্যায়ন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সঞ্জয় এবং নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অজিত সম্বন্ধে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কি ক্ষত্রিয় ছিলেন অনুমান করা কঠিন।

২. পালি 'সংঘী' যিনি সংঘের অধিনায়ক। সংঘ অর্থে প্রব্রজিতগণের দল বা সমষ্টি বিশেষ (প. সূ.)।

৪. পালি 'গণী'। গণ এবং সংঘ প্রায় একাত্মবাচক। গণী অর্থে গণের অধিনায়ক (প. সূ.)।

৫. গণাচার্য অর্থে যিনি প্রব্রজিত সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে আচার্য বা গুরু (প. সূ.)।

৬. জ্ঞাত অর্থে খ্যাত, পরিচিত (প. সূ.)।

৭. "তিনি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, অল্পেচ্ছার কারণ বস্ত্রও পরিধান করেন না" ইত্যাদি রূপে যাঁহার যশ প্রচারিত, তিনিই যশস্বী (প. সূ.)।

৮. বুদ্ধঘোষের মতে, "তিত্থকরা'তি লদ্ধিকরা" (প. সূ.)। তীর্থঙ্কর অর্থে বিশিষ্টমতাবলম্বী ধর্ম প্রবর্তক ও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিষ্ঠাতা।

৯. সাধু অর্থে সৎপুরুষ যাঁহার বাকসিদ্ধ আছে (প. সূ.)।

১০. বুদ্ধঘোষ বলেন, কাশ্যপ তাঁহার গোত্রনাম; কোনো এক গৃহস্থ বাড়িতে তিনি পূর্বে দাস ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া এক শত দাসের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'পূরণ' নামে পরিচিত ছিলেন। কাশ্যপের পূরণ-আখ্যার উৎপত্তির বিবরণ বুদ্ধঘোষের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধঘোষ আরও বলেন যে, এই কাশ্যপ অচেলক বা নগ্ন প্রব্রজিত (উলঙ্গ সন্ন্যাসী) ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে পাঁচ শত শ্রমণ ছিলেন। সামঞ্ঞফল, সন্দক প্রভৃতি সুত্তে তাঁহার দার্শনিক মত বিবৃত আছে। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে সকল স্থানে তাঁহার মত যথাযথভাবে বর্ণিত হয় নাই। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গে তাঁহার নামের উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার দার্শনিক মতের বিবরণ আছে। জনৈক টীকাকার শিলাঙ্কের মতে, এই দার্শনিক মত সাংখ্যের পুরুষবাদের ন্যায় এক প্রকার আত্মার নিষ্ক্রিয়বাদ। গোত্র নাম হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাশ্যপ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'পূরণ'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেশকম্বল,[১২] ককুদ কাত্যায়ন,[১৩] সঞ্জয় বেলাস্থপুত্র[১৪] এবং নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র[১৫]—

আখ্যার বিশেষ অর্থ কি জানি না। সম্ভবত পূর্ণপ্রজ্ঞ, পূর্ণভিজ্ঞ, পূর্ণসিদ্ধ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

১১. পালি 'মক্খলি গোসাল', আর্ধমাগধী, 'মংখলিপুত্ত গোসাল'। পতঞ্জলি মহাভাষ্য মতে, 'মস্করী'। বৌদ্ধ ও জৈন কিংবদন্তী অনুসারে গোশালায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি গোশাল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, গোশাল পূর্বে কোনো এক গৃহস্থ বাড়িতে দাস ছিলেন। একদিন তিনি কর্দমাক্ত ভূমির উপর দিয়া মাথায় তৈলঘট নিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার প্রভূ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "তাত মা খলি," "বাছা, স্খলিত হইয়া পড়িও না।" তথাপি তিনি অনবধানতাবশত পদস্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। এই জন্যই তিনি 'মক্খলি' আখ্যা লাভ করেন। ইহা অবশ্যই কষ্টকল্পনা। জৈন ভগবতী সূত্রের মতে, 'মংখ' অর্থে এক প্রকার চিত্রপদ। তাহার পিতামাতা দেশদেশান্তরে চিত্র দেখাইয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। এই জন্য তিনি 'মংখলিপুত্ত' নামে পরিচিত হন। গোশাল নিজে তাঁহার প্রথম জীবনে এইরূপ চিত্রপট দেখাইয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। মহাভাষ্যের মতে, 'মস্করী' অর্থে বেণুপরিব্রাজক। জৈন ভগবতী সূত্রের বিবরণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনো এক পরিব্রাজকের ঔরসে এবং পরিব্রাজিকার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কোশলবাসী ছিলেন এবং কোশলেই বুদ্ধের দেহত্যাগের বিশ চব্বিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পালি ও আর্ধমাগধী 'গোসাল' সংস্কৃত 'কৌশল্য' (কোশলবাসী) আখ্যারই প্রাকৃত অপভ্রংশ হইয়া থাকিবে। গোশালও অচেলক বা নগ্ন-প্রব্রজিত ছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ভূক্ত শ্রমণগণ আজীবক বা আজীবিকা নামে পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে তাঁহাকে পাকা অদৃষ্টবাদী বলা হইয়াছে।

১২. ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ন-সন্তি পরলোকবাদী", নাস্তিক বা উচ্ছেদবাদী। অজিত তাঁহার ব্যক্তিগত নাম। কেশকম্বল পরিধান করিতেন বলিয়া তিনি কেশকম্বল বা কেশবস্বলী আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষের মতে, ঐ কেশবম্বল মনুষ্যকেশের দ্বারা নির্মিত ছিল (প. সূ.)।

১৩. পালি সামঞ্ঞফল সুত্তের মতে, ইনি সপ্তকায় বা সপ্তপদার্থবাদী এবং জৈনাচার্য শিলাঙ্কের মতে, ইনি আত্মষষ্টবাদী। বস্তুত ইনি বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত পাকা শাশ্বতবাদী। বুদ্ধঘোষ বলেন, 'পকুধ' তাঁহার ব্যক্তিগত নাম এবং 'কচ্চায়ম' তাঁহার গোত্রনাম। বুদ্ধঘোষ আরও বলেন যে, তিনি শৌচকার্যেও ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিতেন না, তিনি সর্বদা উষ্ণ জলই ব্যবহার করিতেন। আমাদের মতে, পালি 'পকুধ' সংস্কৃত 'ককুদে'রই অপভ্রংশ। তাঁহার স্কন্ধে ককুদ বা মাংসপিণ্ড ছিল বলিয়াই তিনি এই আখ্যায় বিশেষিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নোপনিষদ-বণিত 'কবন্ধী কাত্যায়ন' এবং বৌদ্ধ সাহিত্য-বর্ণিত 'পকুধ কচ্চায়ন' একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

১৪. ইনি বুদ্ধের সমসাময়িক বিখ্যাত সংশয়বাদী। জৈন পরিভাষায় ইনি অজ্ঞানিক। বৌদ্ধ মহাবস্তু গ্রন্থের বিবরণ মতে, ইনিই সারিপুত্রের পূর্বাচার্য সঞ্জয়। বুদ্ধঘোষ বলেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহারা কি সকলেই স্বীয় (স্বীয়) প্রামাণ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে জানেন এবং সকলেই জানেন না, কিংবা কেহ কেহ জানেন এবং কেহ কেহ জানেন না?" "রেখে দিন, ব্রাহ্মণ, সে কথা থাক—তাঁহারা কি সকলেই স্বীয় (স্বীয়) প্রামাণ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে জানেন এবং সকলেই জানেন না, কিংবা কেহ কেহ জানেন এবং কেহ কেহ জানেন না? ব্রাহ্মণ, আমি আপনার নিকট ধর্ম প্রকাশ করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন, সুন্দররূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।" "তথাস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস প্রত্যুত্তরে ভগবানকে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ভেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন—"এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ভেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।" অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন: "এই ব্যক্তি সার জানিতে

সঞ্চয় তাঁহার ব্যক্তিগত নাম এবং বেলট্ঠের পুত্র বলিয়া তিনি 'বেলট্ঠপুত্ত' নামে বিশেষিত হইয়াছিলেন। কোনো কোনো পাঠে 'বেলট্ঠিপুত্ত' নামও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 'বৈরাটিপুত্র' নামই গৃহীত হইয়াছে। বেলাস্থ বা বেলাস্থি কোনো এক ক্ষত্রিয় পরিবার বিশেষের নাম ছিল মনে করিবার কারণ আছে।

১৫. ইনিই জৈনধর্ম প্রবর্তক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাবীর। সকল ক্লেশগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি নির্গ্রন্থ আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। বৈশালিবাসী বলিয়া তাঁহাকে বৈশালিকও বলা হইত। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাথের পুত্র বলিয়া তিনি নাথপুত্র নামে অভিহিত হন (প. সূ.)। বুদ্ধঘোষ জানিতেন না যে, বৈশালীর নাত বা জ্ঞাতৃক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'নাতপুত্ত (আর্ধমাগধী, নায়পুত্ত) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সেজন্য সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ডেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।"

অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারাণ্বেষী পুরুষ সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন—"এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই;" অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন—"এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।"

অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারাণ্বেষী পুরুষ সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ একথা বলিবেন—"এই ব্যক্তি সার জানিতে পারিয়াছেন, আঁশ জানিতে পারিয়াছেন, ত্বক জানিতে পারিয়াছেন, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারিয়াছেন, শাখাপল্লব জানিতে পারিয়াছেন। সেজন্য তিনি সারার্থী, সারাণ্বেষী হইয়া সারাণ্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিয়াছেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তেমনভাবেই, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন: "আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। "আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী, এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা ও অল্পশক্তিসম্পন্ন।" লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে সকল ধর্ম (সম্পদ) উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের (লাভের) জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোচ্ছেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া, উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন, এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন না, আমি তাঁহারই সহিত এই ব্যক্তি তুল্য বলিয়া বর্ণনা করি।

৩। ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ্ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদে আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন—"আমি শীলবান ও কল্যাণধর্মী, এই অপর ভিক্ষুগণ দুঃশীল ও পাপধর্মী।" শীলসম্পদ হইতে অপর যে সকল (সম্পদ্) উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্বিষয়ে) তিনি অলস প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন না, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত এই ব্যক্তিকে তুল্য বলিয়া বর্ণনা করি।

৪। ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন—"আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।" এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি শীলসম্পদ হইতে যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি সমাধিসম্পদ্ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদে আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন—"আমি সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত, এই অপর ভিক্ষুগণ অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত।" তিনি সমাধিসম্পদ হইতে যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন না, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত তুল্য বলিয়া এই ব্যক্তিকে বলি।

৫। ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন: "আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।” এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ্ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি শীলসম্পদ হইতে যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি সমাধিসম্পদ্ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ হইতে যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন—“আমি (ধর্ম) জানিয়া ও দেখিয়া বিচরণ করি, এই অপর ভিক্ষুগণ না জানিয়া ও না দেখিয়া বিচরণ করেন।” তিনি জ্ঞানদর্শন হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন না, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত তুল্য বলিয়া এই ব্যক্তিকে বলি।

৬। ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন: “আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।” এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি ঐ লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ্ লাভ করেন। তিনি ঐ শীলসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি শীলসম্পদ হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি সমাধিসম্পদ্ লাভ করেন। তিনি ঐ সমাধিসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি সমাধিসম্পদ হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা-জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শনে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ঐ জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি জ্ঞানদর্শন হইতে অপর যে সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না।

৭। ব্রাহ্মণ, জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতার ধর্ম (সম্পদ) কী কী? ব্রাহ্মণ, কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া ভিক্ষু সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, বিতর্ক-বিচার-উপশমে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী ও চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, প্রীতিতেও বীতরাগ হইয়া ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, সর্ব দৈহিক সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষবিষাদ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অস্তমিত করিয়া, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া 'আকাশ অনন্ত' এই ভাবোদয়ে আকাশ-আয়তন নামক (প্রথম অরূপ সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে 'আকাশ-আয়তন' অতিক্রম করিয়া 'অনন্ত বিজ্ঞান' এই ভাবোদয়ে 'বিজ্ঞান-আয়তন' নামক (দ্বিতীয় অরূপ সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-আয়তন' অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই ভাবোদয়ে 'অকিঞ্চন-আয়তন' নামক (তৃতীয় অরূপ সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে 'অকিঞ্চন আয়তন' অতিক্রম করিয়া 'নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' নামক 'চতুর্থ অরূপ সমাপত্তি' লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' অতিক্রম করিয়া 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ' নামক (লোকোত্তর সম্পত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। ব্রাহ্মণ, এই সমস্তই জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ।

যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত এই ব্যক্তি তুল্য বলিয়া বর্ণনা করি।

৮। অতএব, ব্রাহ্মণ, লাভ, সৎকার ও খ্যাতি এই ব্রহ্মচর্যের আশংসা (ঈপ্সিত লক্ষ্য) নহে, মাত্র শীল-সম্পদ ইহার আশংসা নহে, মাত্র সমাধি-সম্পদ ইহার আশংসা নহে, মাত্র জ্ঞানদর্শনও ইহার আশংসা নহে। ব্রাহ্মণ, যে চিত্ত-বিমুক্তি অচল-অটল তদর্থেই এই ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই এই ব্রহ্মচর্যের সার, ইহাই পরিসমাপ্তি।

৯। ইহা বিবৃত হইলে ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস ভগবানকে কহিলেন : "অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত করেন, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখিতে পান, তেমনভাবেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে (বিবিধ যুক্তিতে) ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ভগবান গৌতমের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, মহানুভব গৌতম। আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ ক্ষুদ্র-সারোপম সূত্র সমাপ্ত ॥

ঔপম্য বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. মহাযমক বর্গ

ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ সূত্র (৩১)

আমি এইরূপ জানিয়াছি—

২। একসময় ভগবান নাদিকে[১] এক ইষ্টক-নির্মিত গৃহে[২] অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল[৩] গোশৃঙ্গশালবন-দাবে[৪] অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া গোশৃঙ্গশালবন-দাবে উপস্থিত হইলেন। দাবপাল[৫] দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিল, দূর হইতে আসিতে দেখিয়া দাবপাল ভগবানকে কহিল: "শ্রমণ, এই উদ্যানে প্রবেশ করিবেন না, যেহেতু এখানে তিনজন কুলপুত্র যথারুচি অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাদের বিঘ্ন ঘটাইবেন না।" আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সহিত দাবপালের আলাপ শুনিতে পাইলেন; তাহা শুনিতে পাইয়া তিনি দাবপালকে কহিলেন, "বন্ধু দাবপাল, তুমি ভগবানকে বারণ করিও না; আমাদের শাস্তা ভগবানই স্বয়ং এইস্থানে উপনীত হইয়াছেন।"

---

১. নাদিক বৃজিরাষ্ট্রে (অর্থাৎ, বৈশালী রাজ্যে) অবস্থিত গ্রামবিশেষের নাম। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাদিকা নামে একটি তড়াগ বা পুস্করিণী ছিল। নাদিকার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল বলিয়া গ্রামের নাম নাদিকা। বস্তুত নাদিকাকে মধ্যবর্তী করিয়া দুইটি গ্রাম ছিল, যথা 'চুল্লপিতি'—পুত্রগণের গ্রাম ও 'মহাপিতি'—পুত্রগণের গ্রাম। এস্থলে 'নাদিকে' অর্থে এই দুই গ্রামের যেকোনো এক গ্রামে (প. সূ.)।

২. পালি 'গিঞ্জকাবসথে'। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাদিকাবাসিগণ ভগবান বুদ্ধের জন্য বাসস্থান নির্মাণের ইচ্ছা করিয়া ইষ্টক দ্বারা ভিত্তি, সোপান, স্তম্ভ ও হিংস্রপশুরূপ সমন্বিত সৌধ নির্মাণ করিয়া, তাহা চূণকাম করিয়া তদুপরি মালাকর্ম ও চিত্রকর্ম উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ ইষ্টকালয়ে ভূম্যাস্তরণ, মঞ্চপীঠ, রাত্রিস্থান, দিবাস্থান, মণ্ডপ এবং চংক্রমাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। (প. সূ.)।

৩. পাঠান্তর - 'কিমিল'।

৪. এই শালবনের প্রধান বৃক্ষের কাণ্ড হইতে গোশৃঙ্গ আকারের পাতা উদ্গত হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত ধন গোশৃঙ্গশালবন নামে প্রসিদ্ধ হয় (প. সূ.)। 'দাব' অর্থে অরণ্য (প. সূ.)।

৫. "দাযপালো তি অরঞ্ঞপালো" (প. সূ.)। 'দাবপাল' অর্থে অরণ্যপাল, দাবরক্ষক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন: "আপনারা অগ্রসর হউন, আমাদের শাস্তা ভগবান স্বয়ং এস্থানে উপনীত হইয়াছেন। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল ভগবানের সম্বর্ধনা করিয়া একজন ভগবানের হস্ত হইতে পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন পাতিয়া রাখিলেন, এবং একজন পাদোদক হস্তে অপেক্ষা করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুষ্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ভগবান কহিলেন :

২। "অনুরুদ্ধ, তোমাদের ক্ষমনীয় (সহনীয়) ও যাপনীয়[১] কিছু আছে কি? ভিক্ষান্নের অভাবে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় না ত?" "ভগবান, আমাদের ক্ষমনীয় ও যাপনীয় কিছু আছে, কিন্তু, প্রভো, ভিক্ষান্নের অভাবে আমরা ক্লিষ্ট নহি।" "অনুরুদ্ধ, তোমরা সমগ্রভাবে সানন্দে অবিবদমান, ক্ষীরোদক-সম হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান কর ত? "প্রভো, অবশ্যই আমরা সমগ্রভাবে সানন্দে অবিবদমান, ক্ষীরোদক-সম হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান করি।" "অনুরুদ্ধ, তোমরা কী প্রকারে সমগ্রভাবে, সানন্দে অবিবদমান ও ক্ষীরোদক-সম হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান কর?" "প্রভো, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ লাভ, পরম সৌভাগ্য যে, আমি এহেন সতীর্থগণের সহিত অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই আয়ুষ্মান সতীর্থগণের প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে আমার মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্ম,[২] বাককর্ম ও মনোকর্ম প্রবৃত্ত আছে। প্রভো, আমার এমন মনে হয় আমার পক্ষে নিজ চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই আয়ুষ্মান সতীর্থগণের চিত্তবশে অনুবর্তন করা বিধেয়। সত্যই আমি নিজের চিত্ত দূরে রাখিয়া এই আয়ুষ্মান সতীর্থগণের চিত্তবশেই অনুবর্তন করি। কায়া ভিন্ন বটে, কিন্তু আমাদের চিত্ত যেন একই।" আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলও জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপে উত্তর প্রদান করিলেন।

৩। সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বল) তোমরা অপ্রমত্ত, আতাপী এবং সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান কর ত?" "প্রভো, অবশ্যই আমরা অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইয়া অবস্থান করি।" "অনুরুদ্ধ,

১. কষ্ট ও অসুবিধা।

২. 'মেত্তং কাযকম্মন্তি মেত্তংচিত্তবসেন পবত্তং কাযকম্মং,' 'মৈত্রিচিত্তবশে প্রবৃত্ত দৈহিককর্ম' (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমরা ঠিক কী রকমে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান কর?" "প্রভো, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসনগুলি নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন, জলের ঘটি ও ভোজনপাত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন, ভোজ্য রাখিবার পাত্রের ব্যবস্থা করেন। যিনি শেষে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কার্য হইতে প্রত্যাগমন করেন, যদি ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা ভোজন করেন, ইচ্ছা না করিলে তিনি তাহা অল্পতৃণাবৃত স্থানে নিক্ষেপ করেন, অথবা অল্পপ্রাণ-শূন্য জলে নিমজ্জিত করেন। তিনি আসনগুলি তুলিয়া রাখেন, জলের ঘটি ও ভোজ্য-পাত্র তুলিয়া রাখেন, অবশিষ্ট ভোজ্য রাখিবার পাত্র রাখিয়া দেন, ভোজনস্থান মুক্ত করিয়া রাখেন। যদি তিনি দেখিতে পান জলের ঘটি, ভোজন-পাত্র অথবা শৌচঘট রিক্ত ও শূন্য অবস্থায় আছে, তাহা তিনি জলপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন। যদি তাঁহার পক্ষে একাকী তাহা সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিয়া উভয়ের হাতে ধরিয়া তাহা তুলিয়া রাখেন। প্রভো, আমরা অকারণ বাক্য উচ্চারণ করি না, আমরা পাঁচ দিন অন্তর সর্বরাত্রি ধর্মালোচনায় আসীন থাকি। প্রভো, এইরূপেই, প্রভো, আমরা অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করি।"

৪। "সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বল) এইরূপে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করিবার ফলে তোমাদের লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ[১] ও স্বচ্ছন্দবিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?" "প্রভো, কেন হইবে না? প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। প্রভো, এইরূপে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইবার ফলে আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্য জ্ঞানদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বল) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?" "প্রভো, কেন হইবে না। প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, 'অরিযভাবকরণ-সমত্থো বিসেসো'—'আর্য-ভাব আনয়ন করিতে সমর্থ এইরূপ অবস্থা'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য উক্ত ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বলে) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ্ আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?" "প্রভো, কেন হইবে না? প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা প্রীতিতেও বীতরাগ হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ্ আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বল) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি? "প্রভো, কেন হইবে না? প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞাদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বল) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি? "প্রভো, কেন হইবে না? প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করিয়া 'অনন্ত আকাশ' এই ভাবোদয়ে 'আকাশ-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ, (এখন আমাকে বল) এই স্বচ্ছন্দ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি? "প্রভো, কেন হইবে না? প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সবাংশে আকাশ-আয়তন সমতিক্রম করিয়া 'অনন্ত বিজ্ঞান' এই ভাবোদয়ে 'বিজ্ঞান-আয়তন' নামক (দ্বিতীয় অরূপ সমাপত্তি), ... সর্বাংশে 'বিজ্ঞান-আয়তন' সমতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই ভাবোদয়ে 'অকিঞ্চন-আয়তন' নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ... সর্বাংশে 'অকিঞ্চন আয়তন' সমতিক্রম করিয়া 'নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (এখন আমাকে বল) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি? "প্রভো, কেন হইবে না? প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্বাংশে, নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করিয়া 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ' নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রজ্ঞা দ্বারা (বিমুক্তি) দর্শন করিবার ফলে আসব পরিক্ষীণ হয়। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যান-বিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ্, আর্য-জ্ঞানদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে। প্রভো, আমরা এই স্বচ্ছন্দ-বিহার হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর অপর কোনো স্বচ্ছন্দ-বিহার দেখি না।"

সাধু, সাধু অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ। (তোমরা সত্যই বলিয়াছ) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর অপর কোনো স্বচ্ছন্দ-বিহার নাই।"

৫। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিলকে ধর্মকথা দ্বারা সত্য সন্দর্শন করাইয়া, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল কিছুদূর ভগবানের অনুগমন করিয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিলেন : "আমরা কি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে একথা বলিয়াছি যে, আমরা এই এই ধ্যান-সমাপত্তি লাভ করিয়াছি, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সম্মুখে আসবক্ষয় পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিলেন?" "আয়ুষ্মানগণ কখনও আমাকে সেকথা বলেন নাই। তথাপি আমি স্বচিত্তে আয়ুষ্মানগণের চিত্তের বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিদিত হইয়াছি। দেবতারাও আমাকে এ বিষয় জানাইয়াছেন। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টি বিবৃত করিয়াছি।”

৬। অনন্তর যক্ষ দীর্ঘ পরজন[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দাঁড়াইল, একান্তে দাঁড়াইয়া যক্ষ দীর্ঘ পরজন ভগবানকে কহিল—“প্রভো, বৃজিগণের, বৃজিপুত্রগণের মহালাভ, মহা সৌভাগ্য যে, যেস্থানে ভগবান তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন, সেস্থানে তিনজন কুলপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল উপস্থিত আছেন। দীর্ঘ পরজন যক্ষের উক্তি শুনিয়া পৃথিবীস্থ দেবগণ উহার প্রতিধ্বনি করিলেন, “সত্যই বৃজিগণের, বৃজিপুত্রগণের মহালাভ, মহা সৌভাগ্য যে, যেস্থানে ভগবান তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন সেস্থানে এই তিনজন কুলপুত্র, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল উপস্থিত আছেন। পৃথিবীস্থ দেবগণের উক্তি শুনিয়া চাতুর্মহারাজিক দেবগণ, চাতুর্মহারাজিক দেবগণের উক্তি শুনিয়া ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণের উক্তি শুনিয়া যামদেবগণ, যামদেবগণের উক্তি শুনিয়া তুষিতবাসী দেবগণ, তুষিতবাসী দেবগণের উক্তি শুনিয়া নির্মাণরতি দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণের উক্তি শুনিয়া পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের উক্তি শুনিয়া ব্রহ্ম-কায়িক দেবগণ প্রতিধ্বনি করিলেন, “সত্যই বৃজিগণের, বৃজিপুত্রগণের মহালাভ, মহা সৌভাগ্য যে, যেস্থানে ভগবান তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন সেস্থানে এই তিনজন কুলপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল উপস্থিত আছেন।”

৭। এইভাবে সেই ক্ষণে, সেই মুহূর্তে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যক্ষের ধ্বনি পহুঁছিল। ভগবান কহিলেন, “দীর্ঘ, এইরূপই বটে, যথার্থই এইরূপ। দীর্ঘ, যেই কুল হইতে এই তিনজন কুলপুত্র আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন, যদি সেই কুল প্রসন্নচিত্তে এই তিনজন কুলপুত্রের (গুণাবলী) অনুস্মরণ করে, তাহা হইলে তাহা সেই কুলের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যে কুলবংশ হইতে এই তিনজন কুলপুত্র আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন যদি সেই কুলবংশ প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলী) অনুস্মরণ করে, তাহা হইলে তাহা সেই কুলবংশের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যে গ্রাম, যে নিগম, যে নগর, যে জনপদ হইতে এই তিনজন কুলপুত্র আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন যদি সেই গ্রাম, সেই নিগম, সেই নগর

---

১. দীঘনিকায়ের মহাসময় সুত্তের মতে, দীঘ বা দীর্ঘ আঠাশজন সেনাপতির মধ্যে অন্যতম। যক্ষের নাম দীর্ঘ পরজন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং সেই জনপদ প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলী) অনুস্মরণ করে, তবে তাহা উহাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যদি সকল ক্ষত্রিয়, সকল ব্রাহ্মণ, সকল বৈশ্য এবং সকল শূদ্র প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলী) অনুস্মরণ করে, তবে তাহা তাহাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যদি সর্ব দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, সকল শ্রমণ-ব্রহ্মণ ও সকল দেবতা ও মনুষ্য প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলী) অনুস্মরণ করে, তবে তাহা তাহাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, তুমি স্বচক্ষে দেখ, এই তিনজন কুলপুত্র বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকে অনুকম্পা বিতরণের জন্য অর্থ, হিত ও সুখ বিধানের জন্য সাধনামার্গে অগ্রসর হইয়াছেন।”

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; দীর্ঘ পরজন যক্ষ তাহা প্রসন্নচিত্তে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল।

॥ ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাগোশৃঙ্গ সূত্র (৩২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান গোশৃঙ্গ-শালবন-দাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্গে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা স্থবির শিষ্য[১] ছিলেন, যথা আয়ুষ্মান সারিপুত্র[২], আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন[৩], আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ[১], আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ[২], আয়ুষ্মান রৈবত[৩],

---

১. পালি থের সাবক = স্থবির শ্রাবক। বুদ্ধঘোষের মতে, প্রাতিমোক্ষ-সংবরাদি স্থিরকারক চরিত্রগুণে সমন্বিত ভিক্ষুই স্থবির নামে অভিহিত হন। শ্রাবক অর্থে যিনি ধর্ম-শ্রবণান্তে শিষ্যপদ লাভ করিয়াছেন (প. সূ.)।

২. ইনি-বুদ্ধের মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিম-নিকায়ের ধম্মদায়াদ, অনঙ্গণ, সম্মাদিট্ঠি, মহা-সীহনাদ, রূপবিনীত, মহাহত্থিপদোপম, মহাবেদল্ল, চাতুম, দীঘনখ, অনুপদ, সেবিতব্বা-সেবিতব্ব, সচ্চবিভঙ্গ ও পিণ্ডপাত-পারিসুদ্ধি সুত্তে, দীঘ-নিকায়ের সম্পসাদনিয়, সঙ্গীতি ও দসুত্তর সুত্তে, অঙ্গুত্তর-নিকায়ের সীহনাদ ও থেরসীহনাদ সুত্তে এবং এতদগ্গবগ্গে, সংযুক্ত-নিকায়ের পবারণা ও সুসিম সুত্তে, মহানিদ্দেসে, পটিসম্ভিদামাগ্গে, খেরপঞ্হ, সুত্তে (অর্থাৎ, সুত্ত-নিপাতের সারিপুত্ত-সুত্তে), এবং অভিনিক্খমণ সুত্তে (?) আয়ুষ্মান্ সারিপুত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে (প. সূ.)।

৩. ইনি বুদ্ধের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিম-নিকায়ের অনুমান, চুল্ল-তণহাসঙ্খয় ও মারভজ্জানিয় সুত্তে, সংযুক্ত-নিকায়ের পাসাদ-কম্পন-সুত্তে ও ইদ্ধিপাদ-সংযুত্তে, অঙ্গুত্তর-নিকায়ের এতদগ্গবগ্গে, বিমান ও পেত বত্থুতে, নন্দোপনন্দ-দমন, যমকপাটিহারিয় এবং থেরস্স অভিনিক্খমণ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান্ মহামৌদগল্যায়নের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ুষ্মান আনন্দ[৪], এবং তদ্বৎ অপরাপর বহু খ্যাতনামা স্থবির শিষ্যগণ। আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলেন, "বন্ধু কাশ্যপ, চল আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট যাই, তাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করি।" "তথাস্তু বলিয়া আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ধর্মশ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ধর্মশ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া তিনি আয়ুষ্মান রৈবতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান রৈবতকে কহিলেন, "বন্ধু রৈবত, এই সৎপুরুষগণ ধর্ম শ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট যাইতেছেন। চল আমরাও ধর্ম শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট যাই।" "তথাস্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান রৈবত তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্ম শ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দ আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন: "স্বাগতম্, আয়ুষ্মান

---

১. ইনি বুদ্ধের ধুতাঙ্গবাদী শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। সংযুক্ত-নিকায়ের চীবর-পরিবত্তন, জিন্নচীবর ও চন্দোপম সুত্তে এবং কস্‌সপ-সংযুত্তে, অঙ্গুত্তর নিকায়ের মহা-অরিয়বংস সুত্তে এবং এতদগ্গবগ্গে, এবং থেরস্‌স অভিনিক্‌খমণ প্রসঙ্গে মহাকাশ্যপের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

২. ইনি বুদ্ধের দিব্যচক্ষুসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিম-নিকায়ের চুল্ল-গোসিঙ্গ, নলকপান, অনুত্তরিয় (?), উপক্কিলেস ও অনুরুদ্ধ সুত্তে, এবং অঙ্গুত্তর-নিকায়ের মহাপুরিস-বিতক্ক সুত্তে ও এতদগ্গবগ্গে, এবং খেরস্‌স অভিনিক্ক্রমণ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে (প. সূ.)।

৩. ইনি বুদ্ধের ধ্যানরত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। পালি ত্রিপিটকে দুইজন রৈবতের উল্লেখ আছে, যথা : খদিরবনিয়-রেবত ও কঙ্খারেবত। খদিরবনিয় রৈবত সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এ স্থলে রৈবত নামে খদিরবনিয় রেবতকেই বুঝিতে হইবে (প. সূ.)।

৪. ইনি বুদ্ধের বহুশ্রুত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিম-নিকায়ে সেখ, বাহিতিয়, আনেঞ্জসপ্পায়, গোপক-মোগ্গল্লান, বহুধাতুক, চুল্লসুভ্রএ্রত, মহাসুভ্র্এ্রত, অচ্ছরিয়ব্তুত ও ভদ্দেকরত্ত সুত্তে, দীঘ-নিকায়ের মহানিদান, মহাপরিনিব্বান ও সুভ সুত্তে, অঙ্গুত্তর-নিকায়ের চুলনিরয়লোকধাতু-সুত্তে ও এতদগ্গবগ্গে, এবং অভিনিক্‌খমণ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান্ আনন্দের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দের আসিতে আজ্ঞা হউক। ভগবানের সমীপবর্তী উপস্থায়ক (সেবক) আয়ুষ্মান আনন্দের শুভাগমন হউক। বন্ধু আনন্দ, এই গোশৃঙ্গশালবন অতি রমনীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু আনন্দ, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা এই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?" "বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু বহুশ্রুত[১], শ্রুতিধর[২] ও শ্রুতি-সঞ্চয়ী[৩] হন। যে সকল (বুদ্ধকথিত) ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে সকল ধর্ম সার্থক ও 'সব্যাঞ্জন' এবং কেবলমাত্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে, এহেন ধর্ম (ভিক্ষু দ্বারা) বহুবার শ্রুত, (সুন্দররূপে) ধৃত[৪], আবৃত্তি দ্বারা সুপরিচিত[৫], মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত[৬], এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি চারি পরিষদের[৭] নিকট সর্ব পাপানুযায় সমুদ্ঘাতের জন্য পরিমণ্ডল আকারে[৮], সম্পূর্ণ পদব্যঞ্জনে ও আনুপূর্বিকভাবে[৯] ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গ শালবন শোভমান হইতে পারে।"

২। ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান রৈবতকে কহিলেন: "বন্ধু রৈবত, আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান রৈবতকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি: বন্ধু রৈবত, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিক প্রবাহিত। বন্ধু রৈবত, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, যাঁহার দ্বারা নবাঙ্গ শাস্তার শাসন পঠিত, সংযুক্ত ও পূর্বাপরবশে সংগৃহীত হয় (প. সূ.)।

২. যিনি শ্রুতির বা গৃহীত বিদ্যার আধার স্বরূপ (প–সূ)।

৩. পালি সুত-সন্নিচয় অর্থে যাঁহার মধ্যে শ্রুতি বা দৃহীত ধর্মোপদেশ সুনিহিত, সুসঞ্চিত, সুগৃহীত হয় (প. সূ.)।

৪. যখন যে সূত্র অথবা জাতক বলিতে অনুরোধ করা হয় তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারেন, এই অর্থে সুধৃত (প. সূ.)।

৫. পালি—বচসা পরিচিতা।

৬. পালি—মনসানুপেক্খিতা = "চিত্তেন অনুপেক্খিতা। যস্স বচসা সজ্ঝযিতং বুদ্ধবচনং মনসা চিন্তেতস্স তত্থ তত্থ পাকটং হোতি" (প. সূ.)। অর্থাৎ, যাহার মনের দ্বারা সুচিন্তিত।

৭. চারি পরিষদ, যথা : ভিক্ষু-পরিষদ, ভিক্ষুণী পরিষদ, উপাসকগণ ও উপাসিকাগণ।

৮. সুশ্রেণীবদ্ধ আকারে, সুশৃংঙ্খলভাবে, প্রসঙ্গক্রমে।

৯. প্রবদ্ধাকারে, পূর্বাপর সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া, প্রসঙ্গ ঠিক রাখিয়া বক্তব্য বিষয় মাত্র বলিয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারে?” “বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু সমাধি-সুখে[১] রমিত ও সমাধি-রত হন, অধ্যাত্মে চিত্তের শমথ-সাধনে নিযুক্ত হন, নিত্য ধ্যায়ী বিদর্শন-সমন্বিত ও শূন্যগার-নিবিষ্ট হন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।”

৩। ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিলেন: “বন্ধু অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান, রৈবত যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন। এখন আমরা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—বন্ধু অনুরুদ্ধ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিক প্রবাহিত। বন্ধু অনুরুদ্ধ, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?” “বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র (ভুবন) অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শ্রেষ্ঠ সৌধের[২] উপর হইতে সহস্র নেমি-মণ্ডল[৩] অবলোকন করেন, তেমনভাবেই ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র লোক অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।”

৪। ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলেন, “বন্ধু কাশ্যপ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি: বন্ধু কাশ্যপ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু কাশ্যপ, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?” “বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে আরণ্যকে (অরণ্যবিহারী) হন এবং অরণ্যবিহারের প্রশংসা করেন[৪]; নিজে পিণ্ডচারী[৫] হন এবং পিণ্ডচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে পাংশুকূলধারী হন[৬] এবং পাংশুকূলচর্যার প্রশংসা করেন;

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, ফল-সমাপত্তি-সুখে।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, সপ্তভূমক কিংবা নবভূকম প্রাসাদ (প. সূ.)।

৩. প্রাসাদসীমার মধ্যে স্থিত রথনেমিসমূহ (প. সূ.)।

৪. যিনি অরণ্য বিহারী হইয়া ধর্মসাধনায় রত থাকিবেন বলিয়া—ধুতাঙ্গ বা শুদ্ধিব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাকেই আরণ্যক বলা হয়।

৫. যিনি শুধু ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম-সাধনায় নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া শুদ্ধিব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাকে ‘পিণ্ডপাতিক’ বা পিণ্ডাচারী বলা হয়।

৬. যিনি পথঘাট হইতে সংগৃহীত ধুলাধুসরিত বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করিয়া দেহাচ্ছাদন করিবেন এই শুদ্ধিব্রত গ্রহণ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজে ত্রিচীবরধারী[১] হন এবং ত্রিচীবরচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে অল্পেচ্ছুক হন এবং অল্পেচ্ছার প্রশংসা করেন; নিজে সন্তুষ্ট হন এবং সন্তুষ্টিতার প্রশংসা করেন; নিজে প্রবিবেকী (বৈরাগ্যরত) হন এবং বিবেক-বৈরাগ্যের প্রশংসা করেন; নিজে অসঙ্গ হন এবং অসংসর্গের প্রশংসা করেন; নিজে আরব্ধবীর্য হন এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসা করেন; নিজে শীলসম্পন্ন হন এবং শীলসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে সমাধিসম্পন্ন হন এবং সমাধিসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন এবং প্রজ্ঞাসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হন এবং বিমুক্তিসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পদের প্রশংসা করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।”

৫। ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকে কহিলেন, “বন্ধু মৌদগল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—বন্ধু মৌদগল্যায়ন, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিক প্রবাহিত। বন্ধু মৌদগল্যায়ন, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?” “বন্ধু সারিপুত্র, দুই ভিক্ষু অভিধর্ম-কথা[২] আলোচনা করেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা পরস্পরের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদান করেন এবং গোলযোগ করেন না,[৩] এবং তাঁহাদের মধ্যে ধর্মযুক্ত কথাই প্রবর্তিত হয়[৪]। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।”

৬। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, “বন্ধু সারিপুত্র, আমরা সকলে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছি। এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি: বন্ধু সারিপুত্র,

---

১. যিনি সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস এই ত্রিচীব পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন ব্রত গ্রহণ করেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, বিসুদ্ধিমগ্গে আলোচিত তের সংখ্যক ধুতাঙ্গের মধ্যে এ স্থানে চারিটিই উক্ত হইয়াছে।

২. বুদ্ধঘোষের মধ্যে, আভিধর্মিকের সূক্ষ্মভাবে আলোচ্য বিষয় চিত্ত, স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, ধ্যান, আলম্বন-অবক্রান্তি, অঙ্গব্যবস্থান, আলম্বন-ব্যবস্থান ইত্যাদি (প. সূ.)।

৩. অর্থাৎ আভিধর্মিক স্বমত স্বমতের নিয়মে এবং পরমত পরমতের নিয়মে প্রকাশ করেন, একমতে সহিত অপর মতের গোল করেন না (প. সূ.)।

৪. অর্থাৎ, আভিধর্মিকগণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্থানে জ্ঞানাবতরণ করিয়া, বিদর্শন বর্ধিত করিয়া লোকোত্তর ধর্ম (সম্পদ) সাক্ষাৎকারের উপায় নির্দেশ করেন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্য গন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু সারিপুত্র, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।” “বন্ধু মৌদগল্যায়ন, ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতেই সায়াহ্নে বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদগল্যায়ন, যেমন রাজার কিংবা রাজমহামাত্রের কাপড়ের বাক্স বিবিধ পরিধানে পূর্ণ থাকে বলিয়া তিনি পূর্বাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন পূর্বাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, মধ্যাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন মধ্যাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, এবং সায়াহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন সায়াহ্নেই তাহা পরিধান করেন, তেমনভাবেই ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন উহাতে পূর্বাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন উহাতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন উহাতে সায়াহ্নেই বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদগল্যায়ন, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।”

৭। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ঐ আয়ুষ্মান স্থবিরগণকে কহিলেন, “বন্ধুগণ, আমরা সকলে যথাশক্তি স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়াছি, এখন চল আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয় বলি। যেভাবে যাহা তিনি আমাদের নিকট ব্যক্ত করিবেন সেভাবে তাহা আমরা অবধারণ করিব।” ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহারা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর ঐ আয়ুষ্মান স্থবিরগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন: “প্রভো, এইস্থানে আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্মশ্রবণের জন্য আমার নিকট উপস্থিত হন। প্রভো, আমি দূর হইতে আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দকে আসিতে দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলাম—“স্বাগতম্, ভগবানের সমীপবিহারী উপস্থায়ক (সেবক) আয়ুষ্মান আনন্দের আসিতে আজ্ঞা হউক। বন্ধু আনন্দ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্না পুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্য গন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু আনন্দ, কিরূপ ভিক্ষুর দ্বারা এই গোশৃঙ্গশালবন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হন। যে সকল (বুদ্ধ-কথিত) ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে সকল ধর্ম সার্থক ও সব্যঞ্জন এবং কেবলমাত্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, এ হেন ধর্ম (ভিক্ষুর দ্বারা) বহুবার শ্রুত, (সুন্দররূপে) ধৃত, আবৃত্তির দ্বারা সুপরিচিত, মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত, এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি চারি পরিষদের নিকট সর্ব পাপানুশয় সমুদ্ঘাতের জন্য পরিমণ্ডল আকারে, সম্পূর্ণ পদব্যঞ্জনে ও আনুপূর্বিকভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।"

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে আনন্দ সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই আনন্দ বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী। (মৎকথিত) যে সকল ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে সকল ধর্ম সার্থক ও সব্যঞ্জন এবং কেবলমাত্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, এ হেন ধর্ম (তাহার দ্বারা) বহুবার শ্রুত, সুন্দররূপে ধৃত, আবৃত্তির দ্বারা সুপরিচিত, মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত ও প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রবিষ্ট। সে চারি পরিষদের নিকট সর্ব পাপানুশয় সমুদ্ঘাতের জন্য পরিমণ্ডল আকারে, সম্পূর্ণ পদব্যঞ্জনে এবং আনুপূর্বিকভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করে।"

৮। "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান আনন্দের মত) কথিত হইলে, আমি আয়ুষ্মান রৈবতকে কহিলাম: 'বন্ধু রৈবত, আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান রৈবতকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি: 'বন্ধু রৈবত, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্না পুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু রৈবত, কিরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান রৈবত আমাকে কহিলেন: 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু সমাধিসুখে রমিত ও সমাধিরত হন, অধ্যাত্মে চিত্তের শমথ-সাধনে নিযুক্ত হন, নিত্যধায়ী, বিদর্শনসমন্বিত ও শূন্যাগারনিবিষ্ট হন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে রৈবত সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই রৈবত সমাধিসুখে রমিত, সমাধিরত, অধ্যাত্মে চিত্তের সমথ-সাধনে নিযুক্ত, নিত্যধায়ী, বিদর্শন-সমন্বিত ও শূন্যাগার-নিবিষ্ট।"

৯। "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান রৈবতের মত) কথিত হইলে, আমি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিলাম: 'বন্ধু অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রৈবত যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি: 'বন্ধু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুরুদ্ধ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু অনুরুদ্ধ, কিরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আমাকে কহিলেন: 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু দিব্য চক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র লোক অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শ্রেষ্ঠ সৌধের উপর হইতে সহস্র মেমিণ্ডল অবলোকন করে তেমনভাবেই ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র লোক অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গ-শালবন শোভমান হইতে পারে।'

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে, অনুরুদ্ধ সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, অনুরুদ্ধ সত্যই দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে লোক অবলোকন করে।"

১০। "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের মত) কথিত হইলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলাম—'বন্ধু মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি; 'বন্ধু মহাকাশ্যপ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু মহাকাশ্যপ, কীরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গ-শালবন শোভমান হইতে পারে।' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে আরণ্যক (অরণ্যবিহারী) হন এবং অরণ্যবিহারের প্রশংসা করেন; নিজে পিণ্ডাচারী হন এবং পিণ্ডচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে পাংশুকূলধারী হন এবং পাংশুকূলচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে ত্রিচীবরধারী হন এবং ত্রিচীবরচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে অল্পেচ্ছুক হন এবং অল্পেচ্ছার প্রশংসা করেন; নিজে সন্তুষ্ট হন এবং সন্তুষ্টিতার প্রশংসা করেন; নিজে প্রতিবেকী (বৈরাগ্যরত) হন এবং বিবেক-বৈরাগ্যের প্রশংসা করেন; নিজে অসঙ্গ হন এবং অসংসর্গের প্রশংসা করেন; নিজে আরব্ধবীর্য হন এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসা করেন; নিজে শীলসম্পন্ন হন এবং শীলসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে সমাধিসম্পন্ন হন এবং সমাধিসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন এবং প্রজ্ঞাসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে বিমুক্তিজ্ঞাদর্শনসম্পন্ন হন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শসম্পদের প্রশংসা করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গ-শালবন শোভমান হইতে পারে।'

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে, মহাকাশ্যপ সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই মহাকাশ্যপ নিজে আরণ্যক এবং অরণ্যবিহারের প্রশংসাকারী; নিজে পিণ্ডাচারী এবং পিণ্ডচর্যার প্রশংসাকারী ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের মত) কথিত হইলে, আমি আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকে কহিলাম: বন্ধু মহামৌদগল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি: 'বন্ধু মহামৌদগল্যায়ন, গো-শৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু মহামৌদগল্যায়ন, কিরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন আমাকে কহিলেন: 'বন্ধু সারিপুত্র, দুই ভিক্ষু অভিধর্ম-কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা পরস্পরের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদান করেন এবং গোলযোগ করেন না, এবং তাঁহাদের মধ্যে ধর্মযুক্ত কথাই প্রবর্তিত হয়। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ, ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।"

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে, মৌদগল্যায়ন সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই মৌদগল্যায়ন (বিশিষ্ট) ধর্মকথক।"

১২। এইরূপে (আয়ুষ্মান সারিপুত্র বিষয়টি) বিবৃত করিলে, আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, অনন্তর আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলাম: বন্ধু সারিপুত্র, আমরা সকলেই যথাশক্তি স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়াছি, এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—'বন্ধু সারিপুত্র, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্য গন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত, বন্ধু সারিপুত্র, কিরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু মৌদগল্যায়ন, ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্ন বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, এবং যেই ধ্যান সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নেই বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদগল্যায়ন, যেমন রাজার কিংবা রাজ-মহামাত্যের কাপড়ের বাক্স বিবিধ পরিধানে পূর্ণ থাকে বলিয়া তিনি পূর্বাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন পূর্বাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, মধ্যাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন মধ্যাহ্নেই তাহা তাহা পরিধান করেন, এবং সায়াহ্নে যে পোষাক করিতে ইচ্ছা করেন সায়াহ্নেই তাহা পরিধান করেন, তেমনভাবেই ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নেই বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদগল্যায়ন, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।

"সাধু, সাধু, মৌদগল্যায়ন, যেভাবে বলিলে, সারিপুত্র সত্যই ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। মৌদগল্যায়ন, সত্যই সারিপুত্র চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করে এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করে না; ইত্যাদি।"

১৩। এইরূপে বিষয়টি বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন "প্রভো, কাহার উক্তি সুভাষিত?" "সারিপুত্র, যুক্তিতে তোমাদের সকলের উক্তিই সুভাষিত। অধিকন্তু যেরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গ-শালবন শোভমান হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তোমরা আমার বক্তব্যও শ্রবণ কর। সারিপুত্র, ভিক্ষু ভোজনশেষে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ কার্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধ্যানপদ্মাসন গ্রহণ করিয়া ঋজুভাবে দেহাগ্রভাগ রাখিয়া ও লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া (এই দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত) আসীন হন—যে পর্যন্ত আমার চিত্ত অনাসক্ত এবং আসব হইতে বিমুক্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত আমি এই ধ্যানাসন ভঙ্গ করিব না।' সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গ-শালবন শোভমান হইতে পারে।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ঐ আয়ুষ্মান স্থবিরগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহা-গোশৃঙ্গ সূত্র সমাপ্ত ॥

মহা-গোপালক সূত্র (৩৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময়ে ভগবান শ্রবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হা ভদন্ত," বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয় না। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, গোপালক রূপজ্ঞ হয় না[১], লক্ষ্মণ-দক্ষ হয় না[১], 'আশাটক' ছাঁটে না[২] ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না[৩],

---

১. গরুর সংখ্যা, বর্ণ এবং অবয়বাদি বিদিত হয় না (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধূম উৎপাদন করে না[৪], তীর্থ জানে না[৫], পানীয় জানে না[৬], বীথি জানে না[৭], গোচরদক্ষ হয় না[৮] নিরবশেষে দোহন করে[৯], যে সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক[১০], উহাদিগকে অতিরিক্ত পূজার পূজা করে না[১১]।—হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয় না।

এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' ছাঁটে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম উৎপাদন করে না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, বীথি জানে না, গোচর-দক্ষ হয় না, নিরবশেষে দোহন করে, যে সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চির-প্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ-নামধেয়[১২], সর্বপ্রকারের রূপ[১৩], চারি মহাভূত[১৪] এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন

---

১. গোদেহে ধনু, শক্তি ও ত্রিশূলাদি ভেদে কৃত চিহ্নগুলি জানে না (প. সূ.)।

২. গোদেহের ক্ষতস্থান হইতে নীলমক্ষিকার ডিম্বগুলি অপসারিত করিয়া ভৈষজ্য প্রদান করে না (প. সূ.)।

৩. ক্ষতস্থানে ভৈষজ্য প্রয়োগ করিয়া তাহা আচ্ছাদিত করে না (প. সূ.)।

৪. গো-শালায় যথারীতি ধুঁয়া দেয় না (প. সূ.)।

৫. তীর্থের (নদী ও জলাশয়ের) অবস্থা জানে না (প. সূ.)।

৬. গরু জল পান করিয়াছে কি না অথবা কিরূপ জল পান করিয়াছে জানে না (প. সূ.)।

৭. গরুর গমন পথ নিরাপদ কিনা জানে না (প. সূ.)।

৮. গোচারণভুমির অবস্থা জানে না (প. সূ.)।

৯. বাছুরের জন্য কিছুমাত্র দুধ না রাখিয়া গাভী দোহন করে (প. সূ.)।

১০. গোসমূহের মধ্যে যে সকল বৃষভ পিতৃস্থানীয় (প. সূ.)।

১১. অধিকমাত্রায় যত্ন ও সেবা করে না (প. সূ.)।

১২. অথবা রূপ-সংজ্ঞার অন্তর্গত। রূপ অর্থে যাহা জড়, দৈহিক বা অচেতন। বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু অথবা বস্তুর গুণ। যাহা বিভিন্নরূপে বা আকারে প্রতীয়মান হয়, যাহা পরিবর্তিত, রূপান্তরিত ও ধ্বংসাধীন হয় তাহাই রূপসংজ্ঞার অন্তর্গত।

১৩. সর্বপ্রকারের রূপ অর্থে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন সকল দৈহিক ও জড় বস্তু।

১৪. চারি মহাভূত অর্থে চারি ধাতু, যথা : পৃথিবী (ক্ষিতি). আপ, তেজ এবং বায়ু (মরুৎ)। বৌদ্ধ দর্শনে আকাশ 'পরিচ্ছিন্ন রূপ' বা 'পরিচ্ছেদক রূপ', যাহা দ্বারা বস্তুসমূহের সংস্থান, ব্যবধান ও পার্থক্য নির্ধারিত হয়। চারি মহাভূত এক অর্থে জড়ের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রূপ[১] যথাযথভাবে জানে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কর্মই যে মূর্খের লক্ষণ[২] এবং কর্মই যে পণ্ডিতের লক্ষণ[৩] ইহা যথাযথ জানে না। এইরূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্ক (কাম-পরিকল্পনা) পোষণ করে, তাহা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, উহার অন্তসাধন করে না, অনুৎপত্তি সাধন করে না। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। (সংক্ষেপে) যখন যেমন পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় তখন তাহা পোষণ করে, পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, উহার অন্তসাধন করে না, অনুৎপত্তি সাধন করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়, যে অধিকরণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রাখিয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য ও (অন্যান্য) পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় উহার সংযম সাধনের জন্য অগ্রসর হয় না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় সুরক্ষিত করে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হয় না। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু-ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাশ্রুত এবং যথাধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট উপদেশ প্রদান করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে না? হে ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগতাগম[৪], ধর্মধর, বিনয়ধর এবং মাতৃকাধর[১], ভিক্ষু তাঁহাদের নিকট

মৌলিক উপাদান, প্রধান উপকরণ; অপর অর্থে জড়ের মূখ্য লক্ষণ বা গুণ। কী দৈহিক কী বাহ্য সকল কঠিন বস্তুই পৃথিবীধাতু; কী দৈহিক কী বাহ্য সকল তরল বস্তুই আপধাতু, কী দৈহিক কী বাহ্য সকল উষ্ণতা-বিধায়ক বস্তুই তেজ ধাতু, কী দৈহিক কী বাহ্য নকল গতিশীল বস্তুই বায়ুধাতু। পক্ষান্তরে, কঠিনত্ব স্নেহত্ব, উষ্ণতা ও গতিশীলতা জড়ের চারি প্রধান লক্ষণ বা গুণ।

১. চারি মহাভূতের সংযোগ বিয়োগে দৈহিক অথবা বাহ্য যে সকল জড় বস্তু নির্মিত হয়।

২. এস্থলে কর্ম অর্থে পাপ ও অকুশল কর্ম (প. সূ.)।

৩. এস্থলে কর্ম অর্থে পূণ্য ও কুশল কর্ম (প. সূ.)।

৪. আগম-সিদ্ধ, আগম অর্থে শ্রুতি বা পরস্পরাগত বুদ্ধ বচন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাকালে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, প্রশ্নোত্তরে প্রশ্ন করে না—"ভদন্ত, ইহা (অর্থাৎ, উদ্ধৃত বচন) এইরূপ কেন? ইহার অর্থ কী?" (জিজ্ঞাসা না করিবার কারণ) ঐ আয়ুষ্মান স্থবিরগণ যাহা আবৃত (অপ্রকট) তাহা অনাবৃত (প্রকটিত) করেন না, যাহা অস্পষ্ট তাহা স্পষ্টীকৃত করেন না, বহু সন্দেহজনক স্থানে সন্দেহ ভঞ্জন করেন না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তীর্থ জানে না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু পানীয় জানে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়-উপদিষ্ট হইলে উহাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান-উদ্দীপনা)[২] ও ধর্মবেদ (ধর্মজ্ঞান-উদ্দীপনা) লাভ করে না, ধর্মস্ফূর্ত প্রফুল্লতা লাভ করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পানীয় জানে না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু বীথি জানে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ যথাযথ জানে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান (বা স্মৃতি-প্রস্থান) যথাযথ জানে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে? হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি ভিক্ষুর ব্যবহার্য উপকরণসমূহ গ্রহণের জন্য ভিক্ষুকে নিবেদন করেন, কিন্তু ভিক্ষু প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চির-প্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে না? হে ভিক্ষুগণ, যে সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ) চির-প্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক তাঁহাদের প্রতি ভিক্ষু, প্রকাশ্যে বা গোপনে, মৈত্রীযুক্ত দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চির-প্রব্রজিত সংঘপিতা ও সংঘ-পরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণসমন্বিত হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয়। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, গোপালক রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, "আশাটক' ছাঁটে, ব্রণ-আচ্ছাদক হয়, ধূম উৎপাদন করে,

---

১. মাতৃকা অর্থে উদ্দেশ বা সংক্ষিপ্ত দেশনা। মাতৃকা গ্রন্থের মূল প্রস্তাবনা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থকথাকারগণের মতে এস্থলে মাতৃকা অর্থে অভিধর্ম পিটক।

২. এস্থলে বেদ অর্থে জ্ঞান, জ্ঞান-উদ্দীপনা এবং রসবোধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তীর্থ জানে, পানীয় জানে, বীথি জানে, গোচর-দক্ষ হয়, অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে, যে সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক উহাদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে। হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ অঙ্গে গুণসমন্বিত হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণসমন্বিত হইলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' ছাঁটে, ব্রণ-আচ্ছাদক হয়, ধূম উৎপাদন করে, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, বীথি জানে, গোচর-দক্ষ হয়, অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে, যে সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চির-প্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ-নামধেয়, সর্বপ্রকারের রূপ, চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন রূপ যথাযথভাবে জানে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কর্মই যে মূর্খের লক্ষণ এবং কর্মই যে পণ্ডিতের লক্ষণ ইহা যথাযথভাবে জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্ক (কাম-পরিকল্পনা) পোষণ করে না, তাহা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, উহার অন্ত সাধন করে, অনুৎপত্তি সাধন করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। (সংক্ষেপে) যখন যেমন পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় তখন তাহা পোষণ করে না, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, উহার অন্ত সাধন করে, অনুৎপত্তি সাধন করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যাঞ্জনগ্রাহী হয় না, যে অধিকরণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রাখিয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য ও (অন্যান্য) পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় উহার সংযম সাধনের জন্য অগ্রসর হয়, চক্ষু-ইন্দ্রিয় সুরক্ষিত করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন ও ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাশ্রুত এবং যথাধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট উপদেশ প্রদান করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে? হে ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, ভিক্ষু তাঁহাদের নিকট যথাকালে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্নোত্তরে প্রশ্ন করে: "ভদন্ত, ইহা (অর্থাৎ উদ্ধৃত বচন) এইরূপ কেন? ইহার অর্থ কী?" (জিজ্ঞাসা করিবার কারণ) ঐ আয়ুষ্মান স্থবিরগণ যাহা আবৃত (অপ্রকট) তাহা অনাবৃত (প্রকটিত) করেন, যাহা অস্পষ্ট তাহা স্পষ্টীকৃত করেন, বহু সন্দেহজনক স্থানে সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তীর্থ জানে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু পানীয় জানে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তথাগত-প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় উপদিষ্ট হইলে উহাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান, উদ্দীপনা ও রসবোধ) ও ধর্মবেদ (ধর্মজ্ঞান, উদ্দীপনা ও রসবোধ) লাভ করে, ধর্মস্ফূর্ত প্রফুল্লতা লাভ করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পানীয় জানে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু বীথি জানে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ যথাযথ জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান (বা স্মৃতি-প্রস্থান) যথাযথ জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে? হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি ভিক্ষুর ব্যবহার্য উপকরণসমূহ গ্রহণের জন্য ভিক্ষুকে নিবেদন করেন, কিন্তু ভিক্ষু প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, (শাস্ত্রজ্ঞ), চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে? হে ভিক্ষুগণ, যে সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক তাঁহাদের প্রতি ভিক্ষু, প্রকাশ্যে বা গোপনে, মৈত্রীযুক্ত দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ ধর্মসমন্বিত ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাগোপালক সূত্র সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষুদ্র গোপালক সূত্র (৩৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান বৃজিরাজ্যে গঙ্গাতীরে 'উক্কাচেলায়'[১] অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত," বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে মগধবাসী জনৈক নির্বোধজাতীয় গোপালক বর্ষার শেষমাসে, শারদ সময়ে গঙ্গার এই তীর ও ঐ তীর সম্যক লক্ষ্য না করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় পার করিবার জন্য অতীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। মাঝ-গঙ্গায় গোরুগুলি নদীস্রোতে মণ্ডলীকৃত হইয়া অনয়ব্যসন প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ কী? যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, মগধবাসী নির্বোধ গোপালক বর্ষার শেষমাসে, শারদ সময়ে, গঙ্গার এই তীর ও ঐ তীর সম্যক লক্ষ্য না করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় যাইবার জন্য অতীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ইহলোক বিষয়ে অদক্ষ, পরলোক বিষয়ে অদক্ষ, মারভুবন[২] বিষয়ে অদক্ষ, অ-মারভুবন বিষয়ে অদক্ষ, মৃত্যুরাজ্য বিষয়ে অদক্ষ, অ-মৃত্যুরাজ্য[৩] বিষয়ে অদক্ষ, এহেন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কথিত উপদেশ যাহারা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবে, তাহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।

৩। হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে মগধবাসী জনৈক সুবোধজাতীয় গোপালক বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে গঙ্গার এই তীর ও ঐ তীর সম্যক লক্ষ্য করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ সীমায় পার করিবার জন্য তীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। সে প্রথম নামাইয়া দিল যে সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক; তাহারা

---

১. পাঠান্তর, উক্কাবেলাযং। উক্কচেলাই লক্ষিত স্থানের প্রকৃত নাম। বুদ্ধঘোষের মতে, উক্কাচেলা বিদেহস্থিত নগর বিশেষ। এই নগর স্থাপনের সময় রাত্রে গঙ্গাস্রোত হইতে একটি মৎস্য লাফাইয়া তীরে পতিত হইয়াছিল এবং লোকেরা তৈলপ্রদীপে চেল বা ন্যাকড়া চুবাইয়া উহাতে মশাল জ্বালিয়া ঐ মাছটি ধরিয়াছিল। এই কারণেই নগরটি উল্কাচেলা নামে অভিহিত হয়। বিদেহ ও মগধ গঙ্গার দুই তীরে অবস্থিত ছিল, উত্তর তীরে বিদেহ এবং দক্ষিণ তীরে মগধ।

২. এস্থলে মার ও মৃত্যুরাজ্য একার্থবাচক। মারধেয় বা মারভুবন অর্থে "তেভুমিক-ধম্মা"। অর্থাৎ যে সকল ধর্মকর্ম, যে সকল মনোবৃত্তি ও যে সকল ধর্মমত মানবকে কাম, রূপ ও অরূপ এই ত্রিলোকের অধীন করিয়া রাখে।

৩. এস্থলে অমারভুবন ও অমৃত্যুরাজ্য একার্থবাচক। অ-মারভুবন অর্থে নবলোকোত্তর ধর্ম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। তারপর নামাইয়া দিল যে সকল গোরু বলবান এবং দম্য (লাঙ্গলে যুড়িবার যোগ্য); তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। তারপর নামাইয়া দিল যত বড় বড় এঁড়ে ও বকনা বাছুর; তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। তারপর নামাইয়া দিল যত দুর্বল বাছুর; তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। অবশেষে নামাইয়া দিল যত তরুণ বাছুর; তাহারাও মায়ের হাম্বা রব অনুসরণ করিয়া, ডুবিয়া উঠিয়া, তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। ইহার কারণ কী? যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে গোপালক বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান বলিয়া ঐ মগধবাসী সুবোধজাতীয় গোপালক বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে গঙ্গার এই তীর ও ঐ তীর সম্যক লক্ষ্য করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় পার করিবার জন্য তীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ইহলোক বিষয়ে দক্ষ, পরলোক বিষয়ে দক্ষ, মারভুবন বিষয়ে দক্ষ, অমারভুবন বিষয়ে দক্ষ, মৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ, তাঁহাদের কথিত উপদেশ যাঁহারা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

৪। হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক তাহারা তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে সকল ভিক্ষু ক্ষীণাসব অর্হৎ, যাঁহাদের ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, ভবভার অপনোদিত হইয়াছে, যাহারা সদর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হইয়াছে এবং যাঁহারা সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল গোরু বলবান ও দম্য তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে সকল ভিক্ষু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে 'উপপাদুক' হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে পরিনির্বৃত হন, ঐ লোক হইতে আর মর্ত্যে পুনরাগমন করেন না, তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, বড় বড় এঁড়ে ও বক্‌না বাছুরগুলি তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে সকল ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয়ে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের অল্পতায় সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার মর্ত্যে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, দুর্বল বাছুরগুলিও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে সকল ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয়ে অনধোগামী স্রোতাপন্ন হইয়া মুক্তিলাভ বিষয়ে নিশ্চিত এবং সম্বোধিপরায়ণ হন তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, তরুন বাছুরগুলিও মায়ের হাম্বা রব অনুসরণ করিয়া, ডুবিয়া উঠিয়া, তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে সকল ভিক্ষু ধর্মানুসারী ও শ্রদ্ধানুসারী তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি ইহলোক বিষয়ে দক্ষ, পরলোক বিষয়ে দক্ষ, মারভুবন বিষয়ে দক্ষ, অ-মারভুবন বিষয়ে দক্ষ, মৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ। যাঁহারা আমার কথিত উপদেশ শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া অতঃপর সুগত শাস্তা কহিলেন :

ইহ আর পর লোক জানি' সবিশেষ
করেছি প্রকাশ আমি, নাহি শঙ্কা লেশ।
মার-অধিকৃত যাহা সত্য আমি জানি,
মৃত্যুর অতীত যাহা তা'ও আমি জানি।
অভিজ্ঞায় সর্বলোক সম্যক জানিয়া
হয়েছি সম্বুদ্ধ আমি মারেরে জিনিয়া।
উদ্ঘাটিত করিয়াছি অমৃতের দ্বার,
প্রকটিত যোগক্ষেম নিরবাণ সার।
পাপাত্মার শ্রোত আমি করিয়াছি ভেদ,
বিধ্বস্ত বিগত-মান মার-হৃদে খেদ।
প্রামোদ্য-বহুল হও যত ভিক্ষুগণ,
লভ ক্ষেমপদ[১] সবে মুক্তির কারণ।

॥ ক্ষুদ্র-গোপালক সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. এস্থলে 'ক্ষেমপদ' অর্থে অর্হত্ত্ব (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষুদ্রসত্যক সূত্র (৩৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান বৈশালী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাবনে,[১] কূটাগার-শালায়[২]। সেই সময়ে বৈশালীতে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক[৩] বাস করিতেন। তিনি ভাষ্যপ্রবক্তা,[৪] পণ্ডিতমানী এবং বহুজনের নিকট সাধু[৫] বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বৈশালীর পরিষদে এমন কথা বলিতেন—"আমি এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ অথবা সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, এমনকি কোনো বিখ্যাত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ দেখি না, যিনি আমার সহিত বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিলে কম্পিত, সঙ্কম্পিত এবং সম্বেপমান হইবেন না, যাঁহার কক্ষ (বাহুমূল) হইতে ধর্ম নির্গত হইবে না। এমনকি, যদি আমি অচেতন স্থাণুর সহিতও বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করি, তাহাও আমার সহিত বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কম্পিত, সঙ্কম্পিত এবং সম্বেপমান হইবে, (সচেতন) মনুষ্যের তো কথাই নাই।"

২। অনন্তর আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক্ বৈশালীতে পদব্রজে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন ও বিচরণকালে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ[১] তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি আয়ুষ্মান অশ্বজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপছলে কুশল সংবাদ জানিলেন। প্রীতিকর কুশলবাদ বিনিময়ের পর সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক 'আয়ুষ্মান অশ্বজিতকে কহিলেন, "মহানুভব অশ্বজিৎ, শ্রমণ গৌতম কীরূপে তাঁহার শ্রাবকগণকে বিনীত করেন (শিক্ষা দেন)? কোন বিষয়কেই বা

---

১. বৈশালীর সমীপস্থ মহাবন একটি স্বয়ংজাত, আরোপিত ও সসীম বন।

২. এস্থলে কূটাগার-শালা অর্থে হংস-বর্তকাকারে আচ্ছন্ন কূটাগার, যাহা ভগবান বুদ্ধের গন্ধকুটি ছিল (প. সূ.)।

৩. বুদ্ধঘোষের বর্ণনানুসারে, জনৈক নির্গ্রন্থ পরিব্রাজকের ঔরসে ও জনৈকা নির্গ্রন্থ পরিব্রাজিকার গর্ভে সত্যকের জন্ম হয়। সত্যা, লোলা, পটাচারা ও শীলব্রতা নাম্নী তাঁহার চারি ভগিনী, সকলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা। তাঁহার পিতামাতা ও ভগিনীগণ এবং তিনি স্বয়ং বাদবিশারদ ও মহাতার্কিক ছিলেন। তিনি অপরাপর মতও জানিতেন। তিনি বৈশালীতে রাজকুমারগণকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। জ্ঞানের চাপে তাঁহার কুক্ষি বিদীর্ণ হইবে আশঙ্কায় তিনি উহা লোহার পাতে বেষ্টন করিয়া রাখিতেন।

৪. অর্থাৎ, নৈয়ায়িক, তার্কিক।

৫. 'সাধু' অর্থে যাহার বাক্‌সিদ্ধি আছে (প. সূ.)।

১. ইনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্যতম, যিনি সারিপুত্র স্থবিরের আচার্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে শ্রমণ গৌতমের অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়?” “অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে ভগবান শিষ্যগণকে বিনীত করেন, এই বিষয়কেই লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে ভগবানের অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়। (তিনি বলেন) ‘হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য। ‘হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম।’ এইরূপেই, অগ্নিবেশ্মন, ভগবান শিষ্যগণকে বিনীত করেন, তাঁহার এইরূপ অনুশাসনই শিষ্যগণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়।” “মহানুভব অশ্বজিৎ, শ্রমণ গৌতম এইরূপ মতবাদী বলিয়া যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার অযোগ্য। যদি ক্বচিৎ কদাচি অল্পক্ষণের জন্যও আমরা মহানুভব গৌতমের সহিত একত্র হইতে পারি, অল্পক্ষণের জন্যও যদি তাঁহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ বাদ-প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে অল্পক্ষণের জন্যও তাঁহাকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিতে পারি।”

৩। সেই সময়ে পঞ্চশত লিচ্ছবি মন্ত্রণাগারে[২] কোনো এক কার্যোপলক্ষ্যে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ঐ লিচ্ছবিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “মহানুভব লিচ্ছবিগণ, আপনারা আসুন, আপনারা অগ্রসর হউন, অদ্য শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার বাদ-প্রতিবাদ (তর্কবিতর্ক) হইবে। যদি শ্রমণ গৌতম আমার নিকট ঠিক সেইভাবে প্রতীয়মান হন যেভাবে তাঁহাকে তাঁহার অন্যতম খ্যাতনামা শিষ্য অশ্বজিৎ ভিক্ষু আমার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা হইলে যেমন বলবান পুরুষ দীর্ঘরোমা মেষকে লোমে ধরিয়া ইচ্ছামত আকর্ষণ,[১] পরিকর্ষণ[২] ও সম্পরিকর্ষণ[৩] করে, তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে বাদপ্রতিবাদে আকর্ষণ, পরিকর্ষণ ও সম্পরিকর্ষণ করিব; যেমন বলিষ্ঠ-দেহ শৌণ্ডিক-ভৃত্য মদের চাটাই গভীরোদক হ্রদ নিক্ষেপ করিয়া উহার কোনে ধরিয়া ইচ্ছামত উহাকে আকর্ষণ, পরিকর্ষণ ও সম্পরিকর্ষণ করে, তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে বাদপ্রতিবাদে আকর্ষণ, পরিকর্ষণ ও সম্পরিকর্ষণ করিব; যেমন বলিষ্ঠ-দেহ মাতাল সুরাস্থালী[৪] কাণে ধরিয়া ইচ্ছামতো অধোমুখে ও উর্ধ্বমুখে নাড়েচাড়ে এবং বারংবার ঝাঁকায়, তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে বাদপ্রতিবাদে অধোমুখে ও উর্ধ্বমুখে নাড়িব চাড়িব এবং বারংবার ঝাঁকাইব; যেমন ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক কুঞ্জর গভীর পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে নামিয়া

---

২. পালি সন্থাগার।

১. ‘আকর্ষণ’ অর্থে সম্মুখের দিকে টানা।

২. ‘পরিকর্ষণ’ অর্থে পুরোভাগ হইতে উল্টা দিকে অবনত করা।

৩. ‘সম্পরিকর্ষণ’ অর্থে একবার আকর্ষণ একবার পরিকর্ষণ করা।

৪. বুদ্ধঘোষের মতে, মদ-ছাঁকিবার জন্য এই স্থালী ব্যবহৃত হয় (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শণপাট ধুইবার ভাবে ক্রীড়াশীল হইয়া জল ছিটাইয়া ক্রীড়া করে[১], তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে লইয়া শণপাট ধুইতেছি মনে করিয়া লীলাবশে ক্রীড়া করিব। মহানুভব লিচ্ছবিগণ, আপনারা আসুন, আপনারা অগ্রসর হউন, অদ্য শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার বাদ-প্রতিবাদ (তর্কবিতর্ক) হইবে।" তন্মধ্যে কোনো কোনো লিচ্ছবি কহিলেন, "শ্রমণ গৌতমই কি প্রথম নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের নিকট বাদ উপস্থিত করিবেন এবং পরে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক শ্রমণ গৌতমের নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত করিবেন?" কোনো কোনো লিচ্ছবি বলিলেন, ("কী জানি) কী হইয়া[২] নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক প্রথম ভগবানের নিকট বাদ উপস্থিত করিবেন এবং পরে ভগবান তাঁহার নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত করিবেন," অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক পঞ্চশতসংখ্যক লিচ্ছবি-পরিবৃত হইয়া মহাবনে কূটাগারশালায় উপস্থিত হইলেন।

৪। সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত-আকাশতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ঐ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "এখন মহানুভব গৌতম কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইয়া এখানে আসিয়াছি।" 'অগ্নিবেশ্মন, এখন ভগবান মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া কোনো এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারে আসীন আছেন। অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ঐ বৃহৎ লিব্ছবি-পরিষদের সহিত মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। লিচ্ছবিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ বা তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ কেহ বা ভগবানের নিকট স্বনামগোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ বা তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন।

৫। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নির্গ্রন্থ-পুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, "আমি

---

১. 'সাণধোবিকং কীলিতজাতং কীলতি।' ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ বলেন, "শণপাট প্রস্তুত করিবার মানসে লোকেরা শণপাট মুষ্টি মুষ্টি বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করে। তৃতীয় দিবসে তাহা ক্লিন্ন হয়। অতঃপর লোকেরা অম্লষাগু-সুরাদি সঙ্গে লইয়া তথায় যাইয়া শণমুষ্টি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে স্থিত তিন ফলকের উপর অছড়াইয়া অম্লযাগু-সুরাদি খাইতে খাইতে শণপাট ধৌত করে, ইহাতে এক মস্ত ক্রীড়া সম্পন্ন হয়। রাজহস্তী এই ক্রীড়া দেখিয়া গভীর জলে নামিয়া শুঁড়ে জল টানিয়া লইয়া একবার কুম্ভের, একবার পৃষ্ঠের, একবার উভয় পার্শ্বের, একবার অন্তরপৃষ্ঠের উপর জল নিক্ষেপ করিয়াছিল" (প. সূ.)।

২. যক্ষ হইয়া, ইন্দ্র হইয়া, অথবা ব্রহ্মা হইয়া সত্যক বাদ উপস্থিত করিবেন? যেহেতু তিনি মানুষের বেশেত ভগবানের নিকট বাদ উপস্থিত করিতে পারিবেন না (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানুভব গৌতমকে কোনো এক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। "অগ্নিবেশ্মন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার।" "মহানুভব গৌতম কীরূপে তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন এবং কোন বিষয়কেই বা লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়?" অগ্নিবেশ্মন, আমি এইভাবেই শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া থাকি এবং এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই শিষ্যগণের মধ্যে আমার অনুশাসন বহুলপরিমাণে প্রবর্তিত হয়—'হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য, রূপ-অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম; সকল সংস্কার অনিত্য, সর্বধর্ম অনিত্য। অগ্নিবেশ্মন, আমি এইভাবেই শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া থাকি এবং এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই শিষ্যগণের মধ্যে আমার অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়।" "হে গৌতম, একটি উপমা আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে।" ভগবান কহিলেন, অগ্নিবেশ্মন, তুমি তাহা প্রতিভাত কর।"

"যেমন, হে গৌতম, যেকোনো বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম (উদ্ভিদ্) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে, উহারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়; যেমন, হে গৌতম, যে কেহ বলসম্পাদ্য কার্য করে, তাহারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাহা করে, তেমন, হে গৌতম, রূপাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বেদনাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও বেদনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সংজ্ঞাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সংস্কারাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিজ্ঞানাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ পুণ্য বা অপুণ্য প্রসব করে।" "তাহা হইলে, অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি একথাই বলিতেছ না যে, রূপই তোমার আত্মা, বেদনাই তোমার আত্মা, সংজ্ঞাই তোমার আত্মা, সংস্কারই তোমার আত্মা, বিজ্ঞানই তোমার আত্মা?" "হে গৌতম, আমি নিশ্চয় বলিতেছি—রূপ আমার আত্মা, বেদনা আমার আত্মা, সংজ্ঞা আমার আত্মা, সংস্কার আমার আত্মা, বিজ্ঞান আমার আত্মা, এবং (সম্মুখে) এই বৃহৎ জনতা।" "অগ্নিবেশ্মন, এই বৃহৎ জনতা তোমার কী (উপকার) করিবে? এস, অগ্নিবেশ্মন, তুমি নিজেই তোমার মতবাদ উপস্থাপিত কর[১]।" "হে গৌতম, সত্যই আমি বলি—রূপ আমার আত্মা, বেদনা

১. সত্যক জনতার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাইয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে উহা হইতে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ বলিলেন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার আত্মা, সংজ্ঞা আমার আত্মা, সংস্কার আমার আত্মা, বিজ্ঞান আমার আত্মা।”

৬। অগ্নিবেশ্মন, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথাশক্তি তুমি ইহার সদুত্তর প্রদান কর। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে কর না যে, রাজমুকুট-পরিহিত ক্ষত্রিয়ের, অভিষিক্ত রাজার ক্ষমতা স্বীয় রাজ্যেই চলে হননযোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করিতে, ধনহানির যোগ্য ব্যক্তির ধনহানি ঘটাইতে অথবা নির্বাসন-যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাসন করিতে, উদাহরণ স্বরূপে মনে কর যেমন কোশলরাজ প্রসেনজিতের অথবা মনে কর যেমন মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর[১]। “হে গৌতম, যেমন কোশলরাজ প্রসেনজিতের অথবা মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর ন্যায় রাজমুকুট পরিহিত ক্ষত্রিয়ের, অভিষিক্ত রাজার ক্ষমতা স্বীয় রাজ্যেই চলে হননযোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করিতে, ধনহানির যোগ্য ব্যক্তির ধনহানি ঘটাইতে অথবা নির্বাসন-যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাসন করিতে, তেমন, হে গৌতম, বৃজি ও মল্লের ন্যায় সংঘবদ্ধ গণরাজগণেরও স্বীয় স্বীয় রাজ্যে ক্ষমতা চলে হননযোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করিতে, ধনহানির যোগ্য ব্যক্তির ধনহানি ঘটাইতে অথবা নির্বাসনযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাসন করিতে। হে গৌতম, কোশলরাজ প্রসেনজিতের অথবা মগধরাজ অজাতশত্রুর ন্যায় রাজমুকুট-পরিহিত ক্ষত্রিয়ের, অভিষিক্ত রাজার ক্ষমতা তো চলেই, চলাও উচিত।” অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে কর, তুমি যে বলিলে রূপ তোমার আত্মা (নিজস্ব বস্তু), তোমার এই ক্ষমতা চলে কি—“আমার রূপ (আমারই ইচ্ছাবশে) এরূপ হউক, (এবং) এরূপ না হউক”? একথা তাঁহাকে বলা হইলে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক নিরুত্তর রহিলেন। দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি নিরুত্তর রহিলেন। অনন্তর ভগবান নির্গ্রন্থপুত্র সত্যককে কহিলেন, “অগ্নিবেশ্মন, এখন তুমি উত্তর দাও, এখন যে তোমার তুষ্ণীম্ভাবের সময় নহে, যেহেতু, অগ্নিবেশ্মন, তথাগত কর্তৃক সহেতুক (আলোচনা-প্রসূত)[২] প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদান না করিলে তর্কপ্রবৃত্ত ব্যক্তির মূর্ধা সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।”

সেই সময়ে বজ্রপাণি যক্ষ[৩] আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত ও জ্বলন্ত লৌহবজ্র (হস্তে) লইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের শিরোপরি সংস্থিত হইলেন, উদ্দেশ্য যদি ভগবান কর্তৃক তৃতীয় বার সহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াও নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক উত্তর প্রদান

---

১. এই সূত্রোপদেশের সময় অজাতশত্রুই মগধের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং বৈশালীতে বৃজিলিচ্ছবিগণ এবং মল্লরাজ্যে মল্লগণ রাজত্ব করিতেন।

২. পালি ‘সহধম্মিকং’ অর্থে যাহা সহেতুক বা কারণ-সঞ্জাত, যাহা এস্থলে ধর্মালোচনা-প্রসূত (প-সু)।

৩. অর্থাৎ শত্রু (প-সু)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিবেন। সেই বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান দেখিতে পাইলেন, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকও দেখিতে পাইলেন। অতঃপর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভীত, উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের নিকট ত্রাণ, লয়ন ও শরণ ভিক্ষা করিলেন। তিনি ভগবানকে কহিলেন, "মহানুভব গৌতম আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, আমি (উহার) উত্তর প্রদান করিতেছি।"

৭। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে কর, তুমি যে বলিলে—রূপ তোমার আত্মা, এই রূপে তোমার (এরূপ) ক্ষমতা চলে কি—" আমার রূপ (আমারই ইচ্ছা বশে) এরূপ হউক অথবা এরূপ না হউক"? "না হে গৌতম, নিশ্চয় তাহা চলে না।" "অগ্নিবেশ্মন, চিন্তা করিয়া, চিন্তা করিয়া উত্তর প্রদান কর, তোমার যে পূর্বের কথার সহিত পরের কথার অথবা পরের কথার সহিত পূর্বের কথার সঙ্গতি হয় না।" বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৮। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে কর, রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য? "অনিত্য, হে গৌতম," যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ? "দুঃখ, হে গৌতম," যাহা অনিত্য ও দুঃখপরিণামী তাহা আমার, আমি তাহা, তাহা আমার আত্মা কী? "না, হে গৌতম, তাহা নিশ্চয় নহে।" বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৯। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে কর যে, যে দুঃখে লীন, দুঃখে উপগত, দুঃখে নিমগ্ন হইয়াও ভাবদৃষ্টিতে দেখে—দুঃখ তাহার, সে-ই তাহা, তাহাই তাহার আত্মা, সে কি স্বয়ং দুঃখের স্বরূপ জানিবে[১] অথবা দুঃখকে পরিবেষ্টিত করিয়া[২] বিচরণ করিবে? "তাহা কীরূপে হইবে, হে গৌতম, তাহা হইতেই পারে না, হে গৌতম," অগ্নিবেশ্মন, তাহা হইলে তুমি কি মনে কর না যে, তুমি দুঃখে লীন, দুঃখে উপগত, দুঃখে নিমগ্ন হইয়াও ভাবদৃষ্টিতে দেখিতেছ—দুঃখ তোমার, তুমিই তাহা, তাহাই তোমার আত্মা? "তাহা না করি কীরূপে, হে গৌতম, তাহা এইরূপই বটে, হে গৌতম।"

১০। অগ্নিবেশ্মন, যেমন সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ কুঠার লইয়া বনে প্রবেশ করে, সে তথায় এক সরল, তরুণ অজাতকোরক বৃহৎ কদলী বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করিয়া 'আগা' (অগ্রভাগ) ছেদন করে, 'আগা' ছেদন করিয়া পত্রবেষ্টনী (বহিরাবরণ)[৩]

---

১. আনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, এই তীরণ পরিজ্ঞা দ্বারা সবিশেষ জানা (প. সূ.)।
২. যাহাতে দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হইতে না পারে সেরূপ পাকা ব্যবস্থা করিয়া (প. সূ.)।
৩. খোল, খোসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(এক হইতে অন্যটি) বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে[১], সে পত্রবেষ্টনী বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ কদলী বৃক্ষের মধ্যে আঁশও পায় না, সার তো দূরের কথা, তেমনভাবেই, অগ্নিবেশ্মন, যখন আমি তোমারই মতবাদে তোমার সহিত সমনুযুক্ত, সমনুগাহী ও সমনুভাষী হইলাম[২], অমনি তুমি 'রিক্ত, তুচ্ছ ও অপরাধী'[৩] প্রমাণিত হইলে। অগ্নিবেশ্মন, তুমিই তো বৈশালীতে পরিষদ-মধ্যে এমন কথা বলিয়াছ—"আমি এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ সংঘ-নায়ক, গণ-নায়ক ও গণাচার্য, এমনকি কোনো বিখ্যাত সম্যকসম্বুদ্ধও দেখিতে পাই না যিনি আমার সহিত বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে কম্পিত, সঙ্কম্পিত ও সম্বেপমান হইবে না, এমনকি যদি আমি অচেতন স্থাণুর সহিতও বাদানুবাদ আরম্ভ করি, তাহাও আমার সহিত বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কম্পিত, সঙ্কম্পিত ও সম্বেপমান হইবে, (সচেতন) মনুষ্যের তো কথাই নাই।" অগ্নিবেশ্মন, স্বেদবিন্দুসমূহ তোমারই ললাট হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমার উত্তরীয় ভেদ করিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। কই, আমার অঙ্গে তো এখন কোনো স্বেদচিহ্ন নাই। এই বলিয়া ভগবান সেই পরিষদেই (তাঁহার) সুবর্ণবর্ণ দেহখানি অনাবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত হইলে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক তূষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির ও অধোমুখ হইয়া চিন্তিতভাবে নির্বাক্ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

১১। অনন্তর লিচ্ছবি-পুত্র দুর্মুখ নির্গ্রন্থ-পুত্র সত্যক তূষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির, অধোমুখ, চিন্তিত ও নির্বাক্ হইয়া আছেন জানিয়া ভগবানকে কহিলেন, "ভগবান, আমার মধ্যে একটি উপমা প্রতিভাত হইতেছে।" ভগবান কহিলেন, "দুর্মুখ, তুমি তাহা প্রতিভাত কর।" "প্রভো, মনে করুন কোনো গ্রাম বা নিগমের অদূরে এক পুষ্করিণী এবং তথায় এক কর্কট (কাঁকড়া) বাস করে। অতঃপর বহু বালক-বালিকা ঐ গ্রাম বা নিগম হইতে বাহির হইয়া ঐ পুষ্করিণীতে আসিল আসিয়া উহাতে নামিয়া কর্কটকে জল হইতে তুলিয়া স্থলে রাখিল। ঐ কর্কট যখন যেই অল প্রসারিত করিল, বালক-বালিকারা তখনই উহার সেই অল কাষ্ঠ অথবা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ছেদন করিল, ভাঙ্গিয়া দিল অথবা চূরমার করিল। প্রভো, এইরূপে উহার সকল অল ছিন্ন, ভগ্ন ও চূর্ণিত হইলে ঐ কর্কট পুনরায় পুষ্করিণীতে পূর্ববৎ অবতরণ করিতে সমর্থ হয় না। এমনভাবেই, প্রভো, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের যত বাদাভিনয়, বাদ-সঞ্চার ও বাদ্যস্ফালন তৎসমস্তই

---

১. খুলিতে বা খসাইতে থাকে।

২. পালি—মযা সকস্মিং বাদে সমনুযুঞ্জিযমানো সমনুভাসিযমানো সমনুগ্গাহিযমানো। অর্থাৎ, তর্ক জুড়িলাম, কথা বলিলাম, চাপিয়া ধরিলাম।

৩. 'রিক্ত-তুচ্ছ' অর্থে অন্তঃসার-রহিত, এবং 'অপরাধী' অর্থে পরাজিত (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান ছিন্নভিন্ন, ভগ্ন ও চূরমার করিয়াছেন, এমন বাদাভিপ্রায়ে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের পক্ষে ভগবানের নিকট পুনরায় আসা সম্ভব নহে।” ইহা বিবৃত হইলে, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক লিচ্ছবিপুত্র দুর্মুখকে কহিলেন, “দুর্মুখ, তুমি এস, তুমি এস। দুর্মুখ, তুমি (অত্যন্ত) মুখর, তোমার সহিত আমি কোনো বিষয় আলোচনা করিব না, এ স্থানে মহানুভব গৌতমের সহিতই আমি আলোচনা করিব।” “হে গৌতম, আমাদের এবং অপর বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের এই কথা থাকুক, যেহেতু ইহা প্রলাপ বাক্য বলিয়াই মনে হইতেছে।”

১২। “কিসে মহানুভব গৌতমের শিষ্য শাসনকর, উপদেশকর, সংশয়োত্তীর্ণ বীতশঙ্ক ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত[১] (হইয়া) নিজ দায়িত্বে[২] শাস্তার শাসনে অবস্থান করেন?” অগ্নিবেশ্মন, এই শাসনে আমার শিষ্য সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিষয়টি যথার্থভাবে দেখে—যাহা কিছু রূপ-নামধেয়, অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান), অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, (অর্থাৎ) সকল রূপ, তাহা তাহার নহে, সে তাহা নহে, তাহা তাহার আত্মা নহে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাতেই অগ্নিবেশ্মন, আমার শিষ্য শাসনকর, উপদেশকর, সংশয়োত্তীর্ণ, বীতশঙ্ক ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত (হইয়া) নিজ দায়িত্বে শাস্তার শাসনে অবস্থান করে।

১৩। “কিসে, হে গৌতম, ভিক্ষু ক্ষীণাসব অর্হৎ হন, (তাঁহার) ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, ক্লেশভার অপনোদিত হয়, সদর্থ অনুলব্ধ হয়, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, এবং (তিনি) সম্যক জ্ঞানে বিমুক্ত হন?” অগ্নিবেশ্মন, এই শাসনে ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ-নামধেয়, অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, (অর্থাৎ) সকল রূপ, তাহা আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে, এইরূপে বিষয়টি সম্যক জ্ঞানে দেখিয়া অনাসক্তি দ্বারা বিমুক্ত হন। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাতেই, অগ্নিবেশ্মন, ভিক্ষু ক্ষীণাসব অর্হৎ হন, (তাঁহার) ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, ক্লেশভার অপনোদিত হয়, সদর্থ অনুলব্ধ হয়, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, (এবং তিনি) সম্যক জ্ঞানে বিমুক্ত হন। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে বিমুক্ত ভিক্ষু ত্রিবিধ অনুত্তর সম্পদে সম্পন্ন হন—অনুত্তর দর্শন[৩], অনুত্তর প্রতিপদ[১] এবং অনুত্তর

---

১. ‘বৈশারদ্য-প্রাপ্ত’ অর্থে জ্ঞান-প্রাপ্ত (প. সূ.)।

২. পালি ‘অপর-পচ্চযো’ অর্থে ‘অপর-পত্তিযো’ (প. সূ.)।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, ‘অনুত্তর দর্শন’ অর্থে লৌকিক-লোকাত্তর জ্ঞান। শুদ্ধ লোকোত্তরভাবে ব্যাখ্যা করিলে, ‘অনুত্তর দর্শন’ অর্থে অর্হত্ত্ব-মার্গ বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তি[২]। অগ্নিবেশ্যন, এইরূপে বিমুক্ত-চিত্ত ভিক্ষু তথাগতকে সম্মান করেন, গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, মানেন, পূজেন—"তিনি বুদ্ধ ভগবান, (চারি আর্যসত্য) বোধের জন্য ধর্মোপদেশ দেন; তিনি দান্ত[৩] দমিতভাবের জন্য ধর্মোপদেশ দেন; তিনি শান্ত[৪] শমিতভাবের জন্য, ধর্মোপদেশ দেন; তিনি তীর্ণ[৫] তরণের জন্য ধর্মোপদেশ দেন; তিনি পরিনির্বৃত[৬] পরিনির্বাণের জন্য ধর্মোপদেশ দেন।"

১৪। ইহা বিবৃত হইলে, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, "হে গৌতম, আমরা আত্মবিধ্বংসী[৭] ও প্রগল্‌ভ[৮], যেহেতু আমরা বাদ-প্রতিবাদে ভগবান গৌতমের সম্মুখীন হইবার কথা ভাবিয়াছি। হে গৌতম, মদমত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইলেও পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব, কিন্তু মহানুভব গৌতমের সম্মুখীন হইলে পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব নহে। হে গৌতম, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিখণ্ডের সম্মুখীন হইলেও পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব, কিন্তু মহানুভব গৌতমের সম্মুখীন হইলে পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব নহে। হে গৌতম, ঘোর আশীবিষের সম্মুখীন হইলেও পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব, কিন্তু মহানুভব গৌতমের সম্মুখীন হইলে পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব নহে। হে গৌতম, আমরা আত্ম-বিধ্বংসী ও প্রগল্‌ভ, যেহেতু আমরা বাদ-প্রতিবাদে ভগবান গৌতমের সম্মুখীন হইবার কথা ভাবিয়াছি। মহানুভব গৌতম আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ মমারামে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের সম্মতি আছে জানিয়া লিচ্ছবিগণকে আহ্বান করিলেন, "হে লিচ্ছবিগণ, আমার কথা শুনুন, আগামী কল্য ভিক্ষুসংঘসহ মমারামে ভোজনের জন্য শ্রমণ গৌতম নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা যথারুচি খাদ্যভোজ্য সরবরাহ করিবেন।" অনন্তর লিচ্ছবিগণ রাত্রি গত হইলে পঞ্চশত স্থালী রন্ধনের সরঞ্জামাদি নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের আরামে সরবরাহ

---

১. 'অনুত্তর প্রতিপদ' অর্থে লৌকিক-লোকোত্তর প্রতিপদ। শুদ্ধ লোকোত্তর ভাবে ব্যাখ্যা করিলে, 'অনুত্তর প্রতিপদ' অর্থে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গ (প. সূ.)।
২. 'অনুত্তর বিমুক্তি' অর্থে লোকোত্তর বিমুক্তি। ক্ষীণাসবের নির্বাণ-দর্শনই অনুত্তর দর্শন, আর্য অষ্ট মার্গই অনুত্তর প্রতিপদ, এবং মার্গফলই অনুত্তর বিমুক্তি (প. সূ.)।
৩. ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বিষয় হইতে যিনি নিরত তিনি দান্ত (প. সূ.)।
৪. যাঁহার ক্লেশসমূহ উপশমিত হইয়াছে তিনি শান্ত (প. সূ.)।
৫. যিনি কাম, ভব ইত্যাদি চারি ওঘ বা স্রোত উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি তীর্ণ (প. সূ.)।
৬. যাঁহার ক্লেশসমূহ নির্বাপিত হইয়াছে তিনি পরিনির্বৃত (প. সূ.)।
৭. এস্থলে 'বিধ্বংসী' অর্থে গুণ-বিধ্বংসী (প. সূ.)।
৮. 'প্রগল্‌ভ' অর্থে বাক্‌চতুর। বাচাল (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলেন। অতঃপর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক স্বীয় আরামে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জানাইলেন—"হে গৌতম, সময় হইয়াছে, ভোজন প্রস্তুত আছে।"

১৫। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্র-চীবর লইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের আরামে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ('আর না', 'আর না' বলিয়া) বারণ না করা পর্যন্ত পরিবেশন করিয়া তৃপ্ত করিলেন। অনন্তর ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া উপবেশন করিলে পর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক একটি নীচ আসন লইয়া (সসম্ভ্রমে) একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, "হে গৌতম, এই দানে যে পুণ্য এবং পুণ্যমহি (পুণ্যরাশি) উৎপন্ন হইল তাহা দায়কগণের সুখের কারণ হউক।" অগ্নিবেশ্মন, যাহা তব সদৃশ দক্ষিণার যোগ্য অবীতরাগ, অবীতদ্বেষ ও অবীতমোহ জনের নিকট আসিয়া (সার্থক হইল) তাহা দায়কগণের হউক। অগ্নিবেশ্মন, যাহা মাদৃশ দক্ষিণার যোগ্য বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ জনের নিকট আসিয়া (সার্থ হইল) তাহা তোমার হউক[১]

॥ ক্ষুদ্র-সত্যক সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাসত্যক সূত্র (৩৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। এক সমায় ভগবান বৈশালী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাবনে, কূটাগারশালায়। সেই সময়ে ভগবান পূর্বাহ্নে সুন্দরভাবে[২] বহির্গমনবাস-পরিহিত হইলেন—পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বৈশালীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক পদব্রজে বিচরণ করিতে করিতে মহাবনস্থ কূটাগারশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক্কে দূর হইতে আসিতেছেন দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া ভগবানকে কহিলেন,

---

১. ইহা বলিবার তাৎপর্য এই যে, লিচ্ছবিপুত্রগণ নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক্কে উদ্দেশ করিয়া দানীয় বস্তু পাঠাইয়াছিলেন, এবং সত্যকই তাহা ভগবান বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন (প. সূ.)।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, ভগবান রক্ত দুপট পরিধান করিয়া, কায়বন্ধন বাঁধিয়া, পাংশুকুল চীবরে একাংশ আবৃত করিলেন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"প্রভো, এই যে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক আসিতেছেন। তিনি ভাষ্য-প্রবক্তা, পণ্ডিতমন্য এবং বহুজনের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত। প্রভো, তিনি বুদ্ধের অখ্যাতি-কামী, ধর্মের অখ্যাতি-কামী, সংঘের অখ্যাতি-কামী, অতএব, প্রভো, অনুকম্পাপূর্বক মুহূর্তকাল অপেক্ষা করেন।" ভগবান নির্দিষ্ট আসনে আসীন রহিলেন। নিগ্রর্ন্থপুত্র সত্যক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন।

২। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, "হে গৌতম, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা কায়ভাবনাযোগ[১]-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তভাবনাযোগ[২]-যুক্ত হইয়া নহে। হে গৌতম, তাঁহারা শারীরিক দুঃখবেদনা অনুভব করেন। হে গৌতম, পূর্ব হইতে শারীরিক দুঃখ-বেদনায় স্পৃষ্ট হইলে উরু স্তব্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উষ্ণ শোণিত উদগীরিত হয়, উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। হে গৌতম, তাঁহার পক্ষে চিত্ত কায়ানুযায়ী হয়, কায়বশে প্রবর্তিত হয়[৩]। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার চিত্ত অভাবিত। হে গৌতম, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা চিত্তভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, কায়ভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া নহে। হে গৌতম, তাঁহারা চিত্ত-চৈতসিক (মানসিক) দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন। হে গৌতম, পূর্ব হইতে চিত্ত-চৈতসিক দুঃখ-বেদনায় স্পৃষ্ট হইলে উরু স্তব্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উষ্ণ শোণিত উদগীরিত হয়, উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। হে গৌতম, তাঁহার পক্ষে কায় চিত্তানুযায়ী হয়, চিত্তবশে প্রবর্তিত হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার কায় অভাবিত। হে গৌতম, আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় মহানুভব গৌতমের শিষ্যগণ চিত্তভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, কায়ভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া নহে।"

৩। অগ্নিবেশ্যন, কায়ভাবনা[৪] কী তুমি তাহা জান কি? হে গৌতম, নন্দ-বৎস, কৃশ সাংকৃত্য ও মস্করী গোশালের[৫] ন্যায় যাঁহারা অচেলক তাঁহারা মুক্তচারী,

---

১. অপর সম্প্রদায়গণের পরিভাষায়, কায়-ভাবনা অর্থে পঞ্চতপকরণাদির দ্বারা আত্মনিগ্রহ, কঠোর সাধনা বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক দুষ্করচর্যা।

২. চিত্ত-ভাবনা অর্থে শমথ-সাধনা, সমাধি অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের শান্তিবিধান (প. সূ.)।

৩. পালি-চিত্তন্বযো কাযো হোতি, চিত্তস্স বসেন বত্ততি।

৪. নিম্নে আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা দৈহিক দুষ্কর চর্যার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৫. আজীবক বা আজীবিক শ্রমণগণ নন্দ বৎস, কৃশ সাংকৃত্য এবং মস্করী গোশাল, এই তিনজন মহাপুরুষকে পরমশুক্লজাতীয় অবধূত বলিয়া সম্মান করিতেন (সু-বি, সামঞ্ঞফল-সুত্তের ব্যাখ্যা দ্র.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হস্তাবলেহী, ‘ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুণ’ বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষান্ন প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করেন না, কোনো নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন না, কুম্ভিমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা হাতার আঘাতে ব্যাথা পায়), কটোরাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যাথা পায়), উনান মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়), মুষল মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না, যেখানে দুইজন ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে এক-জনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়), গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়), শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে শিশুর কষ্ট হয়), স্বামীসহবাস কালে স্ত্রীলোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে), ঘোষিত ‘ভাণ্ডারা’[১] হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, যেখানে আহারের আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহার উদ্দেশে একত্র সঞ্চারণ করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, মৎস্য-মাংস আহার করেন না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করেন না, মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করেন, ... মাত্র সপ্তগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে সপ্ত গ্রাস ভোজন করেন, মাত্র এক দত্তিতে দিন যাপন করেন, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করেন, ... মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করেন, একদিন অন্তর, দুই দিন অন্তর ... সপ্তাহ অন্তর আহার করেন, এইরূপে অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন-ভোজন-নিরত হইয়া অবস্থান করেন।” অগ্নিবেশ্যন, তাঁহারা কি মাত্র তাহাতেই দিন যাপন করেন?” নিশ্চয় না, হে গৌতম, মাত্র তাহাতে তাঁহারা দিন যাপন করেন না। হে গৌতম, তাঁহারা কখনও কখনও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করেন, ভোজ্য ভোজন করেন, স্বাদনীয় বস্তু আস্বাদন করেন এবং পানীয় বস্তু পান করেন। ইহাতে তাঁহারা দেহে বল সঞ্চার করেন এবং হৃষ্টপুষ্ট হন।” অগ্নিবেশ্যন, যেহেতু তাঁহারা পূর্বের দুষ্করচর্যা পরিহার করিয়া পরে দেহের পুষ্টিসাধন করেন, ইহাতে এই দেহের ক্ষতিবৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

৪। অগ্নিবেশ্যন, তুমি চিত্ত ভাবনা কী তাহা জান কি? চিত্ত ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। অনন্তর

---

১. কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে সম্প্রদায় বিশেষের শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের ভোজন ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া পূর্ব হইতে ঘোষণা করা হইয়া থাকিলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান তাঁহাকে কহিলেন; অগ্গিবেশ্শন, তাঁহাদের দ্বারা পূর্ববর্ণিত কায়ভাবনা সাধিত হইলেও, সে কায়ভাবনা ধার্মিক কায়ভাবনা নহে। অগ্গিবেশ্শন, যথার্থ কায়ভাবনা[১] কী তুমি তাহা জান না, চিত্ত-ভাবনা জানিবে কীরূপে, অগ্গিবেশ্শন, যেমন কাহারও কাহারও কায় ও চিত্ত অভাবিত হয়, তেমন কাহারও কাহারও কায় ও চিত্ত ভাবিত হয়। তুমি তাহা শ্রবণ কর, সুন্দররূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।” তথাস্তু” বলিয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৫। অগ্গিবেশ্শন, কিসে কাহারও কাহারও কায় অভাবিত হয় এবং চিত্তও অভাবিত হয়? অগ্গিবেশ্শন, এখানে অশ্রুতবান পৃথকজনের, অকোবিদ সাধারণ জনের সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সে সুখবেদনা স্পৃষ্ট হইয়া সুখানুরাগী হয়, সুখানু-রক্তি-প্রাপ্ত হয়। তাহার সেই সুখবেদনা নিরুদ্ধ হয়, সুখবেদনা নিরুদ্ধ হইলে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।[২] দুঃখ-বেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, পরিতাপ করে, বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে, সন্মোহ প্রাপ্ত হয়। অগ্গিবেশ্শন, উৎপন্ন সুখ-বেদনা তাহার সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু তাহার কায় অভাবিত; উৎপন্ন দুঃখবেদনাও তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু তাহার চিত্ত অভাবিত। যে কাহারও, অগ্গিবেশ্শন, এইরূপে (সুখ-দুঃখ) উভয় পক্ষেই, উৎপন্ন সুখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু কায় অভাবিত, উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু চিত্ত অভাবিত। এইরূপেই, অগ্গিবেশ্শন, কিসে (কাহারও কাহারও) কায় ভাবিত হয় এবং চিত্তও ভাবিত হয়? শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। তিনি সুখ-বেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সুখানুরাগী হন না, সুখানুরক্তি প্রাপ্ত হন না। তাঁহার সেই সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ হয়। সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ হইলে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। দুঃখ বেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া তিনি অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, পরিতাপ করেন না, বুক চাপড়াইয়া কাঁদেন না, সন্মোহ প্রাপ্ত হন না। উৎপন্ন সুখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার কায় সুভাবিত। উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার চিত্ত সুভাবিত। যে কাহারও, অগ্গিবেশ্শন, এইরূপে (সুখ-দুঃখ) উভয় পক্ষেই উৎপন্ন সুখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু কায় সুভাবিত, উৎপন্ন দুঃখবেদনাও

---

১. বৌদ্ধ পরিভাষায় ‘যথার্থ কায় ভাবনা’ অর্থে ‘বিপস্‌সনা’ বা বিদর্শন-ভাবনা (প-সু)।

২. সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ না হইলে দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হয় না। এই উভয় প্রকার বেদনার মধ্যে আনন্তর্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়টি উক্তভাবে বিবৃত হইয়াছে। (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার চিত্ত সুভাবিত।[১] এইরূপেই (কাহারও কাহারও) কায় ভাবিত হয় এবং চিত্তও ভাবিত হয়। "আমি মহানুভব গৌতমের বিষয়ে এরূপ শ্রদ্ধাবান যে, নিশ্চয় মহানুভব গৌতমের কায় সুভাবিত এবং চিত্তও সুভাবিত।"

অগ্নিবেশ্মন, সত্যই তুমি গুণে লক্ষ্য করিয়া, গুণের সম্মুখীন হইয়া একথা বলিয়াছ; অধিকন্তু আমি তোমার নিকট বিষয়টি বিবৃত করিব, যেহেতু, অগ্নিবেশ্মন, আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার মধ্যে উৎপন্ন সুখ-বেদনা অথবা উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে, এই সম্ভাবনা নাই।" "তবে কি মহানুভব গৌতমের এমন কোনো সুখ-বেদনা অথবা দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয় না যাহা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে?"

অগ্নিবেশ্মন, তাহা না হইবে কেন? আমার সম্যক সম্বোধি লাভের পূর্বে যখন আমি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ছিলাম—তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—সবাধ গৃহবাস রজাকীর্ণ পথ, উন্মুক্ত-আকাশ-সদৃশ প্রব্রজ্যা মুক্ত। গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিশুদ্ধ 'সংখ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য আচরণ করা সুকর নহে। অতএব, কেশশ্মশ্রূ মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইব।"

অগ্নিবেশ্মন, সেই আমি পরে যখন তরুণ, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কী সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্বাণ অন্বেষণে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—"কালাম, আমি তোমার ধর্ম-বিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।" অরাড় কালাম আমাকে কহিলেন, "আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা

---

১. পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধ পরিভাষায় 'কায়-ভাবনা' অর্থে বিদর্শন-ভাবনা। বিদর্শন অর্থে প্রজ্ঞা, এবং বিদর্শন-ভাবনা অর্থে জ্ঞান-সাধন। বিদর্শন-ভাবনা ইন্দ্রিয়-সুখ-বিরোধী এবং পরোক্ষভাবে দৈহিক দুঃখের কারণ, যেহেতু তাহা অনুশীলনের সময় দেহের উত্তাপ বর্ধিত হয়, বাহুমূল হইতে ঘর্ম নির্গত হয় এবং মস্তক হইতে উষ্মা বাহির হইতেছে মনে হয়। 'চিত্ত-ভাবনা' অর্থে শমথ-সাধনা বা সমাধি-অভ্যাস। সমাধি দৈহিক ও চৈতসিক দুঃখ নিরস্ত করে এবং পরোক্ষে অনল্প সুখের কারণ হয়। যে সুখ-বেদনাকে বিদর্শন-ভাবনা নিরস্ত করে এবং সমাধিজনিত যে অনল্প সুখ উৎপন্ন হয়, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্প কালের মধ্যেই সেই ধর্ম আয়ত্ত করি, ওষ্ঠ-প্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতে আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—"অরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—"কালাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর?" অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন, "অকিঞ্চন আয়তন নামক অরূপ-ধ্যানস্তর পর্যন্ত"। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—"শুধু যে অরাড় কালামের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার প্রয়াসী হইব।" অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—"এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর বলিয়া প্রকাশ কর?" "হাঁ, এই পর্যন্তই বটে।" "কালাম, আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি"। [তিনি কহিলেন] "ইহা আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সব্রহ্মচারী দেখিতে পাইতেছি। আমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর, ঠিক সেই ধর্মই আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।" অগ্নিবেশ্মন, অরাড় কালাম আমার আচার্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদারভাবে আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল—"এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, সম্বোধির অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি তো অকিঞ্চন-আয়তন পর্যন্ত।" অগ্নিবেশ্মন, আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

অগ্নিবেশ্মন, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি রুদ্র রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—"রাম, আমি তোমার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছ করি।" রামপুত্র আমাকে কহিলেন, "আপনি এখানে থাকুন। তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠপ্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি, অপরাপর ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—"রামপুত্র শুধু শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—"রাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর? অগ্নিবেশ্মন, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে রামপুত্র কহিলেন, "নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্যন্ত।" তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—"শুধু যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।" অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্প অল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—"রাম, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর বলিয়া প্রকাশ কর?" "হ্যাঁ, তাহাই বটে," "রাম, আমিও এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্যানন্তর পর্যন্ত এই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি।” তিনি কহিলেন, “ইহা তো আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সব্রহ্মচারী দেখিতে পাইতেছি। আমি যেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর, ঠিক সেই ধর্ম আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।” অগ্নিবেশ্মন, রুদ্র রামপুত্র আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—“এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক অরূপ ধ্যান পর্যন্ত।” অগ্নিবেশ্মন আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি। অগ্নিবেশ্মন, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি মগধরাজ্যে ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা মহাবেলা, যেখানে সেনা-নিগম তদভিমুখে অগ্রসর হই। তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাই এক অতি রমণীয় ভূমিভাগ, এক মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা, এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়—“এই তো সেই রমণীয় ভূভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা প্রবাহমানা নদী এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। সাধনা-প্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই তো সেই সাধনার স্থান,” ইহা ভাবিয়া, অগ্নিবেশ্মন, সাধনার পক্ষে এই স্থান[১] পর্যাপ্ত মনে করিয়া ঐ স্থানেই আমি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হই।

অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার নিকট তিনটি অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য উপমা প্রতিভাত হয়। অগ্নিবেশ্মন, মনে কর, স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ জলে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ উদ্দীপিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে কর যে, সেই ব্যক্তি সেই স্নেহযুক্ত, জলে নিক্ষিপ্ত আর্দ্রকাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন

---

১. আর্য-পর্যেষণ-সূত্র দ্রঃ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে, তেজ উৎপাদন করিতে পারিবে? “না, হে গৌতম, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।” ইহার কারণ কী? “যেহেতু, হে গৌতম, কাষ্ঠ স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র, তদুপরি তাহা জলে নিক্ষিপ্ত, তদ্দারা অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে সেই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্তি এবং মনোকষ্টেরই ভাগী হইবে।” সেইরূপ, অগ্নিবেশ্যন, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান না করেন, যাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছা, কামপিপাসা, কাম-পরিদাহ অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ ও সুপ্রশমিত না হয়, তাঁহারা সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধিলাভ অসম্ভব। এমনকি, সাধনা-প্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্যক সম্বোধিলাভ অসম্ভব। অগ্নিবেশ্যন, এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য প্রথম উপমাই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

অগ্নিবেশ্যন, অপর এক অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ্যন, মনে কর স্নেহযুক্ত আর্দ্রকাষ্ঠ আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ প্রকাশিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া আসিল। অগ্নিবেশ্যন, তুমি কি মনে কর যে, ঐ ব্যক্তি আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশিত করিতে পারিবে? “না, হে গৌতম, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।” ইহার কারণ কী? “হে গৌতম, আরক-মিশ্রিত, জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে ঐ ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্তি ও ব্যর্থতারই ভাগী হইবে।” অগ্নিবেশ্যন, সেইরূপ যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছা, কামপিপাসা, (অথবা) কামপরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ হয় নাই, সুপ্রশমিত হয় নাই, সেই মহানুভব শ্রমণব্রাহ্মণগণও সাধনা-প্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন লাভ, অনুত্তর সম্বোধি লাভ অসম্ভব। অগ্নিবেশ্যন, এই অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমাই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

অগ্নিবেশ্যন, অপর এক অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য তৃতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ্যন, মনে কর স্নেহবিহীন শুষ্ককাষ্ঠ আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ প্রকাশিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। অগ্নিবেশ্যন, তুমি কি মনে কর যে, ঐ ব্যক্তি আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(স্নেহবিহীন) শুষ্ককাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশ করিতে পারিবে? "হ্যাঁ, হে গৌতম, নিশ্চয় পারিবে।" ইহার কারণ কী?" "যেহেতু, হে গৌতম, সেই স্নেহবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠ আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।" সেইরূপ, অগ্নিবেশ্মন, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছা, কামপিপাসা অথবা কাম-পরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ, সুপ্রশমিত হয়, সাধনাপ্রয়াসে তাঁহারা তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ সম্ভব হয়; সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ সম্ভব হয়।

অগ্নিবেশ্মন, এই তিনটি অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য উপমাই (তখন) আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১৩। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার এই চিন্তা হইয়াছিল—"আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া,[১] জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিব।"[২] অগ্নিবেশ্মন, এই ভাবিয়া আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করি। অগ্নিবেশ্মন, তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বাহুমূল) হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। যেমন কোনো বলবান পুরুষ দুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে,

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, উপরের দন্তে নীচের দন্ত চাপিয়া ধরিয়া (প. সূ.)।

২. ইহা নিশ্চয় এক প্রকার উগ্রতপ বা হঠযোগ-প্রক্রিয়া। খেচরীবিদ্যার বর্ণনার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। যোগশিখোপনিষদের মতে তালুমূল চন্দ্রের স্থান, যেখানে সুধা বর্ষিত হয়—তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্র. সুধাং বর্ষত্যধোমুখ। যুগকুণ্ডল্যুপনিষদ্, ২ অঃ দ্রঃ। উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগ-প্রক্রিয়ার নাম খেচরী মুদ্রা। যোগশিখোপনিষদ্, ৫ম অঃ, ৩৯.৪৩ শ্লোক :

কণ্ঠং সংকোচয়েৎ কিংচিদ্ বন্ধো জালন্ধরো হ্যয়ম্।
বন্ধয়েৎ খেচরী-মুদ্রাং দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ॥
কপাল-বিবরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্ন্তগতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি॥
ন ক্ষুধা না তৃষা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ মৃত্যুর্ভবের্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তেমন, অগ্নিবেশ্যন, দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া, চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিলে আমার কক্ষ হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্যন, সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৪। অগ্নিবেশ্যন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"এখন আমি শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।"[১] আমি মুখে ও নাসিকায় শ্বাপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। অগ্নিবেশ্যন, আমার মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অত্যাধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। যেমন কামারের জাতা[২] হইতে বায়ু নির্গত হইলে অধিক মাত্রায় শব্দ হয়, তেমন মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে[৩]। আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্যন, সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৫। অগ্নিবেশ্যন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"এখন

---

১. পালি—অপ্পাণকং ঝানং = বৌঃ সং আস্ফানক ধ্যান (ললিত-বিস্তর)। বুদ্ধঘোষের মতে, 'অপ্পাণকন্তি নিরস্সাসকং', নিরুদ্ধশ্বাস (প. সূ.)। বস্তুত ইহা কুম্ভকেরই নামান্তর।
২. কম্মার-গগ্গরিয়া তি কম্মারস্স গগ্গরনালিয়া (প-সু)। কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হইতে নির্গত বায়ুর ন্যায়। উক্ত যোগ-প্রক্রিয়া নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার অনুরূপ। যোগশিখোপনিষদ্ ১ম অঃ, ৯৫-১০০ শ্লোক :

মুখেন বায়ুং সংগৃহ্য ঘ্রাণরন্ধ্রেন রেচয়েৎ॥
শীতলীকরণং চেদং হন্তি পিত্তং ক্ষুধাং তৃষম্।
স্তনয়োরধ ভস্ত্রেব লোহকারস্য বেগতঃ॥
রেচয়েৎ পূরয়েৎ বায়ুমাশ্রমং দেহগং ধিয়া।
যথা শ্রমো ভবদ্দেহে তথা সূর্য্যেণ পূরয়েৎ॥
বিশেষেণেব কর্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥

উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগ-প্রক্রিয়ার নাম ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক। যোগকুণ্ডল্যপনিষদ্, ১ম অঃ ৩৪-৩৮ শ্লোক দ্র.
৩. যথেব লোহকারাণাং ভস্ত্রা বেগেন চাল্যতে॥
তথৈব স্বশরীরস্থং চালয়েৎ পবনং শনৈঃ।
এস্থলে 'ভস্ত্রা' অর্থে কামারের গর্গরা বা জাঁতা, হিন্দী ভাতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।” অগ্নিবেশ্মন, তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু মূর্ধায় প্রতিহত হইতে থাকে। অগ্নিবেশ্মন, যেমন কোনো বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর[১] দ্বারা শিরে আঘাত করে, তেমন মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু মূর্ধায় প্রতিহত হয়।[২] আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৬। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—“আমি শ্বাস-প্রশ্বাসরহিত ধ্যান করিব।” তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় আমার শিরঃবেদনা উপস্থিত হয়। অগ্নিবেশ্মন, যেমন কোনো বলবান পুরুষ দৃঢ় চর্মখণ্ডে শিরোপা দেয়, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় (আমার) শিরঃবেদনা উপস্থিত হয়। আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর-সাধনা প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৭। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—“এখন আমি শ্বাসপ্রশ্বাসরহিত ধ্যান করিব।” তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু (আমার) কুক্ষি কর্তন করিতে থাকে।[৩] অগ্নিবেশ্মন, যেমন কোনো দক্ষ গোঘাতক কিংবা গোঘাতক-অন্তেবাসী তীক্ষ্ণ গোকাটা ছুরি দ্বারা গো-কুক্ষি পরিকর্তন করে, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ করিলে, অধিক মাত্রায় বায়ু আমার কুক্ষি পরিকর্তন করে। অগ্নিবেশ্মন, আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ়

---

১. ‘শিখর’ অর্থে তরবারির অগ্রভাগ।

২. যোগশিখা ও যোগকুণ্ডল্যাদি উপনিষদসমূহে বন্ধত্রয়ে চারিপ্রকার কুম্ভক সাধনার বিবরণ আছে। ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক চারিপ্রকার কুম্ভকের অন্যতম। তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বন্ধত্রয়ের নাম—মূলবন্ধ, উড্ডীয়ণ ও জালন্ধর। রুদ্ধ শ্বাস ঊর্ধ্বগ হইলে মূর্ধায় প্রহত হইয়া অনেক সময় শিরবেদনা উপস্থিত করে। নিম্নে শিরঃবেদনার বর্ণনা আছে।

৩. ইহাও কুম্ভকের অবস্থা যাহাতে রুদ্ধশ্বাস বায়ু অধোগ লইয়া কুক্ষি কর্তন করিতে থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৮। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"এখন আমি শ্বাসপ্রশ্বাসরহিত ধ্যান করিব।" তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উপস্থিত হয়।[১] অগ্নিবেশ্মন, যেমন দুইজন বলবান পুরুষ কোনো এক দুর্বলতর ব্যক্তির দুই বাহুতে ধরিয়া জলন্ত অঙ্গার সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করে তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উপস্থিত হয়। অগ্নিবেশ্মন, আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোয়-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

অগ্নিবেশ্মন, তখন কোনো কোনো (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"(বুঝি) শ্রমণ গৌতম কালগত হইয়াছেন।" কোনো কোনো দেবতা বলিল—"শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, কিন্তু মরিবেন।" কোনো কোনো দেবতা বলিয়া উঠিল—"শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি যে অর্হৎ অর্হতের ধ্যানবিহার এইরূপই বটে।"

১৯। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"এখন আমি সর্বাংশে আহার উপচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইব।" তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট আসিয়া কহিল—"মারিষ, আপনি তাহা করিবেন না, সর্বাংশে আহার উপচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইবেন না। মারিষ, যদি আপনি তাহা করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিব—যাহাতে আপনি দিন যাপন করিবেন।" অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"যদি আমি সর্বাংশে অভোজন-ব্রত গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই সকল দেবতা আমার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং তাহাতে দিন যাপন করিলে আমার ব্রত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।" অগ্নিবেশ্মন,

---

১. দেহদাহ সম্বন্ধে যোগকুণ্ডলী উপনিষদে উক্ত আছে ঃ

প্রাণস্থানং ততো বহ্নিঃ প্রণাপাণৌ চ সত্বরম্।
মিলিত্বা কুণ্ডলীং যাতি প্রসুপ্তা কুণ্ডলাকৃতি॥
তেনাগ্নিনা চা সংতপ্তা পবনেনৈব চালিতা।
প্রসার্য্য স্বশরীরং তু সুষুম্না বদনান্তরে॥

(১ম অ. ৬৪ - ৬৬ শ্লোক)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন আমি ঐ দেবতাদিগকে বলি—"তোমরা এইরূপ করিও না।"

২০। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"এখন আমি অল্প অল্প, সামান্য সামান্য আহার করিব, তাহা মুগের যূষই হউক, কুলত্থের যূষই হউক, কড়াইর যূষই হউক অথবা অড়হরের যূষই হউক।" তখন হইতে আমি অল্প অল্প, সামান্য সামান্য আহার করিতে আরম্ভ করি মুগের যুষই হউক, কুলত্থের যুষই হউক, কড়াইর যুষই হউক অথবা অড়হরের যুষই হউক। তাহা করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হয়, যেমন অশীলতলতা অথবা কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাবে উন্নত-অবনত হয় তেমনভাবেই সেই অল্পাহার-নিমিত্ত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হয়, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্তসদৃশ হয়। সেই অল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্টিতে বেষ্টিত সূত্রাবলীর ন্যায় দেখিতে উন্নত-অবনত হয়। যেমন জীর্ণ গৃহের বরগাগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন হয়। যেমন গভীর উদপানে (কূপে) উদকতারকা (উদকচন্দ্র) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহারহেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হয়। যেমন তিক্ত অলাবু (করলা) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরশ্চর্ম ম্লান হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই অল্পাহারহেতু আমার উদরচর্ম এমনভাবে পৃষ্ঠকণ্টকে লীন হইয়াছিল যে, উদরচর্মে হস্ত স্পর্শ করিলে পৃষ্ঠকণ্টক ধারিয়াছি বলিয়া মনে হয়, পৃষ্ঠকণ্টকে হস্ত স্পর্শ করিলে উদরচর্ম ধরিয়াছি বলিয়া মনে হয়। অগ্নিবেশ্মন, মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সেই স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়ি। অগ্নিবেশ্মন, সেই অল্পাহারহেতু দেহ আশ্বস্ত করিতে গিয়া হস্তদ্বারা গাত্রে হাত বুলাই, গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে[১], অগ্নিবেশ্মন, তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিল—"শ্রমণ গৌতম একেবারে কালো হইয়া গিয়াছেন।" কেহ কেহ বলিল—"শ্রমণ গৌতম কালো হন নাই, তিনি পাকা শ্যাম হইয়াছেন।" কেহ কেহ বলিয়া উঠিল—"শ্রমণ গৌতম কালোও হন নাই এবং পাকা শ্যামও হন নাই।" অগ্নিবেশ্মন, সেই অল্পাহার হেতু আমার পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত দেহের বর্ণ অপকৃষ্ট হয়।

২১। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনো বেদনা হইতে পারে না। অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর

---

১. মহাসিংহনাদ সূত্র, ৮৩-৮৪ দ্রঃ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বেদনা অনুভব করিবেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনো বেদনা হইতে পারে না। বর্তমানেও যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনো বেদনা হইতে পারে না। কিন্তু আমি এই দুষ্করচর্যার দ্বারা লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদর্শন লাভ করিতে পারি নাই। তবে কি বোধি-লাভের জন্য অন্য কোনো পন্থা নাই?

২২। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"আমি বেশ জানি যখন শাক্যকুলোদ্ভব পিতৃদেব হলকর্ষণ-উৎসবে, হলকর্ষণকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন জম্বুবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আসীন হইয়া আমি কাম্যবস্তু হইতে, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। তাহা কি লক্ষিত বোধি-মার্গ হইতে পারে না? অগ্নিবেশ্মন, তখন এই স্মৃতি-অনুযায়ী আমার এই বিজ্ঞান উপস্থিত হয়—ইহাই বোধি-মার্গ বটে।[১]

২৩। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"তবে কি আমি সেই লভ্য সুখের ভয় করিতেছি যাহা কাম হইতে বিচ্ছিন্ন, অকুশল হইতে বিচ্ছিন্ন?" অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"না, আমি সেই সুখের ভয় করিতেছি না যাহা কাম হইতে বিচ্ছিন্ন, অকুশল হইতে বিচ্ছিন্ন।"

২৪। অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—"যেহেতু অতিরিক্ত মাত্রায় জীর্ণশীর্ণ দেহে সেই সুখ লাভ করা সুকর নহে, আমি স্থূল-আহার আহার করিব, পক্ক ওদন ভোজন করিব।" অগ্নিবেশ্মন, তাহা ভাবিয়া আমি স্থূল-আহার আহার করি, পক্ক ওদন ভোজন করি। সেই সময়ে পঞ্চভিক্ষু আমার সেবায় রত থাকিত, আশা-শ্রমণ গৌতম যে ধর্ম আয়ত্ত করিবেন তাহা তিনি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যেহেতু আমি স্থূল-আহার আহার করিলাম, পক্ক ওদন ভোজন করিলাম, সেই পঞ্চভিক্ষু বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল, ভাবিল—দ্রব্যবহুল ও সাধনা-ভ্রষ্ট শ্রমণ গৌতম বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অগ্নিবেশ্মন, আমি স্থূল-আহার গ্রহণে বল সঞ্চয় করিয়া, কাম্য বস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন

---

১. বুদ্ধের এবম্প্রকার উক্তি হইতেই জাতক ও ললিতবিস্তারাদি পরবর্তী গ্রন্থসমূহে শুদ্ধোধনের হলকর্ষণোৎসব ও জম্বুবৃক্ষচ্ছায়ায় বোধিসত্ত্বের ধ্যানমগ্ন হওয়ার বিস্তৃত বিবরণের উৎপত্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিতর্কবিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়-ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। অগ্নিবেশ্যন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

২৫। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম, বহু সংবত্ত-কল্পে বহু বিবর্তকল্পে, এমনকি বহু সংবর্তবিবর্তকল্পে, ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখদুঃখ-অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই স্থানে (এই যোনিতে) উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এইরূপ সুখদুঃখ-অনুভব, এই পরমায়ু; তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। অগ্নিবেশ্যন, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমনভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ্যন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাই- জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম অধমবর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতিদুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে—এ সকল মহানুভব জীব কায়-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনঃদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা এ সকল মহানুভব জীব, কায়সুচরিত্র-সমন্বিত, বাকসুচরিত্র-সমন্বিত, মনঃসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, ও সম্যক দৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইত্যাদিভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অন্য যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতিদুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অগ্নিবেশ্মন, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতি-পরম্পরা-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখ-নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ; এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইরূপে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত হইয়াছি এই জ্ঞান উদিত হয়, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারি—চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

২৬। অগ্নিবেশ্মন, আমি বিশেষভাবে জানি, যখন আমি বহুশত লোকের সভায় ধর্মদেশনা করি, প্রত্যেকে মনে করে—'শ্রমণ গৌতম আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্মদেশনা করিতেছেন।' অগ্নিবেশ্মন, বিষয়টি এইরূপে দেখিতে নাই। শুধু যথার্থভাবে সত্য বিজ্ঞাপনের জন্য তথাগত অপরের নিকট ধর্মদেশনা করেন। অগ্নিবেশ্মন, বক্ষ্যমাণ বিষয় সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমি পূর্বাভ্যস্ত সমাধি-নিমিত্তে অধ্যাত্মে চিত্ত সংস্থিত, সন্নিবিষ্ট, সমাহিত ও একাগ্র করি, যাহাতে নিত্যকাল ঐ সমাধিসুখে অবস্থান করিতে পারি। "মহানুভব গৌতমের, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু মহানুভব গৌতম ইহা বিশেষভাবে জানেন কি যে তিনি দিবাভাগে নিদ্রিত হন?" অগ্নিবেশ্মন, আমি বিশেষভাবে জানি যে, গ্রীষ্মঋতুর শেষ মাসে ভুক্তাবসানে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্গুণ সংঘাটি পাতিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া নিদ্রা গিয়াছি। "হে গৌতম, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাকেই সম্মোহবিহার বলিয়া প্রকাশ করেন।” অগ্নিবেশ্মন, ইহাতে কেহ সংমূঢ় হয় না, অসংমূঢ়ও হয় না। যাহাতে কেহ সংমূঢ় ও অসংমূঢ় হয় তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি বিবৃত করিতেছি। ‘তথাস্তু’ বলিয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২৭। অগ্নিবেশ্মন, কীরূপে সংমূঢ় হয়? যাহার আসবসমূহ প্রহীণ হয় নাই, যে আসব সংক্লেশ উৎপাদন করে, যাহা পুনর্ভবের কারণ, যাহা কষ্টদায়ক, দুঃখই যাহার বিপাক, এবং যাহা ভবিষ্যতে জন্ম, জরা ও মরণ আনয়ন করে, আমি তাহাকেই সংমূঢ় বলিয়া প্রকাশ করি। অগ্নিবেশ্মন, তাহার ঐ সকল আসব প্রহীণ না হওয়ায় সে সংমূঢ় বলিয়া কথিত হয়। যাঁহার ঐ সকল আসব প্রহীণ হইয়াছে, তাঁহাকে আমি অসংমূঢ় বলিয়া প্রকাশ করি। অগ্নিবেশ্মন, তাঁহার ঐ সকল আসব প্রহীণ হওয়ায় তিনি অসংমূঢ় বলিয়া কথিত হন। অগ্নিবেশ্মন, তথাগতের ঐ সকল আসব প্রহীণ হইয়াছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নশীর্ষ তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবহীন হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহাদের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অগ্নিবেশ্মন, যেমন তালবৃক্ষ একবার ছিন্নশীর্ষ হইলে পুনরায় বর্ধিত হইতে পারে না তেমনভাবেই তথাগতের ঐ সকল আসব প্রহীণ হইয়াছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, শীর্ষহীন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবরহিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।

২৮। ইহা বিবৃত হইলে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, “আশ্চর্য, হে গৌতম, অদ্ভুত, হে গৌতম, আমি যতই না কেন মহানুভব গৌতমের নিকট থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বালোচনা করিয়াছি, তাহাতে সেই অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধের দেহের বর্ণ মার্জিত হইয়াছে, মুখচ্ছবি সুপ্রসন্ন হইয়াছে। হে গৌতম, আমি বিশেষভাবে জানি, যখন আমি পূরণ কাশ্যপের সহিত, মস্করী গোশালের সহিত, অজিত কেশকম্বলের সহিত, ককুদ কাত্যায়নের সহিত, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্রের সহিত, অথবা নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের সহিত বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছি, তিনি আমার সহিত বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া এক প্রশ্নের উত্তরে অপর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গের বাহিরে চালিত করিয়াছেন এবং (বিষয় সুমীমাংসা না করিয়া) কোপ, দ্বেষ ও বিচলিতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমণ গৌতমের নিকট থাকিয়া থাকিয়া যতই বক্ষ্যমাণ বিষয় উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বালোচনা করিয়াছি, উহাতে তাঁহার দেহের বর্ণ মার্জিত এবং মুখচ্ছবি সুপ্রসন্ন হইয়াছে। হে গৌতম, এখন আমার বহু করণীয় কার্য আছে, অনুমতি করিলে আমি যাইতে পারি।” অগ্নিবেশ্মন, কার্য থাকিলে তুমি আসিতে পার।

অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের উক্তিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুমোদন করিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

॥ মহাসত্যক সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্র তৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র (৩৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, পূর্বারামে, মৃগারমাতৃ-প্রাসাদে[১] অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, কিসে ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণা-সংক্ষয়ে বিমুক্ত[২], একান্ত[৩]-নিষ্ট, একান্ত যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হইতে পারেন?"

২। দেবেন্দ্র, সর্ব ধর্ম (সকল শ্রোতব্য বিষয়) ভিক্ষু শ্রবণ করেন, অথচ তিনি উহাতে অভিনিবেশ করেন না। তিনি সকল জ্ঞাতব্য বিষয় উচ্চজ্ঞানে জানেন। সকল জ্ঞাতব্য বিষয় উচ্চজ্ঞানে জানিয়া উহাদের অতিক্রমের উপায় পরিজ্ঞাত হন। তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সুখ, দুঃখ, অথবা না-দুঃখ-না-সুখ, যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, ঐ বেদনা বিষয়ে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ঐ বেদনা বিষয়ে এইরূপে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে ভিক্ষু কিছুতেই এ জগতে

---

১. বুদ্ধোপাসিকা ধনঞ্জয়-দুহিতা-বিশাখা-নির্মিত বিহারে। শ্রাবস্তীনিবাসী শ্রেষ্ঠী মৃগারের পুত্র পূর্ণবন্ধন কুমারের সহিত বিশাখার বিবাহ হয়। মৃগার পূর্বে নগ্নপ্রব্রজিত আজীবিকগণের (নৈজগ্রন্থানুসারে, জৈনদিগের) উপাসক ছিলেন এবং পরে বিশাখার প্রভাবে বুদ্ধোপাসক হন। পুত্রবধু হইলেও মৃগার তাঁহাকে উক্ত কারণে মাতৃস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যে মৃগারমাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নয়কোটি মুদ্রাব্যয়ে শ্রাবস্তীর পূর্বভাগে (অচিরবতী নদীর তীরে) যে সুরম্য বিহার প্রস্তুত করেন তাহাই পূর্বারাম ও মৃগারমাতৃপ্রাসাদ নামে খ্যাত হয়। বুদ্ধঘোষের বর্ণনানুসারে, ইহা দ্বিতল অট্টালিকা, উপরের তালায় পঞ্চশত ঘর এবং নীচের তালায় পঞ্চসহস্র ঘর। উহাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পঞ্চশত দ্বিকুটগৃহ, পঞ্চশত ক্ষুদ্র প্রাসাদ এবং পঞ্চশত দীপঘর ও শালা, চারিমাসে বিহারোৎসব সম্পন্ন (প. সূ.)।

২. অর্থাৎ, তৃষ্ণা বা বাসনার পূর্ণক্ষয়ে নির্বাণ লব্ধ হয়, নির্বাণই বিমুক্ত চিত্তের আলম্বন হয় (প. সূ.)।

৩. 'একান্ত' অর্থে সতত (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে এবং ইহার পর তাঁহাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে না। দেবেন্দ্র, ইহাতেই ভিক্ষু সংক্ষয়ে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্তনিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু ভগবানের উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন জানাইয়া ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

৩। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এই যক্ষ (সুরেন্দ্র)[১] ঠিক অর্থ বুঝিয়া ভগবানের উক্তির অনুমোদন করিলেন কিংবা না বুঝিয়াই অনুমোদন করিলেন? অতএব আমি যক্ষকে পরীক্ষা করিয়া জানিব, তিনি অর্থ বুঝিয়া অনুমোদন করিয়াছেন কিংবা না বুঝিয়াই অনুমোদন করিয়াছেন।" অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন, যেমন কোনো বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, তেমনভাবেই পূর্বারাম মৃগার-মাতৃ-প্রাসাদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে আবির্ভূত হইলেন। সেই সময় দেবেন্দ্র শত্রু এক-পুণ্ডরীক নামক উদ্যানে পঞ্চশত তূর্যে[২] সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। দেবেন্দ্র শত্রু দূর হইতেই আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকে আসিতে দেখিলেন, দেখিতে পাইয়া ঐ দিব্য পঞ্চশত তূর্য নিস্তব্ধ করিয়া মহামৌদগল্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মারিষ, স্বাগতম্, আপনি চিরদিনই অত্রাগমনের প্রয়োজন চিন্তা করিয়াছেন। আপনি উপবেশন করুন, এইস্থানে আপনার আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে। আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন, দেবেন্দ্র শত্রুও নীচতর আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট দেবেন্দ্র শত্রুকে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন কহিলেন, "কৌশিক, ভগবান যেরূপে সংক্ষেপে তৃষ্ণা-সংক্ষয়ে বিমুক্তি লাভের উপায় বিবৃত করিয়াছেন, আমরা সে ধর্মকথা শ্রবণের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করি।" "মারিষ, আমাদের বহু কর্তব্য, বহু করণীয় কার্য, নিজের কাজ অল্প বটে, কিন্তু এই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের কার্য অনেক, যাহা কিছু সুশ্রুত, সুগৃহীত, সুমনস্কৃত এবং সু-উপধারিত হয়, তাহা

---

১. এ স্থলে 'যক্ষ' শব্দটি বৈশ্রবণ কুবেরের অনুচর যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

২. এস্থলে 'তূর্য' অর্থে পঞ্চাঙ্গ তূর্য, যথা : আততে, বিতত, আতত-বিতত, সুষির ও ঘন (প. সূ.)। বাৎস্যায়ন কামসূত্র মতে তূর্য সতুরঙ্গ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন তখনই অন্তর্ধান করে। মারিষ, পূর্বে, সুদূর অতীতে, একবার দেবাসুর-সংগ্রাম বাঁধিয়াছিল; সেই সংগ্রামে দেবতারা জয়ী এবং অসুরগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। মারিষ, ঐ দেবাসুর[১]-সংগ্রামে আমি শক্র বিজয় করিয়া, বিজিত-সংগ্রাম হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ নির্মাণ করি। এই বৈজয়ন্ত প্রাসাদে, একশত নির্যুহে (দ্বারে) সাতশ সাতশ কূটাগার, এক এক কূটাগারে সাত শতজন অপ্সরা, এক এক অপ্সরার সাত সাতজন পরিচারিকা। মারিষ, আপনি কি আমাদের বৈজয়ন্ত প্রাসাদের সুরম্যতা দেখিতে ইচ্ছা করেন না?" আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন মৌনভাবে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। দেবেন্দ্র শক্র এবং বৈশ্রবণ মহারাজ (কুবের) আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া বৈজয়ন্ত প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র শক্রের পরিচারিকাগণ দূর হইতে আয়ুষ্মান মৌদ্গল্যায়নকে আসিতে দেখিল, দেখিতে পাইয়া তাহারা লজ্জাভরে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র শক্র ও বৈশ্রবণ মহারাজ (কুবের) আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকে বৈজয়ন্ত প্রাসাদ সর্বত্র ঘুরিয়া দেখাইলেন। "মারিষ, বৈজয়ন্ত প্রাসাদের এই সুরম্যভাব দেখুন, ইহার সমগ্র সুরম্যভাব দেখুন। কৌশিক, আপনার ন্যায় পূর্বপুণ্যকৃতের পক্ষে ইহা শোভা পায় বটে, মনুষ্যেরাও যাহা কিছু সুরম্য দেখিতে পায় তাহা দেখিয়া একথা বলে—অহো, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাগণের পক্ষে শোভা পায় বটে, ইহা পূর্বপুণ্যকৃৎ কৌশিকের শোভা পায়।" অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এই যক্ষ অতিশয় প্রমত্ত হইয়াই অবস্থান করেন, অতএব আমি তাঁহার মধ্যে সংবেগ উৎপাদন করিব।" তখন তিনি এমন এক ঋদ্ধিক্রিয়া আরম্ভ করিলেন যাহাতে সেই বৈজয়ন্ত-প্রাসাদ তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠভরে কম্পিত, শঙ্কম্পিত ও কম্পমান হইল। দেবেন্দ্র শক্র, বৈশ্রবণ মহারাজ ও ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ আশ্চার্যন্বিত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন—"অহো, শ্রমণের অত্যাশ্চর্য ঋদ্ধিবল ও অলৌকিক ক্ষমতা, যেহেতু এই দেবভবন তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠভরেই কম্পিত, সঙ্কম্পিত ও কম্পমান হইতেছে।"

৪। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন দেবেন্দ্র শক্র সংবিগ্ন এবং রোমাঞ্চিত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে কৌশিক, ভগবান সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তিলাভ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমরা সেই ভগবদ্বাক্য শ্রবণের অধিকারী হইব বলিয়া আসিয়াছি।" "মারিষ, আমি ভগবানের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হই। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমি তাঁহাকে বলি, "প্রভো, কিসে ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-

---

১. সুমেরু পর্বতের পাদদেশে অসুরভবন এবং মস্তকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হইতে পারেন?” তদুত্তরে ভগবান আমাকে কহিলেন, “দেবেন্দ্র, যদি সর্বধর্ম, (শ্রোতব্য বিষয়) ভিক্ষু শ্রবণ করেন, অথচ তিনি উহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। এইরূপে সর্বধর্ম তাঁহার জ্ঞাত হইলে, তিনি সর্বধর্মের স্বরূপ বিশেষভাবে জানেন; বিশেষভাবে জানিয়া তিনি সর্বধর্ম অতিক্রমের উপায় পরিজ্ঞাত হন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সুখ ও দুঃখ অথবা না-দুঃখ-না-সুখ, যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, ঐ বেদনা বিষয়ে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ঐ বেদনা বিষয়ে এইরূপে অনুদশা হইয়া অবস্থান করিলে ভিক্ষু কিছুতেই এ জগতে আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে এবং ইহার পর পুনরায় তাঁহাকে আর মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে না। দেবেন্দ্র, ইহাতেই ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ দেবমনুষ্য- গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন। মারিষ, এইরূপেই ভগবান সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তির বিষয় বিবৃত করেন।” অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন দেবেন্দ্র শক্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া যেমন কোনো বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া পূর্বারামে মৃগারমাতৃপ্রাসাদে আবির্ভূত হইলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরে দেবেন্দ্র শক্রের পরিচারিকাগণ তাঁহাকে কহিল—“মারিষ, ইনিই কি আপনার সেই ভগবান শাস্তা?” “না, হে মারিষ, ইনি আমার শাস্তা নহেন, ইনি আমার সব্রহ্মচারী[১] আয়ুষ্মান মৌদগল্যায়ন।” “মারিষ, আপনার যে মহালাভ, মহাসৌভাগ্য যে, আপনার সতীর্থ এত ঋদ্ধিমান ও মহাশক্তিসম্পন্ন। অহো, না জানি আপনার ভগবান শাস্তা কেমন!”

৫। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, আপনি কি বিশেষভাবে জানেন যে, আপনি জনৈক মহাশক্তিসম্পন্ন সুরেন্দ্রের নিকট সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তির বিষয় বলিয়াছিলেন?” মৌদগল্যায়ন, আমি বিশেষভাবে জানি যে, এখানে দেবেন্দ্র শক্র আমার নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া

১. সতীর্থ বা গুরুভাই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবিষ্ট হন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি আমাকে বলেন—"প্রভো, কিসে ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন? মৌদগল্যায়ন, তদুত্তরে আমি দেবেন্দ্র শক্রকে বলি—"দেবেন্দ্র, যদি সর্বধর্ম (সকল শ্রোতব্য বিষয়) ভিক্ষু শ্রবণ করেন, অথচ তিনি উহাতে অভিনিবিষ্ট হন না, এইরূপে সর্বধর্ম জ্ঞাত হইলে তিনি সর্বধর্মের স্বরূপ বিশেষভাবে জানেন, বিশেষভাবে জানিয়া তিনি সর্বধর্ম পরিত্যাগের উপায় পরিজ্ঞাত হন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সুখ ও দুঃখ, না-দুঃখ-না-সুখ যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, ঐ বেদনা বিষয়ে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ঐ বেদনা বিষয়ে এইরূপে অনিত্যানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে ভিক্ষু কিছুতেই এ জগতে আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তাঁহার পরিত্রাস হয় না পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, এবং ইহার পর পুনরায় তাঁহাকে আর মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে না। দেবেন্দ্র, ইহাতেই ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন।

মৌদগল্যায়ন, এইরূপেই আমি বিশেষভাবে জানি যে, দেবেন্দ্র শক্রের নিকট আমি সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তির বিষয় বলিয়াছি।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র (৩৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল—"আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবে জানি যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে।" বহুসংখ্যক ভিক্ষু শুনিতে পাইলেন যে, কৈবর্তপুত্র স্বাতির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে—"আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবে জানি যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, অন্য কিছুই নহে।” অনন্তর ঐ ভিক্ষুগণ ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “স্বাতি, সত্যই কি তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে- তুমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবে জান যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে?” “বন্ধুগণ, আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবে জানি যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে[১]।” অনন্তর ঐ ভিক্ষুগণ ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে এই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সমনুযুক্ত, সমনুগাহী এবং সমনুভাষী হইয়া সম্যকরূপে জানাইলেন—“স্বাতি, এমন কথা বলিও না, ভগবানকে নিন্দিত করিও না, ভগবানকে নিন্দিত করা সাধুকার্য নহে, ভগবান কিছুতেই এমন কথা বলিবেন না। স্বাতি, ভগবান কি বহুপ্রকারে একথা বলেন নাই যে, বিজ্ঞান প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে।” এইরূপে ভিক্ষুগণ সমনুযুক্ত, সমনুগাহী ও সমনুভাষী হইয়া সম্যকভাবে বুঝাইলেও, ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি সেই পাপদৃষ্টি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া বলিতে থাকিলেন—বন্ধুগণ, আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবেই জানি যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে।”

২। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সেই পাপদৃষ্টি হইতে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির এইরূপে পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে, তিনি যেভাবে ভগবদ্দেশিত ধর্ম জানেন তাহাতে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে। একথা শুনিতে পাইয়া আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি—সত্যই কি স্বাতি, তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে, তুমি যেভাবে ভাবদ্দেশিত ধর্ম জান, তাহাতে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে। ইহা বিবৃত হইলে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি আমাদিগকে কহিল—বন্ধুগণ, তাহাই বটে। প্রভো, আমরা তাঁহাকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচলিত করিবার অভিপ্রায়ে সমনুযুক্ত,

---

১. বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে, স্বাতির ধারণায় পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই দেহান্তর গমন করিয়া পুনর্জন্মের কারণ হয়, অপর কোনো স্কন্ধ নহে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানস্কন্ধই বিজ্ঞানাত্মা যাহা সংক্রমিত হয়, সংসার-পথে ধাবিত হয়। স্বাতি বলিতে চাহেন যে, বিজ্ঞানস্কন্ধের সংক্রমণ বা দেহান্তর গমন স্বীকার না করিলে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা করা চলে না (প. সূ.)। অপরাপর ভিক্ষুগণের মতে স্বাতি ভগবান বুদ্ধের উক্তির কদর্থ করিয়াই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছেন এবং ভগবান বুদ্ধও তাঁহাকে ইহার জন্য তিরস্কার করিয়াছেন। বিষয়টি পরিশিষ্টে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমনুগাহী ও সমনুভাষী হইয়া তাঁহাকে সম্যকভাবে বুঝাই—স্বাতি, এমন কথা বলিও না, ভগবানকে নিন্দিত করিও না, ভগবানকে নিন্দিত করা সাধুকার্য নহে, ভগবান কিছুতেই একথা বলিবেন না। স্বাতি, ভগবান কি বহুপ্রকারে একথা বলেন নাই যে, বিজ্ঞান প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে। প্রভো, তাহা করা সত্ত্বেও ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি সেই পাপদৃষ্টি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া, উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া বলিতে থাকিল—বন্ধুগণ, আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবেই জানি যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে। প্রভো, যেহেতু আমরা তাহাকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচলিত করিতে পারি নাই, আমরা এ বিষয় ভগবানের নিকট নিবেদন করিতেছি।

৩। ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে ডাকিয়া কহিলেন, ভিক্ষু, আইস, আমার আদেশে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে আহ্বান কর, "স্বাতি, শাস্তা তোমায় আহ্বান করিয়াছেন।" "তথাস্তু, প্রভো, বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "স্বাতি, শাস্তা তোমায় আহ্বান করিয়াছেন।" "তথাস্তু" বলিয়া ভিক্ষু স্বাতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে ভগবান কহিলেন, "সত্যই কি, স্বাতি, তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে, তুমি মদুপদিষ্ট ধর্ম যেভাবে জান তাহাতে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে?" "প্রভো, তাহাই বটে।" স্বাতি, সেই বিজ্ঞান কী? "প্রভো, যাহা বক্তা ও বেদক, এবং যাহা তত্র তত্র কল্যাণ ও পাপকর্মের বিপাক ভোগ করে।"[১] "মূর্খ, এইরূপ ধর্মমত উপদেশ দিয়াছি তুমি কাহার নিকট হইতে জানিলে? আমি কি বহু প্রকারে একথা বলি নাই যে, বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে, অথচ তুমি নিজে ইহার কদর্থ করিয়া আমাকেও নিন্দিত করিতেছ, নিজেরও সর্বনাশের জন্য গর্ত খনন করিতেছ, বহু অপুণ্যও প্রসব করিতেছ। তাহা যে তোমার পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।"

৪। অনন্তর ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে

---

১. বিজ্ঞান শব্দে স্বাতি বুঝিয়াছিলেন, যাহা বক্তা ও বেদক এবং জন্ম-জন্মান্তরে প্রকৃত কর্মের ফলাফল ভোগ করে, অর্থাৎ যাহা বক্তা, বেত্তা ও কর্মের ফলভোক্তা। পালি—কতমং তং সাতি বিঞ্ঞাস্তি? য্বাযং ভন্তে! বদো বেদেয্য তত্র তত্র কল্যাণ-পাপকানং কম্মানং বিপাকং পটিসংবেদেতীতি। বিশদ আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর যে, ইহা দ্বারা ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি এই ধর্মবিনয়ে উষ্মীকৃত (উদ্দীপ্ত) হইয়াছে?” “প্রভো, কিরূপে হইবে, তাহা যে সম্ভব নহে।” ইহা বিবৃত হইলে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি তুষ্ণীভূত ও মঙ্কুভূত হইয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, অধোবদনে আপন দুর্বুদ্ধিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে নির্বাক্ হইয়া রহিলেন। ভগবান ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি এই অবস্থায় আছেন জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “মূর্খ, তুমি নিজ পাপদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইবে। এখন আমি অপর ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিতেছি।” অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মদুপদিষ্ট এমন কোনো ধর্মমত জান, যাহা ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি নিজে কদর্থ করিয়া আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজের সর্বনাশের জন্য গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে?” “প্রভো, তাহা আমরা জানি না। প্রভো, (আমরা জানি যে,) ভগবান আমাদিগকে বহু প্রকারে একথা বলিয়াছেন, বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে।” “সাধু, সাধু। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপে মদুপদিষ্ট ধর্ম জান যে, আমি বহুপ্রকারে তোমাদিগকে বলিয়াছি—বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে। অথচ ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি ইহার কদর্থ করিয়া আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজের সর্বনাশের জন্য গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে। তাহা যে এই মোঘ-পুরুষের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।”

৫। হে ভিক্ষুগণ, যে যে ইন্দ্রিয়বশে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সেই সেই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। যদি চক্ষু-ইন্দ্রিয়বশে (চক্ষু-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) রূপে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা চক্ষু-বিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি শ্রবণেন্দ্রিয়বশে শব্দে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা শ্রোত্র-বিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়বশে গন্ধে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা ঘ্রাণ-বিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি জিহ্বা-ইন্দ্রিয়বশে রসে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা জিহ্বা-বিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি কায় বা ত্বগিন্দ্রিয়বশে স্পর্শে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা কায়বিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি মনিন্দ্রিয়বশে মনঃগ্রাহ্য ধর্মে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা মনোবিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যেমন যে যে উপাদানহেতু অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তাহা সেই সেই উপাদানের নাম প্রাপ্ত হয়, কাষ্ঠ-সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইলে কাষ্ঠাগ্নি, শকল-সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইলে শকলাগ্নি, তৃণ-সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইলে তৃণাগ্নি, গোময়-সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইলে গোময়াগ্নি, তুষ-সাহয্যে প্রজ্জ্বলিত হইলে তুষাগ্নি এবং সঙ্কর-সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইলে সঙ্করাগ্নি বলিয়া কথিত হয়, তেমন যে যে ইন্দ্রিয়বশে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-ইন্দ্রিয়বশে রূপে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়বশে শব্দে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণেন্দ্রিয়বশে গন্ধে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়বশে রসে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা জিহ্বা-বিজ্ঞান, ত্বগিন্দ্রিয়বশে স্পর্শে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা কায়-বিজ্ঞান এবং মনিন্দ্রিয়বশে ধর্মে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা মনোবিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়।

৬। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাও কি যে, ইহা সম্ভূত হইয়াছে? "হ্যাঁ, প্রভো," হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাও কি যে, যাহা সম্ভূত তাহা আহার-সম্ভূত? "হ্যাঁ, প্রভো," হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহাও দেখিতে পাও কি যে, যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার-নিরোধে নিরোধধর্মী? "হ্যাঁ, প্রভো," ইহা সম্ভূত হইয়াছে কি হয় নাই, এই শঙ্কা হইতেই তো বিচিকিৎসা (সংশয়) উৎপন্ন হয়? "হ্যাঁ, প্রভো, ইহা আহার-সম্ভূত কিংবা আহার-সম্ভূত নহে, এই শঙ্কা হইতেই বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়? "হ্যাঁ প্রভো," যাহা আহার সম্ভূত তাহা আহার-নিরোধে নিরুদ্ধ হয় বা হয় না, এই শঙ্কা হইতেই বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়? "হ্যাঁ প্রভো," ইহা যে সম্ভূত হইয়াছে তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করিলে তদ্বিষয়ে যাহা বিচিকিৎসা তাহা প্রহীণ হয় তো? "হ্যাঁ প্রভো," ইহা যে আহারসম্ভূত তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে তদ্বিষয়ে যাহা বিচিকিৎসা তাহা প্রহীণ হয় তো? "হ্যাঁ, প্রভো" যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার-নিরোধে নিরুদ্ধ হয়, ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে তদ্বিষয়ে যাহা বিচিকিৎসা তাহা প্রহীণ হয় তো? "হ্যাঁ, প্রভো," ইহা যে সম্ভূত হইয়াছে, এই বিষয়ে তোমাদের বিচিকিৎসা নাই তো? "নাই প্রভো," ইহা যে আহার-সম্ভূত এই বিষয়ে তোমাদের বিচিকিৎসা নাই ত? "নাই, প্রভো," আহার-নিরোধে যাহা আহার-সম্ভূত তাহা নিরুদ্ধ হয়, এই বিষয়ে তোমাদের বিকিচিৎসা নাই তো? "নাই, প্রভো," হে ভিক্ষুগণ ইহা যে সম্ভূত তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে তো? "হ্যাঁ, প্রভো," ইহা যে আহার সম্ভূত তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে তো? "হ্যাঁ, প্রভো," হে ভিক্ষুগণ, আহার-নিরোধে যাহা আহার-সম্ভূত তাহা নিরুদ্ধ হয়, ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে তো? "হ্যাঁ, প্রভো," হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এইরূপে পরিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত দৃষ্টিতে (ধর্মবিশ্বাসে) লীন হও, ক্রীড়াশীল হও, নিজেকে ধনী মনে কর, আমার বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলে তোমরা সম্যক জানিবে কি যে, কুল্লোপমায় উপদিষ্ট ধর্ম নিস্তারের জন্য, আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে? "না, প্রভো, তাহা নিশ্চয় জানিব না।" হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এইরূপে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত দৃষ্টিতে লীন না হও, ক্রীড়াশীল না হও নিজেকে ধনী মনে না কর, আমার বলিয়া জ্ঞান না কর, তাহা হইলে তোমরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথার্থ জানিবে না কি যে, কুল্লোপমায় উপদিষ্ট ধর্ম নিস্তারের জন্য, আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে? "হ্যাঁ প্রভো"।

৭। হে ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ আহার জীবভূত সত্ত্বগণের স্থিতি অথবা ভাবী সত্ত্বগণের উৎপত্তির অনুকূলতার জন্য। চতুর্বিধ আহার কী কী? প্রথম, কবলীকৃত আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয়, স্পর্শ; তৃতীয়, মনঃসঞ্চেতনা; চতুর্থ, বিজ্ঞান। হে ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ আহারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? তৃষ্ণাই ইহাদের নিদান, তৃষ্ণা হইতেই ইহাদের সমুদয়, তৃষ্ণা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, তৃষ্ণা হইতেই ইহাদের প্রভৃতি। এই তৃষ্ণার নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভৃতিই বা কী? তৃষ্ণার নিদান বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণার সমুদয়, বেদনা হইতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি, বেদনা হইতেই তৃষ্ণার প্রভূতি। বেদনার নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? বেদনার নিদান স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনার সমুদয়, স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি, স্পর্শ হইতে বেদনার প্রভূতি। স্পর্শের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? স্পর্শের নিদান ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের সমুদয়, স্পর্শের উৎপত্তি ও প্রভূতি। ষড়ায়তনের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? ষড়ায়তনের নিদান নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। নামরূপের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? নামরূপের নিদান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। বিজ্ঞানের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? বিজ্ঞানের নিদান সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? সংস্কারের নিদান অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতেই সংস্কারের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। অবিদ্যার নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে অবিদ্যা-হেতু সংস্কার, সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ, নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ, স্পর্শ-হেতু বেদনা, বেদনা-হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-হেতু উপাদান, উপাদান-হেতু ভব, ভব-হেতু জন্ম, জন্ম-হেতু জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

৮। জন্ম-হেতু জরা-মরণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—জন্ম-হেতু জরা-মরণ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, জন্ম-হেতু জরা-মরণ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" ভব-হেতু জন্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়- ভব-হেতু জন্ম অথবা তাহা নহে? "প্রভো, ভব-হেতু, জন্ম, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" উপাদান-হেতু ভব, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি ধারণা হয়—উপাদান-হেতু ভব অথবা তাহা নহে? "প্রভো, উপাদান-হেতু ভব, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" তৃষ্ণা-হেতু উপাদান, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়- তৃষ্ণা-হেতু উপাদান অথবা তাহা নহে? "প্রভো, তৃষ্ণা-হেতু উপাদান, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" বেদনা-হেতু তৃষ্ণা, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—বেদনা-হেতু তৃষ্ণা অথবা তাহা নহে? "প্রভো, বেদনা-হেতু তৃষ্ণা অথবা তাহা নহে? "প্রভো, বেদনা-হেতু তৃষ্ণা, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" স্পর্শ-হেতু বেদনা, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—স্পর্শ-হেতু বেদনা অথবা তাহা নহে? "প্রভো, স্পর্শ-হেতু বেদনা, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন অথবা তাহা নহে? "প্রভো, নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়-সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান অথবা তাহা নহে? "প্রভো, সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" অবিদ্যা-হেতু সংস্কার, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়- অবিদ্যা-হেতু সংস্কার অথবা তাহা নহে? "প্রভো, অবিদ্যা-হেতু সংস্কার, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।"

৯। সাধু, সাধু, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একথা বল, আমিও এ কথা বলি—ইহা বিদ্যমান থাকিলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিতে তাহা উৎপন্ন হয়[১], যথা : অবিদ্যা-হেতু সংস্কার, সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ, নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ, স্পর্শ-হেতু বেদনা, বেদনা-হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-হেতু উপাদান, উপাদান-হেতু ভব, ভব-হেতু জন্ম, জন্ম-হেতু জরা, মরণ, শোক,

---

১. পালি—অস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি। উদ্‌ন গ্রন্থের ১ম বোধি-সুত্তের বর্ণনায় ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোম-সূত্র। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে অবিদ্যাদি প্রত্যয় (কারণ) বিদ্যমান থাকিলে সংস্কারাদি ফল (কার্য ঘটে (প. সূ.)। বিশদ ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়।•

১০। জন্ম-নিরোধে জরামরণ-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়- জন্ম-নিরোধে জরামরণ-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, জন্ম-নিরোধে জরামরণ-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ অথবা তাহা নহে?

"প্রভো, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।" বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়- বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ অথবা তাহা নহে? "প্রভো, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা

• মূলে অবিজ্জাযত্বেব অসেস-বিরাগ-নিরোধা সঙ্খার-নিরোধো ইত্যাদি। এই অতিরিক্ত পাঠ আছে। প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোম-সূত্রের সহিত ইহার কোনো সামঞ্জস্য নাই, প্রতিলোম-সূত্রের সহিতই আছে। অতএব এস্থলে অতিরিক্ত পাঠের সমাগম ভুলেই হইয়া থাকিবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়।” সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধে, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ অথবা তাহা নহে? সংস্কার- নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এস্থলে তোমাদের কি ধারণা হয়—অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ অথবা তাহা নহে? “প্রভো, অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, এস্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।”

১১। সাধু, সাধু, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একথা বল, আমিও একথা বলি—ইহা বিদ্যমান না থাকিলে তাহা হয় না, ইহার নিরোধে তাহা নিরুদ্ধ হয়[১], যথা : অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরামরণ, শোকপরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

১২। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে (বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিরোধ) জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি পূর্বান্তের প্রতি ধাবিত হইবে[২]—“আমরা কি সুদীর্ঘ অতীতে ছিলাম কিংবা ছিলাম না, তখন আমরা কী ছিলাম, কীভাবে ছিলাম, কী হইতে পরে কী হইয়াছিলাম?” “না প্রভো, হইব না।” হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে (বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিরোধ) জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি অপরান্তের প্রতি ধাবিত হইবে[৩]—“আমরা কি সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব কিংবা থাকিব না, কী হইয়া থাকিব, কীভাবে থাকিব, কী হইতে কী হইব?” “না প্রভো, হইব না।” হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে (বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিরোধ) জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সম্বন্ধে অধ্যাত্মে কথঙ্কথিক (জিজ্ঞাসক) হইবে—“আমি কি এখন আছি কিংবা নাই, কী হইয়া আছি, কিভাবে আছি, সত্তা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় বা যাইব?” না প্রভো, হইব না।” তোমরা কি একথা বলিবে—“শাস্তা আমাদের গুরু, তাঁহার গৌরবরক্ষার জন্যই আমরা একথা

---

১. পালি—ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতীতি। উদানগ্রন্থের দ্বিতীয় বোধি-সুত্তের বর্ণনায়, ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রতিলোম-সূত্র। ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

২. অর্থাৎ, অতীত বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হইবে। “পূর্বান্ত’ অর্থে পূর্বকোটি, পূর্বসীমা, দী.নি. ব্রহ্মজাল-সূত্র দ্র.। বুদ্ধঘোষের মতে, পূর্বান্ত অর্থে পূর্বাংশ, অতীত স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনাদি (প. সূ.)।

৩. অর্থাৎ, অনাগত বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিতেছি?” না প্রভো, বলিব না।” হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ও দেখিয়া[১] তোমরা কি একথা বলিবে—“শ্রমণ একথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার বাক্যে সম্মতি দিয়াই আমরা একথা বলিতেছি।” না প্রভো, বলিব না।” হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি অপর কোনো শাস্তা অন্বেষণ করিবে? “না, প্রভো, করিব না।” হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি বিভিন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল ব্রতাচরণ, দৃষ্টি-কৌতুহল[২] ও মঙ্গলামঙ্গল-ধারণা[৩] প্রচলিত আছে তাহা সারবস্তু বলিয়া প্রতিগ্রহণ করিবে? “না প্রভো, করিব না।” হে ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছ, দর্শন করিয়াছ ও বিদিত হইয়াছ, তাহাই তো তোমরা বলিবে? “হ্যাঁ, প্রভো,” সাধু, সাধু। হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্ম সান্দৃষ্টিক (প্রত্যক্ষ জীবনে ফলপ্রদ), অকালিক (যাহার জন্য কালাকাল নির্দিষ্ট নাই), ‘এস, দেখ’ যাহার মূলবাণী, যাহা মুক্তি-অভিমুখী এবং বিজ্ঞগণের নিকট স্বসংবেদ্য, মৎকর্তৃক তোমরা উহাতেই উপনীত হইয়াছ। হে ভিক্ষুগণ, মৎপ্রবর্তিত ধর্ম সান্দৃষ্টিক, অকালিক, ‘এস, দেখ’ ইহার মূলবাণী, ইহা মুক্তি-অভিমুখী এবং বিজ্ঞগণের নিকট স্বসংবেদ্য। এইরূপে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, এই কারণেই সমস্ত উক্ত হইয়াছে।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, তিনের সংযোগে গর্ভ-সঞ্চার হয়। মাতাপিতার দৈহিক মিলন হইল, অথচ মাতা ঋতুমতী হইলেন না, এবং গন্ধর্বও উপস্থিত হইল না, তাহা হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না। মাতাপিতার দৈহিক মিলন হইল, মাতাও ঋতুমতী হইলেন,[৪] অথচ গন্ধর্ব[৫] উপস্থিত হইল না, তাহা হইলেও গর্ভসঞ্চার হয় না।

---

১. বিদর্শন জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রজ্ঞানেত্রে দেখিয়া।

২. অর্থাৎ, কৌতুহলোদ্দীপক, কৌতুকাবহ বিশ্বাস, ধর্ম ও দার্শনিক মত।

৩. কোনো সময়ে ও কোনো স্থানে কোনো বস্তুর দর্শন, শ্রবণ অথবা স্পর্শ শুভ কিংবা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে কুসংস্কার (প. সূ.)।

৪. এস্থলে, বুদ্ধঘোষ প্রচলিত ধারণাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, গর্ভসঞ্চারযোগ উপস্থিত হইলে জননীর গর্ভাশয় হইতে প্রচুর রজঃ নির্গত হয় এবং তাহাতে গর্ভাশয় পরিস্কৃত হয়। ঋতুমতী হইবার পর সাত দিন পর্যন্ত গর্ভসঞ্চারের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। এই সময় স্বামীসহবাস ব্যতীত, শুধু নাভিমর্দনাদি দ্বারাও গর্ভসঞ্চার হইতে পারে (প. সূ.)। মূলে স্বামীসহবাসের কথাই আছে।

৫. ‘গন্ধর্ব’ অর্থে স্বীয় প্রাক্তন বা কর্মবশে জন্মগ্রহণকারী সত্ত্ব। জনক-জননীর দৈহিক মিলনের সুযোগ লইয়াই গন্ধর্ব মাতৃজঠরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভসঞ্চার করে (প. সূ.)। ইহাও এ দেশের চিরপ্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুসারে, যদি গর্ভ উৎপাদনে সমর্থ পুরুষের শুক্র গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মাতাপিতার দৈহিক মিলন হইল, মাতা ঋতুমতী হইলেন, গন্ধর্বও উপস্থিত হইল, সে ক্ষেত্রেই এই তিনের সংযোগে গর্ভসঞ্চার হয়। জননী নয় কিংবা দশমাস জীবন সংশয় করিয়া অতিকষ্টে গুরুভার বহন করিয়া স্বীয় কুক্ষিতে গর্ভধারণ করেন। তিনি জীবন সংশয় করিয়া অতিকষ্টে গুরুভার বহন করিয়া গর্ভধারণ করিয়া নয় কিংবা দশমাস পরে সন্তান প্রসব করেন এবং জাত সন্তানকে দেহের শোণিতে পোষণ করেন।

১৪। হে ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে মাতৃস্তন্যই মাতৃদেহের শোণিত। সেই শিশু ক্রমে বর্ধিত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ের পরিপক্বতা লাভ করিয়া কুমারোচিত ক্রীড়ায় রত হয়। ক্রীড়া, যথা : বক্র বা ক্ষুদ্র লাঙ্গল লইয়া ক্রীড়া, ঘটিকা বা যষ্টি ক্রীড়া, মোক্ষচিক বা ডিগবাজি, চিঙ্গুলক বা ফড়ফড়ি,[১] পত্রাঢ়ক বা পাতা দ্বারা বস্তু পরিমাণ, রথক্রীড়া এবং ধনুক্রীড়া। সে বালক ক্রমে বর্ধিত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা লাভ করিয়া পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত এবং সমঙ্গীভূত হইয়া বিচরণ করে। পঞ্চ কামগুণ, যথা : চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, এবং কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ যাহা কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কাম-উপসংহিত, মনোরঞ্জক ও প্রীতিকর। সে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত না হওয়ায় লঘুচেতা হইয়া অবস্থান করে, সে চেতবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না যাহাতে নিরবশেষে সর্ব পাপ অকুশল-ধর্ম নিরুদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে সে অনুরোধ-বিরোধ[২] যেকোনো বেদনা অনুভব করে, তাহাতে অভিনন্দিত হয় ও উল্লাস প্রকাশ করে, এবং তাহাতে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিবার ফলে নন্দিরাগ উৎপন্ন হয়। বেদনা-সম্পর্কে যাহা নন্দি, তাহাই উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম এবং জন্ম হইতে জরামরণ, শোকপরিদেবন, দুঃখদৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়।

এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৫।[৩] হে ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-

১. ইহা তালপাতা দ্বারা নির্মিত। বায়ু চালিত হইয়া ইহা "ফড় ফড়" বা "পট্ পট্" শব্দে ঘুরিতে থাকে।

২. 'অনুরোধ' অর্থে অনুরাগ এবং 'বিরোধ' অর্থে দ্বেষ (প. সূ.)।

৩. ১৫ হইতে ১৮ পর্যন্ত ক্ষুদ্র-হস্তিপদোপম-সূত্রের অনুরূপ, পৃ. ১৯৩-১৯৭ দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণমণ্ডল, জীবলোক, দেবাখ্য ও অপরাপর মনুষ্যগণসহ এই (সমগ্র) জগৎ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত, তিনি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম কোনো এক গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র অথবা অপর কোনো কুলে জাত ব্যক্তি শ্রবণ করেন। তিনি সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। তিনি ঐ শ্রদ্ধাসম্পদে সমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন—"গৃহবাস সবাধ, রাগরজাকীর্ণ পথ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত-আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত-পরিপূর্ণ, একান্ত-পরিশুদ্ধ, 'সঙ্খ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য আচরণ সুকর নহে, অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।" তিনি পরবর্তীকালে অল্প অথবা মহা ভোগৈশ্বর্য, অল্প অথবা মহা জ্ঞাতি-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন।

১৬। তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের অনুযায়ী শিক্ষা ও বৃত্তি সমাপন্ন হইয়া প্রাণিহত্যা পরিত্যাগপূর্বক প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন; দণ্ড-বিরহিত ও শস্ত্র-বিরহিত হইয়া তিনি প্রাণিহত্যা বিষয়ে লজ্জিত, জীবের প্রতি দয়াশীল এবং সর্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। অদত্ত-আদান, (চৌর্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি অদত্ত-আদান হইতে প্রতিবিরত হন; (শুধু) দত্তগ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি সদ্‌ভাবে ও শুদ্ধান্তঃকরণে বিচরণ করেন। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মচারী হন, পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, লোক-আচরিত মৈথুন হইতে তিনি বিরত হন। মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত হন; সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ হইয়া তিনি সত্যে স্থিত, লোকের বিশ্বাসভাজন ও জনগণের পক্ষে অবিসংবাদী হন। পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; এ স্থান হইতে শুনিয়া তিনি অন্যত্র ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না; অন্যত্র শুনিয়া তিনি এস্থানে ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না; এইরূপে তিনি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলন কর্তা, মিলিতের মধ্যে উৎসাহদাতা, ঐক্যগ্রাহী, ঐক্যরত ও ঐক্যানন্দি হইয়া ঐক্যকর বাক্য বলেন। পুরুষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া, তিনি পুরুষবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজন-কান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ তিনি সেইরূপ বাক্যই বলেন। সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্প্রলাভ হইতে প্রতিবিরত হন; তিনি 'কালবাদী', 'ভূতবাদী', 'অর্থবাদী', 'ধর্মবাদী', 'বিনয়বাদী', তিনি যথাকালে উপমার সহিত নিধানযোগ্য বাক্য বলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাহা সমাপ্ত এবং অর্থযুক্ত। তিনি বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম ছেদনাদি কার্য হইতে প্রতিবিরত হন, একাহারী হইয়া রাত্রিভোজন ও বিকালভোজন হইতে বিরত হন। তিনি নৃত্য গীত ও বাদিত্রাদি কৌতূহলোদ্দীপক দর্শন হইতে প্রতিবিরত হন; ধারণ-মণ্ডল-বিভূষণ-উপকরণ মালা, গন্ধ ও বিলেপন হইতে প্রতিবিরত হন; উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হইতে প্রতিবিরত হন; জাতরূপ ও রজত প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; অপক্ক ধান্য, অপক্ক মাংস, স্ত্রী কুমারী, দাস, দাসী, অজ, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, গো, অশ্ব, বাড়ব, ক্ষেত্র ও বাস্তু প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; নীচ দৌত্যকার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ক্রয়বিক্রয় কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; তূলাকূট, কাংশ্যকূট ও মানকূট হইতে প্রতিবিরত হন; উৎকোচ-গ্রহণ, প্রতারণা এবং মায়া ও কুহক বশে বঞ্চনাদি কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ছেদন, বধ, বন্ধন, আতঙ্ক-উৎপাদন, বিলোপ-সাধন ও সাহসিক কার্য হইতে প্রতিবিরত হন। তিনি মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, তিনি (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে গমন করেন, (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি ভিক্ষুর ব্যবহার্য অষ্ট বস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যেমন পক্ষি-শকুন (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে উড়িয়া যায়, মাত্র আপন পক্ষ-তুণ্ডাদি সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, তেমনভাবেই ভিক্ষু মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, যখন যেখানে (স্বেচ্ছায়) গমন করেন (তাঁহার ব্যবহার্য অষ্ট বস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। তিনি এইরূপ আর্য, নির্দোষ, শ্রেষ্ঠশীল সমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অনবদ্য সুখ অনুভব করেন।

১৭। তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ-মূল) ও দৌর্মনস্যাদি পাপঅকুশলধর্ম অনুস্রবিত হয় তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় (ত্বক্) এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। তিনি এইরূপে আর্য ইন্দ্রিয়-সংবর (ইন্দ্রিয়-সংযম) দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অক্লেশব্যাপ্ত (অপাপসিক্ত, ক্লেশবিরহিত) সুখ অনুভব করেন।

১৮। তিনি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মল-মূত্র-ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীম্ভাবে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্যশীল-সমষ্টি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ আর্য ইন্দ্রিয়-সংযম এবং এইরূপ আর্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল (তরুতল), পর্বত কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত আকাশতল ও পপালপুঞ্জের (তৃণকুটিরের) ন্যায় নির্জন শয্যাসন ভজনা (অভ্যাস) করেন। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজনশেষে (বিহারে) ফিরিবার সময় পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া), দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া, পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি ইহজগতে অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা-বিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষপ্রকোপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ এবং দ্বেষপ্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য, দেহ ও মনের জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনুদ্ধত এবং অধ্যাত্মে উপশান্ত-চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন, ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ এবং কুশল ধর্মবিষয়ে অকথঙ্কথিক (জিজ্ঞাসক) ইহয়া বিচরণ করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

১৯। তিনি চিত্তের উপক্লেশ এবং প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া সর্ব কাম্যবস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল-ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষারভাবে অবস্থান করিয়া, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করিয়া আর্যগণ যে ধ্যান-স্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান-স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্য বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

২০। তিনি চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হন না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হন না, কায়গত স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া অপ্রমেয় চিত্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করেন, এবং সেই চেতঃবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানেন যাহাতে নিরবশেষে তাঁহার পাপ অকুশল ধর্ম নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি অনুরোধ-বিরোধবিহীন, রাগদ্বেষহীন হইয়া সুখ-দুঃখ অথবা না-দুঃখ-না-সুখ যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, তাহাতে অভিনন্দিত, উল্লসিত ও নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন না। তাহাতে অভিনন্দিত, উল্লসিত ও নিমগ্ন হইয়া অবস্থান না করায় বেদনাবিষয়ে যাহা নন্দিরাগ তাহা নিরুদ্ধ হয়, নন্দি-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরামরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সর্ব দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহাকে সংক্ষেপে উপদিষ্ট তৃষ্ণা-সংক্ষয় বিমুক্তি[১] এবং ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে মহাতৃষ্ণাজালে, মহাতৃষ্ণাসংঘাটে আবদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ কর।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ভিক্ষুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাঅশ্বপুর সূত্র (৩৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান অঙ্গরাজ্যে[২] অবস্থান করিতেছিলেন, অশ্বপুর নামক অঙ্গনিগমে[৩]। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, জনসমাজ তোমাদিগকে শ্রমণ বলিয়া জানে, এবং তোমাদিগকে কেহ 'আপনারা কে?' প্রশ্ন করিলেও তোমরা নিজেকে শ্রমণ

---

১. ভগবান স্বয়ং সূত্রের নামকরণ করিয়াছেন। তদনুসারে ইহার নাম—"তৃষ্ণাসংক্ষয়-বিমুক্তি।"

২. অঙ্গ রাজকুমারগণের বাসস্থান বলিয়া অঙ্গরাজ্য অঙ্গ নামে অভিহিত হয় (প. সূ.)। বুদ্ধের সময়ে অঙ্গরাজ্য মগধরাজ্যভূক্ত হয়। জৈন গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে তখন শ্রেণিক বিম্বিসার পুত্র কূর্ণিক-অজাতশত্রুই অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন।

৩. অশ্বপুর অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত সহর বিশেষ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিয়াই পরিচয় দাও। "শ্রমণ নামে অভিহিত এবং শ্রমণ নামেই পরিচিত ব্যক্তিগণের শ্রমণকর ও ব্রাহ্মণকর যে সকল প্রতিপাল্য ধর্ম আছে তৎসমস্ত সম্যকভাবে গ্রহণ করিয়া চলিব। এইরূপেই আমাদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাও সত্য হইবে, আমাদের কৃত প্রতিজ্ঞাও যথার্থ হইবে। আমরা যাঁহাদের দান হইতে চীবর, ভিক্ষান্ন, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করিব, আমাদের প্রতিকৃত সৎকার তাঁহাদের পক্ষে মহাফলপ্রসূ এবং অভীপ্সিত ফল প্রদান করিবে এবং আমাদের পক্ষেও গৃহীত প্রব্রজ্যা ফলপ্রসূ, সফল ও সার্থক হইবে।" হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

৩। হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণকর ধর্ম[১] ও ব্রাহ্মণকর ধর্ম[২] কী কী? "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইব।" এইরূপেই তোমরা শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে—"আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত)[৩] হইয়াছি। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, আমরা এ পর্যন্ত সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, ইহার অধিক আমাদের কিছু করিবার নাই", এবং তাহাতেই তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যার্থী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৪। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমাদের কায়-সমাচার (শিষ্টাচার)[৪] পরিশুদ্ধ, উত্তান (প্রকট), বিবৃত, নিশ্ছিদ্র এবং সংযত হইবে। পরিশুদ্ধ কায় সমাচার গর্বে আমরা আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়-সমাচারও পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার

---

১. যাঁহার পাপসমূহ শমিত হইয়াছে তিনি শ্রমণ। শ্রমণকর ধর্ম ত্রিবিধ, যথা : অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা (প. সূ.)।

২. যাঁহার পাপসমূহ অতিবাহিত হইয়াছে তিনি ব্রাহ্মণ (প. সূ.)। ব্রাহ্মণকর ধর্ম সম্বন্ধে মহাবর্গ, পৃঃ ৩ দ্র.।

৩. "হ্রী" অর্থে অন্তরে পাপে লজ্জাবোধ। "ঔত্তাপ্য" অর্থে বাহিরের কার্যকলাপে ও চালচলনে ভয় করিয়া চলা। ভগবান বুদ্ধ বলিতেন, হ্রী এবং ঔত্তাপ্য এই দুই শুক্লধর্মের গুণেই জগৎ প্রতিপালিত হয়।

৪. প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, আদাত্তাদান হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, এই ত্রিবিধ বিরতির নামই কায়-সমাচার (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধিক আমাদের আর কিছুই করিবার নাই", এবং সে পর্যন্ত সাধন করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৫। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমাদের বাক সমাচার পরিশুদ্ধ, উত্তান, বিবৃত, নিশ্ছিদ্র ও সংযত হইবে এবং পরিশুদ্ধ বাক সমাচার গর্বে আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।" হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছু করিবার নাই", এবং সে পর্যন্ত সাধন করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের[১] অভীষ্ট ফল[২] প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু ইহারও অধিক তোমাদের করণীয় কার্য আছে।

৬। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমাদের মনঃ-সমাচার[১] পরিশুদ্ধ, উত্তান, বিবৃত নিশ্ছিদ্র ও সংযত হইবে। পরিশুদ্ধ মনঃ-সমাচার গর্বে আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।" তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-উত্তপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছুই করিবার নাই", এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

---

১. মিথ্যাকথন হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপ বাক্য হইতে বিরতি, এই চতুর্বিধ বিরতির নামই বাক সমাচার (প. সূ.)।

২. 'শ্রামণ্য' অর্থে আর্য অষ্টমার্গ, এবং রাগ-ক্ষয় দ্বেষ-ক্ষয় ও মোহক্ষয়রূপ নির্বাণ লাভই শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমাদের আজীব[১] পরিশুদ্ধ, উত্তান, বিবৃত, নিশ্ছিদ্র ও সংযত হইবে[২]। পরিশুদ্ধ আজীব গর্বে আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।" তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) ইহয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছুই করিবার নাই", এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৮। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইবে, চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হইব না। যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে অসংযত হইয়া অবস্থান করিলে লোভজনক দৌর্মনস্যকর পাপ-অকুশল-ধর্ম অনুস্রবিত হয়, উহার সংযম সাধনে প্রবৃত্ত হইব, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করিব, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হইব। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।" তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) ইহয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছু করিবার নাই", এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৯। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমরা মিতভোজী হইব, জ্ঞানত প্রত্যবেক্ষণ করিয়া আহার করিব—এই আহার ক্রীড়ার জন্যও নহে,

---

১. লোভমূল' অভিধ্যা, দ্বেষমূল ব্যাপাদ এবং মোহ-মূল মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিয়া চলার নামই মনঃসমাচার। কামবিতর্ক পরিহার, ব্যাপাদ বিতর্ক-পরিহার, বিহিংসা-বিতর্ক পরিহার করিয়া চলার নামও মনঃসমাচার (প. সূ.)।

২. 'আজীব' অর্থে জীবিকা, জীবনোপায়। ব্রহ্মজাল-সূত্তে বর্ণিত গৃহীজনোচিত কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইয়া শুধু শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধাজীব হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মত্ততার জন্যও নহে, সৌষ্ঠবের জন্যও নহে, শোভার জন্যও নহে, ইহা শুধু দেহস্থিতির জন্য, জীবন যাপনের জন্য, বিহিংসা উপরতির জন্য, ব্রহ্মচর্য অনুগ্রহার্থ, যাহাতে আমাদের জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দবিহার হয়।" তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) ইহয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক কিছু করিবার নাই", এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

১০। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমরা জাগরণযুক্ত হইব[১], দিবসে চংক্রমণ ও উপবেশনে[২], আবরক ধর্ম[৩] হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিব, রাত্রির প্রথম যামেও চংক্রমণ-উপবেশনে আবরক ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিব; রাত্রির মধ্যম যামে (ডান) পায়ের উপর (বাম) পা সামান্য বাহিরে রাখিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া, যথাসময়ে পুনরুত্থানের বিষয় মনে করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে সিংহশয্যা[৪] অবলম্বন করিব; রাত্রির শেষ যামে গাত্রোত্থান করিয়া (পুনরায়) চঙ্ক্রমণ-উপবেশনে আবরক ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিব।" তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) ইহয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, আমরা জাগরণযুক্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন

---

১. দিনরাত্রিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চভাগে জাগ্রত থাকিয়া এবং মাত্র রাত্রির মধ্যম যামে নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস রাখিয়া চলা (প. সূ.)।

২. পালি—চঙ্কমেন নিসজ্জায়। চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা। কখনও বা পাদচারণ দ্বারা চৈত্য-বন্দনা, ভিক্ষান্ন-সংগ্রহাদি ভিক্ষু-কৃত্য সম্পাদন করিয়া, কখনও বা নির্দিষ্ট আসনে আসীন থাকিয়া, অনুক্ষণ ধ্যেয় বিষয় স্মরণ করিয়া (সু-বি, সামঞ্ঞফল সুত্তের অত্থবণ্ণনা দ্র.)।

৩. "আবরক ধর্ম" অর্থে কামচ্ছন্দাদি পঞ্চ নীবরণ বা আবরণ (প. সূ.)।

৪. শয্যা চতুর্বিধ, যথা : কামভোগী-শয্যা; প্রেতশয্যা, সিংহ-শয্যা ও তথাগত-শয্যা। উপরে সিংহশয্যার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক কিছু করিবার নাই", এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

১১। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? "আমরা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইব, অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, দেহের পুরোচালনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে ও তূষ্ণীম্ভাবে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করিব[1]।" তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে, "আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক-সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, আমরা জাগরণযুক্ত হইয়াছি, আমরা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক কিছুই করিবার নাই", এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীণ হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক কার্য আছে।

১২। হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? ভিক্ষু নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বতকন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর, পলালপুঞ্জ। তিনি ভুক্তাবসানে ভিক্ষান্নসংগ্রহ কার্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পদ্মাসন করিয়া, দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে বিন্যস্ত করিয়া, লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন[2]। তিনি লোভ-মূল অভিধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যাবিগত-চিত্তে, অবস্থান করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; দ্বেষমূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতানুকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করেন। দ্বেষমূল ব্যাপাদ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করিয়া স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত আলোকসংজ্ঞাযুক্ত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; ঔদ্ধত্য-

১. স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্র দ্র.।
২. স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্র দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কৌকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া অনুদ্ধত, অধ্যাত্মে উপশান্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, ঔদ্ধত্যকৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ, সর্বকুশল ধর্মে অকথঙ্কথিক (অসন্দিগ্ধ) হইয়া অবস্থান করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর এক ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে খাটাইল এবং তাহার সেই কাজ সার্থক হইল। সে তাহার পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিল এবং তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য অবশিষ্ট কিছু রহিল। তখন সে ভাবিবে—"আমি পূর্বে ঋণ করিয়া যে কাজ আরম্ভ করি তাহা সার্থক হইয়াছে, আমি পূর্বকৃত ঋণও পরিশোধ করিয়াছি এবং স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্যও অবশিষ্ট কিছু আমার আছে।" তাহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়[১]।

অথবা মনে কর এক ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইল, আহারে তাহার রুচি রহিল না, দেহেও বলাধান হইল না। সে পরে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইল, অন্নেও তাহার রুচি হইল, দেহেও বলসঞ্চার হইল। তখন সে ভাবিবে—"আমি পূর্বে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইয়াছিলাম, অন্নে আমার রুচি ছিল না, দেহেও বলাধান হইয়াছিল না। আমি এখন সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছি অন্নে আমার রুচি হইয়াছে, দেহেও বল সঞ্চার হইয়াছে।"[২] সে ইহাতে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

অথবা মনে কর, এক ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়া পরে নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধনমুক্ত হইল, এবং অর্থব্যয়ও কিছু হইল না। তখন সে ভাবিবে—"আমি পূর্বে কারারুদ্ধ হইয়া এখন নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধনমুক্ত হইয়াছি, এবং আমার অর্থব্যয়ও কিছু হয় নাই।" সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত

১. দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফল-সুত্তে এবং বক্ষ্যমাণ সুত্তে ঋণের সহিত প্রথম নীবরণ কামচ্ছন্দ এবং আনৃণ্যের সহিত ক্যমচ্ছন্দ-বিহীনতা তুলিত হইয়াছে। যেমন ঋণী ব্যক্তি ঋণদাতার সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় তেমন কামাসক্ত ব্যক্তিকেও কামনা-বশে অপরের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। এইরূপেই কামাভিলাষকে ঋণসদৃশ দেখিতে হয় (সু-বি, প. সূ.)।

২. এস্থলে রোগের সহিত দ্বিতীয় নীবরণ ব্যাপাদ এবং আরোগ্য বা রোগমুক্তির সহিত ব্যাপাদ-প্রহাণ তুলিত হইয়াছে। যেমন রুগ্ন ব্যক্তি মিষ্ট রসকেও তিক্ত মনে করিয়া উদগীরণ করে, তেমন ব্যাপন্নচিত্ত বা ক্রোধাভিভূত ব্যক্তিও গুরুর হিতোপদেশকে অহিতকর ভাবিয়া গ্রহণ করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়।[১]

অথবা মনে কর, এক ব্যক্তি দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন রহিল না, পরাধীন হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারিল না। সে পরে সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইল, অপরাধীন ও অভুজিষ্য[২] হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিল। তখন সে ভাবিবে—"আমি পূর্বে দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ছিলাম না, পরাধীন হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারি নাই। এখন সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছি, অপরাধীন ও অভুজিষ্য হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিয়াছি।" সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করে ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।[৩]

অথবা মনে কর, এক ব্যক্তি ধনসম্পদসহ দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথ পর্যটন করিতেছিল। সে পরে সেই কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিল, এবং তাহার সম্পদহানিও কিছু হইল না। সে তখন ভাবিবে—"আমি পূর্বে ধনসম্পদসহ দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথ পর্যটন করিতেছিলাম। এখন সেই কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়াছি এবং আমার সম্পদহানিও কিছু হয় নাই।" সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।[৪]

সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেমন ঋণকে, যেমন রোগকে, যেমন কারাগারকে, যেমন দাসত্বকে, যেমন দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথকে তেমন নিজের মধ্যে অপ্রহীণ পঞ্চ নীবরণকে দর্শন করেন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেমন আনৃণ্যকে, যেমন আরোগ্যকে, যেমন কারামুক্তিকে, যেমন মুক্ত দাসকে, যেমন নিরাপদ স্থানকে তেমন নিজের মধ্যে প্রহীণ পঞ্চ নীবরণকে দর্শন করেন।

১৪। তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকেই বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। যেমন কোনো দক্ষ স্নাপক অথবা স্নাপক-অন্তেবাসী কাংস্যপাত্রে

---

১. এস্থলে কারাগারের সহিত তৃতীয় নীবরণ স্ত্যানমিদ্ধ এবং কারামুক্তির সহিত স্ত্যানমিদ্ধপ্রহাণ তুলিত হইয়াছে।

২. পালি 'ভুজিস্‌স' অর্থে দাসত্ব হইতে মুক্ত ব্যক্তি। বাংলায়—'অভুজিষ্য' শব্দেই এই অর্থ জ্ঞাপিত হয়।

৩. এস্থলে দাসত্বের সহিত চতুর্থ নীবরণ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং স্বাধীনতার সহিত ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-প্রহাণ তুলিত হইয়াছে।

৪. এস্থলে দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথ পর্যটনের সহিত বিচিকিৎসা এবং নিরাপদে কান্তার অতিক্রমের সহিত বিচিকিৎসা-প্রহাণ তুলিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গন্ধচূর্ণাদি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে ফোঁস্ ফোঁস্ জল সিঞ্চন করে এবং তাহাতে গন্ধচূর্ণ স্নেহার্দ্র, স্নেহসিক্ত, অন্তরে বাহিরে স্নেহস্পৃষ্ট হয় অথচ গলিত হয় না, তেমনভাবেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

১৫। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বির্তক-বিচারউপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই দেহকেই সমাধিজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন; তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। মনে কর, এক গভীর হ্রদ আছে যাহার তলদেশ হইতে স্বতঃই জল উৎসারিত হয়। সেই হ্রদে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিকে জল নির্গমনের পথ নাই এবং আকাশের মেঘও কালে কালে প্রচুর বারিধারা বর্ষণ করে না। যেমন সেই হ্রদস্থিত উৎস হইতে বারিধারা উদ্গাত হইয়া ঐ হ্রদকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে, ঐ সমগ্র হ্রদের কোনো অংশ উৎস-বারিতে অস্ফুরিত থাকে না, তেমন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধিজ প্রীতিসুখে এই দেহকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, সর্বদেহের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

১৬। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, সর্বদেহের কোনো অংশ প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না। যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোনো কোনোটি উদকে জাত হইয়া উদকেই সংবর্ধিত, উদকানুগত এবং জলমগ্নাবস্থায় পোষিত থাকে, উহার অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত শীতবারি দ্বারা অভিষিক্ত, পরিসিক্ত, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত হয়, উহার কিছুই শীতবারিতে অস্ফুরিত থাকে না, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত করেন। সমগ্র দেহের কোনো অংশে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না।

১৭। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখদুঃখ পরিহার করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌমর্নস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অন্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। যেমন কোনো ব্যক্তি পরিস্কৃত বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উপবেশন করিলে তাহার সমগ্র দেহের কোনো অংশ ঐ বস্ত্রে অনাবৃত থাকে না, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা এই দেহ স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না।

১৮। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন :

এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম—বহু সংবত্ত-কল্পে, বহু বিবর্ত-কল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এই আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ঐ যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই; তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। মনে কর এক ব্যক্তি স্বগ্রাম হইতে অন্যগ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রাম হইতে আবার অন্যগ্রামে গমন করে এবং দ্বিতীয় গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করে। তখন সেভাবে—"আমি স্বগ্রাম হইতে অন্যগ্রামে গমন করিয়া তথায় এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়া ছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়া ছিলাম। সেই গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়া এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই আমি ঐ গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগত হইয়াছি[১]।" সেইরূপ, হে

---

১. পুনর্জন্মের বৌদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, বক্ষ্যমাণ সূত্রে এবং পঞ্চ নিকায়ের বহুস্থানে সত্ত্বের বা জীবাত্মার দেহান্তর-গমনের ভাষায় ও উপমায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্যত দ্বিবিধ উপমায় পুনর্জন্মের ধারা বর্ণিত আছেঃ (১) যেমন উরগ জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ত্বক্ পরিগ্রহণ করে (উরগো ব তচং জিন্নং হিত্বা যাতি সন্তনুং, উরগ-জাতক ও উরগ-পেতবত্থু দ্র:); (২) যেমন পর্যটক স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেনঃ এক জন্ম, দুই জন্ম ইত্যাদি।

১৯। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি-পরস্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান- জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন ... হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর সম্মুখা-সম্মুখী দ্বারবিশিষ্ট দুইটি গৃহ। যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পায় কীরূপে লোকসকল গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, গৃহমধ্যে পাদচারণ, চলাফেরা ও বিচরণ করিতেছে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান—সত্ত্বগণ এক যোনি হইতে অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে ইত্যাদি।

২০। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেন—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-সমুদয়, ইহা দুঃখ-নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ; এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তাঁহার এইরূপ জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয়, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর পর্বত-সংক্ষেপে (পাহাড়ের ঘেরায়) এক স্বচ্ছবারি, প্রসন্নোদক, নির্মল হ্রদ। সেখানে যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ ইহার তীরের দাঁড়াইয়া দেখিতে পায় কীরূপে ঝিনুক-শামুক 'পাথর-কড়লি'[১] ও মাছের

গমন করে। প্রথমা উপমা অবিকল রামায়ণে এবং ইহার অনুরূপ উপমা ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়। গীতার উপমা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

১. পালি 'সক্‌খর' অর্থে পাষাণ বা প্রস্তর। কঠল বা 'কড়লি' শব্দে পিণ্ডীকৃত বৃহদাকারের বালি। বুদ্ধঘোষ মনে করেন যে, বিচরণ ঝিনুক-শামুক ও মাছের ঝাঁকের পক্ষে এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঝাঁক বিচরণ করিতেছে অথবা অবস্থান করিতেছে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথ জানিতে পারেন—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-সমুদয় ইত্যাদি।

২১। হে ভিক্ষুগণ, এ ক্ষেত্রেই বলে ভিক্ষু শ্রমণও বটেন, ব্রাহ্মণও বটেন, স্নাতকও বটেন, বেদজ্ঞও বটেন, শ্রোত্রিয়ও বটেন, আর্যও বটেন, অর্হৎও বটেন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শ্রমণ হন? তাঁহার সংক্লেশকর, কষ্টদায়ক, দুঃখ-বিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ অকুশল-ধর্ম শমিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রমণ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু ব্রাহ্মণ হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখ-বিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল-ধর্ম বাহিত (অতিক্রান্ত) হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্রাহ্মণ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু স্নাতক হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ অকুশল ধর্ম স্নাত (ধৌত) হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্নাতক হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু বেদজ্ঞ হন? সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ অকুশল ধর্ম তাঁহার দ্বারা বিদিত হয়। এইরূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বেদজ্ঞ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শ্রোত্রিয় হন? সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখ-বিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ অকুশল ধর্ম তাঁহার দ্বারা শ্রুত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোত্রিয় হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখ-বিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ অকুশল ধর্ম দূরীকৃত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য হন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু অর্হৎ হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখ-বিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা, ও মৃত্যুর কারণ পাপ অকুশল ধর্ম দূরীভূত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অর্হৎ হন।[১]

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ

অবস্থান পাথর-কড়লির পক্ষে প্রযুজ্য। কিন্তু বিচরণ পাথর-কড়লির পক্ষেও সমানভাবে প্রযুজ্য, কেননা পাথ-কড়লিকেও কারণবশত জলে সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়।

১. শীলাদি সর্বগুণে ভূষিত হইলেই ভিক্ষু বা সাধক যথার্থ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, স্নাতক, বেদজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, আর্য ও অর্হৎ হন। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শুধু প্রব্রজিত হইলে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ, তীর্থে স্নান করিলে স্নাতক, বেদপাঠ করিলে বেদজ্ঞ, শ্রতিজ্ঞ হইলে শ্রোত্রিয়, আর্য-নামধেয় হইলে, আর্য অর্হৎবেশী হইলে কেহ অর্হৎ হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশ করিলেন।

॥ মহা-অশ্বপুর সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্র-অশ্বপুর সূত্র (৪০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, অশ্বপুর নামক অঙ্গ-নিগমে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ,' 'হ্যাঁ, ভদন্ত,' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, জনসমাজ তোমাদিগকে শ্রমণ বলিয়া জানে; তোমাদিগকে কেহ 'আপনারা কে? এই প্রশ্ন করিলেও তোমরা নিজেকে শ্রমণ বলিয়াই পরিচয় দাও। "শ্রমণ নামে অভিহিত এবং শ্রমণ নামে পরিচিত ব্যক্তিগণের শ্রমণকর ব্রাহ্মণকর যে সকল ধর্ম আছে তৎসমস্ত সম্যকভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রমণরূপেই প্রতীয়মান হইব। এইরূপেই আমাদের শ্রমণ-সংজ্ঞা সত্য হইবে এবং শ্রমণ নামে পরিচয় দানও যথার্থ হইবে। আমরা যাঁহাদের প্রদত্ত চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাশন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করিব, আমাদের প্রতি তাঁহাদের কৃত সৎকার মহাফলপ্রসূ এবং অভীপ্সিত ফলপ্রদ হইবে এবং আমাদের গৃহীত প্রব্রজ্যা ফলপ্রসু, সফল ও সার্থক হইবে।" হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

৩। হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু সমীচিন-পথ প্রাপ্ত হয় না? যদি যেকোনো অভিধ্যালু ভিক্ষুর অভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, মক্ষীর মক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষ্যাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্য-পরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ না হয়, তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি—ভিক্ষু শ্রমণ-সমীচীন পথ প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু শ্রমণ-মল, শ্রমণ-দোষ, শ্রমণ-কটুতা, অপায়গমন ও দুর্গতি-দুঃখ-বেদনার উৎপত্তির কারণসমূহ তাহার মধ্যে প্রহীণ হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ, তাহার পক্ষে দুইদিকে ধার বিশিষ্ট, সুশাণিত মৃতজ নামক আয়ুধ[১] ধারণও যাহা সংঘাটি দ্বারা দেহ-আচ্ছাদন এবং দেহ-পরিবেষ্টনও তাহা।

---

১. ইহা এক প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র। লৌহচূর্ণ মাংসের সহিত একত্র মর্দিত করিয়া ক্রৌঞ্চজাতীয় পক্ষীকে খাওয়ান হয়। তাহাতে ক্রৌঞ্চের মৃত্যু হইলে উহার ফুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে লৌহচূর্ণ বাহির করিয়া জলে ধুইয়া পুনরায় মাংসের সহিত মর্দন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই উপমাতেই আমি এই ভিক্ষুর প্রব্রজ্যা বর্ণনা করি।

৪। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি না যে, শুধু সংঘাটি-ধারণে[১] সংঘাটিধারীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু নগ্নতা দ্বারা নগ্ন অচেলকের শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু দেহে রজঃমল সঞ্চিত হইতে দিয়া রজঃমলগ্রাহীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু উদকারোহণে[২] উদকারোহীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু বৃক্ষমূল-বাসে বৃক্ষমূলবাসীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু উন্মুক্ত-আকাশ-তল-বাসে[৩] উন্মুক্ত-আকাশ-তলবাসীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু উদ্‌ভ্রষ্ট-অবস্থানে[৪] ঔদভ্রষ্টিকের শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু নির্দিষ্ট-কালান্তর-ভোজনে[৫] কালান্তরভোজীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু মন্ত্রাধ্যয়নে[৬] মন্ত্রাধ্যায়ীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু জটা-ধারণে জটিলের শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়। যদি শুধু সংখাটি-ধারণেই সংখাটিধারী অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) ব্যক্তির (লোভ-মূল) অভিধ্যা, ব্যাপন্ন-চিত্তের (দ্বেষ-মূল) ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, মক্ষীর মক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্যপরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ হইত, তাহা হইলে মিত্র পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বগণ জন্মমাত্র তাহাকে সংখাটি-পরিহিত করিত এবং সংঘাটি পরিধান করাইতে গিয়া বলিত—এস, ভদ্রমুখ, তুমি সংখাটি পরিহিত হও সংঘাটিধারী হইলে মাত্র সংখাটি-ধারণে অভিধ্যালু তোমার অভিধ্যা ব্যাপন্নচিত্তের ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, মক্ষীর মক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ ঈর্ষ্যাপরায়ণের ঈর্ষ্যা, মাৎসর্যপরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ হইবে। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, আমি দেখি সংখাটিধারী হইয়াও এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ), ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপরায়ণ), ক্রোধী, উপনাহী, মক্ষী, প্রণাশী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, মাৎসর্যপরায়ণ, শঠ মায়াবী, পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তদ্ধেতু আমি বলি না যে, শুধু সংখাটি-ধারণে সংখাটিধারীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়। নগ্ন অচেলক, রজঃ মলগ্রাহী, উদকারোহী, বৃক্ষমূলবাসী, উন্মুক্ত-আকাশ-তলবাসী

করিয়া অপর এক পক্ষীকে খাওয়ান হয়। এইভাবে সাতবার খাওয়াইয়া ও মাংসের সহিত মর্দিত করিয়া এই জাতীয় অস্ত্র প্রস্তুত করা হইত (প. সূ.)।

১. এস্থলে 'সংখাটি' অর্থে শ্রমণ-বেশভূষা, শ্রমণ-পরিচ্ছদ, চীবরাদি।

২. দিবসে তিনবার জলে নামিয়া স্নান, দিনে তিনবার অবগাহন (প. সূ.)।

৩. বৃক্ষমূলে বাস ও উন্মুক্ত আকাশতল-বাস পরে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধুতাঙ্গ বা অবধূত-ব্রতে পরিগণিত হয়।

৪. উদ্রষ্ট অর্থে ঊর্ধ্বস্থিত, দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থিত (প. সূ.)।

৫. মাস, অর্ধমাস, সপ্তাহাদি অন্তর অন্তর ভোজন (প. সূ.)।

৬. মন্ত্রজপ, মন্ত্রপাঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঔদভ্রষ্টিক, কালান্তর-ভোজী, মন্ত্রাধ্যায়ী এবং জটিল সম্বন্ধেও এইরূপ।

৫। কীরূপে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হন? হে ভিক্ষুগণ, যদি যেকোনো অভিধ্যালু ভিক্ষুর অভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, মক্ষীর মক্ষ, প্রাণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষ্যাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্য-পরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ হয়, তাহা হইলে আমি বলি—ইহাদের শ্রমণ-মল, শ্রমণ-দোষ, শ্রমণ-কটুতা, অপায়-গমন ও দুর্গতি-দুঃখবেদনার উৎপত্তির কারণসমূহ প্রহীণ হওয়ায় ইহারা শ্রমণ-সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সম্যকভাবে নিজেকে সকল পাপ-অকুশল-ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত দেখিতে পান। সম্যকভাবে নিজেকে সকল পাপ-অকুশল-ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত দেখিবার ফলে তাঁহার প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনের স্বকায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্তকায়, সুখবেদনা অনুভব করেন, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, সেইরূপ দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক ইত্যাদি ক্রমে ঊর্ধ্বে, অধঃ, তির্যক, সর্বদিকে সর্বতোভাবে সর্বলোক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, বৈরী ও ব্যাপাদ হইতে মুক্ত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর স্বচ্ছোদক, প্রসন্ন-সলিল, শীতোদক, নির্মল, সোপানপঙক্তি-সমন্বিত বাঁধাঘাটযুক্ত রমণীয় পুষ্করিণী। যেমন পূর্ব দিক হইতে, পশ্চিম দিক হইতে, উত্তর দিক হইতে, দক্ষিণ দিক হইতে, যেকোনো এক দিক হইতে ঘর্মাভিভূত, ধর্মাক্ত-কলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত যেকোনো ব্যক্তি আসুক, সে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া তাহার জল-পিপাসা মিটায় ও ঘর্ম-পরিদাহ দমন করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ক্ষত্রিয়-কুল, ব্রাহ্মণ-কুল, বৈশ্য-কুল, শূদ্র-কুল, যেকোনোও এক কুল হইতে যে কেহ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, তিনি তথাগত-প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আসিয়া এইরূপে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিয়া অধ্যাত্মে উপশম লাভ করেন[১]। তখনই আমি বলি তিনি শ্রমণ-সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়-কুল, ব্রাহ্মণ-কুল, বৈশ্য-কুল, শূদ্র-কুল, যেকোনো এক কুল হইতে যে কেহ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়া যদি তিনি আসব-ক্ষয়ে অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি বলি—তিনি আসব-ক্ষয়ে (যথার্থ) শ্রমণ হইয়াছেন।

---

১. মহা-সিংহনাদ-সূত্র দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্র-অশ্বপুর সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাযমকবর্গ চতুর্থ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. কুদ্রযমক-বর্গ

শালেয়ক সূত্র (৪১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান ভিক্ষু-সংঘসহ কোশলরাজ্যে[১] বিচরণ করিতে করিতে শালা নামক কোশলের এক ব্রাহ্মণগ্রামে[২] উপনীত হইলেন। শালেয়ক (শালানিবাসী)। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুলপ্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম বৃহৎ-ভিক্ষু-সংঘসহ কোশলরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে শালায় উপনীত হইয়াছেন। মহানুভব গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তি-শব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গাত হইয়াছে—"তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ-সারথি, দেবামনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবাখ্যমনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে। এ হেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।"

২। অনন্তর শালেয়ক ব্রাহ্মণগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ কেহ তাঁহার সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ কেহ ভগবানের নিকট স্বীয় নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, আর কেহ কেহ বা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট শালেয়ক ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে কহিলেন, "কী হেতু, হে গৌতম, কী কারণে, কোনো কোনো সত্ত্ব (জীব) দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়? হে গৌতম, কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর

---

১. কোশল রাজকুমারগণের বসতি হইতে জনপদবিশেষ কোশল নাম অভিহিত হয়। ইহা বস্তুত উত্তর কোশল যাহার রাজধানী পূর্বে অযোধ্যা ও সাকেত এবং পরে শ্রাবস্তী।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, এ স্থলে যে গ্রামে বা স্থানে ব্রাহ্মণেরা যাতায়াত করিবেন। ব্রাহ্মণানং সমোসরণগামো (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন?” হে গৃহপতিগণ, অধর্মাচর্য বিষমচর্যা[১] হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। (পক্ষান্তরে) হে গৃহপতিগণ, ধর্মচর্যা ও সমচর্যা হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। “মহানুভব গৌতমের সংক্ষেপে কথিত উপদেশ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা না করিলে আমরা উহার বিশদ অর্থবোধ করিতে অক্ষম। অতএব মহানুভব গৌতম সেইরূপ আমাদের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করুন যাহাতে আমরা তাঁহার সংক্ষেপে কথিত, বিস্তারিতভাবে অবিভক্ত উপদেশের বিশদ অর্থ জানিতে পারি।” তাহা হইলে, হে গৃহপতিগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। “তথাস্তু” বলিয়া শালেয়ক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩। হে গৃহপতিগণ, দৈহিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ, বাচনিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা চতুর্ব্বিধ, এবং মানসিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ।

কীরূপে দৈহিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিত-পাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, অলজ্জী, এবং সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু হয়; যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যে অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য বলিয়া কথিত হয়, উহার গ্রহীতা হয়; কামে ব্যাভিচারী হয়, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্র-রক্ষিতা, ধর্ম-রক্ষিতা, সধবা,[২] দণ্ডবারিতা[৩], অথবা এমনকি বাগদত্তা এইরূপ কোনো নারীতে ব্যভিচারে রত হয়। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, দৈহিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়। কীরূপে বাচনিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা চতুর্বিধ হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাবাদী হয়; সভাগত, পরিষদগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া “ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বল” এইরূপে প্রশ্ন

---

১. বিষমচর্যা সমচর্যায় বিপরীত অর্থবাচক শব্দ। অধর্মাচর্যা বিষমচর্যা অর্থে পাপাচার, অশিষ্টাচার।

২. পালি সস্সামিকা। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, জন্মের পূর্ব হইতে বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুতা। যদি কেহ পূর্ব হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন—“আমার মেয়ে এবং আপনার ছেলে হইলে, আপনার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব।” (প. সূ.)। আমাদের মতে, এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত, যেহেতু এক্ষেত্রে সস্সামিকাও বাগ্দত্তা একই হইয়া দাঁড়াই।

৩. ‘সপরিদণ্ডা’ অর্থে যেস্থলে এইরূপ দণ্ড বা রাজাদেশ প্রচারিত আছে—“যে অমুক স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিবে তাহার এত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। ”(প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জিজ্ঞাসিত হইলে, জানে না অথচ বলে 'জানি', জানে অথচ বলে 'জানি না', দেখে নাই তথাপি অথচ বলে 'দেখিয়াছি' কিংবা দেখিয়াছে অথচ বলে 'দেখি নাই'। ইত্যাদিভাবে আত্ম-হেতু, পর-হেতু অথবা যৎকিঞ্চিৎলাভ-হেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। পিশুনভাষী হয়, এখানে কিছু শুনিয়া সেখানে গিয়া কথা বলে ইহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, সেখানে কিছু শুনিয়া এখানে আসিয়া বলে তাহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, এইরূপে সংহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেত্তা, ভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদ বিষয়ে উৎসাহদাতা, বর্গারাম, বর্গরত ও বর্গনন্দি হইয়া বর্গকরণী, ভেদকরণী বাক্যের বক্তা হয়; পরুষ-ভাষী হয়, যে বাক্য গণ্ডোৎপাদক, কর্কশ, পরের নিকট কটু, পরের মর্মবিদ্ধকারী, ক্রোধোদ্দীপক এবং সমাধিপ্রতিকূল, সেইরূপ বাক্যের বক্তা হয়; সম্প্রলাপী হয়, অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী, অনুপযুক্তকালে অপ্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হয়, যে বাক্য অশাস্ত্রীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থ-ঘটিত। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, বাচনিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা চতুর্বিধ হয়।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে মানসিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, পরস্বে, পরধনধান্যে লোলুপ হয়—অহো, অপর-ব্যক্তির যাহা আছে, তাহা যদি আমার হইত, ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে প্রদুষ্ট সংকল্প লইয়া কামনা করে- এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছন্ন হউক, ভালো কিছু তাহাদের না হউক; মিত্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, বিপরীতদর্শী হয়, দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক (মুখ্য ও গৌণ ফল) নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, উপপাদুক সত্ত্ব নাই, সম্যকগত সম্যকপন্থী এমন কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন।[১] এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, মানসিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়।

এইরূপ অধর্মচর্যা বিষমচর্যা হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৪। হে গৃহপতিগণ, দৈহিক ধর্মচর্য সমচর্যা ত্রিবিধ। বাচনিক ধর্মচর্যা সমচর্যা চতুর্বিধ, এবং মানসিক ধর্মচর্যা সমচর্যা ত্রিবিধ।

কীরূপে দৈহিক ধর্মচর্যা সমচর্যা ত্রিবিধ হয়? কেহ কেহ প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, এবং সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন; অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত

১. ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অজিত কেশকম্বলীর নাস্তিক্য মত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাহার গ্রহণ চৌর্য নামে অভিহিত হয় তাহার গ্রহীতা হন না; ব্যভিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, যে মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিত, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতৃরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, সধবা, 'সপরিদণ্ডা', এমনকি বাগদত্তা এ হেন নারীতে ব্যভিচারে রত হন না। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, দৈহিক ধর্মচর্যা সমচর্যা ত্রিবিধ হয়।

কীরূপে বাচনিক ধর্মচর্যা সমচর্যা চতুর্বিধ হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাকথা হইতে প্রতিবিরত হন, সভামধ্যগত, পরিষদ্‌মধ্যগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া "ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বল" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে না জানিলে বলেন তিনি জানেন না, জানিলে বলেন তিনি জানেন, না দেখিলে তিনি বলেন দেখেন নাই, দেখিলে বলেন তিনি দেখিয়াছেন, আত্মহেতু পরহেতু, যৎকিঞ্চিৎ লাভ হেতু সজ্ঞানে মিথ্যাভাষী হন না; পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, এখানে শুনিয়া সেখানে কিছু বলেন না ইহাদের মধ্যে ভেদ সংঘটনের জন্য, সেখানে শুনিয়া এখানে কিছু বলেন না ইহাদের মধ্যে ভেদ সংঘটনের জন্য, এইরূপে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে মিলনকারী, সংহতি-উৎপাদক, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া সমগ্রকরণী বাক্যের বক্তা হন; পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, যে বাক্য নিষ্পাপ, শ্রুতিমধুর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজনকান্ত, বহুজনমনোজ্ঞ, তাদৃশ বাক্যের বক্তা হন; সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হন, যে বাক্য শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং অর্থযুক্ত। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, বাচনিক ধর্মচর্যা সমচর্যা চতুর্বিধ হয়।

কীরূপে মানসিক ধর্মচর্যা সমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু (নির্লোভ) হন, যাহা অপরের তাহা তাঁহার হউক এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা পরস্ব, পরবিত্ত উহার প্রতি লোলুপ হন না; অব্যাপন্নচিত্ত হন, অপ্রদুষ্টমনে, অপ্রদুষ্টসংকল্প লইয়া কামনা করেন—এই সত্ত্বগণ বৈরীহীন, বিঘ্নহীন হইয়া অবাধে ও আত্মসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক; সম্যক-দৃষ্টিসম্পন্ন হন, অ-বিপরীতদর্শী হইয়া বিশ্বাস করেন—আছে দান, আছে ইষ্ট, আছে হোত্র, আছে সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক, আছে ইহলোক, আছে পরলোক, আছে মাতা, আছে পিতা, আছে উপপাদুক সত্ত্ব, আছেন সম্যকগত সম্যকপ্রতিপন্ন শ্রমণব্রাহ্মণ যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, মানসিক ধর্মচর্য সমচর্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিবিধ হয়।

এইরূপ ধর্মচর্যা সমচর্যা হেতু পুণ্যবান সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

৫। হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন: "অহো, আমি কী দেহাবসানে, মৃত্যুর পর মহাশাল-ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইতে পারিব?" তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী। যদি ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর মহাশাল ব্রাহ্মণগণের, মহাশাল গৃহপতিগণের[১] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের, যাম দেবগণের তুষিত দেবগণের, নির্মাণরতি দেবগণের, পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের[২] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের, আভা দেবগণের, স্বলাভ দেবগণের, অমিতাভ দেবগণের, আভাস্বর দেবগণের, শুভ দেবগণের, অল্পশুভ দেবগণের, শুভ-কৃৎস্ন দেবগণের, বৃহৎফল দেবগণের, অবৃহৎ দেবগণের, অতৃপ্য দেবগণের, সুদর্শন দেবগণের, সুদর্শী দেবগণের, অকনিষ্ঠ দেবগণের[৩] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ যদি ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অনন্ত-আকাশায়তন-উপগত দেবগণের, অনন্ত-

---

১. মহাশাল অর্থে ধনাঢ্য ও ক্ষমতাপন্ন। মহাশাল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ দেবাখ্য মনুষ্যগণের প্রতীকস্বরূপ। এস্থলে গৃহপতি অর্থে বৈশ্যজাতীয় শ্রেষ্ঠী।

২. ইহারাই যথাক্রমে ছয় কামদেবলোকের অধিবাসী।

৩. ইহারাই সকলে বিভিন্ন রূপব্রহ্মলোকের অধিবাসী। রূপাবচয় ধ্যান দ্বারাই এই সকল ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ সম্ভব হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞানায়তন-উপগত দেবগণের, অকিঞ্চনায়তন-উপগত দেবগণের, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-উপগত দেবগণের[১] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবেন।[২] ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

৬। ইহা বিবৃত হইলে শালেয়ক ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানকে কহিলেন, অতি সুন্দর হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহুপর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মহানুভব গৌতমের তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাদিগকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ শালেয়ক সূত্র সমাপ্ত ॥

বৈরঞ্জক সূত্র (৪২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে বৈরঞ্জক (বেরঞ্জাবাসী)[৩] ব্রাহ্মণগণ কার্যোপলক্ষে শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন। বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুলপ্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। মহানুভব গৌতমের এইরূপ

---

১. ইহারাই চারি অরূপব্রহ্মলোকের অধিবাসী। অরূপাবচর ধ্যান দ্বারাই এই সকল লোকে জন্মলাভ সম্ভব হয়।

২. ইহাই অর্হত্ত্ব, যাহা সকলের উপর সিদ্ধি।

৩. বেরঞ্জা শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী গ্রাম বা উপনগর বিশেষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কল্যাণ-কীর্তি-শব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে—"তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদু, অনুত্তর দম্যপুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবাখ্যমনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে। এ হেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।"

২। অনন্তর বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ কেহ ভগবানের নিকট স্বীয় নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া এবং আর কেহ কেহ বা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে কহিলেন, "কী হেতু, হে গৌতম, কী কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব (জীব) দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়? হে গৌতম, কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়?" হে গৃহপতিগণ, অধর্মচর্যা ও বিষমচর্যাহেতু কোনো কোনো সত্ত্ব (জীব) দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। "মহানুভব গৌতমের সংক্ষেপে কথিত উপদেশ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা না করিলে আমরা উহার বিশদ অর্থবোধ করিতে অক্ষম। অতএব মহানুভব গৌতম সেইরূপে আমাদের নিকট ধর্মোপদের্শ প্রদান করুন যাহাতে আমরা তাঁহার সংক্ষেপে কথিত, বিস্তারিতভাবে অবিভক্ত উপদেশের বিশদ অর্থ জানিতে পারি।" তাহা হইলে, হে গৃহপতিগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। "তথাস্তু" বলিয়া বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩। হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়; চতুর্বিধ বাচনিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়; ত্রিবিধ মানসিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে ত্রিবিধ দৈহিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়? এখানে কেহ কেহ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিত-পাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, অলজ্জী, এবং সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু হয়; যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যে অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য বলিয়া কথিত হয়, উহার গ্রহীতা হয়; কামে ব্যাভিচারী হয়, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতি-রক্ষিতা, গোত্র-রক্ষিতা, ধর্ম-রক্ষিতা, সধবা, 'সপরিদণ্ডা', অথবা এমনকি বাগদত্তা এইরূপ কোনো নারীতে ব্যাভিচারে রত হয়। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে চতুর্বিধ বাচনিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাবাদী হয়; সভাগত, পরিষদ্গত জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগম, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া "ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বল" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে জানে না অথচ বলে, 'জানে', জানে অথচ বলে, 'জানি না'; দেখে নাই অথচ বলে, 'দেখিয়াছি' কিংবা দেখিয়াছে অথচ বলে, 'দেখি নাই।' ইত্যাদিভাবে আত্ম-হেতু, পর-হেতু অথবা যৎকিঞ্চিৎলাভ-হেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। পিশুনভাষী হয়, এখানে কিছু শুনিয়া সেখানে গিয়া কথা বলে ইহাদের মধ্যে ভেদ সংঘটনের জন্য, সেখানে কিছু শুনিয়া এখানে আসিয়া বলে তাহাদের মধ্যে ভেদ সংঘটনের জন্য, এইরূপে সংহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেত্তা, ভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদ বিষয়ে উৎসাহদাতা, বর্গারাম, বর্গরত ও বর্গনন্দি হইয়া বর্গকরণী, ভেদকরণী বাক্যের বক্তা হয়; পরুষ-ভাষী হয়, যে বাক্য গণ্ডোৎপাদক, কর্কশ, পরের নিকট কটু, পরের মর্মবিদ্ধকারী, ক্রোধোদ্দীপক এবং সমাধিপ্রতিকুল, সেইরূপ বাক্যের বক্তা হয়; সম্প্রলাপী হয়, অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী, অনুপযুক্তকালে অপ্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হয়, যে বাক্য অশাস্ত্রীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থ-ঘটিত। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, চতুর্বিধ বাচনিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে ত্রিবিধ মানসিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, পরস্বে, পরধনধান্যে লোলুপ হয়-অহো, অপরব্যক্তির যাহা আছে তাহা যদি আমার হইত, ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে প্রদুষ্ট সংকল্প লইয়া কামনা করে—এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছন্ন হউক, ভালো কিছু তাহাদের না হউক; মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, বিপরীতদর্শী হয়, দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক (মূখ্য ও গৌণফল) নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, উপপাদুক সত্ত্ব নাই, সম্যকগত সম্যকপন্থী এমন কোনো শ্রমণব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ মানসিক কারণে অধর্মচারী বিষমচারী হয়।

এইরূপ অধর্মচর্যা বিষমচর্যা হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৪। হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে ধর্মচারী সমাচারী হন। চতুর্বিধ বাচনিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হয়। ত্রিবিধ মানসিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে ত্রিবিধ দৈহিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হয়? কেহ কেহ প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু এবং সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন; অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হয়, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যাহার গ্রহণ চৌর্য নামে অভিহিত হয় তাহার গ্রহীতা হন না; ব্যাভিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্যাভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, যে মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতৃরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, সধবা, 'সপরিদণ্ডা', এমনকি বাগদত্তা এ হেন নারীতে ব্যাভিচারে রত হন না। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হন।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে চতুর্বিধ বাচনিক কারণে ধর্মচারী হন? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাকথা হইতে প্রতিবিরত হন, সভামধ্যগত, পরিষদ্‌মধ্যগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া "ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বল" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে না জানিলে বলেন তিনি জানেন না, জানিলে তিনি বলেন, জানেন; না দেখিলে, বলেন, তিনি দেখেন নাই, দেখিলে বলেন তিনি দেখিয়াছেন, আত্মহেতু, পর-হেতু, যৎকিঞ্চৎ লাভ হেতু সজ্ঞানে মিথ্যাভাষী হন না; পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, এখানে শুনিয়া সেখানে কিছু বলেন না, ইহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য; সেখানে শুনিয়া এখানে কিছু বলেন না তাঁহাদের মধ্যে ভেদ সংঘটনের জন্য। এইরূপে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে মিলনকারী, সংহতি-উৎপাদক, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া সমগ্রকরণী বাক্যের বক্তা হন; পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, যে বাক্য নিষ্পাপ, শ্রুতিমধুর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজনকান্ত, বহুজনমনোজ্ঞ, তাদৃশ বাক্যের বক্তা হন; সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হন, যে বাক্য শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, চতুর্বিধ বাচনিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হন।

হে গৃহপতিগণ, কীরূপে ত্রিবিধ মানসিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হন?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু (নির্লোভ) হন, যাহা অপরের তাহা তাঁহার হউক এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা পরস্ব, পরবিত্ত উহার প্রতি লোলুপ হন না; অব্যাপন্নচিত্ত হন, অপ্রদুষ্টমনে অপ্রদুষ্ট সংকল্প লইয়া কামনা করেন- এই সত্ত্বগণ বৈরীহীন, বিঘ্নহীন হইয়া অবাধে ও আত্মসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক; সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, অবিপরীতদর্শী হইয়া বিশ্বাস করেন—আছে দান, আছে ইষ্ট, আছে হোত্র, আছে সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের বিপাক, আছে ইহলোক পরলোক, আছে মাতা, আছে পিতা, আছে উপপাদুক সত্ত্ব, আছেন সম্যকগত সম্যকপ্রতিপন্ন শ্রমণব্রাহ্মণ যাঁহারা ইহলোক পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ মানসিক কারণে ধর্মচারী সমচারী হন।

এইরূপ ধর্মচর্যা সমচর্যা হেতু পুণ্যবান সত্ত্ব দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

৫। হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন—"অহো, আমি কি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইতে পারিব? তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী। যদি ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর মহাশাল ব্রাহ্মণগণের, মহাশাল গৃহপতিগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী-ব্যক্তি আকঙ্খা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর চতুর্মাহারাজিক দেবগণের, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের, যাম দেবগণের, তুষিত দেবগণের, নির্মাণরতি দেবগণের, পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের, আভা দেবগণের, স্বল্পাভ দেবগণের, অল্পশুভ দেবগণের, শুভকৃৎস্ন দেবগণের, বৃহৎফল দেবগণের, সুদর্শন দেবগণের, সুদর্শী দেবগণের, অকনিষ্ঠ দেবগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে গৃহপতিগণ, যদি ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অনন্ত-আকাশায়তন-উপগত দেবগণের, অনন্ত-বিজ্ঞানায়তন-উপগত দেবগণের, অকিঞ্চনায়তন-উপগত দেবগণের, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-উপগত দেবগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি ঐ ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মাচারী সমচারী।

৬। ইহা বিবৃত হইলে বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগৃহপতিগণ ভগবানকে কহিলেন, "অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন, অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধযুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাদিগকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"[১]

॥ বৈরঞ্জক সূত্র সমাপ্ত ॥

মহাবেদল্য সূত্র (৪৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত[২] সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া

---

১. শালেয়ক ও বৈরঞ্জক সূত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। পূর্ব সূত্রে ধর্মচর্যাকে উদ্দেশ করিয়া এবং পরসূত্রে ধর্মচারীকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান ধর্মোপদেশ দিয়াছেন। এই মাত্র তফাৎ (প. সূ.)।

২. পাঠান্তরে মহাকোষ্ঠিক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন :

২। "বন্ধু, লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ, দুষ্প্রাজ্ঞ[১] বলে, কীসে লোক দুষ্প্রাজ্ঞ বলে।" "বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে না, তজ্জন্য লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ বলে।" "কী প্রকৃষ্টরূপে জানে না?" "ইহা দুঃখ, প্রকৃষ্টরূপে জানে না; ইহা দুঃখ-সমুদয়, প্রকৃষ্টরূপে জানে না; ইহা দুঃখ-নিরোধ, প্রকৃষ্টরূপে জানে না; ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ, প্রকৃষ্টরূপে জানে না। বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে না, প্রকৃষ্টরূপে জানে না, তজ্জন্য লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ বলে।"

৩। সাধুবাদ দিয়া আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাহা অনুমোদন করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, লোকে প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাবান বলে, কিসে লোক প্রজ্ঞাবান হয়?" "বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে, প্রকৃষ্টরূপে জানে, তজ্জন্য লোকে প্রজ্ঞাবান বলে।" "কী প্রকৃষ্টরূপে জানে?" "জানে, ইহা দুঃখ; জানে, ইহা দুঃখ-সমুদয়; জানে, ইহা দুঃখ-নিরোধ; জানে, ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ। বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে, প্রকৃষ্টরূপে জানে, তজ্জন্য লোকে প্রজ্ঞাবান বলে।"

৪। "বন্ধু, লোকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান[২] বলে। কীসে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়?" "বন্ধু, বিশেষভাবে জানে, বিশেষভাবে জানে, তজ্জন্য বিজ্ঞান বিজ্ঞান নামে কথিত হয়।" "কী বিশেষভাবে জানে?" "সুখ কী জানে; দুঃখ কী জানে; না-দুঃখ-না-সুখ কী জানে। বন্ধু, বিশেষভাবে জানে, বিশেষভাবে জানে, তজ্জন্য বিজ্ঞান নামে কথিত হয়।" "বন্ধু যাহা প্রজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান, এই দুই ধর্ম সংশ্লিষ্ট অথবা বিসংশ্লিষ্ট, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব বিজ্ঞাপন করা সম্ভব কি?" "বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা ও যাহা বিজ্ঞান, এই দুই ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে। বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব বিজ্ঞাপন করা সম্ভব নহে। যাহা প্রকৃষ্টরূপে জানে তাহা বিশেষভাবেও জানে, যাহা বিশেষভাবে জানে তাহা প্রকৃষ্টরূপেও জানে, তদ্ধেতু এই দুই ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব বিজ্ঞাপন করা সম্ভব নহে।" "বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে প্রজ্ঞা কদাপি দুষ্ট হয় না, অতএব এস্থলে দুষ্প্রজ্ঞ অর্থে নিষ্প্রজ্ঞ বা অপ্রাজ্ঞ বুঝিতে হইবে (প. সূ.)।

২. বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে, এস্থলে 'বিজ্ঞান' অর্থে বিদর্শন-বিজ্ঞান এব 'প্রজ্ঞা' অর্থে মার্গ-প্রজ্ঞা। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা সংশ্লিষ্ট, যেহেতু তাহারা একই বস্তু (জ্ঞানোপায়) এবং একই আলম্বন (জ্ঞানাশ্রয়) সাহায্যে একত্রে একই সময়ে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। একুপ্পাদ-একনিরোধ-একবত্থুক-একারম্মণতায় সংসট্‌ঠা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং যাহা বিজ্ঞান, বিসংশ্লিষ্ট নহে, সংশ্লিষ্ট এই দুই ধর্মের নানাকরণ (পৃথককরণ) হয় কিসে?" "বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান, বিসংশ্লিষ্ট নহে সংশ্লিষ্ট এই দুই ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞা বর্ধনযোগ্য[১] এবং বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়[২]।"

৫। "বন্ধু, লোকে বেদনা বেদনা বলে, কীসে বেদনা বেদনা বলিয়া কথিত হয়?" "বন্ধু, বেদনা বেদন (অনুভব) করে, বেদনা বেদন করে, তজ্জন্য বেদনা বেদন বলিয়া কথিত হয়।" "বেদনা কী বেদন করে?" "সুখ-বেদনা বেদন করে, দুঃখ-বেদনা বেদন করে, না-দুঃখ-না-সুখ-বেদনা বেদন করে। বন্ধু, বেদনা বেদন করে, বেদনা বেদন করে, তজ্জন্য বেদনা বেদন বলিয়া কথিত হয়।"

৬। "বন্ধু, লোকে সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলে, কীসে সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়?" "বন্ধু, প্রত্যক্ষে জানে, প্রত্যক্ষে জানে, তজ্জন্য সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়।" "প্রত্যক্ষে কী জানে?" "নীল কী জানে, পীত কী জানে, লোহিত কী জানে, অবদাত (শুভ্র) কী জানে।" "বন্ধু, প্রত্যক্ষে জানে, প্রত্যক্ষে জানে, তজ্জন্য সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়।"

৭। "বন্ধু, যাহা বেদনা, যাহা সংজ্ঞা, যাহা বিজ্ঞান, এই ধর্মত্রয় সংশ্লিষ্ট অথবা বিসংশ্লিষ্ট, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব প্রজ্ঞাপন করা সম্ভব কি?"

"বন্ধু, যাহা বেদনা, যাহা সংজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান, এই সকল ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব প্রজ্ঞাপন সম্ভব নহে। বন্ধু, (বেদনা) যাহা বেদন করে, (সংজ্ঞা) তাহা প্রত্যক্ষে জানে, (বিজ্ঞান) তাহাই বিশেষভাবে জানে, তদ্ধেতু এই সকল ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে এবং বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব প্রজ্ঞাপন সম্ভব নহে।[৩]

৮। "বন্ধু, পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত (নির্গত) পরিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞেয় কী?" "বন্ধু, পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত পরিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে অনন্ত আকাশ অর্থে গৃহীত আকাশায়তনই জ্ঞেয়, অনন্ত বিজ্ঞান অর্থে গৃহীত বিজ্ঞানায়তনই জ্ঞেয়, (অপর) কিছুই নাই অর্থে গৃহীত অকিঞ্চনায়তনই জ্ঞেয়।"

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, প্রজ্ঞার সহিত বিজ্ঞান বর্ধনীয় (প. সূ.)।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞা পরিজ্ঞেয় (প. সূ.)।

৩. বেদনার কাজ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় সম্পর্কে সুখ-দুঃখাদি ত্রিবিধ বেদনা অনুভব করা। সংজ্ঞার কাজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্যক জানা—ইহা নীল কী পীত, ইহা কীরূপ শব্দ, কী প্রকারের রস, ঘ্রাণ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের কাজ অনুভূত এবং জ্ঞাত বিষয়ের লক্ষণ এবং স্বরূপ বিশেষভাবে জান—ইহা কী নিত্য কিংবা অনিত্য, সুখ কিংবা দুঃখ, আত্মবাচ্য কিংবা অনাত্মবাচ্য। প্রজ্ঞার কাজ শুধু অনুভূত এবং জ্ঞাত বিষয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ জানা নহে, তাহা যথার্থ জানিয়া স্বকর্তব্য স্থির করিয়া মুক্তির উপায় নির্ধারণ করা এবং মুক্তির পথ অনুসরণ করা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বন্ধু জ্ঞেয় ধর্ম কিসের দ্বারা প্রজ্ঞাত হয়?" "বন্ধু, প্রজ্ঞা চক্ষু দ্বারাই জ্ঞেয় ধর্ম প্রজ্ঞাত হয়।" "বন্ধু প্রজ্ঞা কিসের জন্য?" "বন্ধু, প্রজ্ঞা অভিজ্ঞার জন্য, পরিজ্ঞার জন্য, প্রহাণের জন্য।"

৯। "বন্ধু, কত উপায়ে সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয়?" "বন্ধু, দ্বিবিধ উপায়ে সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পরমত শ্রবণ এবং যোনিশ মনস্কার, এই দ্বিবিধ উপায়েই সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয়।" "বন্ধু, কতগুণে গুণান্বিত হইলে সম্যকদৃষ্টি চিত্তবিমুক্তিফলপ্রসূ হয় এবং চিত্তবিমুক্তি সম্যকদৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়, সম্যকদৃষ্টি প্রজ্ঞাবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তিলাভেই সম্যকদৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়?" "বন্ধু, পঞ্চগুণে অনুগৃহীত হইলেই সম্যকদৃষ্টি চিত্তবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, চিত্তবিমুক্তি-লাভেই সম্যকদৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়, সম্যকদৃষ্টি প্রজ্ঞাবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-লাভেই সম্যকদৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়। বন্ধু, এস্থলে সম্যকদৃষ্টি শীলানুগৃহীত হয়, শ্রুত্যানুগৃহীত হয়, ধর্মালাপানুগৃহীত হয়, শমথানুগৃহীত হয়, বিদর্শনানুগৃহীত হয়। বন্ধু, এই পঞ্চগুণে অনুগৃহীত হইলেই সম্যকদৃষ্টি চিত্তবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, চিত্তবিমুক্তি লাভেই সম্যকদৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়, সম্যকদৃষ্টি প্রজ্ঞাবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, প্রজ্ঞাবিমুক্তি-লাভেই সম্যকদৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়।"

১০। "বন্ধু, ভব কত প্রকার?" "বন্ধু, ভব তিন প্রকার—কামভব, রূপভব ও অরূপভব।" "বন্ধু, কীরূপে অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়?" "বন্ধু, অবিদ্যা নীবরণে আবৃত এবং তৃষ্ণাসংযোজনে সংযোজিত সত্ত্বগণের তত্র তত্র (ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে) জন্মধারণে অভিলাষ হয়। এইরূপেই অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়।" "বন্ধু, কীরূপে অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় না?" "বন্ধু, অবিদ্যা-বিরতি-হেতু বিদ্যার উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণার নিরোধ-হেতু অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় না।"

১১। "বন্ধু, প্রথম ধ্যান কী?" "বন্ধু, ভিক্ষু সর্ব কাম অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ পীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ইহাই, বন্ধু, প্রথম ধ্যান বলিয়া কথিত হয়।" "বন্ধু, প্রথম ধ্যানের কয়টি অঙ্গ?" "বন্ধু, প্রথম ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গ; প্রথম ধ্যানসমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে বর্তিত হয় বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। এইরূপে, বন্ধু, প্রথম পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন হয়।" "বন্ধু, প্রথম ধ্যান কয় অঙ্গ-পরিহীন ও কয় অঙ্গে সমন্বিত হয়?" "বন্ধু, প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গপরিহীন ও পঞ্চাঙ্গসমন্বিত হয়। প্রথম ধ্যানসমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পঞ্চাঙ্গ পরিহীন হয়। এই ভিক্ষুর মধ্যে বর্তিত হয় বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। বন্ধু,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপে প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গপরিহীন ও পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত হয়।”

“বন্ধু, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ইহাদের নানাবিষয়, নানা গোচর, একের গোচর ও বিষয় অপরের গ্রাহ্য নহে। পঞ্চেন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়, যাহাদের নানা বিষয়, নানা গোচর এবং যাহারা একের গোচর ও বিষয় অন্যে উপভোগ করে না। এ হেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের (সাধারণ) প্রতিশরণ কী? কে ইহাদের সকলের গোচর ও বিষয় প্রত্যনুভব করে?” “বন্ধু, মনই[১] এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের (সাধারণ) প্রতিশরণ, মনই ইহাদের গোচর ও বিষয় প্রত্যনুভব করে।”

১২। “বন্ধু, ইহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়, যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়। বন্ধু, এই পঞ্চেন্দ্রিয় কীসে প্রতিষ্ঠিত থাকে?” “বন্ধু, ইহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়, যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়। বন্ধু, এই পঞ্চেন্দ্রিয় আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।” “বন্ধু, আয়ু কীসে প্রতিষ্ঠিত থাকে?” “আয়ু[২] উষ্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।” “বন্ধু, উষ্মা কীসে প্রতিষ্ঠিত থাকে?” “উষ্মা[৩] আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।” “বন্ধু, এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কথিত বিষয় এইভাবে জানিলাম যে, আয়ু উষ্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, উষ্মাও আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বন্ধু, কীরূপে তোমার এই কথিত বিষয়ের অর্থবোধ করিতে হইবে?”

“তাহা হইলে, বন্ধু, আমি তোমাকে একটি উপমা দিব, কারণ উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞব্যক্তি কথিত বিষয়ের অর্থবোধ করেন। যেমন, বন্ধু, জ্বলন্ত তৈলপ্রদীপে অচ্চির (বহ্নিশিখার) কারণ আভা (দীপ্তি) প্রতীয়মান হয় এবং আভার কারণ অর্চ্চি প্রতীয়মান হয়, তেমনভাবেই, বন্ধু, আয়ু উষ্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং উষ্মা আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।” বন্ধু, যাহা আয়ুসংস্কার (দেহস্থিতি) তাহাই বেদনীয় ধর্ম, অথবা আয়ুসংস্কার এক বস্তু বেদনীয় ধর্ম অপর বস্তু?” “বন্ধু, তাহাই আয়ুসংস্কার তাহাই বেদনীয় ধর্ম নহে। যদি, “বন্ধু, যাহা আয়ুসংস্কার তাহাই বেদনীয় ধর্ম হইত, তাহা হইলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-প্রাপ্ত ভিক্ষুর পুনরুত্থান[৪] দৃষ্ট হইত না। যেহেতু, বন্ধু, আয়ুসংস্কার এক বস্তু এবং বেদনীয় ধর্ম অপর এক বস্তু, সেই কারণেই সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-প্রাপ্ত ভিক্ষুর পুনরুত্থান দৃষ্ট হয়।”

---

১. এস্থলে ‘মন’ অর্থে জবন-মন, মনোদ্বারে কিংবা পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারে জবিত মন (প. সূ.)।

২. ‘আয়ু’ অর্থে জীবিতেন্দ্রিয় (প. সূ.)। আয়ুর্বেদের মতে “শরীর-জীবয়োর্যোগঃ আয়ুঃ”। “দেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগই (সংযুক্ত অবস্থাই) আয়ু।”

৩. ‘উষ্মা’ অর্থে কর্মজ তেজ, মূল জীবনীশক্তি (প. সূ.)।

৪. ভবাঙ্গচিত্তের (আলয় বিজ্ঞানের) পুনরুত্থান (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। "বন্ধু, এই জীবন্ত দেহ কয়টি ধর্ম পরিত্যাগ করিলে (শ্মশানে) পরিত্যক্ত ও অবক্ষিপ্ত হইয়া অচেতন-কাষ্ঠবৎ (ভূতলে) শায়িত হয়?" "বন্ধু, যখন এই জীবন্ত দেহ আয়ু, উষ্মা এবং বিজ্ঞান, এই তিন ধর্ম পরিত্যাগ করে তখন ইহা (শ্মশানে) পরিত্যক্ত ও অবক্ষিপ্ত হইয়া অচেতন-কাষ্ঠবৎ (ভূতলে) শায়িত হয়।" "বন্ধু, যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কী?" "বন্ধু, যিনি মৃত কালগত তাঁহার কায়-সংস্কার (জীবনক্রিয়া)[১] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক-সংস্কার (বচনক্রিয়া)[২] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, আয়ু পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিভিন্ন (ছিন্নভিন্ন) হয়; এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন তাঁহারাও কায়-সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক-সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্তসংস্কার[৩] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ হয়, (কিন্তু) আয়ু পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল) থাকে। বন্ধু, যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁহাদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

১৪। "বন্ধু, না-দুঃখ-না-সুখ (সুখদুঃখাতীত) চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির কয়টি উপায়?" "বন্ধু, না-দুঃখ-না-সুখ চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির চারিটি উপায়। বন্ধু, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ পরিহার করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বন্ধু, না-দুঃখ-না-সুখ চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির এই চারিটি উপায়।" "বন্ধু, অনিমিত্ত[৪] চিত্তবিমুক্তি[৫] সমাপত্তির কয়টি উপায়?" "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির দুইটি উপায়। সর্ব নিমিত্তের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের) প্রতি অমনস্কার এবং অনিমিত্ত (নির্বাণ) ধাতুর প্রতি মনস্কার। "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির এই দুইটি উপায়।" "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-স্থিতির কয়টি উপায়।" "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-স্থিতির তিনটি উপায়।" সর্বনিমিত্তের প্রতি অমনস্কার, অনিমিত্ত (নির্বাণ) ধাতুর প্রতি মনস্কার এবং পূর্ব হইতে অভিসংস্কার

---

১. কায়-সংস্কার অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাস (প. সূ.)।
২. বাক-সংস্কার অর্থে বিতর্ক ও বিচার (প. সূ.)।
৩. চিত্ত সংস্কার অর্থে সংজ্ঞা ও বেদনা (প. সূ.)। পতঞ্জলির ভাষায় চিত্তবৃত্তি।
৪. চারি পৃথক পৃথক উপায় নহে, যেহেতু সমস্তই চতুর্থ ধ্যানের অঙ্গীভূত।
৫. বুদ্ধঘোষের মতে অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি অর্থে বিদর্শন, চারি অরূপ ধ্যান, চারি লোকোত্তর মার্গ ও চারি লোকোত্তর ফল। বিদর্শন নিত্যনিমিত্ত, সুখনিমিত্ত ও আত্মনিমিত্ত উদ্ঘাটিত (নিরস্ত) করে, এই অর্থে অনিমিত্ত। চারি অরূপ ধ্যানে রূপনিমিত্ত বিদ্যমান থাকে না, এই অর্থে অনিমিত্ত। ক্লেশের অভাবহেতু লোকোত্তর মার্গ ও ফল অনিমিত্ত (প. সূ.)। বিশদব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(সময় নির্ধারণ)। "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-স্থিতির এই তিনটি উপায়।" "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি হইতে উত্থানের কয়টি উপায়।" "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি হইতে উত্থানের দুইটি উপায়—সর্বনিমিত্তের প্রতি মনস্কার এবং অনিমিত্ত (নির্বাণ) ধাতুর প্রতি অমনস্কার। "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি হইতে উত্থানের এই দুইটি উপায়।"

১৫। "বন্ধু, যাহা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি, যাহা আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি, যাহা শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি এবং যাহা অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি, এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক অথবা অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" "বন্ধু, এমন এক ব্যাখ্যাপ্রণালী আছে যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে- এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক। বন্ধু, এমন এক ব্যাখ্যাপ্রণালীও আছে যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।" "বন্ধু, সেই ব্যাখ্যাপ্রণালী কী যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" "বন্ধু, এখানে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণাসহগত, মুদিতা-সহগত এবং উপেক্ষা-সহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ। বন্ধু, ইহাকেই বলে অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি।" "বন্ধু, আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি কী?" "বন্ধু, এখানে ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-আয়তন সমতিক্রম করিয়া অকিঞ্চনায়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বন্ধু, ইহাকেই বলে আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি।" "বন্ধু, শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি কী?" "বন্ধু, এখানে ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত কিংবা শূন্যাগারগত হইয়া এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন—এই জগৎ আত্মা-বিরহিত কিংবা আত্মবস্তু-বিরহিত, অনাত্মীয়।" "বন্ধু, ইহাকেই বলে শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি।" "বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি কী?"

"বন্ধু, এখানে ভিক্ষু সকল নিমিত্তের প্রতি অন্যমনস্ক হইয়া অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বন্ধু, ইহাকেই বলে অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি।" "বন্ধু, ইহাই সেই ব্যাখ্যাপ্রণালী যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।" "বন্ধু, সেই ব্যাখ্যাপ্রণালী কী যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" "বন্ধু, রাগই প্রমাণ-করণ, দ্বেষই প্রমাণ-করণ, মোহই প্রমাণ-করণ।" ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মত্রয় প্রহীণ, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। বন্ধু, অপ্রমেয় যত চিত্তবিমুক্তি আছে, অটল চিত্তবিমুক্তিই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য। "বন্ধু, রাগই কিঞ্চন, দ্বেষই কিঞ্চন, মোহই কিঞ্চন। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে এই ধর্মত্রয় প্রহীণ, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। বন্ধু, আকিঞ্চন্য যত চিত্তবিমুক্তি আছে তন্মধ্যে অটল চিত্তবিমুক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য। বন্ধু, রাগই নিমিত্ত-করণ, দ্বেষই নিমিত্ত-করণ, মোহই নিমিত্ত-করণ। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মত্রয় প্রহীণ, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। "বন্ধু, অনিমিত্ত যত চিত্তবিমুক্তি আছে তন্মধ্যে অটল চিত্তবিমুক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, মোহশূন্য। বন্ধু, ইহাই সেই ব্যাখ্যাপ্রণালী যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।"

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিরেন; আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাবেদল্য সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্রবেদল্য সূত্র (৪৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান রাজগৃহ-সমীপে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে কলন্দক[২] নিবাপে[৩]। উপাসক বিশাখ[৪] ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তাকে কহিলেন :

২। "আর্যে, লোকে সৎকায়, সৎকায়[৫] বলে। আর্যে, ভগবদুক্ত সৎকায় কী?"

---

১. রাজগৃহ পঞ্চপর্বত-পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানী। ইহার আধুনিক নাম রাজগির। বেণুবন রাজগৃহের উত্তর দ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

২. বেণুবন মগধরাজ বিম্বিসারের রাজোদ্যান বিশেষ। বিম্বিসার পরে এই রাজোদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য উৎসর্গ করেন।

৩. বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে কলন্দক-নিবাপ, করন্দক-নিবাপ এই দুই নাম পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটকগণ করণ্ড বেণুবন নামেই উক্ত বিহারকে অভিহিত করিয়াছেন। পালি অটঠকথার ব্যাখ্যানুসারে কলন্দক অর্থে কাঠবিড়াল, এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মতে কলন্দক অর্থে কাকজাতীয় পক্ষী বিশেষ।

৪. ধর্মদত্তার প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব সম্পর্কে বিশাখ তাঁহার স্বামী।

৫. সৎকায় অর্থে আত্ম, ব্যক্তিত্ব, পৃথক পৃথক সত্ত্বা, ব্যক্তিত্বের আধার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিশাখ, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই[1] ভগবদুক্ত সৎকায়, যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। বিশাখ, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই ভগবদুক্ত সৎকায়।" "সাধু, আর্যে," বলিয়া উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তার উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্যে, লোকে সৎকায়-সমুদয়, সৎকায়-সমুদয় বলে। আর্যে, ভগবদুক্ত সৎকায়-সমুদয় কী?" "বিশাখ, যে তৃষ্ণা পুনর্ভব-উৎপাদিকা, নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র তত্র জন্মলাভের জন্য অভিলাষিণী, যথা কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা, তাহাই ভগবদুক্ত সৎকায়-সমুদয়।" "আর্যে, লোকে সৎকায়-নিরোধ, সৎকায়-নিরোধ বলে। আর্যে, ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধ কী?" "বিশাখ, তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ ও পরিবিসর্জনে যাহা অনালয় মুক্তি তাহাই ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধ।" "আর্যে, লোকে সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ বলে। আর্যে ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ কী?" "বিশাখ, এই অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গই ভগবদুক্ত সৎসায়-নিরোধগামী প্রতিপদ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।" "আর্যে, যাহা উপাদান তাহাই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ কিংবা উপাদান পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কিছু?" "বিশাখ, যাহা উপাদান তাহাও যেমন পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ নহে, পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হইতে উপাদানও তেমন স্বতন্ত্র কিছু নহে।" "বিশাখ, পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে[2] যাহা ছন্দরাগ (প্রেমাসক্তি) তাহাই সে ক্ষেত্রে উপাদান।

৩। "আর্যে, কীরূপে লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয়?" "বিশাখ, অশ্রুতবান পৃথকজন, যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিম্বা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। বিশাখ, এইরূপেই লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয়।"[3]

৪। "আর্যে, কিরূপে লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হন না?" "বিশাখ, শ্রুতবান

---

১. উপাদানক্খন্ধা তি উপাদান-পচ্চযভূতা খন্ধা (প. সূ.)। যে সকল স্কন্ধ উপাদান বা আসক্তির মূলাধার।

২. পঞ্চস্কন্ধের প্রতি প্রেমাসক্তিই উপাদান এবং এই উপাদানই ব্যক্তিত্বের আধার। পঞ্চস্কন্ধই উপাদানের অবলম্বিত বিষয়। মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে উপাদান সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত। বিশদ আলোচনা পরিশিষ্টে : দ্র.।

৩. মূল-পর্যায়-সূত্র দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন, সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, রূপে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না, আত্মায় রূপ দেখেন না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। বিশাখ, এইরূপেই লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হন না।”[১]

৫। “আর্যে, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ কী?” “বিশাখ, ইহাই অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।” “আর্যে, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ ‘সংস্কৃত’ (কৃতধর্মী)।”কিংবা অসংস্কৃত (অকৃতধর্মী)?” “বিশাখ, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ ‘সংস্কৃত’ (কৃতধর্মী)।” “আর্যে, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গে তিন স্কন্ধ সংগৃহীত কিংবা তিন স্কন্ধে অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ সংগৃহীত?” “বিশাখ, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গে তিন স্কন্ধ সংগৃহীত নহে, তিন স্কন্ধেই অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ সংগৃহীত।” বিশাখ, যাহা সম্যক বাক, যাহা সম্যক কর্ম এবং যাহা সম্যক জীবিকা, এই (তিন) বিষয় শীলস্কন্ধে, যাহা সম্যক ব্যায়াম, যাহা সম্যক স্মৃতি এবং যাহা সম্যক সমাধি, এই (তিন) বিষয় সমাধিস্কন্ধে, এবং যাহা সম্যক দৃষ্টি ও যাহা সম্যক সঙ্কল্প, এই (দুই) বিষয় প্রজ্ঞাস্কন্ধে সংগৃহীত[২]।” “আর্যে, সমাধি কী, সমাধি-নিমিত্ত কী, সমাধি-উপকরণ কী, সমাধি-ভাবনা কী?” “বিশাখ, চিত্তের যে একাগ্রতা তাহাই সমাধি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান সমাধি-নিমিত্ত, চারি সম্যকপ্রধান সমাধি-উপকরণ, এবং যাহা এই (তিন) বিষয়ের আসেবন, ভাবন, বহুলকরণ তাহাই তৎস্থলে সমাধি-ভাবনা।”

৬। “আর্যে, সংস্কার কত প্রকার?” “বিশাখ, এই তিন প্রকার সংস্কার—কায়-সংস্কার, বাক-সংস্কার, চিত্ত-সংস্কার।” “আর্যে, কায়-সংস্কার কী, বাক-সংস্কার কী, চিত্ত-সংস্কার কী?” “বিশাখ, শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার, বিতর্ক-বিচার বাক-সংস্কার, সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্ত-সংস্কার।” “আর্যে, কী কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার, কী কারণে বিতর্ক বিচার বাক-সংস্কার, কী কারণে সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্ত-সংস্কার?” “বিশাখ, শ্বাস-প্রশ্বাস কায়িক, ইহারা কায়-প্রতিবদ্ধ, তজ্জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার।” “বিশাখ, পূর্বে বিতর্ক-বিচার করিয়া পরে বাক্য উচ্চারণ করে, তজ্জন্য বিতর্ক-বিচার বাক-সংস্কার। সংজ্ঞা ও বেদনা চৈতসিক (চিত্তগত ধর্ম), এই (দুই) ধর্ম চিত্ত-প্রতিবদ্ধ, তজ্জন্য সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্ত-

---

১. ঐ

২. অষ্টাঙ্গ আর্য মার্গ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন ভাগে বিভক্ত, ইহাই সংক্ষেপে বলিবার উদ্দেশ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কার।”

৭। “আর্যে, কীরূপে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি লাভ হয়?” “বিশাখ, যে ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি সংপ্রাপ্ত হন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তা হয় না যে, তিনি এই সমাপত্তি সংপ্রাপ্ত হইবেন কিংবা তিনি ইহা সংপ্রাপ্ত হইতেছেন, অথবা তিনি ইহা সংপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্বে হইতে তাঁহার চিত্ত এইভাবে সুভাবিত যে তাহাতে অক্লেশে তদবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।” “আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-সমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে কোন ধর্ম প্রথম নিরুদ্ধ হয়, তাহা কি কায়-সংস্কার, বাক-সংস্কার কিংবা চিত্ত-সংস্কার?” “বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-সমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে প্রথম নিরুদ্ধ হয় কায়সংস্কার, তারপর বাক-সংস্কার, তারপর চিত্ত-সংস্কার।” “আর্যে, কীরূপে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে পুনরুত্থান হয়?” “বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিতে হইলে ভিক্ষুর মনে এইরূপ কোনো চিন্তা হয় না যে, তিনি এই সমাপত্তি হইতে উঠিবেন, উঠিতেছেন অথবা উঠিয়াছেন। পূর্ব হইতে এ বিষয়ে তাঁহার চিত্ত এমন সুভাবিত থাকে যাহাতে সহজেই তদবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।” “আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উঠিবার সময় ভিক্ষুর মধ্যে কোন ধর্ম প্রথম জাগ্রত হয়, তাহা কি কায়-সংস্কার, বাক-সংস্কার কিংবা চিত্ত-সংস্কার?” “বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উঠিবার সময় ভিক্ষুর মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয় চিত্ত-সংস্কার, তারপর কায়-সংস্কার, তারপর বাক-সংস্কার।” “আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুকে কায় স্পর্শে স্পর্শ করে?” “বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুকে এই তিন স্পর্শে স্পর্শ করে—শূন্যতা স্পর্শ, অনিমিত্ত স্পর্শ, অপ্রণিহিত স্পর্শ।[১]” “আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুর চিত্ত কী অভিমুখী, কী প্রবণ, কী প্রাগ্‌ভার?” “বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকাভিমুখী, বিবেক-প্রবণ, বিবেক-প্রাগ্‌ভার।”

৮। “আর্যে, বেদনা কত প্রকার?” “বিশাখ, এই তিন প্রকার বেদনা—সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা।” “আর্যে, সুখ বেদনা কী, দুঃখ বেদনা কী, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা কী?” “বিশাখ, অনুভূত যে কায়িক কিংবা চৈতসিক বেদনা সুখ সাত তাহাই সুখ বেদনা। বিশাখ, অনুভূত যে কায়িক কিংবা চৈতসিক বেদনা দুঃখ অসাত তাহাই দুঃখ বেদনা। বিশাখ, অনুভূত যে কায়িক

---

১. রাগ-দ্বেষ-মোহ-শূন্য অর্থে নির্বাণ শূন্যতা, রাগ-দ্বেষাদি নিমিত্ত-অভাবে নির্বাণ অনিমিত্ত, এবং রাগ-দ্বেষাদি প্রণিধি-অভাবে নির্বাণ অপ্রণিহিত (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিংবা চৈতসিক বেদনা না-সাত-না-অসাত তাহাই না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা।” “আর্যে, সুখ বেদনায় সুখ কী, দুঃখ কী? দুঃখ বেদনায় সুখ কী, দুঃখ কী? না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় সুখ কী, দুঃখ কী? বিশাখ, সুখ বেদনায় স্থিতি সুখ, বিপরিণাম দুঃখ। দুঃখ বেদনায় স্থিতি দুঃখ, বিপরিণাম সুখ। না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় সজ্ঞান সুখ, অজ্ঞান দুঃখ।” “আর্যে, সুখ বেদনায় কোন অনুশয় অনুশয়ন করে, দুঃখ বেদনায় কোন অনুশয়[১] অনুশয়ন করে, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় কোন অনুশয় অনুশয়ন করে?” “বিশাখ, সুখ বেদনায় রাগানুশয় অনুশয়ন করে, দুঃখ বেদনায় প্রতিঘানুশয় অনুশয়ন করে, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে।” “আর্যে, সকল সুখ বেদনায় কী রাগানুশয়, সকল দুঃখ বেদনায় কী প্রতিঘানুশয়, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় কী অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে?” বিশাখ, সকল সুখ বেদনায় রাগানুশয়, সকল দুঃখ বেদনায় প্রতিঘানুশয়, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে না।” “আর্যে, সুখ বেদনায় পরিহার্য কী, দুঃখ বেদনায় পরিহার্য কী, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় পরিহায্য কী?” বিশাখ, সুখ বেদনায় পরিহার্য রাগানুশয়, দুঃখ বেদনায় পরিহার্য প্রতিঘানুশয়, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় পরিহার্য অবিদ্যানুশয়।” “আর্যে, সকল সুখ বেদনায় কি রাগানুশয় পরিহার্য, সকল দুঃখ বেদনায় কী প্রতিঘানুশয় পরিহার্য, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় পরিহার্য?” “বিশাখ, সকল সুখ বেদনায় রাগানুশয়, সকল দুঃখ বেদনায় প্রতিঘানুশয়, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় পরিহার্য নহে। বিশাখ, এখানে ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ-প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, তাহা দ্বারা অনুরাগ পরিত্যাগ করেন, সে ক্ষেত্রে রাগানুশয় অনুশয়ন করে না। তখন ভিক্ষু এইভাবে স্বমনে পর্যালোচনা করেন—কখন আমি সেই ধ্যানায়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব, যেই আয়তনে আর্যগণ বর্তমান সময়ে অবস্থান করেন। এইরূপে অনুত্তর বিমোক্ষে[২] স্পৃহা উৎপন্ন হইলে ঐ স্পৃহার কারণ দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা (ভিক্ষু) প্রতিঘ পরিত্যাগ করেন, সে ক্ষেত্রে প্রতিঘানুশয় অনুশয়ন করে না। বিশাখ, এখানে ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ পরিহার করিয়া এবং পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য পরিহার করিয়া সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, তাহা দ্বারা অবিদ্যা পরিহার করেন, সে ক্ষেত্রে অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে না।”

---

১. অনুশয় অর্থে যে আগন্তুক দোষ চিত্তে গুপ্তভাবে শায়িত থাকে বা অবস্থান করে।
২. অনুত্তর বিমোক্ষ অর্থে অর্হত্ত্ব (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। "আর্যে, সুখ বেদনার প্রতিভাগ কী? "বিশাখ, সুখ বেদনার (অসদৃশ) প্রতিভাগ দুঃখ; সদৃশ প্রতিভাগ অনুরাগ।" "আর্যে, দুঃখ বেদনার প্রতিভাগ কী?" "বিশাখ, দুঃখ বেদনার (অসদৃশ) প্রতিভাগ সুখ, (সদৃশ) প্রতিভাগ প্রতিঘ।" আর্যে, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনার প্রতিভাগ কী?" "বিশাখ, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনার (অসদৃশ) প্রতিভাগ অবিদ্যা, (সদৃশ প্রতিভাগ বিদ্যা)।" "আর্যে, অবিদ্যার (অসদৃশ) প্রতিভাগ কী?" "বিশাখ, অবিদ্যার (অসদৃশ) প্রতিভাগ বিদ্যা।" "আর্যে, বিদ্যার (সদৃশ) প্রতিভাগ কী?" "বিশাখ, বিদ্যার (সদৃশ) প্রতিভাগ বিমুক্তি।" "আর্যে, বিমুক্তির (সদৃশ) প্রতিভাগ কী?" "বিশাখ, বিমুক্তির (সদৃশ) প্রতিভাগ নির্বাণ।" "আর্যে, নির্বাণের (সদৃশ) প্রতিভাগ কী?"[১] "বিশাখ, সীমাতিরিক্ত তোমার এই প্রশ্ন, তোমার প্রশ্নসমূহের সমাপ্তি যে আমি ধরিতে অক্ষম।[২] বিশাখ, ব্রহ্মচর্য নির্বাণাবগাঢ়, নির্বাণ-পরায়ণ, নির্বাণই ইহার পরিসমাপ্তি। বিশাখ, ইচ্ছা করিলে ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার এবং যেভাবে তিনি উহার উত্তর প্রদান করেন সেভাবে তুমি তাহা অবধারণ করিতে পার।"

১০। অনন্তর উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তার উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া ভিক্ষুণী ধর্মদত্তাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তার সহিত তাঁহার যত আলাপ-সালাপ হইয়াছিল তৎসমস্তই ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন। তাহা বিবৃত হইলে ভগবান বিশাখ উপাসককে কহিলেন, "বিশাখ, ধর্মদত্তা পণ্ডিত ভিক্ষুণী, ধর্মদত্তা মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্না ভিক্ষুণী। বিশাখ, যদি তুমি আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমি সেভাবেই ইহার সমাধান করিব যেভাবে ভিক্ষুণী ধর্মদত্তা ইহার সমাধান করিয়াছেন। ইহাই ইহার অর্থ বটে, তুমি এইরূপেই ইহা অবধারণ কর।"

---

১. মূল পাঠে গোলযোগ আছে। দ্বিবিধ পাঠের সামঞ্জস্য করিয়া উপরে অনুবাদটি প্রদত্ত হইয়াছে। পালিতে প্রতিভাগ অর্থে যাহা প্রতিপক্ষ অথবা যাহা স্বপক্ষ বা সদৃশ। বুদ্ধঘোষের মতে এস্থলে প্রতিভাগ সদৃশ প্রতিভাগ অথবা বিসদৃশ প্রতিভাগ। আমাদের মতে প্রতিভাগ শব্দটি প্রতিক্রিয়া অর্থে গ্রহণ করিলেই মূলের অর্থ সুন্দর হয়। সুখ বেদনার বিসদৃশ প্রতিক্রিয়া দুঃখ বেদনা, সদৃশ প্রতিক্রিয়া রাগ বা অনুরাগ ইত্যাদি।

২. ধর্মদত্তা বলিতে চাহেন যে বিশাখের প্রশ্ন অনবস্থাদোষে দুষ্ট। নির্বাণের প্রতিভাগ এমনকিছুই নাই যাহাতে উহার সহিত সাদৃশ্য বিধান করা যাইতে পারে। নির্বাণই স্বয়ং নির্বাণের বর্ণনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; প্রসন্নচিত্তে উপাসক বিশাখ ভগবদুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্র-বেদল্য সূত্র সমাপ্ত ॥

ক্ষুদ্র ধর্মসমাদান সূত্র (৪৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত," বলিয়া ঐ ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার ধর্মসমাদান (আছে)। চারি প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখ-বিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখ-বিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাক; (আর) এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

৩। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখ-বিপাক? হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—"কামে দোষ নাই।" (এই মতানুবর্তী হইয়া) তাঁহারা কামরসপানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা মৌলিবদ্ধা পরিব্রাজিকাগণের সহিত কামাচারে রত হন। তাঁহারা বলেন—"কামে অনাগত–ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণব্রাহ্মণগণ কাম-পরিহারের কথা বলেন, জ্ঞানত কাম-পরিত্যাগের উপায় নির্দেশ করেন। কিন্তু এই তরুণী, কোমল-কায় ও 'লোমশা' পরিব্রাজিকাগণের বাহুস্পর্শে কত সুখ," (এই ভাবিয়া) তাঁহারা কামোপভোগে রত হন। কামোপভোগে রত হইয়া তাঁহারা দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন। তাঁহারা তথায় তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহারা একথা বলেন—"কামে অনাগত-ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণব্রাহ্মণগণ কাম-পরিহারের কথা বলেন, জ্ঞানত কাম-পরিত্যাগের উপায় নির্দেশ করেন; (আর) আমরা কাম-হেতু, কাম-কারণ তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছি।" হে ভিক্ষুগণ, মনে কর গ্রীষ্মের শেষ মাসে মালুর (পত্রলতার) ফল ধরিয়া পক্ক হইল। অতঃপর, হে ভিক্ষুগণ, ঐ মালুবীজ কোনো এক শালমূলে পতিত হইল। উহাতে ঐ শালবৃক্ষবাসী দেবতা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া সন্ত্রাস প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ঐ শালবৃক্ষবাসী দেবতার মিত্র-পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্ব, যত আরাম-দেবতা, বন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবতা, বৃক্ষ-দেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-অধিবাসী দেবতা আসিয়া ও সমবেত হইয়া তাঁহাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন, "মাভৈঃ। তুমি ভয় করিও না। শালমূলে পতিত মালুবীজ এত অল্প যে তাহা হয়ত ময়ূর গিলিয়া ফেলিবে, অথবা মৃগ ভক্ষণ করিবে, অথবা দাবানল দগ্ধ করিবে, অথবা বনকর্মীগণ তুলিয়া লইবে, অথবা উই উঠিবে, যাহাতে মালুবীজ অবীজে পরিণত হইবে।" কিন্তু কার্যত ঐ মালুবীজ ময়ূরও গিলিল না, মৃগও ভক্ষণ করিল না, দাবানলও দগ্ধ করিল না, বনকর্মীরাও উঠাইল না, উইও উঠিল না, মালুবীজ মালুবীজই রহিল। তাহা সুমেঘের জলে যথাযথভাবে বিরূঢ় হইল। ঐ বীজ হইতে তরুণ, কোমল, রোমশ ও বিলম্বী মালুলতা উৎপন্ন হইয়া ঐ শালবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া বসিল। তখন ঐ শালবৃক্ষবাসী দেবতার মনে এই চিন্তা উদিত হইতে পারে—"এ কী হইল, মালুবীজে অনাগত–ভয় দেখিয়া আমার যত মহানুভব মিত্র-পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্ব, যত আরাম-দেবতা, বন-দেবতা, বৃক্ষ-দেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-অধিবাসী দেবতা আসিয়া ও সম্মিলিত হইয়া আমাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন, 'মাভৈ, তুমি ভয় করিও না। শালমূলে পতিত মালুবীজ এত অল্প যে তাহা হয়ত ময়ূর গিলিয়া ফেলিবে, অথবা মৃগ ভক্ষণ করিবে, অথবা দাবানল দগ্ধ করিবে, অথবা বনকর্মীরা উঠাইয়া লইবে, অথবা উই উঠিবে, যাহাতে মালুবীজ অবীজে পরিণত হইবে।' [কিন্তু দেখিতেছি] এই তরুণ, মৃদুকায়, লোমশ ও শাখাবিলম্বী মালুলতার সংস্পর্শ সুখদ।" মালুলতা ঐ শালবৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিল। মালুলতা ঐ শালবৃক্ষ পরিবেষ্টন করিয়া শালশাখার উপর বিটপী (ছত্র) নির্মাণ করিয়া (নিম্নে) অবঘন জন্মাইয়া ঐ শালবৃক্ষের বৃহৎ কাণ্ড প্রদালিত করিল। তখন ঐ শালবৃক্ষবাসী দেবতার মনে এই চিন্তা হইতে পারে—"মালুবীজে অনাগত-ভয় দেখিয়া আমার যত মহানুভব মিত্র-পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্ব, যত আরাম-দেবতা, বন-দেবতা, বৃক্ষ-দেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-অধিবাসী দেবতা আসিয়া ও সম্মিলিত হইয়া আমাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন, 'মাভৈঃ, তুমি ভয় করিও না। শালমূলে পতিত মালুবীজ এত অল্প যে তাহা হয়ত ময়ূর গিলিয়া ফেলিবে, অথবা মৃগ ভক্ষণ করিবে, অথবা দাবানল দগ্ধ করিবে, অথবা বনকর্মীরা উঠাইয়া লইবে, অথবা উই উঠিবে, যাহাতে মালুবীজ অবীজে পরিণত হইবে। (অথচ) আমি মালুবীজ-হেতু তীব্র দুঃখ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছি।" সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—"কামে দোষ নাই।" [এই মতানুবর্তী হইয়া] তাঁহারা কামরসপানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা মৌলিবদ্ধা পরিব্রাজিকাগণের সহিত কামাচারে রত হন। তাঁহারা বলেন, "কেন কামে অনাগত-ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কাম পরিহারের কথা নির্দেশ করেন। কিন্তু এই তরুণী, কোমলকায় ও লোমশা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্রাজিকাগণের বাহুস্পর্শে কত সুখ।” [এই ভাবিয়া] তাঁহারা কাম-উপভোগে রত হন। কাম-উপভোগে রত হইয়া তাঁহারা দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন। তাঁহারা তথায় তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহারা এ কথা বলেন—“কামে অনাগত-ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কাম পরিহারের উপায় নির্দেশ করেন; (আর) আমরা কাম-হেতু, কাম-কারণ তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছি।” হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্ম-সমাদান যাহা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখ-বিপাক।

৪। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্ম-সমাদান কী যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতেও দুঃখ-বিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ মুক্তচারী ও হস্তাবলেহী অচেলক হন। ‘ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন’ বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষান্ন প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করেন না, কোনো নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন না, কুম্ভিমুখ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা হাতার আঘাতে ব্যথা পায়), কটোরাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়), উনান মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়), মুষল মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না, যেখানে দুইজন ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়), গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়), শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে শিশুর কষ্ট হয়), স্বামী-সহবাস কালে স্ত্রীলোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে), ঘোষিত ‘ভাণ্ডার’ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, যেখানে আহারের আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহার উদ্দেশ্যে একত্রে সঞ্চরণ করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, সুরা মৈয়ের ও মদ্য পান করেন না, মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করেন, ... মাত্র সপ্ত গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে সাত গ্রাস ভোজন করেন, মাত্র এক দত্তিতে দিন যাপন করেন, ... মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করেন, একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর, ... সপ্তাহ অন্তর, এইরূপে অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজন নিরত হইয়া অবস্থান করেন। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দর্দুরভোজী, শৈবালভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিণ্যাকভোজী, তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহারী কিংবা ভূপতিত-ফলভোজী হইয়া দিন যাপন করেন। শাণ-বাকচেল পরিধান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, মশানলব্ধ বসন পরিধান করেন, শবাচ্ছাদন পরিধান করেন, পাংশুমূল পরিধান করেন, তিরীট (বল্কল) পরিধান করেন, অজিন পরিধান করেন, কুশচীর, বাকচীর, ফলকচীর পরিধান করেন, কেশকম্বল পরিধান করেন, ব্যালকম্বল পরিধান করেন, উলূকপক্ষ-নির্মিত বসন পরিধান করেন, কেশশ্মশ্রু উৎপাটনে নিরত হন, উদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া আসন পরিত্যাগী হন, উৎকুটিক হইয়া উৎকুটিক সাধনে নিরত হন, কণ্টকশায়ী হইয়া কণ্টক-শয্যায় শয়ন করেন, দিবসে তিনবার উদকাবরোহণ কার্যে নিরত হন। এইরূপে বহু প্রকার, বহুবিধ কায়তাপন পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন। [ফলে] দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখ-বিপাক।

৫। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ প্রকৃতিতে তীব্ররাগজাতীয় হইয়া অনুক্ষণ রাগজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন, প্রকৃতিতে তীব্রমোহজাতীয় হইয়া অনুক্ষণ মোহজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া অশ্রুসিক্তমুখে রোদন করিতে করিতে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, [এবং] দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।

৬। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক? এখানে কেহ কেহ প্রকৃতিতে তীব্ররাগজাতীয় নহেন [বলিয়া] অনুক্ষণ রাগজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন না; প্রকৃতিতে তীব্রদ্বেষজাতীয় নহেন [বলিয়া] অনুক্ষণ দ্বেষজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন না; প্রকৃতিতে তীব্র মোহজাতীয় নহেন [বলিয়া] অনুক্ষণ মোহজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন না। এহেন ব্যক্তি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন; বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী নির্বিতর্ক নির্বিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান, ক্রমে তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেরও সুখবিপাক।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্বিধ ধর্মসমাদান।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ভিক্ষুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্র-ধর্মসমাদান সূত্র ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহা-ধর্মসমাদান সূত্র (৪৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত," বলিয়া ঐ ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, অধিকাংশ জীবের এইরূপ কামনা, এইরূপ ছন্দ (অভিলাষ), এইরূপ অভিপ্রায়—"অহো, আমরা কি অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিবর্জন [এবং] ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত করিতে পারিব?" হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের এইরূপ কামনা, এইরূপ ছন্দ ও এইরূপ অভিপ্রায় সত্ত্বেও অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত [এবং] ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি প্রত্যেকে তাহার কারণ কী অনুধাবন করিবে না? "প্রভো, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, ইহা ভগবৎ পরিচালিত, ভগবানই ইহার প্রতিশরণ। অতএব, প্রভো, ভগবানই স্বয়ং সুন্দরভাবে এই উক্তির অর্থ প্রতিভাত করুন, ভগবৎ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ (তাহা) অবধারণ করিবে।" তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩। হে ভিক্ষুগণ, এখানে অশ্রুতবান পৃথকজন যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত সে সেবনীয় ধর্ম জানে না, অসেবনীয় ধর্ম জানে না, ভজনীয় ধর্ম জানে না, অভজনীয় ধর্ম জানে না। সে সেবনীয় ধর্ম না জানিয়া, অসেবনীয় ধর্ম না জানিয়া, ভজনীয় ধর্ম না জানিয়া অভজনীয় ধর্ম না জানিয়া অসেবনীয় ধর্মের সেবা করে, সেবনীয় ধর্মের সেবা করে না, অভজনীয় ধর্মের ভজন করে, ভজনীয় ধর্মের ভজনা করে না। অসেবনীয় ধর্মের সেবা, সেবনীয় ধর্মের অসেবন, অভজনীয় ধর্মের ভজনা, ভজনীয় ধর্মের অভজনা হইতে তাহার মধ্যে অনিষ্টকর, অক্লান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত [এবং] ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার পক্ষে হয়।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যিনি আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শনলাভ করিয়াছেন, যিনি সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি সেবনীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার ফলে, অসেবনীয় ধর্ম জানিবার ফলে, ভজনীয় ধর্ম জানিবার ফলে, অভজনীয় ধর্ম জানিবার ফলে অসেবনীয় ধর্মের সেবা করেন না, সেবনীয় ধর্মের সেবা করেন, অভজনীয় ধর্মের ভজনা করেন না, ভজনীয় ধর্মের ভজনা করেন। অসেবনীয় ধর্মের অসেবন, সেবনীয় ধর্মের সেবা, অভজনীয় ধর্মের অভজনা এবং ভজনীয় ধর্মের ভজনা হইতে তাঁহার মধ্যে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ এবং ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার পক্ষে হয়।

৪। হে ভিক্ষুগণ, এই চারিপ্রকার ধর্মসমাদান। চারি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখ-বিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখ-বিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

৫। হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।" তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না। উহার সেবা ও অপরিবর্জন হইতে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।" তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না। উহার সেবা ও অপরিবর্জন হইতে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, ইষ্ট কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।" তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে না, তাহা পরিবর্জন করে।[১] উহার অসেবন ও

---

১. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবর্জন হইতে তাহার মধ্যে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অতিবর্ধিত হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।" তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে না, তাহা পরিবর্জন করে।[১] উহার অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাহার মধ্যে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

৬। হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।" তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন না, তাহা পরিবর্জন করেন। উহারা অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।" তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন, তাহা পরিবর্জন করেন না। উহার সেবন ও অপরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।" তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন না, তাহা পরিবর্জন করেন। উহার অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর

---

[১]. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করেন, তাহা পরিবর্জন করেন না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাগতেও সুখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন—"এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।" তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন, তাহা পরিবর্জন করেন, না।[১] উহার সেবন ও অপরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ দুঃখদৌর্মনস্যসহ প্রাণহন্তা হইয়া প্রাণিহত্যার কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ অদত্তগ্রাহী হইয়া অদত্তগ্রহণের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্য কামে ব্যভিচারী হইয়া কামে ব্যভিচারের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ মিথ্যাবাদী হইয়া মিথ্যাবাদিতার কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ পিশুনভাষী হইয়া পিশুনবাক্যের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ পরুষভাষী হইয়া পরুষবাক্যের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ সম্প্রলাপী হইয়া সম্প্রলাপের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) হইয়া অভিধ্যার কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপ্রবণ) হইয়া ব্যাপাদের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখদৌর্মনস্যসহ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মিথ্যাদৃষ্টির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে। সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।

৮। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী, যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখনে কেহ কেহ সুখসৌমনস্যসহ প্রাণহন্তা হয়, প্রাণিহত্যার কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ অদত্তগ্রাহী হয়, অদত্তগ্রহণের কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ কামে ব্যভিচারী হয়, কামে ব্যভিচারের কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ মিথ্যাবাদী হয়, মিথ্যাবাদিতার কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ পিশুনভাষী হয়, পিশুনবাক্যের কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ পরুষভাষী হয়, পরুষবাক্যের কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ সম্প্রলাপভাষী হয়, সম্প্রলাপবাক্যের কারণ সুখসৌমনস্য

১. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করেন না, তাহা পরিবর্জন করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ অভিধ্যালু হয়, অভিধ্যার কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ ব্যাপন্নচিত্ত হয়, ব্যাপাদের কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সুখসৌমনস্যসহ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাদৃষ্টির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করে। সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।

৯। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী, যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ দুঃখকর দুঃখদৌর্মনস্যসহ প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, প্রাণিহত্যা-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, অদত্তগ্রহণ-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ কামে ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, কামে ব্যভিচার-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ মিথ্যাকথন হইতে প্রতিবিরত হন, মিথ্যাবাদিতা-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ পিশুনবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পিশুনবাক্য-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ পরুষবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পরুষবাক্য-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, সম্প্রলাপ-বিরতির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যার কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ অব্যাপন্নচিত্ত হন, অব্যাপাদের কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখদৌর্মনস্যসহ সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, সম্যকদৃষ্টির কারণ দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করেন। তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান, যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।

১০। হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী, বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ সুখসৌমনস্যসহ প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, প্রাণিহত্যা-বিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, অদত্তগ্রহণ-বিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ কামে ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, কামে ব্যভিচারবিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ মিথ্যাকথন হইতে প্রতিবিরত হন, মিথ্যাবাদিতা-বিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমসন্যসহ পিশুনবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পিশুনবাক্য-বিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ পুরুষবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পুরুষবাক্য-বিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখসৌমনস্যসহ সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, সম্প্রলাপ-বিরতির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যার কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ অব্যাপন্নচিত্ত হন, অব্যাপাদের কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমনস্যসহ সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, সম্যকদৃষ্টির কারণ সুখসৌমনস্য অনুভব করেন। তিনি দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

১১। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর এক তিক্ত অলাবু যাহা বিষসংযুক্ত। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যে বাঁচিতে চাহে, মরিতে চাহে না, সুখকামী, দুঃখ-বিরোধী। তাহাকে বলা হইল, "ওহে, এই তিক্ত অলাবু বিষসংযুক্ত, যদি ইচ্ছা কর ইহার রস পান কর, ইহার রস পান করিলে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে না, অধিকন্তু ইহার রস পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে।" যদি সে ফলাফল পর্যালোচনা না করিয়া ইহার রস পান করে এবং তাহা পরিবর্জন করে না, ইহার রস পান করিয়া সে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে না, অধিকন্তু তাহা পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে। হে ভিক্ষুগণ, এই উপমা দ্বারা আমি সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।

১২। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর এক কাংস্যনির্মিত বর্ণসম্পন্ন গন্ধসম্পন্ন পানপাত্র যাহা বিষসংযুক্ত। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিলে যে বাঁচিতে চাহে, মরিতে চাহে না, সুখকামী, দুঃখ-বিরোধী। তাহাকে বলা হইল, "ওহে, এই কাংস্যনির্মিত পানপাত্র বর্ণসম্পন্ন গন্ধসম্পন্ন এবং বিষসংযুক্ত। যদি ইচ্ছা কর, ইহা হইতে জল পান কর, ইহা হইতে জল পান করিলে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে এবং পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে।" যদি সে ফলাফল পর্যালোচনা না করিয়া ইহা হইতে জল পান করে, সে তাহা পান করিয়া ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে এবং পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই উপমা দ্বারা সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর এমন পূতিমুক্ত[১] আছে যাহা নানাভৈষজ্যযুক্ত। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যিনি পাণ্ডুরোগী। তাঁহাকে বলা হইল, "ওহে, এই পূতিমুক্ত নানাভৈষজ্যযুক্ত। যদি ইচ্ছা কর, ইহা পান কর, ইহা পান করিলে ইহার

---

১. আচার্য বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে, পুতিমুক্ত অর্থে এইমাত্র গৃহীত তরুণ লতা (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবেন বটে, কিন্তু পান করিয়া (পরে) সুখী হইবে।" তিনি ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া ইহা পান করিলেন, পরিবর্জন করিলেন না। ইহা পান করিয়া তিনি ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিলেন না বটে, কিন্তু পান করিয়া (পরে) সুখী হইলেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই উপমা দ্বারা সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।

১৪। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর একস্থানে দধি, ঘৃত ও গুড় একত্র মিশ্রিত আছে। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যিনি অর্শরোগী। তাঁহাকে বলা হইল, "ওহে, এই স্থানে দধি, মধু, ঘৃত ও গুড় একত্র মিশ্রিত আছে। যদি ইচ্ছা কর, ইহা পান কর, ইহা পান করিলে, ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে, এবং পান করিয়া সুখী হইবে।" তিনি ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া তাহা পান করিলেন, পরিবর্জন করিলেন না। তাহা পান করিয়া তিনি ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং পান করিয়া সুখী হইলেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই উপমা দ্বারা সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি, যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

১৫। হে ভিক্ষুগণ, যেমন বর্ষাঋতুর শেষমাসে, শারদ সময়ে মেঘমুক্ত বিগত বলাহক দিব্যাকাশ অতিক্রম করিতে করিতে আদিত্য সর্ব-আকাশ-ব্যাপ্ত অন্ধকার নাশ করিয়া উদ্ভাসিত হয়, দীপ্ত হয়, বিরোচনরূপে বিরাজ করে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক, তাহা বিভিন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-প্রবর্তিত পরপ্রবাদ (পরমত) বিধ্বংস করিয়া উদ্ভাসিত হয়, দীপ্ত হয়, বিরাজ করে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ঐ ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহা-ধর্মসমাদান সূত্র সমাপ্ত ॥

মীমাংসক সূত্র (৪৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। হে ভিক্ষুগণ, পরচিত্তগতি-অবিদিত মীমাংসক[১] ভিক্ষুর পক্ষে তথাগত-বিষয়ে গবেষণা করা কর্তব্য, তিনি কি সম্যকসম্বুদ্ধ কিংবা সম্যকসম্বুদ্ধ নন ইহা বিশেষভাবে জানিবার জন্য। "প্রভো, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, তিনিই ইহার নেতা, তিনিই প্রতিশরণ। অতএব, প্রভো, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিষ্ফুট করুন, ভগবৎ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ তাহা অবধারণ করিবেন।" "তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩। হে ভিক্ষুগণ, পরচিত্তগতি-অবিদিত মীমাংসক ভিক্ষুর পক্ষে তথাগত-সম্পর্কে দুই বিষয়ে গবেষণা করা কর্তব্য—চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম[২]। যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই। তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম-সংক্লিষ্ট তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি ইহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন—যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম বিমিশ্র (কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা শুক্ল) তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন—যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম পরিশুদ্ধ তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন—এই আয়ুষ্মান শাস্তা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কুশলধর্ম-সমাপন্ন কিংবা মাত্র অধুনা-সমাপন্ন? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এই আয়ুষ্মান শাস্তা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কুশলধর্ম-সমাপন্ন, মাত্র অধুনা-সমাপন্ন নহেন। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন—"এই যে আমাদের জ্ঞাত, খ্যাত, যশস্বী শাস্তা তাঁহার মধ্যে আদীনব (পাপ-উপদ্রব) আছে কী?" হে

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে তিন শ্রেণীর মীমাংসক আছেন, যথা—অর্থ-মীমাংসক, সংস্কার-মীমাংসক ও শাস্তা-মীমাংসক। পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ-মীমাংসক, পণ্ডিত ভিক্ষু সংস্কার-মীমাংসক। বক্ষ্যমাণ সূত্রে শাস্তা-মীমাংসা বা গুরু-পরীক্ষার কথাই আলোচিত হইয়াছে। পালি পরিভাষায় শাস্তা বা গুরু কল্যাণমিত্র।

২. চক্ষুবিজ্ঞেয় ধর্ম অর্থে কায়-সমাচার এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম অর্থে বাক-সমাচার (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ। তাবৎ ভিক্ষুর মধ্যে কোনো আদীনব থাকে না যাবৎ তিনি জ্ঞাত, খ্যাত, যশস্বী হন না। যখনই, হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু জ্ঞাত, খ্যাত যশস্বী হন তখনই তাঁহার মধ্যে কতকগুলি আদীনব বিদ্যমান থাকে। তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু জ্ঞাত, খ্যাত, যশস্বী, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোনো আদীনব বিদ্যমান নাই। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন—এই আয়ষ্মান ভিক্ষু অভয়পদ লাভ করিয়াই কি উপরত, ভয়বশত—উপরত নহেন; বীতরাগ হইয়াছেন, রাগক্ষয় করিয়াছেন বলিয়াই কি কাম সেবা করেন না?" তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু অভয়পদ লাভ করিয়া উপরত, ভয়বশত উপরত নহেন; বীতরাগ হইয়াছেন, রাগক্ষয় করিয়াছেন বলিয়া কাম সেবা করেন না। হে ভিক্ষুগণ, যদি ঐ ভিক্ষুকে অপরে জিজ্ঞাসা করে—"আপনার যুক্তির আকার এবং অন্বয় কি যাহাতে আপনি বলিতেছেন—অভয়পদ লাভ করিয়া এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু উপরত, ভয়বশত উপরত নহেন; বীতরাগ হইয়াছেন, রাগক্ষয় করিয়াছেন বলিয়া কাম সেবা করেন না," হে ভিক্ষুগণ, ইহার যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া ভিক্ষু একথা বলিবেন—"এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করুন অথবা একাই থাকুন, যাঁহারা সুগত এবং যাঁহারা দুর্গত, যাঁহারা তথায় গণাচার্য, এখানে যাঁহাদের কেহ কেহ আমিষলোভী, আমিষলিপ্ত, তিনি কাহাকেও তৎকারণ অবজ্ঞা করেন না। ভগবৎ প্রমুখাৎ আমি এই শুনিয়াছি, ভগবৎ প্রমুখাৎ ইহা গ্রহণ করিয়াছি। (তিনি বলিয়াছেন) 'অভয়পদ লাভ করিয়া আমি উপরত, ভয়বশত নহে; বীতরাগ হইয়া, রাগক্ষয় করিয়া আমি কামসেবা করি না।'

৪। সেস্থলে, হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে উপরোক্ত প্রশ্ন করা কর্তব্য—যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট (মলিন) তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? হে ভিক্ষুগণ, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া তিনি একথা বলিবেন যে, যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্রবিজ্ঞেয় ধর্ম বিমিশ্র তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? হে ভিক্ষুগণ, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া তিনি একথা বলিবেন যে, যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্রবিজ্ঞেয় ধর্ম বিমিশ্র তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম পরিশুদ্ধ তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? হে ভিক্ষুগণ, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া তিনি এ কথা বলিবেন যে, যে সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম পরিশুদ্ধ তাহা তথাগতের মধ্যে আছে, "তাহা আমার দৃষ্টিপথে, তাহা আমার দৃষ্টিগোচরে, কিন্তু আমি তাহাতে তন্ময় নহি।" হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকের পক্ষে এই মতবাদী শাস্তার নিকট উপস্থিত হওয়া কর্তব্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মশ্রবণের জন্য। শাস্তা তাঁহাকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। হে ভিক্ষুগণ, শাস্তা ভিক্ষুকে যেমন যেমন উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, সবিপাক কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তেমন তেমন তিনি ঐ ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা জানিয়া উহার কোনো কোনোটিতে নিষ্ঠা লাভ করেন, শাস্তার প্রতি তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়—সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন শিষ্যসংঘ। হে ভিক্ষুগণ, যদি ঐ ভিক্ষুকে অপরে জিজ্ঞাসা করেন—"আয়ুষ্মান ভিক্ষুর কি কারণ আছে, কী যুক্তি আছে যাহাতে তিনি এ কথা বলিলেন, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন শিষ্যসংঘ!" তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে উত্তর দিলেই তিনি যথার্থ উত্তর দিবেন—"বন্ধু, আমি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে ধর্মশ্রবণের জন্য উপস্থিত হই; ভগবান আমাকে উত্তরোত্তর, উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, সবিপাক কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বন্ধু, তেমন যেমন ভগবান আমাকে উত্তরোত্তর, উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, সবিপাক কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তেমন তেমন আমি ঐ ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা জানিয়া উহার কোনো কোনোটিতে নিষ্ঠা লাভ করি, শাস্তার প্রতি আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়—সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন শিষ্যসংঘ।"

৫। হে ভিক্ষুগণ, এই এই আকারে[১], এই এই পদব্যঞ্জনে তথাগতের প্রতি যে কাহারও শ্রদ্ধা নিবিষ্ট, সঞ্জাতমূল, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকেই বলে আকার-বিশিষ্ট[২], দর্শনমূলক[৩], দৃঢ় শ্রদ্ধা, যাহা কোনো শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে কেহই টলাইতে পারে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের স্বরূপ অন্বেষণ করিতে হয় এবং এইরূপেই তথাগতের স্বভাব সুগবেষিত হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ঐ ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মীমাংসক সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. বর্ণিতভাবে অন্বেষণ, গবেষণা বা পরীক্ষা করিয়া (প. সূ.)।

২. অর্থাৎ, কারণ ও যুক্তি দ্বারা সুগৃহীত (প. সূ.)।

৩. এস্থলে, 'দর্শন' অর্থে স্রোতাপত্তি-মার্গ (প. সূ.)। স্রোতাপত্তি-মার্গে সাধকের শ্রদ্ধা অচল অটল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কৌশাম্বী সূত্র (৪৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান কৌশাম্বী[১]-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, ঘোষিতারামে[২]। সেই সময়ে কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ ভণ্ডনজাত, কলহজাত[৩], বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পরকে বিষয়টি জানাইবেন না, বুঝাইবেন না, এবং পরস্পর কোনো নিস্পত্তি ও সুমীমাংসায় আসিবেন না। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ঐ ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরকে বিষয়টি জানাইবেন না, বুঝাইবেন না, এবং পরস্পর কোনো নিস্পত্তি ও সুমীমাংসায় আসিবেন না।" ভগবান অপর এক ভিক্ষুকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষু, তুমি আইস, তুমি আমার আদেশে ঐ ভিক্ষুদিগকে গিয়া বল—শাস্তা আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া ঐ ভিক্ষু প্রতুত্তরে সম্মতি জানাইয়া যেখানে ঐ ভিক্ষুগণ ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিয়াছেন।" "যথা আজ্ঞা, বন্ধু" বলিয়া প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া তাঁহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ঐ ভিক্ষুদিগকে ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা ভণ্ডনজাত[৪], কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছ? তোমরা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরকে বিষয়টি জানাইতেছ না, বুঝাইতেছ না, পরস্পর নিস্পত্তি ও সুমীমাংসায় আসিতেছ না? "হ্যাঁ, প্রভো," হে ভিক্ষুগণ,

---

১. কৌশাম্বী বৎসরাজ্যের রাজধানী, বর্তমান নাম কোসম্। নগর স্থাপনের সময় বহু কুশাম্ব বৃক্ষ উচ্ছন্ন হইয়াছিল অথবা কুশাম্ব ঋষির আশ্রমের নিকট নগর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা কৌশাম্বী নামে অভিহিত হয় (প. সূ.)। পুরাণাদির মতে, রাজা পারীক্ষিতের বংশধর কুশাম্ব কর্তৃক নগর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারই নামে তাহা কৌশাম্বী নামে অভিহিত হয়।

২. অর্থাৎ, ঘোষিতশ্রেষ্ঠী নির্মিত বিহারে।

৩. ভণ্ডনজাত কলহজাত অর্থে ভেদস্বভাব কলহস্বভাব, ভেদশীল কলহশীল।

৪. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, ভণ্ডন কলহের পূর্বাবস্থা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমরা কি মনে কর যে, যে সময়ে তোমরা ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান কর, সেই সময়ে সতীর্থগণের প্রতি, প্রকাশ্যে এবং গোপনে, তোমাদের মৈত্রীসূচক কায়কর্ম, বাককর্ম ও মনোকর্ম সাধিত হয়? "না, প্রভো, তাহা হয় না।" হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে তোমরা ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া, মুখতুণ্ডে পরস্পর পরস্পরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থান কর, সেই সময়ে সতীর্থগণের প্রতি, প্রকাশ্যে এবং গোপনে, তোমাদের মৈত্রীসূচক কায়কর্ম, বাককর্ম ও মনোকর্ম সাধিত হয় না তাহা হইলে তোমরা কেন মূর্খের ন্যায় ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া, মুখতুণ্ডে পরস্পর পরস্পরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছ, তোমরা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরকে বিষয়টি জানাইতেছ না, বুঝাইতেছ না, পরস্পর নিষ্পত্তি ও সুমীমাংসায়[1] আসিতেছ না? ইহা যে দীর্ঘকাল তোমাদের দুঃখ ও অহিতের কারণ হইবে।

৩। অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় ধর্ম স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমুখে অনুবর্তিত হয়। ছয় কী কী? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, সতীর্থগণের প্রতি ভিক্ষুর মৈত্রীসূচক কায়কর্ম কী প্রকাশ্যে কী গোপনে আরব্ধ হয়। ইহাই প্রথম ধর্ম যাহা স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর ইত্যাদি। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, সতীর্থগণের প্রতি ভিক্ষুর মৈত্রীসূচক বাককর্ম কী প্রকাশ্যে কী গোপনে আরব্ধ হয়। ইহাই দ্বিতীয় ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, সতীর্থগণের প্রতি ভিক্ষুর মনোকর্ম কী প্রকাশ্যে কী গোপনে আরব্ধ হয়। ইহাই তৃতীয় ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ধর্মত যাহা লাভ হয়, যাহা কিছু ধর্মলব্ধ, এমন কী ভিক্ষাপাত্রেও যাহা আসিয়া পড়ে, এইরূপ কোনো লব্ধবস্তুই অবিভক্তভাবে, একা ভোগ না করিয়া ভিক্ষু তাহা শীলবান সতীর্থগণের মধ্যে বন্টন করিয়া ভোগ করেন। ইহাই চতুর্থ ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শীলাচরণ অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, অজীর্ণ, অটুট, পাপ হইতে মুক্তিদায়ক, বিদ্বজ্জন-প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট ও সমাধি-অভিমুখী ভিক্ষু সেই সকল শীলাচরণগুণে সমন্বিত হইয়া কী প্রকাশ্যে কী গোপনে সতীর্থগণের মধ্যে বিচরণ করেন। ইহাই পঞ্চম ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে সম্যক দৃষ্টি আর্য (নির্দোষ), মুক্তি-অনুযায়ী, যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়, ভিক্ষু সেইরূপ সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত হইয়া কী প্রকাশ্যে কী গোপনে সতীর্থগণের

১. সভ্রুত্ত ও নিজ্ঝত্তি শব্দদ্বয় প্রায় একার্থবাচক। নিজ্ঝত্তির বিপরীত শব্দ উজ্ঝত্তি, চট্টগ্রামের ভাষায় উজ্ঝত্তি। নিজ্ঝত্তি অর্থে অত্থঞ্চ কারণঞ্চ দাস্েসত্বা অভ্রুমভ্রুং সভ্রুপপনং জানাপনং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যে বিচরণ করেন। ইহাই ষষ্ঠ ধর্ম যাহা স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্যের অভিমুখী। হে ভিক্ষুগণ, বর্ণিত ছয় ধর্মের মধ্যে শেষোক্ত ধর্ম সম্যক দৃষ্টিই অগ্রস্থানীয়, ইহাই মিলন-বিধায়ক, ইহাই সংহতি-বিধানের মূখ্য উপায়, হে ভিক্ষুগণ, যেমন কূটাগারে কূটই (শিখরই) সকলের উপর, তাহাই সংযোজক ও সংহতিবিধানের মূখ্য উপায় তেমন বর্ণিত ছয় ধর্মের শেষোক্ত ধর্ম সম্যকদৃষ্টিই অগ্রস্থানীয়, ইহাই মিলন-বিধায়ক, ইহাই সংহতি-বিধানের মূখ্য উপায়।

৪। হে ভিক্ষুগণ, সেই সম্যক দৃষ্টি কী যাহা আর্য, মুক্তি-অনুযায়ী, যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত কিংবা শূন্যাগারগত হইয়া স্বমনে পর্যালোচনা করেন—আমার মধ্যে সেই পাপ-পর্যুত্থান আছে কি, যে পর্যুত্থানবশত চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় যথাযথ জানিতে পারে না, দর্শন করে না?" হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর মধ্যে কামরাগ পর্যুত্থিত হয়, তবে তাহার চিত্ত কামরাগ দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে ব্যাপাদ পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ব্যাপাদ দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে স্ত্যানমিদ্ধ পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত স্ত্যানমিদ্ধ দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে বিচিকিৎসা পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত বিচিকিৎসা দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে ইহলোক-চিন্তা প্রসূত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ঐ চিন্তাতেই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে পরলোক-চিন্তা প্রসূত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ঐ চিন্তাতেই পর্যুদস্ত হয়; যদি তিনি ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হন, তবে তাঁহার চিত্ত উহা দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"আমার মধ্যে সেই পাপ-পর্যুত্থান নাই, যে পর্যুত্থানবশত চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় যথাযথ জানিতে পারে না, দর্শন করে না; সত্যবোধের জন্য আমার মন সুপ্রণিহিত (একাগ্র) হইয়াছে।" তাঁহার এই প্রথম জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৫। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্বমনে এইরূপে পর্যালোচনা করেন—"এই (সম্যক) দৃষ্টি অভ্যাস করিয়া, বর্ধিত ও বহলীকৃত করিয়া কি আমি নিজে নিজে শমথ (উপশম) লাভ, নির্বৃতি লাভ করিয়াছি?" তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, "আমি এই (সম্যক) দৃষ্টি অভ্যাস করিয়া, বর্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া, নিজে নিজে শমথ লাভ, নির্বৃতি লাভ করিয়াছি। তাঁহার এই দ্বিতীয় জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৬। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্বমনে এইরূপে পর্যালোচনা করেন—"আমি যেরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত, এই শাসনের বাহিরে এমন কোনো শ্রমণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিংবাা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত।” তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, “আমি যেরূপ দৃষ্টির দ্বারা সমন্বিত এই শাসনের বাহিরে তেমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত।” তাঁহার এই তৃতীয় জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৭। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্বমনে এইরূপে পর্যালোচনা করেন—“যে ধর্মতায় (স্বভাবে) দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি সেই ধর্মতায় সমন্বিত?” হে ভিক্ষুগণ, কিরূপ ধর্মতা দ্বারা দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা (স্বভাব) এই যে, যদি তিনি কোনো অপরাধ করিয়া থাকেন, যে অপরাধের প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অচিরে তিনি তাহা শাস্তার নিকট অথবা বিজ্ঞ সতীর্থগণের নিকট ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করেন; তাহা ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করিয়া অনাগতে তদ্বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অল্পবয়স্ক, মন্দবুদ্ধি, উত্তানশায়ী শিশু জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে হাত-পা বাড়াইয়া দ্রুত তাহা পশ্চাতে টানিয়া লয়, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা এই যে, যদি তিনি কোনো অপরাধ করিয়া থাকেন, যে অপরাধের প্রকাশ হইবার সম্ভবনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অচিরে তিনি শাস্তার নিকট অথবা বিজ্ঞ সতীর্থগণের নিকট তাহা ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করেন; তাহা ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করিয়া অনাগতে তদ্বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—“যে ধর্মতায় দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ ধর্মতায় সমন্বিত।” তাঁহার এই চতুর্থ জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৮। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন—“যেরূপ ধর্মতায় দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ ধর্মতায় সমন্বিত?” হে ভিক্ষুগণ, কিরূপ ধর্মতা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা এই যে, সতীর্থগণের মধ্যে উচ্চনীচ যাহা কিছু কর্তব্য কার্য আছে তদ্বিষয়ে তিনি ঔৎসক্য প্রাপ্ত হন, ফলে অধিশীল শিক্ষায়, অধিচিত্ত-শিক্ষায় ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায়[১] তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, তরুণবৎসা গাভী তৃণগুচ্ছ ভক্ষণ করে, বাছুরের প্রতিও অবলোকন করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা এই যে, সতীর্থগণের মধ্যে উচ্চনীচ যে সকল কর্তব্য কার্য আছে তিনি তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হন, ফলে অধিশীল-শিক্ষায় অধিচিত্তশিক্ষায় ও অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষায় তাঁহার

১. ‘অধিশীল’ অর্থে প্রাতিমোক্ষের নিয়মে চরিত্রগঠন; ‘অধিচিত্ত’ অর্থে ধ্যানাভ্যাস দ্বারা চিত্তের শান্তিবিধান; ‘অধিপ্রজ্ঞা’ অর্থে বিদর্শন দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"যেরূপ ধর্মতায় দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ ধর্মতায় সমন্বিত।" তাঁহার এই পঞ্চম জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৯। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন—"যেরূপ বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি ঠিক সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত?" হে ভিক্ষুগণ, সেই বল কী যাহা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের বল এই যে, তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয় উপদিষ্ট হইতে থাকিলে তদর্থী হইয়া, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া, সমগ্র চিত্ত একাগ্র করিয়া অবহিত-শ্রোত্র হইয়া তিনি ধর্ম শ্রবণ করেন। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"যেরূপ বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত।" তাঁহার এই ষষ্ঠ জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

১০। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন—"যে বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত?" হে ভিক্ষুগণ, সেই বল কী যাহা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের বল এই যে, তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয় উপদিষ্ট হইতে থাকিলে তিনি তাহাতে অর্থবেদ[১] ধর্মবেদ[২] ও ধর্মপসংহিত প্রামোদ্য[৩] লাভ করেন। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"যেরূপ বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত।" তাঁহার এই সপ্তম জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে সপ্তজ্ঞান-সমন্বিত আর্যশ্রাবকের ধর্মতা (স্বভাব) স্রোতাপত্তি-ফল সাক্ষাৎকারের পক্ষে সুপর্যাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে সপ্তজ্ঞান সমন্বিত আর্যশ্রাবকই স্রোতাপত্তি-ফলে সমন্বিত হন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ঐ ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ কৌশাম্বী সূত্র সমাপ্ত ॥[৪]

---

১. 'অর্থবেদ' অর্থে অর্থবোধজনিত আনন্দ।

২. 'ধর্মবেদ' অর্থে ধর্মজ্ঞানজনিত আনন্দ।

৩. 'ধর্মোপসংহিত প্রামোদ্য' অর্থে ধর্মভাব প্রবুদ্ধ বিমল আনন্দ।

৪. জাতকাদি পরবর্তী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে অতি সামান্য কারণে কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। একই আবাসে দুইজন নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু ছিলেন, তন্মধ্যে একজন বিনয়ধর এবং অপরজন সূত্রবিশারদ। যিনি সৌত্রান্তিক তিনি আচমন করিতে গিয়া ঘটিতে সামান্য জল রাখিয়া আসেন যাহা বিনয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ। বিনয়ধর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মনিমন্ত্রণ সূত্র (৪৯)

আমি এই রূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া ঐ ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২। হে ভিক্ষুগণ, আমি একদা উক্কট্ঠায় সুভগবনে শালরাজমূলে অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময়ে, হে ভিক্ষুগণ, বকব্রহ্মার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়—'ইহা (এই ব্রহ্মলোক) নিত্য, ইহা ধ্রুব, ইহা শাশ্বত, কেবল, অচ্যুত, ইহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না। ইহার অধিক নিঃসরণ (নিস্কৃতি, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স) নাই।' অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, আমি স্বচিত্তে বকব্রহ্মার চিত্তপরিবির্তক জানিয়া যেমন কোনো বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই উক্কট্ঠার সুভগবন শালরাজমূল হইতে অন্তর্হিত হইয়া ঐ ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হই। হে ভিক্ষুগণ, বকব্রহ্ম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি আসিতেছি; আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনি আমাকে কহিলেন, "আসুন, মারিষ, আপনি যে দীর্ঘকাল পরে অত্রাগমনের কথা মনে করিয়াছেন। মারিষ, নিশ্চই ইহা নিত্য, ইহা ধ্রুব, ইহা শাশ্বত, কেবল, অচ্যুত, ইহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না। ইহার অধিক নিঃসরণ নাই।" ইহা বিবৃত হইলে, আমি বকব্রহ্মাকে বলিলাম—"অবিদ্যাধীন বকব্রহ্মা, সত্যসত্যই অবিদ্যাধীন বকব্রহ্মা, যেহেতু তিনি অনিত্যকে নিত্য, অধ্রুবকে ধ্রুব, অশাশ্বতকে শাশ্বত, অকেবলকে কেবল, চ্যুতকে অচ্যুত, যাহা জাত, জীর্ণ, মৃত, চ্যুত ও পুনরুৎপন্ন হয় তাহা[১]

তাহা দেখিয়া সৌত্রান্তিক ভিক্ষুকে আপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অকপটে জানাইলেন যে, ভুলে তিনি তাহা করিয়াছেন। কিন্তু বিনয়ধর আসিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে সৌত্রান্তিক ভিক্ষুর বিনয়বিরুদ্ধ আচরণের বিষয় জানইলেন। তাঁহারা গিয়া সৌত্রান্তিক ভিক্ষু শিষ্যগণের নিকট তাঁহাদের উপাধ্যায়ের নিন্দা করিলেন। তাঁহারা উপাধ্যায়ের মুখে যথার্থ ঘটনা জানিয়া বিনয়ধর ভিক্ষুর শিষ্যগণের নিকট তাঁহাদের উপাধ্যায়ের নিন্দা করিলেন। এইরূপে ঐ আবাসস্থ ভিক্ষুগণের মধ্যে বিষম কলহ উপস্থিত হয়। স্বয়ং বুদ্ধ চেষ্টা করিয়া বিবাদ থামাইতে না পারিয়া অবশেষে পারিলেয়ক বনে গিয়া বর্ষাবাস করেন। বিনয় মহাবর্গে, কৌশাম্বী-স্কন্ধে তাহা বর্ণিত আছে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ সূত্রে এইরূপ কোনো আভাষ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায়, বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া বিবদমান ভিক্ষুগণ সকলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন; ইহার অধিক নিঃসরণ থাকিতেও ইহার অধিক নিঃসরণ নাই বলিয়া বলেন।”

৩। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, পাপাত্মা মার জনৈক ব্রহ্মাপার্ষদের দেহে আবিষ্ট হইয়া আমাকে কহিল, “ভিক্ষু ভিক্ষু, আপনি ইহাকে আক্রমণ করিবেন না, আপনি ইহাকে আক্রমণ করিবেন না, ইনি যে, ভিক্ষু, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিভু,[১] অনভিভূত, সর্বদর্শী, বশবর্তী[২] ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, সৃজয়িতা[৩], চিরবিরাজিত[৪], ভূত এবং ভব্য[৫] সকলের পিতা। ভিক্ষু, পূর্বে আপনারই ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহারা পৃথিবী-অপবাদক পৃথিবী জুগুপ্সক[৬], অপ-অপবাদক অপ-জুগুপ্সক, তেজ-অপবাদক তেজ-জুগুপ্সক, বায়ু-অপবাদক বায়ু-জুগুপ্সক, ভূত-অপবাদক ভূত-জুগুপ্সক, দেব অপবাদক দেব-জুগুপ্সক, প্রজাপতি-অপবাদক প্রজাপতি-জুগুপ্সক, ব্রহ্ম-অপবাদক ব্রহ্ম-জুগুপ্সক; তাঁহারা দেহাবসানে, জীবনান্তে হীনকায়ে (নিকৃষ্ট যোনিতে) প্রতিষ্ঠিত হন। ভিক্ষু, পূর্বে আপনারই ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহারা পৃথিবী-প্রশংসক পৃথিবী-আনন্দী[৭] অপ-প্রশংসক আপ-আনন্দী, তেজপ্রশংসক তেজ-আনন্দী, বায়ু-প্রশংসক বায়ু-আনন্দী, ভূত-প্রশংসক ভূতানন্দী, দেব-প্রশংসক দেবানন্দী, প্রজাপতি-প্রশংসক প্রজাপতি-আনন্দী, ব্রহ্ম-প্রশংসক ব্রহ্মানন্দী; তাঁহারা দেহাবসানে, জীবনান্তে উৎকৃষ্ট কায়ে (শ্রেষ্ঠ যোনিতে) প্রতিষ্ঠিত হন। তদ্ধেতু, ভিক্ষু, আমি আপনাকে বলি-মারিষ, সত্বর আপনি ব্রহ্মা আপনাকে যাহা বলিযাছেন তাহা (শিরোধার্য) করুন, আপনি ব্রহ্মার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। যদি, ভিক্ষু, আপনি তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে যেমন কোনো ব্যক্তি গৃহে লক্ষ্মী আসিতেছেন দেখিলে তাঁহাকে দণ্ডপ্রহারে বিতাড়িত করে, অথবা যেমন নরকপ্রপাতে (মহাগর্তে) পতনশীল ব্যক্তি হস্ত এবং পদ দ্বারা

---

১. পালি অভিভু অর্থে যিনি অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ (প. সূ.)।

২. ‘বশবর্তী’ যিনি অপর সকলকে স্ববশে আনয়ন করেন (প. সূ.)।

৩. পালি ‘সঞ্জিতা’ কিংবা ‘সজ্জিতা’ অর্থে যিনি ‘তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ব্রাহ্মণ’ ইত্যাকারে জীবগণকে যথাস্থানে সজ্জিত করেন (প. সূ.)। অর্থাৎ, যিনি নিয়ন্তা।

৪. পালি বসী। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, চিন্নবসিত্তা বসী (প. সূ.)।

৫. যাহারা হইয়াছে এবং পরে হইবে, সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যে।

৬. অর্থাৎ, যাঁহারা পৃথিবী ইত্যাদিকে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম লক্ষণ দ্বারা লক্ষণান্বিত করিতেন।

৭. অর্থাৎ, যাঁহারা পৃথিবী ইত্যাদিকে নিত্য, সুখ ও আত্ম লক্ষণ দ্বারা লক্ষণান্বিত করিতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৃথিবী ধরিতে পারে না, তেমন এক্ষেত্রেও, ভিক্ষু, আপনার দশাও ঠিক তাহাই হইবে। অতএব, মারিষ, সত্বর আপনি ব্রহ্মা আপনাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা (শিরোধার্য) করুন, আপনি ব্রহ্মার বাক্য লজ্ঘন করিবেন না। ভিক্ষু, আপনি কি আপনার সম্মুখে উপবিষ্ট ব্রহ্মপরিষদ দেখিতেছেন না?" এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, পাপাত্মা মার আমার নিকট ব্রহ্ম-পরিষদ উপস্থিত করিল। হে ভিক্ষুগণ, তাহা বিবৃত হইলে, আমি পাপাত্মা মারকে কহিলাম—"হে পাপাত্মন, আমি তোমাকে জানি, তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে জানি না। পাপাত্মন, তুমি যে মার। পাপাত্মন, এই যে ব্রহ্মা, এই যে ব্রহ্ম-পরিষদ, এই যে ব্রহ্ম-পার্ষদ্বর্গ, সকলেই তো তোমার বশীভূত। পাপাত্মন, তোমার অভিপ্রায় এই যে ইনিও আমার বশীভূত হউন।' কিন্তু, পাপাত্মন, আমি তোমার হস্তগতও নই, তোমার বশীভূতও নই।"

৪। হে ভিক্ষুগণ, ইহা উক্ত হইলে, বকব্রহ্মা আমাকে বলিলেন, "মারিষ, আমি নিত্যকেই নিত্য বলি, ধ্রুবকেই ধ্রুব বলি, শাশ্বতকেই শাশ্বত বলি, কেবলকেই কেবল বলি, অচ্যুতকেই অচ্যুত বলি, যত্র (কেহই, কিছুই) জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না, সেক্ষেত্রেই আমি বলি—ইহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না; অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ নাই বলিয়া বলি—ইহার অধিক নিঃসরণ নাই[১]। ভিক্ষু, পূর্বে আপনারই ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে ছিলেন তাঁহাদের তপোকর্ম (তপস্যা ব্রত) ছিল আপনার যত বর্ষ আয়ু তত বর্ষ। তাঁহারাই জানিতে পারিতেন বটে—অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ থাকিলে, অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ আছে, অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ না থাকিলে অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ নাই। তদ্ধেতু, ভিক্ষু, আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনি অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ দেখিতে পাইবেন না, তাহা করিতে গেলে আপনি শুধু শ্রমক্লান্তি ও ব্যর্থতার ভাগী হইবেন। যদি, ভিক্ষু, আপনি পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি ও ব্রহ্মতত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার সমীপশায়ী, বাস্তুশায়ী, আজ্ঞাবহ, বিনীত ভৃত্য হইবেন[২]।" "ব্রহ্মা, আমি তাহা জানি। যদি আমি পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি ও ব্রহ্মতত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি আপনার শমীপশায়ী, বাস্তুশায়ী, আজ্ঞাবহ, বিনীত ভৃত্য হইব। ব্রহ্মা, আমি আপনার গতিও ভালো জানি, দ্যুতিও ভালো জানি—বকব্রহ্মা, এইরূপ মহর্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব, এইরূপ মহাশক্তিধর।" "মারিষ, ঠিক কীরূপে আপনি আমার গতিও ভালো জানেন,

---

১. অর্থাৎ, নিঃশ্রেয়স্ নাই।

২. এস্থলে সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্যদি মুক্তির বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্যুতিও ভালো জানেন—বকব্রহ্মা এইরূপ মহর্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব, মহানুভব, মযাশক্তিধর?”

“যদবধি চন্দ্রসূর্য করে বিচরণ,
সর্বদিক আলোকিয়া দীপ্ত অনুক্ষণ,
তদবধি বশে তব, প্রভুত্ব তোমার,
সহস্র ভূবনে[১] মাত্র তব অধিকার।
জান তুমি উচ্চ কেবা নীচ কোন জন,
কেবা রাগাসক্ত, কেবা বীতরাগ হন,
পায় কেবা এই স্থান, কেবা অন্য স্থান,
জীবের যে গত্যাগতি আছে তব জ্ঞান।”

“ব্রহ্মা, ঠিক এইরূপেই আমি আপনার গতিও ভালো জানি, দ্যুতিও ভালো জানি—বকব্রহ্মা এইরূপ মহর্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব, এইরূপ মহাশক্তিধর। কিন্তু, ব্রহ্মা, অপর তিন ব্রহ্মকায় (ব্রহ্মলোক) আছে যাহা আপনি জানেন না দেখেন না; আমি তাহাদের জানি দেখি। ব্রহ্মা, আছে আভাস্বর-কায় যেখান হইতে চ্যুত হইয়া আপনি অত্র উৎপন্ন হইয়াছেন। অতি দীর্ঘকাল এই ব্রহ্মলোকে বাস হেতু উহার স্মৃতি আপনার মধ্যে বিমুঢ় হইয়াছে। তদ্ধেতু আপনি তাহা জানেন না দেখেন না; তাহা আমি জানি দেখি। তাহা হইলে, ব্রহ্মা, আমি আপনার সমান সমান নই; নীচে হওয়াত দূরের কথা, যেহেতু আমি আপনার বহু উপরে। শুভাকীর্ণ এবং বৃহৎফল ব্রহ্মকায় সম্বন্ধেও এইরূপ। ব্রহ্ম, আমি অভিজ্ঞায় পৃথিবীকে পৃথিবীর ভাবে জানিতে গিয়া সমগ্র পৃথিবীর পৃথিবীত্ব অনুভব করি নাই, তাহা অভিজ্ঞা দ্বারা জানিয়া আমি নিজেকে ‘পৃথিবী’ মনে করি নাই, ‘পৃথিবীর’ মনে করি নাই, ‘পৃথিবী হইতে’ মনে করি নাই, ‘পৃথিবী আমার’ মনে করি নাই, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করি নাই। তাহা হইলে, ব্রহ্মা। অভিজ্ঞায় আমি আপনার সমান সমান নই, নীচে হওয়াত দূরের কথা, যেহেতু আমি আপনার বহু উপরে। আপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, আভাস্বর, শুভাকীর্ণ, বৃহৎফল, বিভু, সর্ব সম্বন্ধেও এইরূপ[২]। “মারিষ, যদি সর্ব সর্বত্বস্বভাবে আপনার নিকট অনুভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে (সর্ববিষয়ে আপনার উক্তি) রিক্ত ও তুচ্ছ[৩] প্রমাণিত হয় নাই কী?”

---

১. সহস্র চক্রবাল-সমন্বিত ভুবন বকব্রহ্মার আজ্ঞাধীন। এই ভুবনের যাবতীয় বিষয় তিনি অবগত আছেন।

২. মূল পর্যায় -সূত্র দ্র.।

৩. অর্থশূন্য, নিরর্থক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। "বিজ্ঞান (বিমুক্ত চিত্ত[১]) অনিদর্শন (অনিমিত্ত, ইন্দ্রিয়-অগোচর), অনন্ত (আদ্যন্তরহিত), সর্বতোপ্রভ[২]। তাহা পৃথিবীর পৃথিবীত্বে, আপের অপত্বে, তেজের তেজত্বে, বায়ুর বায়ুত্বে, ভূতের ভূতত্বে, দেবের দেবত্বে, প্রজাপতির প্রজাপতিত্বে, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বে, আভাস্বরগণের আভাস্বরত্বে, শুভাকীর্ণগণের শুভাকীর্ণত্বে, বৃহৎফলগণের বৃহৎপলত্বে, বিভূর বিভূত্বে, সর্বের সর্বত্বে অনুভুত হয় না।" "মারিষ, এখনই আমি আপনার নিকট অদৃশ্য হইব।" "ব্রহ্মা, আপনি আমার নিকট হইতে অদৃশ্য হউন যদি আপনার সামর্থ্য থাকে।"

৬। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, বকব্রহ্মা (আস্পর্ধা করিয়া বলিল) : "আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট অদৃশ্য হইব, আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট অদৃশ্য হইব, কিন্তু তিনি আমার নিকট অদৃশ্য হইতে পারিবেন না।" ইহা উক্ত হইলে, আমি বকব্রহ্মাকে কহিলাম—"ব্রহ্মা, আমি সত্যই আপনার নিকট অদৃশ্য হইব।" "মারিষ, আপনি আমার নিকট অদৃশ্য হউন যদি আপনার সামর্থ্য থাকে।" অতঃপর, হে ভিক্ষুগণ, আমি সেইরূপ ঋদ্ধিমায়া নির্মাণ করিলাম যাহাতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মাপরিষদ এবং ব্রহ্মাপার্ষদ্‌গণ আমার শব্দ শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু আমাকে দেখিলেন না। অদৃশ্যভাবে থাকিয়া আমি এই গাথা উচ্চারণ করিলাম :

'ভবে'[৩] আমি দেখি ভব খুঁজিনু 'বিভব'[৪],
'বিভব' খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম 'ভব'।
ভব অন্বেষণ তা'ই করি নাই আর,
ভবতৃষ্ণা ভবাসক্তি করি পরিহার।

৭। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মপরিষদ এবং ব্রহ্মপার্যদ্‌গণ আশ্চার্যান্বিত ও বিস্মিত হইলেন—"আশ্চার্য হে, অদ্ভুত হে শ্রমণ গৌতমের মহাঋদ্ধিক্রিয়ার ক্ষমতা, মহা আধ্যাত্মিক শক্তি, আমরা ইতঃপূর্বে কখনও দেখি নাই কিংবা শুনি নাই এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ যিনি এই শাক্যপুত্র, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতমের ন্যায় মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা। তিনি সত্যই ভবারাম, ভবরত, ভবসম্মোদিত জীবগণের ভবতৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন।"

---

১. এস্থলে বিজ্ঞান বা বিমুক্ত চিত্ত নির্বাণেরই নামান্তর মাত্র (প. সূ.)।

২. 'সর্বতোপ্রভ' অর্থে সর্বোজ্জ্বল, সর্বব্যাপী, অথবা যাহা সকল ধর্মসাধনার চরমলক্ষ্য, শেষ গন্তব্য স্থান (প. সূ.)।

৩. 'ভব' অর্থে ত্রিভব, যথা : কামভব, রূপভব ও অরূপভব, যেখানে জীবগণের অধিষ্ঠান সম্ভব।

৪. 'বিভব' অর্থে বিনাশ, মৃত্যু, চ্যুতি। ভব এবং বিভব, উৎপত্তি ও চ্যুতি পরস্পর সাপেক্ষ, একটি হইলে অপরটি হইবে, অতএব ভবাভবের অতীত না হইতে পারিলে মুক্তি অসম্ভব।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, পাপাত্মা মার জনৈক ব্রহ্মপার্ষদের দেহে আবিষ্ট হইয়া আমাকে বলিল—“মারিষ, যদি আপনি এইরূপে সত্য জানিয়াছেন, এইরূপে সত্য আপনার দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে আপনি গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণকে সৎমার্গে পরিচালিত করিবেন না, গৃহী এবং প্রব্রজিতের মধ্যে শিষ্য করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। ভিক্ষু, আপনার পূর্বে জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সত্যজ্ঞ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন যাঁহারা গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণকে সৎমার্গে পরিচালিত করিয়াছিলেন, গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণের নিকট ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন, গৃহী এবং প্রব্রজিতের মধ্যে শিষ্য করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা করিয়া তাঁহারা দেহাবসানে, জীবনান্তে হীনকায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভিক্ষু, আপনার পূর্বে জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সত্যজ্ঞ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন যাঁহারা গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণকে সৎমার্গে পরিচালিত করেন নাই, গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণের নিকট ধর্মদেশনা করেন নাই, গৃহী এবং প্রব্রজিতের মধ্যে শিষ্য করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাহা না করিয়া তাঁহারা দেহাবসানে, জীবনান্তে উৎকৃষ্ট কায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতএব, মারিষ, আপনি বুদ্ধিমানের ন্যায় নিরুদ্বেগে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারী হইয়া অবস্থান করুন, ধর্ম অব্যাখ্যাত রাখিলেই কুশল, অপরকে উপদেশ প্রদান করিবেন না।”

৯। হে ভিক্ষুগণ, ইহা উক্ত হইলে, আমি পাপাত্মা মারকে কহিলাম—“পাপাত্মন, আমি তোমাকে জানি, মনে করিও না যে, আমি তোমাকে জানি না, তুমি হইতেছ মার। পাপাত্মন, তুমি হিতৈষী হইয়া আমাকে একথা বলিতেছ না, তুমি অহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই এমন কথা বলিতেছ। পাপাত্মন, তোমার মনের চিন্তা এই যে, শ্রমণ গৌতম যাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিবেন তাঁহারা তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবেন। পাপাত্মন, তোমার বর্ণিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সম্যকসম্বুদ্ধ না হইয়াও নিজেকে সম্যকসম্বুদ্ধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু, পাপাত্মন, আমি সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াই নিজেকে সম্যকসম্বুদ্ধ জ্ঞান করিতেছি। পাপাত্মন, তথাগত শিষ্যগণের নিকট ধর্মদেশনা করুন আর নাই করুন, শিষ্যগণকে সৎমার্গে পরিচালিত করুন আর নাই করুন, তিনি যাহা তাহাই। ইহার কারণ কী? যেহেতু, পাপাত্মন, তথাগতের যে সকল আসব সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, সদরথ (কষ্টজনক), দুঃখপরিণামী, অনাগতে জন্ম-জরা-মরণ-আনয়নকারী তৎসমস্ত প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষে পরিণত, অস্তিত্ব-বিরহিত, অনাগতে অনুৎপাদধর্মী (অনুৎপত্তিশীল)। যেমন, হে পাপাত্মন, তালবৃক্ষ শিরচ্ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহা বিরূঢ় হইতে পারে না, তেমনভাবেই তথাগতের যে সকল আসব সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, সদরথ, দুঃখপরিণামী, অনাগতে জন্ম-জরা-মরণ-আনয়নকারী তৎসমস্ত প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ পরিণত, অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরহিত, অনাগতে অনুৎপাদধর্মী।”

এইরূপে ইহাতে মারের আলাপ বন্ধ করিবার এবং ব্রহ্মার অভিনিমন্ত্রণের[১] বিষয় বিবৃত হইয়াছে তদ্ধেতু এই ধর্মব্যাখ্যানের ব্রহ্মনিমন্ত্রণ নামই গৃহীত হইয়াছে।

॥ ব্রহ্মনিমন্ত্রণ সূত্র সমাপ্ত ॥

মার-তর্জন সূত্র (৫০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

১। একসময় ভগবান ভর্গরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন—শিশুমারগিরে, ভেসকলাবন মৃগদাবে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন উন্মুক্ত আকাশতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। তখন পাপাত্মা মার আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের কুক্ষিগত, জঠরপ্রবিষ্ট হইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের মনে চিন্তা হইল—একি, আমার কুক্ষিতে যেন গুরু-গুরু (ভারী ভারী) কী রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন তাহা এক মাসের আহারে পরিপূর্ণ।” অনন্তর আয়ুষ্মান মাহমৌদ্গাল্যায়ন চংক্রমণ (পাদচারণ-স্থান) হইতে নামিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট[২] আসনে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া তিনি স্বতঃই পাপাত্মা মারের প্রতি সম্যক মনোনিবেশ করিলেন।

২। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন দেখিতে পাইলেন যে, পাপাত্মা মারই তাঁহার কুক্ষিগত, জঠর-প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি পাপাত্মা মারকে কহিলেন, “বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা, তুমি তথাগতকে ব্যথিত করিও না[৩], তথাগতের শ্রাবকগণের প্রতি বিদ্বেষ করিও না, তুমি তোমার দীর্ঘকাল দুঃখ ও অহিতের কারণ উৎপন্ন হইতে দিও না।” তখন পাপাত্মা মারের মনে হইল—“এই শ্রমণ আমাকে না জানিয়া না দেখিয়াই বলিতেছেন—বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা, তুমি তথাগতকে ব্যথিত করিও না, তুমি তোমার দীর্ঘকাল দুঃখ ও অহিতের কারণ উৎপন্ন হইতে দিও না। তাঁহার যিনি শাস্তা তিনিই আমাকে এত সত্ত্বর জানিতে পারেন না, কী করিয়া তাঁহার এই শ্রাবক আমাকে

---

১. বক্ষ্যমান সূত্রে বকব্রহ্মালোকের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া ভগবান বুদ্ধকে ব্রহ্মালোকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন (প. সূ.)।

২. ইস্থলে ‘নিদির্ষ্ট অর্থে স্বভাব নির্দিষ্ট, অর্থাৎ স্বাভাবিক (প. সূ.)।

৩. যমন কেহ পুত্রকে আঘাত করিলে পিতা নিজেকে আহত মনে করেন তেমন কেহ শিষ্যের প্রতি বিদ্বেষ করিলে শাস্তা নিজেকে ব্যাথিত বোধ করেন (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানিতে পারিবেন?” আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন পাপাত্মা মারকে কহিলেন, “আমি তথাগতের শ্রাবক হইলেও তোমাকে আমি জানি। তুমি যে পাপাত্মা মার। তোমার মনে হইতেছে, বুঝি এই শ্রমণ তোমাকে না জানিয়া না দেখিয়াই বলিতেছেন, বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা ইত্যাদি।” তখন পাপাত্মা মারের মনে হইল—“এই শ্রমণ আমাকে জানিয়া এবং দেখিয়াই বলিতেছেন—বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা ইত্যাদি।” অনন্তর পাপাত্মা মার আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইল।

৩। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন দেখিতে পাইলেন যে, পাপাত্মা মার বাহিরে পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি পাপাত্মা মারকে কহিলেন, “এখনও পাপাত্মা আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে দেখিতেছি না। তুমি এই পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়া আছ। পুরাকালে আমি দূষী নামে মার ছিলাম, কালী ছিল আমার ভগিনী, তুমি ছিলে আমার ভগিনীর পুত্র ভাগিনেয়। সেই সময়ে জগতে ভগবান ককুৎসন্ধ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে আর্বিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদূর এবং সঞ্জীব নামে মহাশ্রাবকযুগল[১] ভদ্রযুগল ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের মধ্যে ধর্মদেশনার ক্ষমতায় আয়ুষ্মান বিদূরের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। এই কারণে আয়ুষ্মান বিদূরের বিদূর (বিধুর, অসমধুর, অসমপ্রাজ্ঞ) খ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। আয়ুষ্মান সঞ্জীব অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত অথবা শূন্যাগারগত হইয়া অনায়াসে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিতেন। একদা আয়ুষ্মান সঞ্জীব এক বৃক্ষমূলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিয়া সমাসীন ছিলেন। যত গোপালক, পশুপালক, কৃষক ও পথিক দেখিতে পাইল যে আয়ুষ্মান সঞ্জীব ঐ বৃক্ষমূলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিয়া আসীন আছেন। তাহা দেখিয়া তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“ইহা বড়ই আশ্চর্যকর, বড়ই অদ্ভূত যে, এই শ্রমণ উপবিষ্ট অবস্থাতেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন আমরা তাঁহাকে দাহ করিব।” এই ভাবিয়া তাহারা তৃণ, কাষ্ঠ এবং শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া আয়ুষ্মান সঞ্জীবের দেহের উপর চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। আয়ুষ্মান সঞ্জীব ঐ রাত্রিগতে সেই সমাপত্তি হইতে উঠিয়া পরিহিত চীবরসমূহ ঝাড়িয়া পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ঐ গোপালক, পশুপালক, কৃষক ও পথিকগণ দেখিতে পাইল যে, আয়ুষ্মান সঞ্জীব ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য

---

১. অর্থাৎ দুই জন অগ্রশিষ্য, যেমন গৌতমের পক্ষে সারিপুত্র ও মহামৌদ্গাল্যায়ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(লোকালয়ে) বিচরণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাহাদের মনে হইল—‘ইহা বড়ই আশ্চর্যকর, বড়ই অদ্ভূত যে, এই শ্রমণ সমাসীন অবস্থায় কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখন তিনি পুনর্জীবিত হইয়াছেন।’ এই কারণে আয়ুষ্মান সঞ্জীবের সঞ্জীব খ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছিল।

৪। অনন্তর, হে পাপাত্মন, দূষী মারের মনে চিন্তা হইল—“আমি এই সকল শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুর গতি-অগতি জানি না। অতএব আমি এখন আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে প্ররোচিত করিব—“তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ কর, তাঁহাদিগকে গালি দাও, রাগাও, ব্যথিত কর। তোমরা আক্রোশ প্রকাশ করিলে, গালি দিলে, রাগাইলে, এবং ব্যথিত করিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবন্তর হইবে, যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের মধ্যে ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে। এই স্থির করিয়া দূষী মার আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে তাহা করিতে প্ররোচিত করিল। অতঃপর, হে পাপাত্মন, ঐ ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতে, তাঁহাদিগকে গালি দিতে, রাগাইতে ও ব্যথিত করিতে থাকে—“এই মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণগণ ইতর, কৃষ্ণজাতীয়, ব্রহ্মার পাদজাত (শূদ্রাধম)। আমরা ধ্যায়ী, ধ্যায়ী আমরা” মনে করিয়া ঘাড় হেট করিয়া, অধোমুখে, অলসভাবে ধ্যান করিতে, প্রধ্যান করিতে, নিধ্যান করিতে, অপধ্যান করিতে থাকে। যেমন উলূক মূষিক-অন্বেষণে বৃক্ষশাখায়, শৃগাল মৎস্য-অন্বেষণে নদীতীরে, বিড়াল ইন্দুর-অন্বেষণে গৃহসন্ধিতে, সমলস্থানে অথবা আবর্জনারাশিতে, গর্দভ ছিন্নবহ[১] হইয়া সন্ধিস্থলে, সমলস্থানে অথবা আবর্জনারাশিতে ধ্যান করে, প্রধ্যান করে, নিধ্যান করে, অপধ্যান করে, তেমন এই মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণগণ ইতর, কৃষ্ণজাতীয়, ব্রহ্মার পাদজাত (মূদ্রাধম)[২]। আমরা ধ্যায়ী, ধ্যায়ী আমরা।” মনে করিয়া ঘাড় হেট করিয়া, অধোমুখে, অলসভাবে ধ্যান করিতে, প্রধ্যান করিতে, নিধ্যান করিতে, অপধ্যান করিতে থাকে। হে পাপাত্মম্, সেই সময়ে যে সকল লোক কালগত হয়, তাহাদের অধিকাংশ দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৫। অনন্তর, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াছে—তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের উপর

---

১. ‘ছিন্নবহ’ অর্থে ‘কান্তার হইতে নিস্ক্রান্ত’ (প. সূ.)।

২. “ব্রাহ্মণা ব্রহ্মণো মুখতো নিব্বত্তা, খত্তিয়া উরতো, বেস্সা, নাভিতো, সুদ্দা জানুতো, সমণা পিষ্ঠিপাদতো (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আক্রোশ প্রকাশ কর, তাঁহাদিগকে গালি দাও, রাগাও, ব্যথিত কর, তোমরা আক্রোশ প্রকাশ করিলে, গালি দিলে, রাগাইলে, ব্যথিত করিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের মধ্যে ছিদ্র খুঁজিয়া লইবে। হে ভিক্ষুগণ তোমরা, আইস, মৈত্রী-সহগত-চিত্তে, করুণা-সহগত-চিত্তে, মুদিতা-সহগত-চিত্তে, উপেক্ষা-সহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান কর, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সকল দিক সর্বতোভাবে সর্বজগৎ মৈত্রী-সহগত, করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত, উপেক্ষা-সহগত, বিপুল[১], মহদ্গত[২], অপ্রমেয়[৩], অবৈর[৪], অবাধ[৫] চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান কর।”

৬। অনন্তর, হে পাপাত্মন, ঐ ভিক্ষুগণ ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত ও শূন্যাগারগত হইয়া মৈত্রীসহগত-চিত্তে, করুণা-সহগত-চিত্তে, মুদিতা-সহগত-চিত্তে, উপেক্ষা-সহগত-চিত্তে, এক দিক স্ফুরিত করিয়া, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক সর্বতোভাবে মৈত্রী-সহগত, করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত, উপেক্ষা-সহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন।

৭। অনন্তর, হে পাপাত্মন, দূষী মারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“এইরূপে কার্য করিয়াও আমি এই শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের অগতি কিংবা গতি জানিলাম না। অতএব আমি আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে প্ররোচিত করিব—“তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণকে সম্মান কর, গুরুস্থানীয় কর, মান, পূজ। তোমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিলে গুরুস্থানীয় করিলে, মানিলে, পূজিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে, যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে।” এই স্থির করিয়া দূষী মার আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে তাহা করিতে প্ররোচিত করিল। অতঃপর, হে পাপাত্মন, ঐ ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণকে সম্মান করিতে, গুরুস্থানীয় করিতে, মানিতে, পূজিতে থাকে। হে পাপাত্মন, সেই সময়ে যে সকল লোক কালগত হয়, তাহাদের অধিকাংশ দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

---

১. বহুসংখ্যক জীব ভাবনার উপজীব্য বিষয় অর্থে বিপুল (প. সূ.)।
২. মহদ্গত অর্থে মহদ্ভুমি প্রাপ্ত অর্থাৎ রূপাবচর অরূপাবচর ভূমিতে উপনীত (অ-সূ)।
৩. অপ্রমেয় অর্থে সুভাবিত (প. সূ.)।
৪. অবৈর অর্থে দ্বেষবিহীন (প. সূ.)।
৫. অবাধ অর্থে দুঃখমুক্ত (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। অনন্তর, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহবান করিয়া কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াছে—তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণকে সম্মান কর, গুরুস্থানীয় কর, মান, পূজ; তোমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিলে, গুরুস্থানীয় করিলে, মানিলে, পূজিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে, যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের মধ্যে ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আইস, স্বকায়ে অশুভানুদশা, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞী, সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী[১] হইয়া অবস্থান কর।"

৯। অনন্তর, হে পাপাত্মন, ঐ ভিক্ষুগণ ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া, অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত ও শূন্যাগারগত হইয়া স্বকায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞী সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১০। অনন্তর, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া অনুগামী শ্রমণ আয়ুষ্মান বিদূরসহ ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তখন, হে পাপাত্মন, দূষী মার জনৈক বালকের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া হস্তে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া আয়ুষ্মান বিদূরের শিরে প্রহার করিল, তাহাতে তাঁহার শির বিদীর্ণ হইল। অতঃপর, হে পাপাত্মন, আয়ুষ্মান বিদূর বিদীর্ণ রক্তবিগলিত শির লইয়াই ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের 'পিছু পিছু' অনুগমন করিলেন। তখন, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ গজেন্দ্র-দৃষ্টিতে পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া[২] কহিলেন, "এই দূষী মার জানে না তাহার পাপের মাত্রা কত," অবলোকনের সঙ্গে সঙ্গেই দূষী মার সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া মহানিরয়ে উৎপন্ন হইল। হে পাপাত্মন, সেই মহানিরয়ের তিনটি নাম—ছয় স্পর্শায়তনও[৩] বটে, সঙ্কু-সমাহতও[৪] বটে,

---

১. এস্থলে চারি কর্মস্থান-ভাবনার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম, স্বকায়ে অশুভানুদর্শন, উদ্দেশ্য কামতৃষ্ণা হইতে, মৈথুনপ্রবৃত্তি হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা। অশুভানুদর্শনপ্রণালী স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রে দ্র.। দ্বিতীয়, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, উদ্দেশ্য রসতৃষ্ণা হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা (বিসুদ্ধিমগ্গ, ১১শ পরিচ্ছেদ দ্র.)। তৃতীয়, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য লোভপ্রবণতা হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা। চতুর্থ, সর্বসংস্কারে অনিত্যনুদর্শন, উদ্দেশ্য লাভসৎকারাদি হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা।

২. সর্বাঙ্গ ফিরাইয়া অবলোকনের নাম গজেন্দ্র দৃষ্টিতে অবলোকন (প. সূ.)।

৩. অর্থাৎ, যে নরকে ষড়েন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে বেদনা অনুভূত হয় (প. সূ.)।

৪. যে নরকে পাপীর দেহ লৌহশূল দ্বারা সমাহত হয়, পাপীর হৃদয় বিদ্ধ হয় (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যত্মবেদনীয়ও[১] বটে। অনন্তর, হে পাপাত্মন, নিরয়পালগণ আমার নিকট আসিয়া কহিল—"যখন, মারিষ, শঙ্কু দ্বারা শঙ্কু আপনার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবে তখন আপনি জানিবেন যে, সহস্রবর্ষ আপনি নিরয়ে পচিয়াছেন।" সেই আমি বহুবর্ষ, বহুশতবর্ষ, বহুসহস্রবর্ষ সেই মহানিরয়ে পচিয়াছিলাম, দশ-সহস্র-বর্ষ সেই মহানিরয়ের উৎসদে উত্থিত[২] দুঃখবেদনা অনুভব করিয়া পচিয়াছিলাম। তখন, হে পাপাত্মন, আমার দেহ ছিল যেন মানুষের মতো, শীর্ষ ছিল যেন মাছের মতো।

কীদৃশ নিরয় ঘোর যেথা দূষী মার
পচিল পাইল ব্যাথা বেদনা অপার
আক্রমণ করি পাপী বিদূর শ্রমণে
আক্রমিয়া ককুৎসন্ধে সম্বুদ্ধে ব্রাহ্মণে?
লৌহশঙ্কু শত শত বিঁধিল শরীর,
সর্ব অঙ্গ বেদনায় হইল অধীর,
ঈদৃশ নিরয় জান যেথা দূষী মার
পচিল, যাতনা পেল বেদনা অপার,
আক্রমণ করি পাপী বিদূর শ্রমণে,
আক্রমিয়া ককুৎসন্ধে সম্বুদ্ধে ব্রাহ্মণে।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
অগাধ-সলিল-মাঝে বিরাজে বিমান
কল্পস্থায়ী, বর্ণে তাহা বৈদূর্য-সমান
সুরুচির দীপ্তিমান, অতি প্রভাস্বর,
সেথা নৃত্য করে, সেথা গায় নিরন্তর
নানাবর্ণে নানারূপে অপ্সরার দল
অপূর্ব সঙ্গীতে মত্ত নর্তকী সকল।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন।
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ

---

১. অর্থাৎ নিজেই নিজের দুঃখ বেদনার কারণ ও ভাগী হয়।
২. 'উত্থিত' অর্থে বিপাক-জনিত, পাপ-পরিনামজ (প. সূ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
বুদ্ধের আদেশ ক্রমে সংঘের সাক্ষাৎ
কাঁপাইল মৃগারের মাতার প্রাসাদ,
পাদাঙ্গুষ্ঠে অবহেলে, আমি সেই জন
[বুদ্ধের শ্রাবক শাক্যপুত্রীর শ্রমণ]।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
কাঁপাইল বৈজয়ন্তী দেবের ভবন
পাদাঙ্গুষ্ঠে টলমল প্রাসাদ-রতন,
যেবা এই ঋদ্ধিবলে স্তম্ভিত করিল,
দেবগণ যাহে সবে বিস্ময় মানিল,
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
বৈজয়ন্তে একদা সে গিয়া উত্তরিল,
দেবের প্রাসাদে শক্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল-
তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্তি কি জানাও সত্বর;
জিজ্ঞাসিত হয় শক্র দিল সদুত্তর[১]।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
জিজ্ঞাসিল যে বা ব্রহ্মে প্রশ্ন অকপটে
সুরম্য সুধর্মা-দেবসভার নিকটে
"আজিও সে দৃষ্টি তব পূর্বের মতন,
ব্রহ্মে ছাপি[২] প্রভাস্বর[৩] কর কি দর্শন?"

---

১. ক্ষুদ্র তৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র দ্র.।
২. ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকের উপরে অবস্থিত।
৩. ব্রহ্মনিমন্ত্রণ সূত্র দ্র.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথার্থ উত্তর ব্রহ্মা করিল তাহার :
"মারিষ, পূর্বের দৃষ্টি নাহিক আমার,
দেখি ব্রহ্মলোক ছাপি আছে প্রভাস্বর।
ঘুচিয়াছে ভ্রম মম, নির্মল অন্তর;
নিত্য আমি, শাশ্বতাত্মা, ধ্রুব সনাতন,
সেই উক্তি নিন্দনীয় হয়েছে এখন।"
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
বিমোক্ষ-বলেতে স্পর্শ করেছে যেজন
সুমেরু-শিখর আর এই জম্বুবন[১]
কিংবা পূর্ববিদেহেতে করে যারা বাস,
কিংবা অন্য দ্বীপে দুই যাদের নিবাস[২]।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
অগ্নি নিজে এই ইচ্ছা করে না কখন :
"অজ্ঞানে, অবোধ জনে, করিব দাহন।"
মূর্খ নিজে জ্বালে অগ্নি দাহন কারণ,
তা'ই অগ্নি মূঢ়জনে কররে দাহন।
তেমনি তুমি যে মার কর আস্ফালন,
তথাগতে দশবলে কর আক্রমণ,
নিজে যে হইবে দগ্ধ জান না দুর্জন,
অগ্নির পরশে যথা দগ্ধ মূঢ় জন।
তথাগতে আক্রমণ করি পাপী মার
প্রসবিল শুধু পাপ, অপুণ্য অপার।
তুমি বুঝি মনে ভাব, হে পাপাত্মা মার,

---

১. অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ।

২. এস্থলে চারি মহাদ্বীপের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে যথা : জম্বুদ্বীপ, পূর্ববিদেহ, অপরগোযান ও উত্তরকুরু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

“পাপ মোর রহিবে না, পাইব নিস্তার।”
পাপ যদি কর তাহা হইবে সঞ্চয়
চিরতরে, হে অন্তক, নাহিক সংশয়।
বুদ্ধজয়-ভোগবাঞ্ছা ছাড় তুমি মার,
ছাড় আশা ভিক্ষুগণে করিবে সংহার।
ইহা বলি দুষ্ট মারে করিল তর্জন
ভেসকলাবনে ভিক্ষু ধীর বিচক্ষণ।
তাহাতে দুর্মন যক্ষ পরাজয় মানি
ঐস্থানে অন্তর্ধান হইল অমনি।

॥ মার-তর্জন সূত্র সমাপ্ত ॥
॥ ক্ষুদ্র-যমক বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত ॥
॥ মুল-পঞ্চাশ সূত্র সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিশিষ্ট

(ক)
ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি

জাতক, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক এবং *অপদান* ব্যতীত পালি ত্রিপিটকের অপরাপর গ্রন্থের কোথাও প্রণিধান, পারমিতার পূর্ণতা, ত্রিবিধ চর্যার অনুশীলন এবং বোধিচিত্ত উৎপাদন দ্বারা সম্যক সম্বোধি লাভের আদর্শকে সমুজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করা হয় নাই। প্রত্যেকবোধির স্বরূপ এবং মাহাত্ম্য স্থলবিশেষে বর্ণিত হইলেও উহাকে অভিপ্রেত আদর্শরূপে স্থাপন করা হয় নাই। অপর গ্রন্থসমূহের সর্বত্রই অর্হত্ত্বলাভ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়া দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান করাকেই ধর্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। সোজা কথায়, উহাতে বর্ণিত আদর্শ শ্রাবকযানীয় বা হীনযানীয়। লক্ষিত আদর্শ যাহাই হউক না কেন, নির্বাণ সাক্ষাৎকারের পক্ষে মূল মার্গ বা সাধনাপন্থা সকলের পক্ষে একই। এই সাধনপন্থা মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

বুদ্ধপ্রবর্তিত মার্গ মূখ্যত যোগমার্গ। শীল বা মানব চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, শমথ বা চিত্তের শান্তিবিধান এবং প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের পূর্ণতা দ্বারা দৃষ্টির ঋজুতা সাধনই এই মার্গ বা সাধনাপন্থার লক্ষ্য, যেখানে দৃষ্টধর্মে অর্থাৎ ইহজীবনে উপনীত হইতে পারা যায়। পঞ্চনিকায়ের সূত্রসমূহে এই লক্ষ্যকে মোক্ষের পরিবর্তে বিমোক্ষ এবং মুক্তির পরিবর্তে বিমুক্তি নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি, সংক্ষেপে যোগস্তরের পার্থক্য অনুসারেই মোক্ষ এবং মুক্তির সহিত যুক্ত 'বি'-উপসর্গের তাৎপর্য। মধ্যমবিকায়ের আর্য-পর্যেষণ এবং মহাসত্যক্ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, গৌতমবুদ্ধের আর্বিভাবের পূর্বে ভারতের কোনো কোনো মহাযোগী অষ্ট সমাপত্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধ্যানরত বা যোগাভ্যাসে নিরত সাধকের অভাব তখন এ দেশে ছিল না, এখনও নাই। বুদ্ধের পূর্ব গুরু অরাড়-কালাম অকিঞ্চন-আয়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান বা সপ্তম সমাপত্তিতে এবং রুদ্ররামপুত্র নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান বা অষ্টম সমাপত্তিতে সমারূঢ় হইয়া যে মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাইয়াছিলেন তাহা শুধু মোক্ষ বা মুক্তি। গৌতম তদূর্ধ্ব ধ্যানস্তরে আরোহণ করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ নামক নবম সমাপত্তি হইতে যে মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বায়ত্ত মোক্ষ বা মুক্তির তুলনায় বিমোক্ষ বা বিমুক্তি। মহাসিংহনাদ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, অরাড়-কালাম এবং রুদ্ররামপুত্রের নিকট যোগ (রাজযোগ) শিক্ষার পর গৌতম উরুবেলার অরণ্যানীর মধ্যে প্রায় ছয় বৎসর প্রাণায়াম-প্রধান হঠযোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। খেচরীমুদ্রা অবলম্বনে যেভাবে গৌতম অপ্রাণক ধ্যান বা কুম্ভক অভ্যাস করিয়াছিলেন মহাসত্যক সূত্রে উহার এক চমৎকার বিবরণ দেওয়া আছে। উপনিষদসমূহে রাজযোগের প্রণালী অথবা পরিভাষা কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন জৈন আগমেও তাহা কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহা ব্রহ্মণ্য সাহিত্যের মাত্র পাতঞ্জলেই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। পতঞ্জলির যোগসূত্র পালি ত্রিপিটকের পূর্ববর্তী কি না তাহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। এইমাত্র নির্ভয়ে অনুমান করা চলে যে, গৌতমের সমসময়ে এবং পূর্বেও রাজযোগ অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রক্রিয়াবিধি এবং পরিভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল। উহার প্রণালী এবং পরিভাষার উৎকর্ষ বিধানে গৌতম এবং তাঁহার শিষ্যগণের কৃতিত্ব এবং মৌলিকত্ব কত তাহা এখনও বিশেষ গবেষণার বিষয়। তবে ব্যাসভাষ্যসহ যোগসূত্র পাঠ করিলে উহাতে যথেষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি বুদ্ধোপদিষ্ট ধ্যানপদ্ধতি এবং পাতঞ্জল-উদ্দিষ্ট যোগপদ্ধতির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকিলেও, অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। ইহাও নিশ্চিত যে, পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং ব্যাসভাষ্যের সাহায্যে কতিপয় স্থলে বুদ্ধব্যবহৃত যোগপরিভাষার অর্থ সুগম হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহা বুদ্ধের ভাষায় প্রথম ধ্যান, প্রথম রূপধ্যান, তাহা পাতঞ্জল পরিভাষায়—সবিতর্ক সমাপত্তি; যাহা দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় রূপধ্যান, তাহা নির্বিতর্ক সমাপত্তি; যাহা তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় রূপধ্যান, তাহা সবিচার সমাপত্তি; এবং যাহা চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ রূপধ্যান তাহা নির্বিচার সমাপত্তি। বৌদ্ধচার্যগণের ব্যাখ্যানুসারে সমাপত্তি অর্থে সম্প্রাপ্তি। ইহাতে সমাপত্তি শব্দের যথার্থ পারিভাষিক অর্থ জ্ঞাপিত হয় না। পতঞ্জলির যোগসূত্র (১-৪৭) অনুসারে "ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেযু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।" "যেমন অভিজাত মণির (স্ফটিকের) পক্ষে উপাশ্রয়ভেদে উপশ্রয় আকারে প্রতীয়মানতা তেমন তৎস্থ (গ্রাহ্যলম্বনে উপরক্ত) ক্ষীণবৃত্ত চিত্তের পক্ষে তদঞ্জনতা (তদাকার প্রাপ্তিই) সমাপত্তি।" সোজা কথায়, ধ্যানের স্তরবিশেষে চিত্ত যে আলম্বনে বা বিষয়ে স্থিত হয়, ঐ আলম্বন বা বিষয়ের আকারে চিত্ত আকারিত হওয়ার নামই সমাপত্তি।

পাতঞ্জলে উক্ত চারি সমাপত্তি ব্যতীত তদূর্ধ্ব অপর কোনো সমাপত্তির উল্লেখ অথবা বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পঞ্চ নিকায়ের বহুসূত্রে নয় সমাপত্তির (পূর্বোক্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারি সমেত) উল্লেখ আছে। এই শেষোক্ত গণনানুসারে প্রথম চারিটি রূপ-সমাপত্তি, পরবর্তী চারিটি, অরূপ-সমাপত্তি এবং নবমটি লোকোত্তর-সমাপত্তি। চারি অরূপ-সমাপত্তির বুদ্ধপ্রদত্ত নাম যথাক্রমে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন", "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন", "অকিঞ্চন-আয়তন" ও "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন"। বুদ্ধায়ত্ত তদূর্ধ্ব সমাপত্তির নাম সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ। মধ্যমনিকায়ের মহাবেদল্য এবং ক্ষুদ্রবেদল্য এই দুই সূত্রে নবম সমাপত্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধ্যান এবং পাতঞ্জল যোগ এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন। বুদ্ধের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন পর্যন্ত প্রত্যেক সমাধি ও সমাপত্তিতে সাময়িক চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং মুক্তির আস্বাদ সম্ভব হইলেও ঐ চিত্তের অবলম্বন ভব, নির্বাণ নহে; তখনও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি মনস্কার থাকে। তদূর্ধ্ব সমাধি ও সমাপত্তিতে চিত্তের অবলম্বন নির্বাণ, ভব নহে; ঐ সমাপত্তিতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিত কোনো সম্বন্ধই থাকে না। বাহ্যদৃষ্টিতে মৃতের যে অবস্থা সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন ব্যক্তির প্রায় সেই অবস্থা; ঐ অবস্থায় দেহের উষ্ণতা ব্যতীত জীবিতের অপর কোনো লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না। মহাবেদল্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"যিনি মৃত কালগত তাঁহার কায়-সংস্কার (জীবনক্রিয়া) নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাকসংস্কার (বচনক্রিয়া) নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্তসংস্কার (চেতনক্রিয়া) নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, আয়ু পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিভিন্ন (ছিন্নভিন্ন) হয়; এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন তাঁহারও কায়সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাকসংস্কার-নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্তসংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ হয়, (কিন্তু) আয়ু পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল) থাকে। যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁহাদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।" এই সমাপত্তির অন্য নাম চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তি এবং তাহাও অনিমিত্ত, অপ্রমেয়, আকিঞ্চন্য ও শূন্যতা ভেদে চতুর্বিধ।

শমথ ও বিদর্শন ভেদে ধ্যানের ধারা দ্বিবিধ। জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া এবং চিত্তের পরম শান্তি বিধানকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির অনুশীলনই শমথভাবনা। শমথভাবনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির অনুশীলনই বিদর্শন-ভাবনা। এই দুই ভাবনা ভেদে বিতর্ক ও বিচার এই দুই ধ্যানাঙ্গের অর্থের প্রভেদ হয়।

যোগ বা ধ্যানপদ্ধতিতে বুদ্ধ স্মৃতিপ্রস্থানের ব্যবস্থা করিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশৃঙ্খলিত করেন। এইরূপ স্মৃতিপ্রস্থানবিধি পাতঞ্জল কিংবা অন্য কোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মণ্য অথবা জৈন গ্রন্থে দেখা যায় না। ক্ষুদ্রবেদল্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"চিত্তের যে একাগ্রতা তাহাই সমাধি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান সমাধি-নিমিত্ত, চারি সম্যক প্রধান সমাধি-উপকরণ, এবং যাহা এই (তিন) বিষয়ের আসেবন, ভাবনা, বহুলকরণ তাহাই তৎস্থলে সমাধি-ভাবনা।" স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রে স্মৃতিপ্রস্থানবিধি বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘ ও মধ্যম নিকায়ের কতিপয় সূত্রে মাত্র চারি ধ্যান বা চারি সমাপত্তির এবং কতিপয় সূত্রে নয় সমাপত্তির উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। এই প্রভেদের প্রকৃত কারণ ও তাৎপর্য কী এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যবিধানও বা কীরূপে সম্ভব তাহা কোথাও আলোচিত হয় নাই। দীর্ঘ নিকায়ের শ্রামণ্যফল-সূত্রে এবং মধ্যম নিকায়ের মহাঅশ্বপুর সূত্রে সাধক যেভাবে চারি ধ্যানের বা চারি সমাপত্তির সাহায্যে নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশ ঊর্ধ্বতম স্তরে আরোহণ করিয়া চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করেন তাহার সুন্দর বিবরণ আছে। উহাদের মধ্যেও উক্ত প্রভেদের কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। অভিধর্ম সাহিত্যে ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তিভেদে চিত্ত-চৈতসিকের যে সকল প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এস্থলে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এই বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি অনূদিত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ এবং মৎলিখিত মুখবন্ধ পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারেন।

(খ)

প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নির্বাণ

বৌদ্ধচিন্তার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য নির্বাণ। মধ্যমবিকায়ের আর্যপর্যেষণ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব শান্তিবরপদ অন্বেষণে বাহির হইয়া গভীর, দুর্দশ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতবেদ্য ধর্মের এই দুই তত্ত্ব আয়ত্ব করিয়াছিলেন, যথা : (১) হেতু-প্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ, (২) সর্বসংস্কার-শমথ, সর্বোপাধি-পরিবর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ ও নিরোধ (নামধেয়) নির্বাণ। হেতুপ্রত্যয়তা অর্থে কারণবশতা। মহাতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্রানুসারে "কারণবশত উৎপন্ন হয় (পচ্চয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি)" অর্থেই প্রতীত্যসমুৎপাদ। উক্ত সূত্রানুসারে, ইহার মূল দেশনা—"উহা থাকিলে ইহা হয়, উহার উৎপত্তি হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।" উক্ত নিকায়ের তৃতীয় পঞ্চাশের ক্ষুদ্র সকুলোদায়ী সূত্রে ভগবান বুদ্ধ সকুলোদায়ী পরিব্রাজককে বলিতেছে—"উদায়ি, রেখে দাও পূর্বান্ত (পূর্বকোটি) চিন্তা, রেখে দাও অপরান্ত (অপরকোটি) চিন্তা। আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিতেছি—উহা থাকিলে ইহা হয়, উহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি হয়। উহা না থাকিলে ইহা হয় না, উহার নিরোধে ইহার নিরোধ হয় (ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্পাদা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইদং উপ্পজ্জতি; ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি)। উদান গ্রন্থের বোধিসূত্রানুসারে, উদ্ধৃত উপদেশের প্রথমাংশে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের অনুলোম দেশনা, দ্বিতীয়াংশে প্রতিলোম দেশনা, এবং তদুভয় একত্র করিয়া অনুলোম-প্রতিলোম দেশনা। শুধু উৎপত্তির নিয়ম বা অনুলোম দেশনা লইয়াই প্রতীত্যসমুৎপাদের মূলসূত্র অথবা উৎপত্তি ও নিরোধ, অনুলোম ও প্রতিলোম দেশনা লইয়াই উহার মূলসূত্র—এ বিষয়ে বৌদ্ধাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আর্যপর্যেষণ-সূত্রে নিরোধ-নামধেয় নির্বাণকে হেতুপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ হইতে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। অভিধর্ম পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ বিভঙ্গেও মাত্র উৎপত্তির নিয়ম উল্লেখ করিয়াই প্রত্যয়াকার বা প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের গ্রন্থেও বহুস্থানে মাত্র উৎপত্তির দিকই প্রতীত্যসমুৎপাদের মূলসূত্র বলিয়া গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার বিসুদ্ধিমগ্গ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যুক্তির সাহায্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উৎপত্তি এবং নিরোধ উভয় নিয়ম লইয়াই প্রতীত্যসমুৎপাদ-দেশনা, শুধু উৎপত্তির নিয়ম লইয়া নহে। উক্ত অনুলোম ও প্রতিলোম দেশনা ভেদে মধ্যমনিকায়ের সূত্রসমূহে অবিদ্যাদি দ্বাদশ নিদানের অবতারণা করা হইয়াছে। দুঃখ-সমুদয় ও দুঃখ-নিরোধমূলক প্রতীত্যসমুৎপাদ দেশনার বিশদ মাতৃকা চারি আর্যসত্য দুঃখ, দঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ। এই প্রতিপদের লোকপ্রসিদ্ধ নাম আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ; তাহাই আবার মধ্যম প্রতিপদ বা মধ্যপথ নামে খ্যাত। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের কতিপয় সূত্রানুসারে প্রতীত্যসমুৎপাদেরই অপর নাম মধ্য; মধ্য অর্থে যাহা দ্ব্যন্তবর্জী। সবকিছু (আত্মা ও জগৎ) আছে, থাকিবে—এক অন্ত; (আত্মা ও জগৎ) নাই, থাকিবে না, বিনষ্ট হইবে—দ্বিতীয় অন্ত। সব কিছু প্রাক্তনবশত—এক অন্ত; সব কিছু অকারণজনিত, যাদৃচ্ছিক—দ্বিতীয় অন্ত। সুখ-দুঃখ পরকৃত (ঐশ্বরিক, কাল, অদৃষ্ট বা দৈববশত)—এক অন্ত; সুখ-দুঃখ স্বকৃত-দ্বিতীয় অন্ত। এই অন্তগুলি পরিহার করিয়াই বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা মধ্য দেশনা। শব্দের দিক হইতে বিচার করিলে, প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) অধীত্যসমুৎপাদেরই (অধিচ্চসমুপ্পাদেরই) বিপরীত শব্দ। অধীত্যসমুৎপাদ অর্থে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, হেতুপ্রত্যয় ব্যতীত উদ্ভব। দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে অধীত্যসমুৎপাদকে একটা দার্শনিক মতবাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে, আত্মা এবং জগৎ অধীত্যসমুৎপন্ন, অকারণসঞ্জাত। ইহার মূল উক্তি হইতেছে—"আমি পূর্বে ছিলাম না, পূর্বে না হইয়া এখন আমি সত্ত্বে পরিণত হইয়াছি।" (অহং হি পূর্বে নাহোসি, সোমিহ অহুত্বা সত্তত্তায় পরিণতো তি)। এই দার্শনিক মতবাদের পূর্ব আলোচনা অনুসন্ধান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-১,২) দেখি ঋষি উদ্দালক বলিতেছেন, "সদই অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়। কেহ কেহ বলেন যে, অসদই অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়; ঐ অসৎ হইতেই সতের জন্ম হইয়াছিল। কীরূপে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইতে পারে? সদই অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়। সৎ ইচ্ছা করিল, 'বহু হইব প্রজাসৃষ্টির জন্য।' সৎ তেজ সৃজন করিল। ঐ তেজ ইচ্ছা করিল, 'বহু হইব প্রজাসৃষ্টির জন্য।' তেজ সৃজন করিল আপ। এইরূপে অপ সৃজন করিল অন্ন (পৃথিবী)। ভূতগণের ত্রিবিধ বীজ—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। ঐ দেবতা (সৎ) ইচ্ছা করিল—'আমি এই তিন দেবতা (তেজ, আপ ও অন্ন) এই বীজে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে (ব্যক্তিত্বে) প্রকাশিত হইব।" আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২-৬,৭) উক্ত হইয়াছে—অসদই অগ্রে ছিল, তাহা হইতেই সতের জন্ম হইয়াছে। এই অসৎ হইতেছেন ব্রহ্ম। অসৎ হইলেও তিনি অস্তিত্বান। তাঁহারই শারীর রূপ আত্মা। তিনি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হইব প্রজাউৎপাদনের জন্য।' তিনি তপ করিলেন; তপ করিয়া সব কিছু সৃজন করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন; অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (সুদৎপন্ন), নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অনৃত (সবই) হইলেন।"

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে : প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন : 'আমি বহু হইব প্রজাসৃজনের জন্য।' তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুরুষ ও নারী (প্রকৃতি) হইলেন এবং উহাদের মিলনেই সর্ব জীব সৃজন করিলেন। পক্ষান্তরে ঋগ্বেদের নাসদীর সূক্তের (১০-১২৯) মতে, তখন (বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে) সদও ছিল না, অসদও ছিল না, ছিল মাত্র শূন্যাবৃত স্বশক্তি-স্পন্দিত অপ্রকেত (অপ্রকট) গহন-গভীর সলিল (মূল বিশ্ব উপাদান)। উহারই শক্তি-স্পন্দনে জন্মিল কাম (সিসৃক্ষা, সৃজনেচ্ছা) এবং তাহা হইতেই ক্রমে আকাশ, বাতাস, দেবতা, পৃথিবী সকল জীব সমুদ্ভুত হইল। বিশ্বপ্রকৃতির সৃজনধারা দেবতাগণের উৎপত্তির বহু পূর্ববর্তী, অতএব তাঁহারাও উহার ইতিহাস জানেন কিনা সন্দেহ।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপে প্রতীত্যসমুৎপাদকে গ্রহণ করিলে বলিতে পারা যায়, বেদোক্ত কাম বা সিসৃক্ষাই ভবতৃষ্ণা যাহা অবিদ্যার অন্ধকারে, অজ্ঞান তিমিরে সংস্কার বা সৃজনকার্য উৎপাদন করে এবং এই সংস্কার হইতেই বিজ্ঞান বা 'হইয়াছি জ্ঞান' উৎপন্ন হয়। এই বিজ্ঞানই নামরূপ বা ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভবের কারণ হয়। নামরূপ থাকিলেই ইন্দ্রিয়ের সহিত তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়ের (আয়তনের) সহিত তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ (যোগাযোগ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘট্টন-প্রতিঘট্টন) হইলেই স্পর্শ সম্ভব হয়। স্পর্শ হইলেই বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখাদি বেদনার উৎপত্তি সম্ভব হয়। বেদনার ফলে ঐ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বস্তু লাভ করিতে তৃষ্ণা জন্মে। তৃষ্ণা হইতেই উপাদান বা আসক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়। উপদান বা আসক্তি হইতে ভবের (কর্ম ও উৎপত্তি স্বরূপের) উদ্ভব হয়। ভবের পরিণতি জন্ম। জন্ম হইলেই ব্যক্তি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন নয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ শোক, পরিদেব ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। অতএব এই দুঃখাত্মক বা সুখদুঃখাত্মক সংসারগতি নিরুদ্ধ করিতে হইলে বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার অশেষ নিরোধ এবং তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা ভবতৃষ্ণার অশেষ নিরোধ সাধন করা আবশ্যক।

সংযুক্ত-নিকায়ের অনমতগ্গ-সুত্তের মতে সংসার অনাদি ও অনন্ত, ইহার পূর্বকোটি ও অপরকোটি, আদি ও অন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অতীত। যেখানেই সংসার সেখানেই অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণার অস্তিত্ব ও কার্য। অতএব যেমন সংসারের তেমন অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণার ও আদ্যন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানে দৃষ্ট হয় না (অঙ্গুত্তর-নিকায়)। অথচ ঐতিহাসিক জ্ঞানগম্য সংসারের মধ্যে সর্বত্রই আবর্তন-বিবর্তন এবং জীবগণের জন্ম, মৃত্যু ও জীবনধারা পরিলক্ষিত, সর্বত্রই হেতুপ্রত্যয়তা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সংসার, অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণার আদ্যন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অগোচর হইলেও, ঐ জ্ঞানগম্য অংশের ব্যাপার দৃষ্টে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানে অগম্য অংশের ব্যাপারও বুঝিতে পারা যায়। গম্য এবং অগম্য সর্বাংশেই সেই একই হেতুপ্রত্যয়তা, ধর্মতা, ধর্মনিয়মতা বা নিয়মতন্ত্র। ব্রহ্মা, প্রজাপতি হইতে বিশ্বের সকলেই সেই একই নিয়মাধীন। এই নিয়মতন্ত্রে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদই সেই হেতুপ্রত্যয়তা, ধর্মতা, ধর্মনিয়মতা, তথতা, অবিতথতা, অনন্যতা। যেখানেই কোনো ঘটনা ঘটিবার উপযুক্ত প্রত্যয়সামগ্রী, কারণসমবায় বা যোগাযোগ সেখানে সে ঘটনা ঘটিবেই, অন্যথা হইবার উপায় নাই। যদিও জন্মের পর জরা, জরার পর মৃত্যু হইতেছে, জন্ম ও জরার মধ্যে যে হেতুপ্রত্যয়তা বা কার্যকারণসম্বন্ধ তাহাতে ব্যত্যয় ঘটে না। ঐ হেতুপ্রত্যয়তা বা কার্যকারণসম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া ভাষায় উহার স্বরূপ প্রকাশ করিবার যোগ্য ব্যক্তি তথাগতগণের আবির্ভাব না হইলেও ঐ সেই নিয়মতন্ত্র, সেই হেতুপ্রত্যয়তা আছে, থাকিবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের ভাবে দেখিলে, কী মানসিক, কী দৈহিক, কী জাগতিক, সব কিছুরই পরিবর্তন হইতেছে, উক্ত নিয়মকে মানিয়া। এই মুহূর্তে যাহা দুগ্ধরূপে প্রতীত, প্রতীয়মান হইতেছে, পর মুহূর্তে তৎস্থলে দধি প্রতীত, প্রতীয়মান হইবে। এইক্ষণে যাহা দধিরূপে প্রতীত, প্রতীয়মান হইতেছে, পরক্ষণে তৎস্থলে নবনীত প্রতীত, প্রতীয়মান হইবে। দুগ্ধ ও দধি, দধি ও নবনীত ঠিক এক ও নয়, বিভিন্নও নয় (ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো)। বস্তুত দুগ্ধ ও দধি এক, অথবা দুগ্ধের মধ্যে দধি সুপ্তাকারে ছিল, তাহা পরে প্রকট হইয়াছে, অথবা দুগ্ধই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবর্তিত হইয়া দধিতে পরিণত হইয়াছে ইত্যাদি আকারে বৌদ্ধগণ চিন্তা করেন না। জ্ঞানদৃষ্টিতে দুগ্ধও যেমন প্রতীতি, দধিও তেমন প্রতীতি। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, দুগ্ধ-প্রতীতি নিরুদ্ধ হইবার পরই দধি-প্রতীতি সম্ভব হইয়াছে। দুই প্রতীতি ঠিক এক প্রতীতি নয়, আবার দুগ্ধ-প্রতীতি হইতে নিরপেক্ষভাবে দধি-প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। অপরদিকে দধি-প্রতীতিকে দুগ্ধ-প্রতীতিতে পরিণত করা যায় না, যাহা নিরুদ্ধ বা অতীত হইয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া আনা যায় না। যদি পুনরায় দুগ্ধ-প্রতীতি হয়, এই প্রতীতি ও পূর্বের প্রতীতি একও নয়, সম্পূর্ণ বিভিন্নও নয়। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের নিয়মে সর্বজগতের পরিবর্তন ধারা।

আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার অত্থাসালিনী নামক বিখ্যাত অর্থকথায় দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যয়সামগ্রী বা কারণসমবায়েই ঘটনা ঘটে, কার্যোৎপত্তি হয়। অতএব বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ এককারণবাদবিরোধী। ইহা বহুকারণবাদেরও বিরোধী (বিসুদ্ধিমগ্গ)। বস্তুত প্রতীত্যসমুৎপাদ এককারণ ও বহু কারণের পরিবর্তে একীকরণবাদ। চক্ষু, রূপ ও চক্ষু-বিজ্ঞান এই তিনের যথাযোগ্য সংযোগেই স্পর্শোৎপত্তি সম্ভব হয়। যদি প্রতীত্যসমুৎপাদে অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান ইত্যাদিতে, এককারণবশে এক এক কার্যোৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে তাহা ভগবান বুদ্ধের দেশনাবিলাস মাত্র।

মধ্যম ও অন্যান্য নিকায়ের সূত্রসমূহে প্রধানত মনোবিজ্ঞানের দিক হইতেই প্রতীত্যসমুৎপাদ উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি দ্বাদশ নিদান চিত্তের বিভিন্ন ধর্ম, চিত্তেই তাহাদের উদয়, চিত্তেই বিলয়, চিত্তেই তাহাদের উদ্ভব, চিত্তেই নিরোধ। তাহাদের আংশিক অথবা অশেষ নিরোধ ঘটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি।

মধ্যমনিকায়ের রথবিনীত সূত্রে নির্বাণকে অনুৎপাদপরিনির্বাণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণার অশেষ নিরোধে সমস্ত সংসারগতি নিরুদ্ধ হইলেই নির্বাণসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। উক্ত নিকায়ের প্রথম সূত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, এই নির্বাণসম্পর্কে এইরূপ মনে করা চলে না—নির্বাণ হইতে আমি, নির্বাণে আমি, আমাতে নির্বাণ, নির্বাণ আমার, আমিই নির্বাণ। ব্রহ্মনিমন্ত্রণ-সূত্রে উক্ত হইয়াছে, নির্বাণগত বিজ্ঞান অনন্ত (আদ্যন্তরহিত), অনিদর্শন (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) এবং সর্বতোপ্রভ। অলগর্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছে, তথাগতের নিঃসৃত (সংসারনির্গত) বিজ্ঞান অননুবেদ্য (অনির্বচনীয়)। নির্বাণ বস্তু নয়, পদার্থ নয়। ইহা সর্বসংস্কারমুক্ত ও সর্বোপাধিবর্জিত চিত্তের অবস্থা, আলম্বন বা অনুভূতি। সংজ্ঞাবেদায়িতনিরোধ নামক সমাপত্তিতে নিমগ্ন হইতে পারিলেই নির্বাণের স্বরূপ অনুভুত হয়। প্রত্যেক সমাপত্তিতেই নির্বাণ অনুভূতি আছে সত্য, কিন্তু যে পর্যন্ত চিত্ত সংসারঅভিমুখী সে পর্যন্ত নির্বাণের পূর্ণ আস্বাদ সম্ভব নহে। আলম্বন (পালি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরম্মণ) ভেদেই চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যে পর্যন্ত পঞ্চস্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন থাকে সে পর্যন্ত চিত্ত সংসারী, ত্রিভবে আবদ্ধ। এই পঞ্চ আলম্বন অতিক্রম করিয়া চিত্ত অবস্থান করিলেই নির্বাণের যথার্থ অনুভূতি ও উপলব্ধি হয়।

(গ)

আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ

হীনযান গ্রন্থসমূহে প্রধানত পুদ্গল-নৈরাত্ম্য এবং মহাযান গ্রন্থসমূহে প্রধানত ধর্ম-নৈরাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই হীনযানীয় এবং মহাযানীয় সমস্ত বৌদ্ধ মতই অনাত্মবাদ। পালি পঞ্চনিকায়ের ভাষায় আত্মবাদের অপর নাম সৎকায়দৃষ্টি। "আত্মা রূপবান, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা। আত্মা বেদনাবান, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা। আত্মা সংজ্ঞাবান, আত্মা সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা। আত্মা সংস্কারবান, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা। আত্মা বিজ্ঞানবান, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা।" এইরূপে পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটিতে অথবা সমষ্টিগতভাবে যে চিন্তা ও বিশ্বাস তাহাই সৎকায় দৃষ্টি (ক্ষুদ্রবেদল্য সূত্র)। এমনকি এই যে চিন্তা ও বিশ্বাস—"নির্বাণে আমি, নির্বাণ হইতে আমি, নির্বাণ আমার, আমিই নির্বাণ" তাহাও সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ (মূলপর্যায় সূত্র)। অলগর্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছে : "এই ছয় দৃষ্টিস্থান—এই রূপ আমার, আমিই রূপ, ইহাই আমার আত্মা। এই বেদনা আমার, আমিই বেদনা, ইহা আমার আত্মা। এই সংজ্ঞা আমার, আমিই সংজ্ঞা, ইহাই আমার আত্মা। এই সংস্কার আমার, আমিই সংস্কার, ইহাই আমার আত্মা। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত (অনুমিত), বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান—সেই লোক (জগৎ) সেই আত্মা (নিজস্ব বস্তু), সেই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা।" (অলগর্দোপম সূত্র)। ইহাই আত্মবাদ বা আত্মদৃষ্টি।

"(পক্ষান্তরে) এই রূপ আমার নহে, আমি রূপ নহি, রূপ আমার আত্মা নহে। এই বেদনা আমার নহে, আমি বেদনা নহি, বেদনা আমার আত্মা নহে। এই সংজ্ঞা আমার নহে, আমি সংজ্ঞা নহি, সংজ্ঞা আমার আত্মা নহে। এই সংস্কার আমার নহে, আমি সংস্কার নহি, সংস্কার আমার আত্মা নহে। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এই যে দৃষ্টিস্থান—সেই লোক, সেই আত্মা, সেই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অবিপরিণামী আমি চিরকাল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।" (অলগর্দোপম সূত্র)। ইহাই অনাত্মবাদ বা অনাত্মদৃষ্টি।

সর্বাসব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গৃহীত হইতে পারে না : "আমি পূর্বে, সুদীর্ঘ অতীতে কি ছিলাম বা ছিলাম না? কীভাবে ছিলাম, কী হইতে পরে কী হইয়াছিল? আমি কি ভবিষ্যতে, সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব, কিংবা থাকিব না? কীভাবে থাকিব, কী হইতে বা কী হইব? আমি এখন আছি কী নাই? আমার এই সত্ত্বা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায়ই বা যাইবে?" যদি এই লোকসম্মত প্রশ্নগুলিকে প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া নিম্নোক্ত ছয় সিদ্ধান্তের কোনো না কোনো একটিতে উপনীত হইতে হয়—আমার আত্মা আছে; আমার আত্মা বলিয়া কিছু নাই; আমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারি; আমি আত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি; আমি অনাত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি; এই যে আমার আত্মা যাহা স্বয়ং বেত্তা এবং বেদ্য, যাহা তত্র তত্র, জন্মজন্মান্তরে শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে সেই আমার নিত্য, ধ্রুব এবং অবিপরিণামী আত্মা শাশ্বতকাল, চিরদিন একইভাবে থাকিবে।

অথচ ভয়ভৈরব, মহাঅশ্বপুর প্রভৃতি বহু সূত্রে গৌতম মুক্তকণ্ঠে জাতিস্মরজ্ঞান এবং কর্মবশে জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি, সুগতি-দুর্গতি স্বীকার করিয়াছেন। জাতিস্মরজ্ঞানের লৌকিক উপমা স্বরূপে তিনি বলিয়াছেন—"মনে কর, এক ব্যক্তি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রাম হইতে আবার অন্য গ্রামে গমন করে এবং দ্বিতীয় গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করে। তখন সেভাবে—'আমি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া তথায় এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়া এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই আমি ঐ গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগত হইয়াছি।' সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন—একজন্ম, দুইজন্ম ইত্যাদি।"

জাতিস্মরজ্ঞান এবং কর্মবশে জীবগণের জন্ম-পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে আত্মার দেহান্তরগমন বা সংক্রমণ অস্বীকারের উপায় কি আছে? কিন্তু মহাতৃষ্ণাসংক্ষয়সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যখন কৈবর্তপুত্র ভিক্ষু স্বাতি মত প্রকাশ করিলেন যে, ভগবান বুদ্ধের মতানুসারে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার মতে বিজ্ঞানও প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপত্তি সম্ভব নহে।

আত্মার বা বিজ্ঞানের দেহান্তরগমন স্বীকার করেন না, অথচ কর্মবশে পুনর্জন্ম ও জাতিস্মরজ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার করেন—এই সমস্যার সদুত্তর পঞ্চনিকায়ের সূত্রসমূহে পাওয়া যায় না। পরবর্তী মিলিন্দপ্রশ্ন নামক পালি গ্রন্থে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যেমন প্রথম তরঙ্গ নিরুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ নিরুদ্ধ হইয়া তৃতীয় তরঙ্গ উঠে, তেমন পঞ্চস্কন্ধের সংযোগে উৎপন্ন এক জীবন্ত দেহের অবসানের পর পঞ্চস্কন্ধ-সংযোগে দ্বিতীয় জীবন্ত দেহের, উহার অবসানে তৃতীয় দেহের উদ্ভব হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ জীবন্ত দেহ বা জীবগুলি ঠিক একও নয়, বিভিন্নও নয়। উহাদের উদ্ভবে আত্মার দেহান্তরগমনের প্রয়োজন হয় না। সমগ্র উদয়-বিলয়ধারার মধ্যে আত্মা বা বিজ্ঞানের অবিনশ্বরত্বের পরিবর্তে আমরা মাত্র ধর্মসন্ততি বা কর্মসন্ততিই দেখিতে পাই (Continuity of a creative impulse)।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র ও প্রজাপতি সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু মাত্র আমাদের জড়দেহকে বিনাশ করে। এই নশ্বরদেহ অমৃত অশরীরী আত্মারই অধিষ্ঠানমাত্র। সশরীর হইলেই ঐ আত্মা প্রিয়াপ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়। দেহান্তে অশরীরী আত্মা আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। সে-ই উত্তম পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, বিজ্ঞানঘন বা প্রজ্ঞানঘন আত্মা পঞ্চভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া উহাদের সহিত অনুবিনষ্ট হয়। মৃত্যুর সময় ঐ বিজ্ঞানাত্মা কর্মবশে স্বীয় গতি স্থির করিয়া পূর্ব প্রজ্ঞাসহ বর্তমান দেহ হইতে নির্গত হয় এবং কিয়ৎকাল বা কিছুদিন অচেতন অবস্থায় অবস্থান করে। পূর্বপ্রজ্ঞা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আত্মার মধ্যে সনির্দিষ্ট গতি অভিমুখে ধাবিত হওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে। তখন যেমন সম্রাটের আগমনে পাত্র-মিত্র-ও অনুচরগণ যানবাহন, ধ্বজপতাকা ও পুষ্পমাল্যাদি লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করে, তেমন পঞ্চভূতাদি দেহোপকরণগুলি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং উহার সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার নব দেহ-পরিগ্রহ আনয়ন করে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় ঐ আত্মাই একুল ওকুল দুকুলের মধ্যে সেতুস্বরূপ। যেমন তৃণজলৌকা দ্বিতীয় তৃণাগ্রকে আশ্রয় করিয়া দেহ গুটাইয়া প্রথম তৃণাগ্র হইতে দ্বিতীয়ে পার হইয়া যায়, তেমনভাবেই আত্মার দেহান্তরগমন হইয়া থাকে। ভেল-সংহিতায় তৃণজলৌকার উপমায় আত্মার দেহান্তরগমনবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এক দেহ ত্যাগ ও অপর দেহ গ্রহণ আত্মার পক্ষে যুগপৎ সিদ্ধ হয়। আত্মার দেহান্তরগমন বিষয়ে উপনিষদের বর্ণনাগুলি অতি মনোজ্ঞ এবং কবিত্বব্যঞ্জক বটে, কিন্তু তাহা কতদূর যুক্তিসহ এখনও বিশেষ ভাবিবার বিষয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্যকে শক্ত করিয়া ধরাতে মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মা বা বিজ্ঞান-ঘনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন ভাবিয়া তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন—বিষয়টি গোপনে আলোচনা করা যাইবে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত গোপন উত্তর হইল—উহার রহস্য কর্মে। পরবর্তী দার্শনিক মত হইতেছে : আত্মার ত্রিবিধ শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। শেষোক্ত বা কারণ-শরীর লইয়াই মৃত্যুর সময় আত্মা মরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্যদেহ গ্রহণ করে। এই জাতীয় মত ও বিশ্বাসগুলি দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে।

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধগণের মতে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধ যাহাদের সংযোগ-বিয়োগে জীবগণের উদয়-বিলয় হইতেছে, সমস্তই বিপরিণামী, পরিবর্তনশীল প্রতীত্যসমুৎপাদের নিয়মে। এইভাবে বিচার করিলে আত্মার সংজ্ঞানুযায়ী কোনো বস্তু বা পদার্থই অভিজ্ঞতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চস্কন্ধাতীত আত্মপদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রবাহ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কোনো বিষয় শুধু কল্পনা অথবা বিশ্বাস করা এক কথা এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদ্বারা তাহা প্রমাণ করা অন্য কথা। জীবরূপে পঞ্চস্কন্ধের সম্মিলন হইলে আত্মা, পুরুষ বা ব্যক্তির ধারণা সম্ভব হয়। এই সংযোগের মূলে নিহিত আছে অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণা যাহা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সুখ-দুঃখাধীন ব্যক্তিবিশেষের জীবনধারা রুদ্ধ হয়।

*   *   *

Visit: http://www.buddhistdownload.com